(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।)

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

প্রণীতম্।

———(•)———

অমৃত পরমপূর্ব্বং ভারতী কামধেনুং শ্রুতিগণ কৃত বৎসো ব্যাসদেবো দুদোহ।
অতিরুচির পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেতৎ পিবত পিবত মুগ্ধা দুগ্ধমক্ষয্যমিষ্টং॥

(গণপতি খণ্ডম্।)

কলিকাতা মৃজাপুর পটলডঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ সংখ্যক ভবনাৎ

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নেন সংস্কৃতং

ভাষান্তরিতং প্রকাশিতঞ্চ।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমাদিতঃ পঠেদশেষং সদনে চ যঃ পুমান্।
সংস্থাপয়েৎ সোঽত্র সুখস্য ভাজনং হ্যন্তে হরেঃ স্থানমুপৈতি তং স্মরণ্॥

কলিকাতা রাজধান্যাং

মৃজাপুর পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ সংখ্যক ভবনে

প্রাকৃতযন্ত্রে

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তিনা মুদ্রিতং।

শকাব্দা ১৮০৫। সংবৎ ১৯৪০। সন ১২৯০

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

১
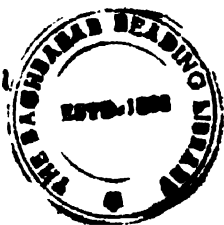
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্।

গণপতিখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥ ১॥

নারদ উবাচ।

শ্রুতিং প্রকৃতিখণ্ডং তদমৃতার্ণবমুত্তমং।
সর্ব্বোৎকৃষ্টমীপ্সিতঞ্চ মূঢ়ানাং জ্ঞানবর্দ্ধনং॥ ২॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গণেশখণ্ডমীশ্বর।
তজ্জন্মচরিতং নৃণাং সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলং॥ ৩॥
কথং যজ্ঞে সুরশ্রেষ্ঠঃ পার্ব্বত্যা উদরে শুভে।
দেবী কেন প্রকারেণ নলাভ তাদৃশং সুতং॥ ৪॥
সচাংশঃ কস্য দেবস্য কথং জন্ম নলাভ সঃ।
অযোনিসম্ভবঃ কিম্বা কিম্বা সোযোনিসম্ভবঃ॥ ৫॥

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে॥ ১॥

নারদ কহিলেন, হে সর্ব্বেশ্বর! অমৃতার্ণব-সদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সকলের অভিলষিত, মূঢ়জনের জ্ঞানপ্রদ অতি উত্তম প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে গণেশখণ্ড, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব ঐ গণেশখণ্ডে মানবগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলনিদান গণেশজন্ম ও গণেশ চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে কৃপা করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন॥ ২॥৩॥

সুরাগ্রগণ্য গণেশ পর্ব্বতদুহিতা পার্ব্বতীর পবিত্র জঠরে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? পার্ব্বতীই বা কি কারণ তাদৃশ পুত্রকে গর্ব্ভে ধারণ করিলেন? তিনি কোন দেবতার অংশ? তিনি কি নিমিত্ত জন্মগ্রহণ ক্লেশ কার করিলেন? তিনি কি যোনি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন; না

কিম্বা তদ্ব্রহ্মতেজো বা কি যানেব পরাক্রমঃ।
কা তপস্যাচ কিং জ্ঞানং কিম্বা তন্নির্ম্মলং যশঃ॥ ৬॥
কথং তস্য পুরঃ পূজা বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
স্থিতে নারায়ণে শম্ভৌ জগদীশেচ ব্রহ্মণি॥ ৭॥
পুরাণেষু নিগূঢ়ঞ্চ তজ্জন্ম পরিকীর্ত্তিতং।
কথম্বা গজবক্ত্রো যমেক দন্তো মহোদরঃ॥ ৮॥
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব শ্রোতুং কৌতূহলং মম।
সুবিস্তীর্ণং মহাভাগ তদতীব মনোহরং॥ ৯॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
পাপসন্তাপ হরণং সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশনং॥ ১০॥
সর্ব্বমঙ্গলদং সারং সর্ব্বশ্রুতি মনোহরং।
সুখদং মোক্ষবীজঞ্চ পাপমূল নিকৃন্তনং॥ ১১॥

অযোনিসম্ভূত? তিনি কি ব্রহ্মতেজোময়; না পরাক্রম স্বরূপ? তিনি কি তপোময়; না জ্ঞানময়; না নির্ম্মল যশস্বরূপ? ॥ ৪॥ ৫॥ ৬॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিদ্যমান থাকিতে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা হইবার কারণ কি? তিনি দীর্ঘোদরসম্পন্ন একদন্ত গজানন হইলেন কেন? পুরাণে তাঁহার নিগূঢ় জন্মবৃত্তান্ত বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত আছে। অতএব হে মহাভাগ! সেই পুরাণবর্ণিত অতি মনোহর সুবিস্তীর্ণ গণপতি বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে; অতএব আপনি তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে বিবৃত করুন॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! গণপতি বৃত্তান্ত সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন পাপ সন্তাপহর সর্ব্বমঙ্গল দায়ক ও সকলের শ্রুতিসুখকর। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই পাপমূলক্ষয়কর সুখ মোক্ষের বীজস্বরূপ পরমাদ্ভুত গূঢ়

দৈত্যার্দ্দিতানাং দেবানাং তেজোরাশি সমুদ্ভবা।
দেবী সংহৃত্য দৈত্যৌঘান্ দক্ষকন্যা বভূব হ॥ ১২॥
সা চ নাম্না সতী দেবীং স্বামিনো নিন্দয়া পুরা।
দেহং সংত্যজ্য যোগেন জাতা শৈলপ্রিয়োদরে॥ ১৩॥
শঙ্করায় দদৌ তাঞ্চ পার্ব্বতীং পর্ব্বতো মুদা।
তাং গৃহীত্বা মহাদেবো জগাম নির্জ্জনং বনং॥ ১৪॥
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্প চন্দন চর্চ্চিতাং।
স রেমে নর্ম্মদাতীরে পুষ্পোদ্যানে তয়া সহ॥ ১৫॥
সহস্রবর্ষ পর্য্যন্তং দৈবমানেন নারদ।
তয়োর্ব্বভূব শৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং পরং॥ ১৬॥
দুর্গাঙ্গ স্পর্শমাত্রেণ কামেন মূর্চ্ছিতঃ শিবঃ।
মূর্চ্ছিতা সা শিবস্পর্শাদ্বুবুধেন দিবানিশং॥ ১৭॥

বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১০॥ ১১॥

পূর্ব্বে যখন দেবগণ, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন তৎকালে দেবগণের তেজোরাশি হইতে যে ভগবতী সমুদ্ভূতা হইয়া দৈত্যগণকে সংহার করেন, সেই দেবীই দক্ষকন্যা সতীরূপে সমুৎপন্না হন॥ ১২॥

সেই সতী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া হিমালয় হইতে হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পরে গিরি-রাজা পুলকিতচিত্তে সেই কন্যা ভগবান্ শঙ্করকে সম্প্রদান করিলে তিনি সেই পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিয়া বিজন বনে গমন করিলেন॥ ১৩॥ ১৪॥

অতঃপর দেবাদিদেব প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত নর্ম্মদাতীরে পুষ্পো-দ্যানে গমন পূর্ব্বক তথায় পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা রতিকরী শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। দেবমানের সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বিপরীতাদিক্রমে উভয়ের শৃঙ্গার হইতে লাগিল॥ ১৫॥ ১৬॥

তখন দুর্গার অঙ্গস্পর্শমাত্রে শিব কামমূর্চ্ছিত ও শিবের অঙ্গস্পর্শমাত্রে

হংসকারণ্ডবাকীর্ণে পুংস্কোকিল রুতশ্রুতে।
নানাপুষ্পবিকসিতে ভ্রমর ধ্বনিসংযুতে। ১৮।
সুগন্ধি কুসুমাক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে।
অতীব সুখদেবস্যে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তয়োস্তচ্ছৃঙ্গারং চিন্তাং প্রাপুঃ সুরাঃপরাং।
ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য যযুর্নারায়ণান্তিকং ॥ ২০ ॥
তং নত্বা কথয়ামাস ব্রহ্মাবৃত্তান্ত মীপ্সিতং।
সংতস্থুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বা শ্চিত্র পুত্তলিকা যথা ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রবর্ষ পর্য্যন্তং দেবমানেন শঙ্করঃ।
রতৌ রতশ্চ নিশ্চেষ্টো ন যোগী বিররাম হ ॥ ২২ ॥
মৈথুনেচ বিরামেচ দম্পত্যো জগদীশ্বর।

দুর্গাদেবী কামমূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের দিবারাত্রি পর্য্যন্ত অনুভূত হয় নাই॥ ১৭ ॥

তাঁহাদিগের সেই বিহারস্থান অতি রমণীয় তত্রত্য নদীজলে হংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে তীরস্থ কুসুমোদ্যানে বিবিধ কুসুম বিকসিত হইয়াছে সুগন্ধি কুসুমাক্ত বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে পুংস্কোকিলগণ কুহুরব ও মধুকরগণ গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে। সেই অতীব সুখজনক সর্ব্বজন্তু বিবর্জ্জিত প্রদেশে হরপার্ব্বতী ঐ রূপ বিহারে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ নিতান্ত চিন্তাকুলিত চিত্তে ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন নারায়ণের নিকট গমন করিলেন॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

দেবগণ ভগবান্ নারায়ণ নিকটে উপনীত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত রহিলেন, কেবল পুরোবর্ত্তী ব্রহ্মা তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! পরমযোগী দেবাদি-দেব মহাদেব দেবমানের সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত রতিক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন

কিন্তুৎ ভবিতাপত্যং তত্ত্বঃ কথিতু মর্হসি ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

চিন্তা নাস্তি জগদ্ধাতঃ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি।
ময়ি যে শরণাপন্না স্তেষাং দুঃখং কুতো বিধে ॥ ২৪ ॥
যেনোপায়েন তদ্বীর্য্যং ভূমৌ পততি নিশ্চিতং।
তৎকুরুষ্ব প্রযত্নেন সার্দ্ধং দেবগণেন চ ॥ ২৫ ॥
পপাত শম্ভোর্ব্বীর্য্যস্তৎপার্ব্বত্যা উদরে যদি।
ততোপত্যঞ্চ ভবিতা সুরাসুর বিমর্দ্দকং ॥ ২৬ ॥
ততঃ শক্রাদয়ঃ সর্ব্বে সুরা নারায়ণাজ্ঞয়া।
প্রযযুর্নর্ম্মদাতীরং যযৌ ব্রহ্মা নিজালয়ং ॥ ২৭ ॥
তত্রৈব পর্ব্বত দ্রোণী বহির্দ্দেশে সুরাঃ পরাঃ।
বিষণ্ণ বদনাঃ সর্ব্বে বভূবুর্ভয কাতরাঃ ॥ ২৮ ॥

অদ্যাপি মৈথুনে বিরত হইলেন না। হরপার্ব্বতীর মৈথুন বিরামে কিরূপ অপত্য উৎপন্ন হইবে আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে বিধে! তুমি চিন্তা করিও না, সমস্ত মঙ্গল হইবে। যাহারা আমার সরণাপন্ন হয় তাহাদিগকে দুঃখভোগ করিতে হয় না। যে উপায়ে দেবদেবের বীর্য্য নিশ্চয় ভূতলে পতিত হয় তুমি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। মহাদেবের বীর্য্য যদি পার্ব্বতীর উদরে পতিত হয় তাহা হইলে সেই বীর্য্য হইতে সুরাসুর উভয় পক্ষের বিনাশক আশ্চর্য্য সন্তান সমুৎপন্ন হইবে ॥ ২৪ । ২৫ । ২৬ ॥

সনাতন নারায়ণ এই রূপ কহিলে ইন্দ্রাদি দেবগন তদীয় আজ্ঞাক্রমে নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলেন। পরে ব্রহ্মা নিজালয়ে গমন করিলেন।২৭।

ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় উপনীত হইয়া বিষণ্ণ বদনে ও শঙ্কাকুলিতচিত্তে তত্রত্য পর্ব্বতদ্রোণীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে

শক্রোরাজা কুবেরঞ্চ কুবের বরুণন্তথা।
সমীরণং তং বরুণো বরুণঞ্চ যমঃ স্বয়ং ॥ ২৯ ॥
বহ্নিস্ত্বং প্রেরয়ামাস ভাস্করঞ্চ হুতাশনঃ।
ভাস্করঞ্চ তথা চন্দ্র ঈশানশ্চন্দ্র মেব চ ॥ ৩০ ॥
এবং দেবাঃ প্রেরযন্তি দেবাংশ্চরতি ভঞ্জনে।
হরশৃঙ্গার ভঙ্গঞ্চ কুর্ব্বীত্যুক্ত্বা পরস্পরং ॥ ৩১ ॥
দ্বারস্থিরোবক্রশিরাঃ শক্রঃ প্রাহমহেশ্বরং। ৩২।

ইন্দ্র উবাচ।

কিঙ্করোষি মহাদেব যোগীশ্বর নমোস্তুতে।
জগদীশ জগদ্বীজ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন ॥ ৩৩ ॥
হরির্জ্জগামেত্যুক্ত্বা যমাজ্জগামচ ভাস্করঃ।
সংবীক্ষোবাচ দ্বারস্থো ভয়ার্ত্তো বক্রচক্ষুষা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসূর্য্যউবাচ।

কিঙ্করোষি মহাদেব জগতাং পরিপালক।

দেবরাজ ইন্দ্র কুবেরকে, কুবের বরুণকে, বরুণ বায়ুকে, যম বরুণকে, বহ্নি যমকে, হুতাশন সূর্য্যকে, চন্দ্র ভাস্করকে, ও ঈশান চন্দ্রকে, শিবের রতিভঙ্গে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে পরস্পরের প্রেরণকালে দেবগণ সকলেই বলিতেলাগিলেন শীঘ্র দেবাদিদেবের রতিভঙ্গ কর। ২৮।২৯।৩০।৩১।

প্রথমতঃ দেবরাজ দ্বারদেশে উপনীত হইয়া প্রণতভাবে দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আপনি এ কি কার্য্য করিতেছেন? এক্ষণে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হউন। আপনি সমস্ত জগতের বীজ স্বরূপ, জগৎপতি যোগীশ্বর মহাদেব ও ভক্তগণের ভয়ভঞ্জন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি। ৩২। ৩৩।

এই বলিয়া দেবরাজ প্রতিগমন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ ভাস্কর দ্বারদেশে আগমন পূর্ব্বক শিবকে তদবস্থ দর্শনে ভয়ার্ত্ত হইয়া চকিতনয়নে

সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ পার্ব্বতীশ নমোস্তুতে ॥ ৩৫ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা শ্রীসূর্য্যঃ প্রজগাম ভয়াতুরঃ।
আজগাম তথা চন্দ্র উবাচ বক্র কন্ধরঃ ॥ ৩৬ ॥

চন্দ্রউবাচ।

কিঙ্করোষি ত্রিলোকেশ ত্রিলোচন নমোস্তুতে।
আত্মারাম পূর্ণকাম পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ৩৭ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা ভীতশ্চ বিররাম নিশাপতিঃ।
সম্বীক্ষ্যোবাচদ্বারস্থঃ স্বয়মেব সমীরণঃ ॥ ৩৮ ॥

পবন উবাচ।

কিঙ্করোষি জগন্নাথ জগদ্বন্ধো নমোস্তুতে।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং বীজরূপ সনাতন ॥ ৩৯ ॥

কহিলেন প্রভো! এরূপ কার্য্যে আসক্ত থাকা আপনার উচিত নহে। আপনি সমস্ত জগতের পরিপালক সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ ও পার্ব্বতীপতি বলিয়া অভিহিত হয়েন। আমি আপনাকে অভিবাদন করি। ৩৪। ৩৫।

ভগবান্ ভাস্কর সভয় চিত্তে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে প্রতিগমন করিলে চন্দ্রদেব তথায় উপনীত হইয়া নতকন্ধরে শঙ্করকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আপনি এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হউন, জ্ঞানিগণ আপনাকে ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিলোচন ও আত্মারাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আপনার অর্চ্চনা করিলে জীবের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং আপনার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে জীব পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

নিশাপতি ভয়চকিত চিত্তে এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে সমীরণ স্বয়ং দ্বারস্থ হইয়া শিবকে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন হে জগৎস্বামিন্! আপনি জগতের বন্দনীয় ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষের বীজস্বরূপ ও সনাতন নামে বিখ্যাত আছেন, আপনার একার্য্যে রত থাকা যোগ্য নহে। এক্ষণে আমি আপনার চরণ বন্দনা করি ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যেব স্তবনং শ্রুত্বা যোগ জ্ঞান বিশারদঃ।
ত্যক্তু কামো ন তত্যাজ শৃঙ্গারং পার্ব্বতী ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বা সুরান ভয়ার্ত্তাংশ্চ পুনস্তোতুং সমুদ্যতান্।
বিজহৌ সুখসম্ভোগং কণ্ঠলগ্নাঞ্চ পার্ব্বতীং ॥ ৪১ ॥
উত্তিষ্ঠতো মহেশস্য ত্রস্তস্য লজ্জিতস্য চ।
ভূমৌ পপাত তদ্বীর্য্যং ততস্কন্দো বভূব হ ॥ ৪২ ॥
পশ্চাত্তাং কথয়িষ্যামি কথামতি মনোহরাং।
স্কন্দজন্ম প্রসঙ্গেচ সাংপ্রতং বাঞ্ছিতং শৃণু ॥ ৪৩ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
গণপতিখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পবনদেব এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া বিরত হইলেন। তখন যোগজ্ঞান-বিশারদ ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণে রতিভঙ্গে ইচ্ছুক হইয়াও প্রিয়তমা পার্ব্বতীর ভয়ে শৃঙ্গার পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥

অতঃপর দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্তুতিবাদে সমুদ্যত হইলে দেবদেব মহাদেব সুখসম্ভোগ পরিহার পূর্ব্বক কণ্ঠলগ্না পার্ব্বতিকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪১ ॥

তৎকালে ভগবান্ শূলপাণি লজ্জিত ও ত্রস্ত হইয়া যেমন গাত্রোত্থান করিবেন অমনি ভূতলে তাঁহার বীর্য্য পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছে; পশ্চাৎ তোমার নিকট সেই মনোহর বৃত্তান্ত বর্ণন করিব এক্ষণে স্কন্দজন্মপ্রসঙ্গে তোমার বাঞ্ছিত বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতিখণ্ডে
প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ত্যক্ত্বা রতিং মহাদেবো দদর্শ পুরতঃ সুরান।
পলায়ধ্বমিত্যুবাচ কৃপয়া পার্ব্বতী ভয়াৎ॥ ১॥
দেবাঃ পলায়িতা ভীতাঃ পার্ব্বতী শাপহেতুনা।
ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বসংহর্ত্তা চ কম্পে পার্ব্বতী ভয়াৎ। ২॥
তল্পাদুত্থায় সা দুর্গা নচ দৃষ্ট্বা পুরঃসুরান্।
সমুত্থিতং কোপ বহ্নিং স্তম্ভয়ামাস দেহতঃ। ৩।
অদ্য প্রভৃতি তে দেবা ব্যর্থ বীর্য্য ভবন্তিত্বিতি।
শশাপ দেবীতান্দেবানতি রুষ্টা বভূব হ। ৪।
ততঃ শিবঃ শিবাং দৃষ্ট্বা ক্রোধ সংরক্ত লোচনাং।
রুদন্তীং নম্রবদনাং লিখন্তীং ধরণীতলং। ৫।

হে নারদ! দেবাদিদেব মহাদেব রতিভঙ্গে গাত্রোত্থান মাত্র সম্মুখে দেবগণকে দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পার্ব্বতী হইতে ভয়ের আশঙ্কায় দেবগণের প্রতি কৃপা করিয়া কহিলেন হে সুরগণ! সত্বর তোমরা এস্থান হইতে পলায়ন কর। মহাদেবের এই আজ্ঞায় দেবগণ পার্ব্বতীর অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পার্ব্বতী ভয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংহার কর্ত্তা শিবও কম্পিত হইতে লাগিলেন॥ ১॥ ২॥

তৎপরে দুর্গাদেবী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুরোবর্ত্তী দেবগণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সমুত্থিত কোপবহ্নি স্বীয় দেহে স্তম্ভিত করিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে দেবগণকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, অদ্য প্রভৃতি দেবগণ ব্যর্থ বীর্য্য হউক॥ ৩॥ ৪।

এইরূপ শাপ প্রদানের পর সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবী ক্রোধসংরক্ত লোচনে ও বিনম্র বদনে চরণনখরে ধরণীতল খনন করিতে করিতে

শিবস্তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসংরক্ত লোচনাং।
হস্তে গৃহীত্বা দেবেশো বাসয়ামাস বক্ষসি। ৬।
অতীব ভীতসংত্রস্ত উবাচ মধুরং বচঃ। ৭।

শঙ্কর উবাচ।

কথং রুষ্টা গিরি শ্রেষ্ঠ কন্যে ধন্যে মনোহরে।
মম সৌভাগ্যরূপেচ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতে।
কিন্তেভীষ্টং করিষ্যামি বদনাৎ জগদম্বিকে। ৮।
ব্রহ্মাণ্ড সজ্ঞ নিখিলে কিমসাধ্যমিহাবযোঃ।
অহো নিরপরাধং মাং প্রসন্না ভবস্তুন্দরি। ৯।
দৈবাদজ্ঞাত দোষস্য শান্তিং মে কর্ত্তুমর্হসি।
ত্বয়াযুক্তঃ শিবোহঞ্চ সর্ব্বেষাং শিবদায়কঃ। ১০।
ত্বয়াবিনা হীশ্বরশ্চ শবতুল্যোহশিবঃ সদা।
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ বুদ্ধিস্ত্বং শক্তিস্ত্বঞ্চ ক্ষমাদয়া। ১১।

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবদেবের অন্তরে ভয় সঞ্চার হইল, তখন তিনি ক্রোধকষায়িত লোচনা দুঃখিতা পার্ব্বতীর কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে আরোপিত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন নগেন্দ্রনন্দিনি! তুমি আমার সৌভাগ্যরূপা ও প্রাণাধিষ্ঠাত্রীদেবী, নারী-জাতির মধ্যে তুমিই ধন্যা, তুমি ভিন্ন কেহ আমার মনোহরণ করিতে পারে না, কিজন্য তুমি রুষ্টা হইয়াছ? জগদম্বিকে! তোমার অভীষ্ট কি বল, আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব॥ ৫॥ ৬॥ ৭॥ ৮॥

প্রিয়তমে! এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমাদিগের উভয়ের অসাধ্য কি আছে? সুন্দরি! আমি নিরপরাধী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।৯।

প্রিয়ে দৈববশে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে শান্তি প্রদান কর। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমি শিবনাম ধারণ করিয়া সকলের শিব প্রদান করিয়া থাকি॥ ১০॥

তুষ্টিস্ত্বঞ্চ তথা পুষ্টিঃ শান্তিস্ত্বং ক্ষান্তিরেব চ।
ক্ষুত্ত্বং ছায়া তথা নিদ্রা তন্দ্রা শ্রদ্ধা সুরেশ্বরি। ১২।
সর্ব্বাধার স্বরূপা ত্বং সর্ব্ববীজ স্বরূপিণী।
স্মিতপূর্ব্বং বদবচঃ সাংপ্রতং সরসং শিবে। ১৩।
ত্বৎকোপ বিষসংদগ্ধং তেন জীবয় মাং মৃতং। ১৪।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা কোপযুক্তা চ পার্ব্বতী।
উবাচ মধুরং দেবী হৃদয়েন বিদুয়তা।১৫।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিন্ত্বাহং কথয়িষ্যামি সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপিণং।
আত্মারামং পূর্ণকামং সর্ব্বদেহেষবস্থিতং। ১৬।
কামিনী মানসংকাম মপ্রজ্ঞং স্বামিনং বদেৎ।
সর্ব্বেষাং হৃদয়জ্ঞঞ্চ হৃদীষ্টং কথয়ামি কিং। ১৭।

শিবতুল্য ঈশ্বরও যদি শক্তিরূপা তোমা কর্তৃক বর্জ্জিত হন, ইহা হইলে তিনিও সর্ব্বদা অশিবনামে শব্দিত হইয়া থাকেন। সুরেশ্বরি! তুমি পরমাপ্রকৃতি, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমা, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, ক্ষুধা, ছায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ও শ্রদ্ধারূপা, সর্ব্বাধার স্বরূপিণী, ও সর্ব্ববীজস্বরূপা বলিয়া কথিতা হইয়া থাক। শিবে! এক্ষণে তুমি সহাস্য বদনে আমার প্রতি সরস বাক্য প্রয়োগ কর। তোমার ক্রোধবিষে দগ্ধহৃদয় হইয়া আমি মৃত হইয়াছি, আমাকে জীবিত কর॥ ১১॥ ১২। ১৩। ১৪।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ কহিলে কোপান্বিতা পার্ব্বতীদেবী দুঃখিতান্তঃকরণে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন নাথ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বরূপী আত্মারাম ও পূর্ণকাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, এবং সর্ব্বদেহে আপনার অধিষ্ঠান রহিয়াছে, অতএব আমি আপনার নিকট আর কি মনের ভাব প্রকাশ করিব॥ ১৫॥ ১৬॥

নাথ! পতি জ্ঞানহীন হইলেই কামিনী তাঁহার নিকট মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। আপনি যখন সর্ব্বান্তর্যামী সকলের হৃদয় যানিতে-

সুগোপ্যং সর্ব্বনারীণাং লজ্জাজনক কারণং।
অকথ্যমপি সর্ব্বাসাং তথাপি কথয়ামিতে। ১৮।
সুখেষু মধ্যে স্ত্রীণাঞ্চ বিভবেষু সুরেশ্বর।
সৎপুংসা সহ সংভোগো নির্জ্জনেষু পরংসুখং। ১৯।
তদ্ভঙ্গেন চ যদ্দুঃখং তৎসমং নাস্তি চ স্ত্রিয়াঃ।
কান্তানাং কান্তবিচ্ছেদঃ শোকঃ পরম দারুণঃ। ২০।
কৃষ্ণপক্ষে যথা চন্দ্রঃ ক্ষীয়মানো দিনে দিনে।
তথা কান্তংবিনা কান্তা ক্ষীণাকান্ত ক্ষণে ক্ষণে। ২১।
চিন্তাজ্বরশ্চ সর্ব্বেষামুপতাপশ্চ বাসসাং।
সাধ্বীনাং কান্তবিচ্ছেদ স্তুরগানাঞ্চ মৈথুনং। ২২।
রতিভঙ্গো দুঃখমেকং দ্বিতীয়ং বীর্য্যপাতনং।
দুঃখাতিরেক দুঃখঞ্চ তৃতীয়মনপত্যতা। ২৩।

ছেন, তখন আমি আপনার নিকট মনের ভাব কি বলিব। ১৭।

নাথ! লজ্জাজনক কারণে সমস্ত নারীর যে ভাব তাহা অতি গোপন করিয়া থাকে, আমি সেই সর্ব্বনারীর অকথ্য অভিপ্রায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ১৮॥

নির্জ্জনস্থানে সৎপুরুষের সহিত সম্ভোগে নারীজাতির যে পরম সুখ লাভ হয়, অন্যান্য সুখসম্পত্তি তাহার তুল্য নহে। সেই সুখভঙ্গে নারী জাতির যে দুঃখ হয়, তত্তুল্য দুঃখ আর কিছুই নাই। সুতরাং কামিনীগণের কান্তবিচ্ছেদে নিদারুণ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৯॥ ২০॥

কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে ক্ষীয়মান হয়, সেইরূপ কান্ত ভিন্ন কান্তা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা হইয়া থাকে॥ ২১॥

সর্ব্বজীবের চিন্তাজ্বর বস্ত্র সমুদায়ের আতপজ্বর সাধ্বী নারীগণের পতিবিচ্ছেদ জ্বর ও তুরগগণের মৈথুন জ্বর ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ২২॥

নাথ! অধিক আর কি বলিব রতিভঙ্গ আমার প্রথম দুঃখ, তোমার বীর্য্য পাতন আমার দ্বিতীয় দুঃখ এবং অনপত্যতা আমার তৃতীয়

ত্রৈলোক্যকান্তং কান্তং ত্বাং ন চ চেশ্বানমে সুতঃ।
যা স্ত্রী পুত্রবিহীনাচ জীবনং তদসার্থকং। ২৪।
জন্মান্তর সুখং পুণ্যং তপোদান সমুদ্ভবং।
সদ্বংশজাত পুত্রশ্চ পরত্রেহ সুখপ্রদঃ। ২৫।
সুপুত্রঃ স্বামিনোঽংশশ্চ স্বামিতুল্য সুখপ্রদঃ।
কুপুত্রশ্চ কুলাঙ্গারো মনস্তাপায় কেবলং॥ ২৬॥
স্বামীস্বাংশেন স্বস্ত্রীণাং গর্ভে জন্ম লভেৎ ধ্রুবং।
সাধ্বীস্ত্রী মাতৃতুল্যাচ সততং হিতকারিণী॥ ২৭॥
অসাধ্বী বৈরিতুল্যাচ শশ্বৎ সন্তাপ দায়িনী।
মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টা চৈবা সাধ্বীতি হি স্মৃতা॥ ২৮॥
কিমুপায়ং করিষ্যামি বদ যোগীশ্বরেশ্বর।
উপায়সিন্ধো তপসাং সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ॥ ২৯॥

দুঃখাতিরেক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং ইহা বড় কষ্ট॥ ২৩॥

প্রভো! তুমি ত্রিলোক মধ্যে কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ, আমি তোমাকে পতিরূপে লাভ করিয়াও পুত্রলাভ করিলাম না, ইহার তুল্য আমার দুঃখজনক বিষয় আর কি হইতে পারে? যে নারী পুত্রবিহীনা হয় তাহার জীবন নিষ্ফল, জন্মান্তরীণ তপস্যা ও দানাদিজনিত পুণ্যবল না থাকিলে কেহই সুখসৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না সদ্বংশজাত সন্তান ঐহিক পারত্রিক উভয় লোকেই সুখদায়ক হয় স্বামির অংশজাত সৎপুত্র হইতে নারী স্বামিতুল্য সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু কুপুত্র কুলের অঙ্গারস্বরূপ কেবল সে মনস্তাপের কারণ হয়। ২৪। ২৫। ২৬॥

স্বামী স্বীয় পত্নীর গর্ব্ভে স্বীয় অংশে নিশ্চয় জন্ম গ্রহণ করেন, সাধ্বীনারী মাতৃতুল্য সতত হিতকারিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ২৭॥

অসাধ্বী রমণী স্বামির বৈরিতুল্যা হয়, পতি নিরন্তর তাহাতে সন্তাপিত হন, মুখদুষ্টা ও যোনিদুষ্টা নারীই অসাধ্বীরূপে উক্ত হইয়া থাকে। ২৮।

ভগবন্! আপনি যোগীশ্বরগণের প্রভু সমস্ত তপস্যার ফলদাতা

ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতীদেবী নম্রবক্ত্রা বভূব হ । ৩০ ॥
প্রহস্য শঙ্করোদেবো বোধযামাস পার্ব্বতীং ।
সৎপুত্র বীজং সুখদং সন্তাপনাশকারণং ।
মিতং স্নিগ্ধং সুরুচিরং প্রবক্তুমুপচক্রমে । ৩১ ।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
গণপতিখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ও উপায় সিদ্ধ বলিয়া কথিত আছেন। এক্ষণে আমি কি উপায় করিব বলুন, এই বলিয়া পার্ব্বতী অবনত মস্তকে অবস্থান করিলেন। ২৯। ৩০।

পার্ব্বতী এইরূপ কহিলে ভগবান্ শঙ্কর হাস্য করিয়া সন্তাপ নাশের কারণীভূত সৎপুত্র লাভের বীজস্বরূপ সুখজনক সুস্নিগ্ধ পরিমিত রুচির বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতিখণ্ডে
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু পার্ব্বতিবক্ষ্যামি তবভদ্রং ভবিষ্যতি।
উপায়তঃ কার্য্যসিদ্ধির্ভবেদেব জগত্রয়ে। ১।
সর্ব্ববাঞ্ছিত সিদ্ধস্য বীজরূপং সুমঙ্গলং।
মনসঃ প্রীতি জনন মুপায়ং কথয়ামি তে। ২।
হরেরারাধনং কৃত্বা ব্রতং কুরু বরাননে।
ব্রতঞ্চ পুণ্যকং নাম বর্ষমেকং করিষ্যসি। ৩।
মহা কঠোর বীজঞ্চ বাঞ্ছাকল্পতরুং পরং।
সুখদং পুণ্যদং সারং পুত্রদং সর্ব্বসম্পদং। ৪।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা দেবানাঞ্চ হরির্যথা।
বৈষ্ণবানাং যথাহঞ্চ দেবীনাং ত্বং যথা প্রিয়ে। ৫।

দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন পার্ব্বতি! এই জগত্রয়ে উপায় হই-তেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। অতএব যে উপায় সমস্ত বাঞ্ছিত সিদ্ধির বীজস্বরূপ মঙ্গলপ্রদ ও মনের প্রীতিজনক তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর, তদনুষ্ঠানে তোমার মঙ্গল হইবে॥ ১॥ ২॥

বরাননে! তুমি পরাৎপর পরমপুরুষ হরির আরাধনা করিয়া একবর্ষ পুণ্যক নামক ব্রতের অনুষ্ঠান কর॥ ৩॥

ঐ পুণ্যক ব্রত মহা কঠোর বিষয় সাধনের বীজস্বরূপ বাঞ্ছাকল্পতরু সুখ ও পুণ্যপ্রদ এবং পরম সাররূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ ব্রতানু-ষ্ঠানে সমস্ত সম্পত্তি ও পুত্র লাভ হয়॥ ৪॥

প্রিয়ে! যেমন নদী সমুদায়ের মধ্যে গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে হরি, বৈষ্ণব-গণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য আছি এবং তুমি দেবীগণের মধ্যে

আশ্রমাণাং যথা বিপ্র স্তীর্থানাং পুষ্করো যথা।
পুষ্পানাং পারিজাতঞ্চ পত্রাণাং তুলসী যথা। ৬।
যথা পুণ্য প্রদানাঞ্চ তিথিরেকাদশী স্মৃতা।
রবিবারশ্চ বারাণাং যথা পুণ্যপ্রদঃ শিবে।
মাসানাং মার্গশীর্ষশ্চ ঋতূনাং মাধবো যথা।
সংবৎসরো বৎসরাণাং যুগানাঞ্চ কৃতং যথা। ৮।
বিদ্যাপ্রদশ্চ পূজ্যানাং গুরূণাং জননী যথা।
সাধ্বীপত্নী যথাপ্তানাং বিশ্বস্তানাং মনো যথা। ৯।
যথা ধনানাং রত্নঞ্চ প্রিয়াণাঞ্চ যথা পতিঃ।
যথা পুত্রশ্চ বন্ধূনাং বৃক্ষাণাং কল্পপাদপঃ। ১০।
ফলানাঞ্চ চূতফলং বর্ষাণাং ভারতং যথা।
বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ শতরূপাচ যোষিতাং। ১১।
যথা কাশীপুরীণাঞ্চ সূর্য্যস্তেজস্বিনাং যথা।
যথেন্দুঃ সুখদানাঞ্চ সুন্দরাণাঞ্চ মন্মথঃ। ১২।

প্রধানা রূপে পরিগণিতা রহিয়াছ, আর যেমন আশ্রমবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে পুষ্কর তীর্থ, পুষ্পের মধ্যে পারিজাত, পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র, পুণ্যতিথির মধ্যে একাদশী তিথি, বারের মধ্যে রবিবার, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষমাস, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, বৎসরের মধ্যে সংবৎসর, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, পূজ্যের মধ্যে বিদ্যাদাতা, গুরুর মধ্যে জননী, আত্মীয়ের মধ্যে সাধ্বী ভার্য্যা, বিস্বস্তের মধ্যে মন, ধনের মধ্যে রত্ন, প্রিয় বস্তুর মধ্যে পতি, বন্ধুর মধ্যে পুত্র, এবং যেমন বৃক্ষের মধ্যে কল্পবৃক্ষ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আর ফলের মধ্যে আম্রফল ও বর্ষের মধ্যে যেমন ভারতবর্ষ প্রধান। আর যেমন বনের মধ্যে বৃন্দাবন, নারীর মধ্যে শতরূপা, পুরীর মধ্যে

শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা।
হনুমান্ বানরাণাঞ্চ ক্ষেত্রাণাং ব্রাহ্মণাননঃ। ১৩।
যশোদানাং যথা বিদ্যা কবিতাচ মনোহরা।
আত্মকাশো ব্যাপকানামঙ্গানাং লোচনং যথা। ১৪।
বিভবানাং হরিকথা সুখানাং হরিচিন্তনং।
স্পর্শানাং পুত্রসংস্পর্শো হিংসানাঞ্চ যথা খলঃ। ১৫।
পাপানাঞ্চ যথা মিথ্যা পাপীনাং পুংশ্চলী যথা।
পুণ্যানাঞ্চ যথা সত্যং তপসাং হরিসেবনং। ১৬।
যথা ঘৃতঞ্চ গব্যানাং যথা ব্রহ্মা তপস্বিনাং।
অমৃতং ভক্ষ্যবস্তুনাং শস্যানাং ধান্যকং যথা। ১৭।
পুণ্যদানাং যথা তোয়ং শুদ্ধানাঞ্চ হুতাশনঃ।
সুবর্ণং তৈজসানাঞ্চ মিষ্টানাং প্রিয়ভাষণং। ১৮।
গরুড়ঃ পক্ষিণাঞ্চৈব হস্তিনামিন্দ্রবাহনঃ।
যোগিনাঞ্চ কুমারশ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ। ১৯।

কাশীপুরী, তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, সুখপ্রদ বস্তুর মধ্যে চন্দ্র, সুন্দরের মধ্যে কামদেব, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, সিদ্ধের মধ্যে কপিলদেব, বানরের মধ্যে হনুমান, ক্ষেত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণমুখ, কীর্ত্তিজনক বস্তুর মধ্যে বিদ্যা, মনোহর পদার্থের মধ্যে কবিতা, ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, অঙ্গের মধ্যে চক্ষু, বিভবের মধ্যে হরিকথা, সুখের মধ্যে হরিচিন্তা, স্পর্শের মধ্যে পুত্র-সংস্পর্শ, হিংস্রের মধ্যে খল, পাপের মধ্যে মিথ্যা, পাপির মধ্যে ব্যভি-চারিণী নারী, পুণ্যের মধ্যে সত্য, তপস্যার মধ্যে হরিসেবা, গব্যের মধ্যে ঘৃত, তপস্বীর মধ্যে ব্রহ্মা, ভক্ষ্যবস্তুর মধ্যে অমৃত, শস্যের মধ্যে ধান্য, পবিত্রের মধ্যে জল, শুদ্ধ বস্তুর মধ্যে অগ্নি, তৈজসের মধ্যে সুবর্ণ, আর যেমন মিষ্টের মধ্যে প্রিয়বাক্য,। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো জীবোবুদ্ধিমতাং যথা।
সুকবীনাং যথা শুক্রঃ কাব্যানঞ্চ পুরাণকং। ২০।
শ্রোতস্বতাং সমুদ্রশ্চ যথা পৃথ্বীক্ষমাবতাং।
লাভানাঞ্চ যথা মুক্তির্হরিভক্তিশ্চ সম্পদাং। ২১।
পবিত্রাণাং বৈষ্ণবাশ্চ বর্ণানাং প্রণবো যথা।
বিষ্ণুমন্ত্রশ্চ মন্ত্রাণাং বীজানাং প্রকৃতির্যথা॥ ২২॥
বিদুষাঞ্চ যথা বাণী গায়ত্রীছন্দসাং যথা।
যথা কুবের যক্ষাণাং সর্পানাং বাসুকির্যথা। ২৩।
যথা পিতাতে শৈলানাং গবাঞ্চ সুরভির্যথা।
বেদানাং সামবেদশ্চ তৃণানাঞ্চ যথা কুশঃ। ২৪।
সুখদানাং যথা লক্ষ্মী র্মনশ্চ শীঘ্র গামিনাং।
অক্ষরাণামকারশ্চ হিতৈষিণাং পিতা যথা। ২৫।
শালগ্রামশ্চ যন্ত্রাণাং পশূনাং বিষ্ণু পঞ্জরঃ।
চতুষ্পদানাং পঞ্চাস্যো মানবো জীবিনাং যথা। ২৬।

আর পক্ষির মধ্যে গরুড়, হস্তির মধ্যে ইন্দ্রবাহক ঐরাবত প্রধানরূপে গণ্য আর যেমন যোগির মধ্যে কার্ত্তিকেয়, দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, বুদ্ধিমানের মধ্যে বৃহস্পতি, সুকবির মধ্যে শুক্রাচার্য্য, কাব্যের মধ্যে পুরাণ, নদনদীর মধ্যে সমুদ্র, ক্ষমাশীলের মধ্যে পৃথিবী, লাভের মধ্যে মুক্তি, সম্পত্তির মধ্যে হরিভক্তি। ১৯।২০।২১।

পবিত্রের মধ্যে বৈষ্ণব, বর্ণের মধ্যে ওঁকার, মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্র, বীজের মধ্যে প্রকৃতি, জ্ঞানির মধ্যে সরস্বতী, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, যক্ষের মধ্যে কুবের, সর্পের মধ্যে বাসুকি, পর্ব্বতের মধ্যে তোমার পিতা হিমালয়, গাভির মধ্যে সুরভি, বেদের মধ্যে সামবেদ, তৃণের মধ্যে কুশ, সুখদাতার মধ্যে লক্ষ্মী, শীঘ্র গামির মধ্যে মন, অক্ষরের মধ্যে অকার, হিতৈষির মধ্যে

যথা খান্ত মিন্দ্রিয়াণাং মন্দাগ্নিশ্চরুজাং যথা।
বলিনাঞ্চ যথা শক্তি রহং শক্তিমতাং যথা। ২৭।
মহান বিরাট স্থূলানাং সূক্ষ্মাণাং পরমাণুকঃ।
যথেন্দ্র আদিতেযানাং দৈত্যানাঞ্চ বলির্যথা। ২৮।
প্রহ্লাদশ্চৈবসাধূনাং দাতৃণাং দধিচির্যথা।
ব্রহ্মাস্ত্রাণাঞ্চ শস্ত্রাণাং চক্রাণাঞ্চ সুদর্শনং। ২৯।
নৃণাং শ্রীরামচন্দ্রশ্চ ধন্বিনাং লক্ষ্মণো যথা।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্ব বীজঞ্চ সর্ব্বদঃ।
সর্ব্ব সারো যথা কৃষ্ণো ব্রতানাং পুণ্যকং তথা। ৩০।
ব্রতং কুরু মহাভাগে ত্রিষুলোকেষু দুর্লভং।
সর্ব্বসারশ্চ পুত্রস্তে ব্রতাদেব ভবিষ্যতি। ৩১।

পিতা,যন্ত্রের মধ্যে শালগ্রামশিলা,পশুর মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর নামক পশুবিশেষ, চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, জীবের মধ্যে মনুষ্য ॥ ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে আকাশ, রোগের মধ্যে মন্দাগ্নি, বলবানের মধ্যে শক্তি, শক্তিমানের মধ্যে আমার দেহাধিষ্ঠাতা জীব, স্থূলের মধ্যে মহাবিরাট, সূক্ষ্মের মধ্যে পরমাণু, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্যের মধ্যে বলি, সাধুর মধ্যে প্রহ্লাদ,দাতার মধ্যে দধীচি,অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র,চক্রের মধ্যে সুদর্শন, মানবের মধ্যে রামচন্দ্র, ও ধনুর্দ্ধরের মধ্যে লক্ষ্মণ শ্রেষ্ঠরূপে উক্ত এবং সর্ব্ববস্তুর মধ্যে বিষ্ণু যেমন সর্ব্বাধার সর্ব্বসেব্য সর্ব্ববীজ সর্ব্বপ্রদ ও সর্ব্বসাররূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন তদ্রূপ পুণ্যক ব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে প্রধান ও পুণ্যদায়ক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৭।২৮।২৯।৩০॥

মহাভাগে! সেই পুণ্যক ব্রত ত্রিলোক মধ্যে দুর্লভ, তুমি সেই ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, সেই ব্রতফলে তুমি সর্ব্বসার পুত্র লাভ করিতে পারিবে। ৩১॥

ব্রতারাধ্যশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিত প্রদঃ।
জনো যৎ সেবনামুক্তঃ পিতৃভিঃ কোটিভিঃ সহ। ৩২।
হরিমন্ত্র মুপায়স্থ হরিসেবাং করোতি যঃ।
ভারতে জন্ম সফলং স্বাত্মানঃ স করোতি চ। ৩৩।
উদ্ধৃত্য কোটি পুরুষান্ বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতং।
শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদো ভূত্বা সুখং তত্রৈব মোদতে। ৩৪।
সহোদরান্ স্বভৃত্যাংশ্চ স্ববন্ধূন্ সহচারিণং।
স্বস্ত্রিয়ঞ্চ সমুদ্ধৃত্য ভক্তোযাতি হরেঃ পরং। ৩৫।
তস্মাদ্ গৃহাণ গিরিজে হরের্ম্মন্ত্রং সুদুর্লভং।
জপ মন্ত্রং ব্রতে তত্র পিতৃণাং মুক্তিকারণং। ৩৬।

প্রিয়ে! মনুষ্য যে কৃষ্ণের সেবা করিলে কোটি পিতৃ পুরুষের সহিত মুক্তি লাভ করে, এই ব্রতে সকলের বাঞ্ছিত প্রদ সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

হরি মন্ত্রই তোমার বাঞ্ছনীয় বিষয়ের উপায়, যে ব্যক্তি এই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া হরি সেবা করে, সেই ব্যক্তিই ধন্য এবং সেই ব্যক্তিই স্বীয় জন্ম সার্থক করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

সেই হরি পরায়ণ সাধু ব্যক্তি হরি সেবার গুণে স্বীয় কোটি পুরুষের উদ্ধার করিয়া অন্তে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হইয়া পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন। ৩৪ ॥

পার্ব্বতি! হরিভক্ত মহাত্মা হরি সেবার ফলে স্বীয় সহোদর ভৃত্য বন্ধুবর্গ সহচর ও পত্নীকেও উদ্ধার করিয়া স্বয়ং হরির পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হন। অতএব তুমি হরির সুদুর্লভ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এই ব্রতে দীক্ষিত হইয়া পিতৃলোকের মুক্তির কারণ সেই বিষ্ণু মন্ত্র জপ কর তাহাতে অনায়াসে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে ॥ ৩৫। ৩৬ ॥

ইত্যুক্ত্বা শঙ্করোদেবো গত্বা গিরি জযাসহ।
শীঘ্রঞ্চ জাহ্নবীতীরং হরের্ম্মন্ত্রং মনোহরং। ৩৭।
তস্মৈ দদৌচ সংপ্রীত্যা কবচং স্তোত্র সংযুতং।
পূজা বিধান নিযমং কথযামাস তাং মুনে। ৩৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
গণপতি খণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শূলপাণি পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সহিত সত্বর জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক হরির মনোহর মন্ত্র ও স্তোত্র কবচ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট পূজা বিধান ও নিয়ম কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে
তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রুত্বা ব্রত বিধানঞ্চ দুর্গা প্রহৃষ্ট মানসা।
সর্ব্বং ব্রত বিধানঞ্চ সংপ্রষ্টু মুপচক্রমে। ১।

পার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বং ব্রত বিধানং মাং বদ বেদ বিদাম্বর।
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো পরাৎপর। ২।
কানি ব্রতোপযুক্তানি দ্রব্যাণি চ ফলানি চ।
সময়ং নিয়মং ভক্ষ্যং বিধানং তৎফলং প্রভো। ৩।
দেহি মহ্যং বিনীতায়ৈ নিযুক্তং সৎপুরোহিতং।
পুষ্পোপহারান্ বিপ্রাংশ্চ দ্রব্যাহরণ কিঙ্করান্। ৪।
অন্যানিচোপযুক্তানি যথাজ্ঞাতানিযানিচ।
সন্নিযোজয তৎ সর্ব্বং স্ত্রীণাং স্বামীশ সর্ব্বদঃ। ৫।

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! ভগবতী দুর্গাদেবী আশুতোষের মুখে ঐ সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহার নিকট সমস্ত ব্রত বিধান জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন নাথ! আপনি বেদবিদ্ গণের অগ্রগণ্য, করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু ও পরাৎপর রূপে কথিত আছেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকট এই ব্রত বিধান সমস্ত কীর্ত্তন করুন ॥ ১। ২॥

প্রভো! কোন্ কোন্ দ্রব্য ও কোন্ কোন্ ফল এই ব্রতের উপযুক্ত, কোন্ সময়ে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহার নিয়ম কিরূপ? এই ব্রতের অনুষ্ঠানে কি কি বস্তু ভোজন করিতে হয়? কিরূপ বিধানে এই ব্রত সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক এবং উহার ফলই বা কি? তাহা আমার নিকট নির্দ্দেশ করুন, আর আমি আপনার নিকট বিনীতভাবে

পিতা কৌমার কালেচ সর্ব্বপালন কারকঃ।
ভর্ত্তা মধ্যে সুতঃ শেষে ত্রিধাবস্থাচ যোষিতাং। ৬।
তাতোঽশোকঃ প্রাণ তুল্যাং দত্বাসৎস্বামিনে সুতাং।
স্বামী নির্বৃত্তি মাপ্নোতি সংন্যস্য স্বসুতে প্রিয়াং। ৭।
বন্ধু ত্রয় যুতা যাস্ত্রী সাচ ভাগ্যবতী পরা।
কিঞ্চিদ্বিহীনা মধ্যা চ সর্ব্বহীনাঽধমাভুবি। ৮।
এতেষাঞ্চ সমীপস্থা প্রশংস্যা সা জগত্রয়ে।
নিন্দিতান্যেষু সংন্যস্তা সর্ব্বমে তৎ শ্রুতৌশ্রুতং। ৯।

নিবেদন করিতেছি আপনি আমার এই ব্রত সম্পাদনার্থ সৎ পুরোহিত পুষ্পোপহারক ব্রাহ্মণগণ ও দ্রব্যের আহরণে সমর্থ কিঙ্কর সমুদায় নিয়োজিত করুন এবং আমার অজ্ঞাত অন্যান্য বিষয় সকল নিষ্পাদনে যত্নবান হউন। স্বামীই নারীজাতির প্রভু ও সর্ব্ব বিষয়ের নিষ্পাদক হইয়া থাকেন॥ ৩। ৪। ৫॥

নারীজাতির এই রূপ ত্রিধা অবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে যে কৌমার কালে পিতা, যৌবন দশায় পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্র নারী জাতিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে॥ ৬॥

প্রথমে পিতা প্রাণতুল্যা কন্যাকে লালন পালন করিয়া সৎ পাত্রে সংপ্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং নিশ্চিন্ত ও শোক শূন্য হইবে পরে সেই নারী পতি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিবে অতঃপর তাহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে স্বামী সেই প্রিয়াকে পুত্র হস্তে অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে॥ ৭॥

যে নারীর পিতা পতি ও পুত্র এই বন্ধুত্রয় বিদ্যমান থাকেন সে পরম ভাগ্যবতী যাহার একাংশের হানি হয় সে মধ্যমা আর যে সর্ব্বহীনা হয় সে অধমা নারী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে॥ ৮॥

বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে জগত্রয়ে যে নারী ঐ বন্ধুত্রয়ের সমীপে অবস্থান করে সে ধন্যা আর যে নারী অন্যের করে ন্যস্তা হয় সে শোচনীয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হয়॥ ৯॥

সর্ব্বাত্মা ভগবাং স্তঞ্চ সর্ব্ব সাক্ষীচ সর্ব্ববিৎ।
দেহি মহ্যং পুত্ত্রবরং স্বাত্ম নির্বৃতি হেতুকং। ১০।
স্বাত্মবোধানু মানেন মহাত্মনি নিবেদিতং।
সর্ব্বান্তরাভিপ্রায়জ্ঞং বোধজ্ঞং বোধয়ামি কিং। ১১।
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী প্রীত্যা পপাতঃ স্বামিনঃ পদে।
কৃপাসিন্ধুশ্চ ভগবান্ প্রবক্তু মুপচক্রমে। ১২।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বিধানং নিয়মং ফলং।
ফলানি চৈব দ্রব্যানি ব্রতোপ যোগিকানি চ। ১৩।
বিপ্রাণাং শতকং শুদ্ধং ফল পুষ্পোপহারকং।
কিঙ্করাণাঞ্চ শতকং দ্রব্যাহরণ কারকং। ১৪।
দাসীনাং শতকং লক্ষং নিযুক্তঞ্চ পুরোহিতং।
সর্ব্ব ব্রত বিধানজ্ঞং বেদ বেদান্ত পারগং। ১৫।

দেব! আপনি সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্ববিদ, অতএব আপনি আমাকে আত্ম নির্বৃতির হেতুভুত পুত্ত্র বর প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

প্রভো! আপনি মহাত্মা, আত্মবোধানুমানে এই বিষয় আপনার নিকট নিবেদিত হইল, আপনি যখন সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সকলের অন্তরাভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইতেছেন তখন আর আমি আপনাকে কোন্ বিষয়ে প্রবোধিত করিব? ॥ ১১ ॥

পার্ব্বতী প্রীতি সহকারে পতি আশুতোষকে এই রূপকহিয়া তৎপদে পতিতা হইলে কৃপাসিন্ধু ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেবি! সেই ব্রতের বিধান নিয়ম ফল এবং ব্রতোপযোগী দ্রব্য ও ফল সমুদায়ের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১২। ১৩ ॥

দেবি! এই ব্রত নিষ্পাদনার্থ ফল পুষ্পোপহারক শত ব্রাহ্মণ, দ্রব্য সংগ্রহকারক শত কিঙ্কর ও শত লক্ষ দাসী নিয়োজিত হইবে এবং

প্রবরং হরি ভক্তানাং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিনাং বরং।
সনৎ কুমারং মত্তুল্যং গৃহাণ ব্রত হেতবে। ১৬।
দেবি শুদ্ধেচ কালেচ পরং নিয়ম পূর্ব্বকং।
মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশ্যাং ব্রতারম্ভঃ শুভঃ প্রিয়ে। ১৭।
গাত্রং সুনির্ম্মলং কৃত্বা শিরঃ সংস্কার পূর্ব্বকং।
উপোষ্য পূর্ব্ব দিবসে বস্ত্রং প্রক্ষাল্য যত্নতঃ॥ ১৮॥
অরুণোদয় বেলায়াং তল্পাদুত্থায় সুব্রতী।
মুখ প্রক্ষালনং কৃত্বা স্নাত্বা চ নির্ম্মলে জলে॥ ১৯॥
আচম্য যত্ন পুতো হি হরি স্মরণ পূর্ব্বকং।
দত্বার্ঘ্যং হরয়ে ভক্ত্যা গৃহমাগত্য সত্বরং॥ ২০॥
ধৌতে চ বাসসী ধৃত্বা উপবিশ্যাসনে শুচৌ।
আচম্য তিলকং কৃত্বা নির্ব্বাপ্য স্বাহ্নিকং পুনঃ॥ ২১॥
ঘটমারোপণং কৃত্বা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকং।
পুরোহিতস্য বরণং পুরঃ কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
সঙ্কল্পং বেদ বিহিতং ব্রতমে তৎ সমাচরেৎ॥ ২২॥

তুমি মত্তুল্য সর্ব্ব ব্রতবিধানজ্ঞ বেদ বেদান্ত পারদর্শী হরিভক্তগণের প্রধান জ্ঞানিপ্রবর সর্ব্বজ্ঞ সনৎকুমারকে এই ব্রতে পৌরহিত্যে বরণ করিও তাহাতে সকল সম্পন্ন হইবে॥ ১৪। ১৫। ১৬॥

দেবি! শুদ্ধকালে নিয়ম পূর্ব্বক এই ব্রতে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসীয় শুক্লা ত্রয়োদশী ব্রতারম্ভের শুভ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১৭॥

ব্রতারম্ভের পূর্ব্ব দিনে ব্রতী প্রযত্ন সহকারে কেশ সংস্কার গাত্র নির্ম্মল ও বস্ত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া উপবাসী থাকিবে, পর দিনে সে অরুণোদয় কালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে নির্ম্মল জলে স্নান ও হরি স্মরণ পূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে আচমন করিবে, পরে সে সত্বর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভক্তিযোগে হরিকে অর্ঘ্য প্রদান

ব্রতে দ্রব্যানি নিত্যানি চোপহারাণি ষোড়শ।
দেয়ানি নিত্যং দেবেশি কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ২৩ ॥
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং ॥ ২৪ ॥
মধুপর্কশ্চ স্নানীয়ং বস্ত্রাণি ভূষণানি চ।
সুগন্ধি পুষ্প ধূপঞ্চ দীপ নৈবেদ্য চন্দনং ॥ ২৫ ॥
যজ্ঞসূত্রঞ্চ তাম্বূলং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
দ্রব্যান্যেতানি পূজায়াশ্চাঙ্গরূপাণি সুন্দরি ॥ ২৬ ॥
দেবি কিঞ্চিদ্বিহনে নৈবাঙ্গহানিঃ প্রজায়তে।
অঙ্গহীনঞ্চ যৎ কর্ম্ম চাঙ্গহীনোযথা নরঃ।
অঙ্গহীনে চ কার্য্যে চ ফলহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২৭ ॥
অষ্টোত্তর শতং পুষ্পং পারিজাতস্য বিষ্ণবে।
দেয়ং প্রতিদিনং দুর্গে স্বাত্মনোরূপ হেতবে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র পরিধান করত পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবে। তৎপরে সেই ব্রতী ললাটে তিলক দান ও আহ্নিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া স্বস্তিবাচনান্তে সযত্নে যথাক্রমে ঘটারোপণ ও পুরোহিত বরণ পূর্ব্বক বেদ বিহিত বিধানে ব্রতের সঙ্কল্প করিবে। এইরূপ ব্রত বিধান নিরূপিত আছে ॥ ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২ ॥

দেবেশি! ব্রতী ভক্তি সহকারে নিত্য পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণকে ষোড়শোপচার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ২৩ ॥

সুন্দরি! আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য চন্দন, যজ্ঞসূত্র ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল এই সমুদায় পূজাঙ্গ ষোড়শোপচার নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ২৪। ২৫। ২৬ ॥

দেবি! ঐ সমুদায় বস্তুর কিঞ্চিৎ হীন হইলে পূজার অঙ্গহানি হয়, অঙ্গহীন মনুষ্য যেমন শোভা পায় না, অঙ্গহীন কার্য্যেরও তদ্রূপ শোভা নাই। কার্য্য অঙ্গহীন হইলেই ফল হানি হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শ্বেত চম্পক পুষ্পাণাং লক্ষমক্ষতমীপ্সিতং।
প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত্যা বর্ণ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ২৯ ॥
সহস্র পত্রং পদ্মানামক্ষতং পুষ্প লক্ষকং।
ভক্ত্যাদেয়ঞ্চ হরয়ে মুখ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৩০ ॥
অমূল্য রত্ন রচিতং দর্পণানাং সহস্রকং।
দেয়ং নারায়ণায়ৈব নেত্রয়োর্দ্দীপ্তি হেতবে ॥ ৩১ ॥
নীলোৎপলানাং লক্ষঞ্চ দেয়ং কৃষ্ণায় ভক্তিতঃ।
ব্রতাঙ্গ ভূতং দেবেশি চক্ষুষোরূপ হেতবে ॥ ৩২ ॥
হিমালয়োদ্ভবং লক্ষং রুচিরং শ্বেত চামরং।
প্রদেয়ং কেশবায়ৈব কেশ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৩৩ ॥
অমূল্য রত্ন রচিতং পটব্যানাং সহস্রকং।
প্রদেয়ং গোপিকেশায় নাসিকারূপ হেতবে ॥ ৩৪ ॥

দুর্গে! ব্রতী আত্মরূপ লাভের কারণ প্রতিদিন বিষ্ণুকে অষ্টোত্তর শত পারিজাত কুসুম প্রদান করিবে ॥ ২৮ ॥

দেবি! ব্রতী স্বীয় বর্ণ সৌন্দর্য্য লাভার্থে ভক্তিযোগে ভগবান্ হরিকে নিত্য অক্ষত লক্ষ শেত চম্পক প্রদান করিবে ॥ ২৯ ॥

ব্রতী মুখ সৌন্দর্য্য লাভার্থে প্রতিদিন অক্ষত সহস্রপত্র পদ্ম ভক্তি পূর্ব্বক হরির প্রীতি কামনায় প্রদান করিবে ॥ ৩০ ॥

নেত্রের জ্যোতি লাভের জন্য নিত্য অমূল্য রত্ন রচিত সহস্র দর্পণ ভুতভাবন ভগবান নারায়ণের প্রীতি কামনায় তাঁহাকে অর্পণ করা ব্রতীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৩১ ॥

দেবেশি! ব্রতী চক্ষুর সৌন্দর্য্য প্রাপ্তির জন্য ভক্তিমান হইয়া নিত্য লক্ষ নীলোৎপল পরাৎপর কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ে! ব্রতী কেশসৌন্দর্য্য লাভ নিমিত্ত নিত্য ভগবান কেশবকে হিমালয়োদ্ভব লক্ষ রুচির শ্বেত চামর প্রদান করিবে ॥ ৩৩ ॥

নাসিকার সৌন্দর্য্যলাভার্থ ভগবান গোপীনাথের প্রীতির জন্য নিত্য অমূল্য রত্ন রচিত সহস্র পটব্য তাঁহাকে অর্পণ করা ব্রতীর কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

বন্ধুক পুষ্প লক্ষঞ্চ দেয়াং রাধেশ্বরায় চ।
সৌম্যোষ্ঠাধরয়োশ্চৈব বর্ণ সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৩৫॥
মুক্তাফলানাং লক্ষঞ্চ দন্ত সৌন্দর্য্য হেতবে।
দেয়ং গোলোকনাথায় শৈলজে ভক্তি পূর্ব্বকং॥ ৩৬॥
রত্ন গণ্ডুক লক্ষঞ্চ গণ্ড সৌন্দর্য্য হেতবে।
মদীশ্বরায় দাতব্যং ব্রতে শৈলেন্দ্র কন্যকে॥ ৩৭॥
রত্নপাশক লক্ষঞ্চ দেয়ং ব্রহ্মেশ্বরায় চ।
ওষ্ঠাধঃ স্থল রূপায় প্রাণেশি ভক্তিতো ব্রতে॥ ৩৮॥
কর্ণ ভূষণ লক্ষঞ্চ রত্নসার বিনির্ম্মিতং।
দেয়ং সর্ব্বেশ্বরায়ৈব কর্ণ সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৩৯॥
মাধ্বীক কলসানাঞ্চ লক্ষ রত্ন বিনির্ম্মিতং।
দেয়ং বিশ্বেশ্বরায়ৈব স্বর সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৪০॥
সুধা পূর্ণঞ্চ কুম্ভানাং সহস্রং রত্ন নির্ম্মিতং।
দেয়ং কৃষ্ণায় দেবেশি বাক্য সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৪১॥

ব্রতী অধরোষ্ঠের বর্ণ ও সৌন্দর্য্য লাভের জন্য লক্ষ বন্ধুক পুষ্প নিত্য রাধানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে॥ ৩৫॥

হে শৈলজে! ব্রতী ভক্তি পরায়ণ হইয়া দন্ত সৌন্দর্য্য লাভার্থ ভগবান্ গোলোকনাথকে প্রতিদিন লক্ষ মুক্তা প্রদান করিবে॥ ৩৬॥

শৈল কন্যে! গণ্ড সৌন্দর্য্য লাভার্থ ব্রতীর নিত্য লক্ষ রত্ন গণ্ডুক আমার প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করা আবশ্যক॥ ৩৭॥

প্রাণেশ্বরি! ব্রতী ওষ্ঠের অধঃস্থলের সৌন্দর্য্য লাভার্থ প্রত্যহ ভক্তি যোগে লক্ষ রত্ন পাশক ভগবান্ ব্রহ্মেশ্বর হরিতে সমর্পণ করিবে॥ ৩৮॥

কর্ণ সৌন্দর্য্য লাভের জন্য ব্রতীর নিত্য রত্নসার বিনির্ম্মিত লক্ষ কর্ণ ভূষণ পরাৎপর সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা বিধেয়॥ ৩৯॥

ব্রতী স্বর মাধুর্য্য লাভার্থ বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যহ রত্ন বিনির্ম্মিত লক্ষ মাধ্বীক পূর্ণ কলস নিবেদন করিবে॥ ৪০॥

রত্ন প্রদীপ লক্ষঞ্চ গোপবেশ বিধায়িনে।
দেয়ং কিশোর বেশায় দৃষ্টি সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪২ ॥
ধুস্তূর কুসুমাকারং রত্ন পাত্র সহস্রকং।
দেয়ং গোরক্ষকায়ৈব গল সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪৩ ॥
সদ্রত্নসার রচিত পদ্মনাল সহস্রকং।
দেয়ং চণ্ডকপালায় বাহু সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪৪ ॥
লক্ষঞ্চ রক্ত পদ্মানাং কর সৌন্দর্য্য হেতবে।
দেয়ং গোপাঙ্গনেশায় নারায়ণি হরি ব্রতে ॥ ৪৫ ॥
অঙ্গুরীয়ক লক্ষঞ্চ রত্নসার বিনির্ম্মিতং।
অঙ্গুলীনাঞ্চ রূপার্থং দেয়ং দেবেশ্বরায় চ ॥ ৪৬ ॥
মণীন্দ্রসার লক্ষঞ্চ শ্বেতবর্ণং মনোহরং।
দেয়ং মুনীন্দ্রনাথায় নখ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪৭ ॥

দেবেশি! বাক্যের মধুরতা প্রাপ্তির জন্য ব্রতী রত্ন নির্ম্মিত সহস্র সুধা পূর্ণ কুম্ভ প্রত্যহ পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৪১ ॥

ব্রতী দৃষ্টি সৌন্দর্য্য লাভার্থ নিত্য গোপবেশধারী কিশোর বেশ ভগবান্ কেশবকে লক্ষ প্রদীপ প্রদান করিবে ॥ ৪২ ॥

গলদেশের সৌন্দর্য্য লাভার্থ ব্রতী প্রত্যহ ধুস্তূর কুসুমাকার সহস্র রত্ন পাত্র গোরক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ে! ব্রতী বাহু যুগলের সৌন্দর্য্য লাভার্থ নিত্য উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত সহস্র পদ্মনাল চণ্ডকপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবে ॥৪৪॥

হরি ব্রতে নারায়ণি! কর সৌন্দর্য্য লাভার্থ ব্রতী প্রত্যহ লক্ষ রক্ত পদ্ম গোপীবল্লভ ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে ॥ ৪৫ ॥

অঙ্গুলি সমুদায়ের সৌন্দর্য্য লাভের জন্য ব্রতী নিত্য রত্নসার নির্ম্মিত লক্ষ অঙ্গুরীয় সর্ব্ব দেবের ঈশ্বর সনাতন নারায়ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৪৬ ॥

নখরের দীপ্তি লাভার্থ ব্রতী প্রত্যহ অত্যুৎকৃষ্ট মনোহর লক্ষ মণিরত্ন মুনীন্দ্রনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে ॥ ৪৭ ॥

সদ্রত্নসার হারাণাং লক্ষঞ্চাভি মনোহরং।
দেয়ং মদনমোহায় বক্ষঃ সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৪৮॥
সুপক্ক শ্রীফলানাঞ্চ লক্ষঞ্চ সুমনোহরং।
দেয়ং সিদ্ধেন্দ্রনাথায় স্তন সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৪৯॥
সদ্রত্ন বর্ত্তুলাকারং পাত্র লক্ষ মনোহরং।
দেয়ং পদ্মালয়েশায় দেহস্য রূপ হেতবে॥ ৫০॥
সদ্রত্নসার রচিতং নাভীনাঞ্চ সহস্রকং।
প্রদেয়ং পদ্ম নাভায় নাভি সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৫১॥
সদ্রত্নসার রচিতং নখচন্দ্র সহস্রকং।
নিতম্ব সৌন্দর্য্যার্থঞ্চ প্রদেয়ং চক্রপাণয়ে॥ ৫২॥
সুবর্ণ রম্ভা স্তম্ভানাং লক্ষঞ্চ সুমনোহরং।
প্রদেয়ং শ্রীনিবাসায় শ্রোণি সৌন্দর্য্য হেতবে॥ ৫৩॥
শত পত্র স্থলাব্জানাং লক্ষ মম্লান মক্ষতং।

ব্রতী বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্য লাভার্থ প্রত্যহ উৎকৃষ্ট রত্নসারময় অতি মনোহর লক্ষ হার মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবে॥ ৪৮॥

স্তন সৌন্দর্য্য লাভার্থ প্রত্যহ সুপক্ক মনোহর লক্ষ শ্রীফল সিদ্ধেন্দ্র-নাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা ব্রতাবলম্বিনী রমণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ৪৯॥

ব্রতী দেহের সুগঠন লাভার্থ নিত্য উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত বর্ত্তুলাকার লক্ষ মনোহর পাত্র পদ্মালয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে॥ ৫০॥

নাভি সৌন্দর্য্য লাভার্থ ব্রতী প্রত্যহ উৎকৃষ্ট রত্নরচিত নাভি সহস্র পদ্মনাভ ভগবান্ হরিকে প্রদান করিবে॥ ৫১॥

নিতম্ব দেশের সৌন্দর্য্য লাভের জন্য নিত্য উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত সহস্র নখচন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ৫২॥

ব্রতকারী শ্রোণি সৌন্দর্য্য লাভার্থ প্রত্যহ মনোহর সুবর্ণ নির্ম্মিত লক্ষ রম্ভাস্তম্ভ শ্রীনিবাস ভগবান শ্রীহরিকে প্রদান করিবে॥ ৫৩॥

প্রদেয়ং পদ্ম নেত্রায় পাদ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৫৪ ॥
সুবর্ণ রচিতানাঞ্চ খঞ্জনানাং সহস্রকং।
গতি সৌন্দর্য্য হেতুর্থং দেয়ং লক্ষ্মীশ্বরায় চ ॥ ৫৫ ॥
রাজ হংস সহস্রঞ্চ গজেন্দ্রাণাং সহস্রকং।
সুবর্ণ রচিতং দেয়ং হরয়ে গতি হেতবে ॥ ৫৬ ॥
সুবর্ণ ছত্র লক্ষঞ্চ দেয়ং নারায়ণায় চ।
বিচিত্রং রত্নসারেণ মূর্দ্ধ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৫৭ ॥
মালতীনাঞ্চ কুসুম মক্ষতং লক্ষমীশ্বরি।
দেয়ং বৃন্দাবনেশায় হাস্য সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৫৮ ॥
অমূল্য রত্ন লক্ষঞ্চ দেয়ং নারায়ণায়বৈ।
সুব্রতে ব্রত পূর্ণার্থং শীল সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৫৯ ॥
স্বচ্ছ স্ফটিক সঙ্কাশং মণীন্দ্রসার লক্ষকং।
দেয়ং মুনীন্দ্রনাথায় মনঃ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৬০ ॥

ব্রতী চরণ যুগলের সৌন্দর্য্য লাভার্থ নিত্য অক্ষত অম্লান লক্ষ শতপত্র স্থলপদ্ম পদ্মনেত্র পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। ৫৪ ॥

গমনের সৌন্দর্য্য লাভার্থ নিত্য সুবর্ণ রচিত সহস্র খঞ্জন পক্ষী লক্ষ্মীপতি পরমাত্মাকে অর্পণ করা ব্রতকারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৫৫ ।

আর ব্রতী গতি সৌন্দর্য্য প্রাপ্তির জন্য সুবর্ণ রচিত সহস্র রাজহংস ও সহস্র গজেন্দ্র প্রত্যহ পরাৎপর পরমাত্মা হরিকে প্রদান করিবে। ৫৬ ॥

মস্তকের সৌন্দর্য্য লাভার্থ রত্নসারে বিচিত্রীকৃত লক্ষ সুবর্ণ ছত্র প্রত্যহ পরমাত্মা নারায়ণে সমর্পণ করা ব্রতকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বেশ্বরি! ব্রতী, হাস্য সৌন্দর্য্য লাভার্থ নিত্য লক্ষ অক্ষত মালতী কুসুম, বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

সুব্রতে! ব্রতকারী ব্রত পূরণার্থ ও সচ্চরিত্রতা লাভের জন্য প্রত্যহ অমূল্য লক্ষ রত্ন সনাতন নারায়ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৫৯ ॥

প্রবালসার সঙ্কাশং মণিসার সহস্রকং।
দেয়ং কৃষ্ণায় ভক্ত্যাচ প্রিয়ানুরাগ বৃদ্ধয়ে ॥ ৬১ ॥
মাণিক্যসার লক্ষঞ্চ দেয়ং কৃষ্ণায় যত্নতঃ।
জন্মনঃ কোটি পর্য্যন্তং স্বামি সৌভাগ্য হেতবে ॥ ৬২ ॥
কুষ্মাণ্ডং নারিকেলঞ্চ জম্বীরং শ্রীফলন্তথা।
ফলান্যেতানি দেয়ানি হরয়ে পুত্র হেতবে ॥ ৬৩ ॥
রত্নেন্দ্রসার লক্ষঞ্চ দেয়ং কৃষ্ণায় যত্নতঃ।
অসংখ্য জন্ম পর্য্যন্তং স্বামিনো ধন বৃদ্ধয়ে ॥ ৬৪ ॥
বাদ্যং নানা প্রকারঞ্চ কাংশ্য তালাদিকং পরং।
ব্রতে সম্পত্তি বৃদ্ধ্যর্থং শ্রীহরিং শ্রাবয়েদ্ব্রতী ॥ ৬৫ ॥
পায়সং পিষ্টকং সর্পি শর্করাক্তং মনোহরং।
প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত্যা স্বামিনো ভোগ বৃদ্ধয়ে ॥ ৬৬ ॥

মনের নির্ম্মলতা লাভের কামনায় ব্রতী নিত্য স্বচ্ছ স্ফটিক সঙ্কাশ লক্ষ উৎকৃষ্ট মণিরত্ন মুনীন্দ্রনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে ॥ ৬০ ॥

প্রিয় ব্যক্তির অনুরাগ বৃদ্ধি লাভার্থ ব্রতকারী ভক্তিযোগে প্রত্যহ প্রবালসার তুল্য সহস্র মণিরত্ন পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে প্রদান করিবে। ৬১ ॥

ব্রতকারিণী নারী কোটি জন্ম পর্য্যন্ত স্বামি সৌভাগ্য লাভের কামনায় নিত্য লক্ষ মাণিক্যসার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৬২ ॥

পুত্র লাভের জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন হরিকে কুষ্মাণ্ড নারিকেল জম্বীর ও শ্রীফল প্রদান করা ব্রতাবলম্বিনীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৬৩ ॥

ব্রতকারিণী রমণী অসংখ্য জন্ম পর্য্যন্ত পতির ধনবৃদ্ধির কামনায় নিত্য যত্ন সহকারে লক্ষ রত্নসার শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৬৪ ॥

ব্রতী ব্রতে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ভক্তি পূর্ব্বক পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে কাংস্য করতালাদি নানা প্রকার বাদ্য শ্রবণ করাইবে ॥ ৬৫ ॥

স্বামির ভোগ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ ভক্তি সহকারে ঘৃত শর্করাক্ত মনোহর পায়স পিষ্টক ভগবান্‌ হরিকে নিবেদন করা উচিত ॥ ৬৬ ॥

সুগন্ধি পুষ্প মাল্যানাং লক্ষ মক্ষত মীপ্সিতং।
প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত্যা হরি ভক্তি বিবৃদ্ধয়ে॥ ৬৭॥
নৈবেদ্যানি চ দেয়ানি স্বাদুনি মধুরাণি চ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি প্রাপ্ত্যর্থং দুর্গে নানা বিধানি চ॥ ৬৮॥
নানা বিধানি পুষ্পাণি তুলসী সংযুতানি চ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতয়ে ভক্ত্যা ব্রতে দেয়ানি সুব্রতে॥ ৬৯॥
ব্রাহ্মণানাং সহস্রঞ্চ প্রত্যহং ভোজয়েদ্ব্রতী।
স্বাত্মানঃ শস্য বৃদ্ধ্যর্থং ব্রতে জন্মনি জন্মনি॥ ৭০॥
পুষ্পাঞ্জলি শতং দেয়ং নিত্যং পূর্ণঞ্চ পূজনে।
প্রণাম শতকং দেবি কর্ত্তব্যং ভক্তি বৃদ্ধয়ে॥ ৭১॥
ষণ্মাসাংশ্চ হবিষ্যান্নং মাসান্ পঞ্চ ফলাদিকং।
হবিঃ পক্ষং জলং পক্ষং ব্রতে ভক্ষেচ্চ সুব্রতে॥ ৭২॥

ব্রতী হরিভক্তি বৃদ্ধির জন্য নিত্য অক্ষত অভীষ্ঠ লক্ষ সুগন্ধি পুষ্পমালা ভক্তি পূর্ব্বক হরিকে প্রদান করিবে॥ ৬৭॥

দুর্গে! ব্রতকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি লাভার্থ নিত্য সুস্বাদু মধুর বিবিধ নৈবেদ্য পরাৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবে॥ ৬৮॥

সুব্রতে! শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকামনায় ভক্তিযোগে প্রত্যহ তুলসী পত্র সংযুক্ত বিবিধ পুষ্প ভগবান্ হরিকে অর্পণ করা ব্রতীর কর্ত্তব্য॥ ৬৯॥

ব্রতী জন্মে জন্মে আপনার শস্য বৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন॥ ৭০॥

দেবি! ব্রতী ভক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন পূজাকালে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগে পূর্ণ শত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া শতবার প্রণাম করিবে॥ ৭১॥

সুব্রতে! ব্রতদীক্ষিত ব্যক্তি ষণ্মাস হবিষ্যান্ন ভোজন, পাঁচ মাস ফলাদি ভোজন, একপক্ষ ঘৃত ভোজন ও একপক্ষ জলমাত্র পান করিবে॥ ৭২॥

রত্ন প্রদীপ শতকং বহ্নিং দদ্যাদ্দিবা নিশং।
রাত্রৌ কুশাসনং কৃত্বা নিত্যং জাগরণং ব্রতে॥ ৭৩॥
স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ শ্রবণং গুহ্য ভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি হেতবে॥৭৪॥
স্বপ্ন মৈথুনকং ত্যাজ্যং ব্রতে ক্রীড়াবিশুদ্ধয়ে।
সম্পূর্ণে চ ব্রতে দেবি প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং॥ ৭৫॥
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্র সংযুতং।
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥ ৭৬॥
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহস্রং বিপ্র ভোজনং।
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহস্রং তিল হোমকং॥ ৭৭॥
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহস্র স্বর্ণ মেবচ।
দেয়া ব্রত সমাপ্তৌচ দক্ষিণা বিধিবোধিতা॥ ৭৮॥

ব্রতী হরি পূজা গৃহে দিবা রাত্রি শত রত্ন প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিবে এবং কুশাসনে অবস্থান পূর্ব্বক জাগরিত থাকিবে॥ ৭৩॥

ব্রতী ক্রিয়া নিষ্পত্তির কারণ হরি স্মরণ হরিনাম কীর্ত্তন হরির কেলি শ্রবণ এবং তদীয় গুহ্য ভাষণ সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় চিন্তা করিবে॥ ৭৪॥

দেবি! ক্রীড়া বিলুপ্তির জন্য ব্রতী স্বপ্ন মৈথুন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। এই রূপ নিয়মে ব্রত সম্পূর্ণ হইলে পূর্ণ সংবৎসরে ঐ ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে॥ ৭৫॥

ব্রত সমাপ্তি কালে ব্রতী ষষ্ট্যাধিক ত্রিশত বস্ত্র সংযুক্ত সভোজ্য সোপবীত সোপহার মনোহর ডল্লক দান করিয়া ত্রিশত ষষ্ট্যধিক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং ত্রিশত ষষ্ট্যধিক সহস্র তিল হোম করিয়া ত্রিশত ষষ্ট্যধিক স্বর্ণ দান পূর্ব্বক ব্রতী ব্রাহ্মণকে বিধি বোধিতা দক্ষিণা প্রদান করিবে॥ ৭৬। ৭৭। ৭৮॥

অন্যাং সমাপ্তি দিবসে কথয়িষ্যামি দক্ষিণাং।
এতদ্ব্রত ফলং দেবি দৃঢ়া ভক্তি র্হরৌ ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
হরি তুল্যো ভবেৎ পুত্রো বিখ্যাত ভুবনত্রয়ে।
সৌন্দর্য্যং স্বামি সৌভাগ্য মৈশ্বর্য্যং বিপুলং ধনং ॥ ৮০ ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছিত সিদ্ধীনাং বীজ জন্মনি জন্মনি।
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতং কুরু মহেশ্বরি ॥ ৮১ ॥
পুত্রস্তে ভবিতা সাধ্বী ত্যুক্ত্বা স বিররাম হ ॥ ৮২ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
গণপতি খণ্ডে ব্রতবিধান নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দেবি! ব্রত সমাপ্তি দিবসে অন্যবিধ যে দক্ষিণার বিধি আছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এই ব্রতের ফলে ব্রতীর হরিতে দৃঢ়াভক্তি সমুৎপন্ন হয় এবং সে ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত হরি তুল্য পুত্র লাভ করিতে পারে। আর এই ব্রত করিলে নারী জন্মে জন্মে সৌন্দর্য্য স্বামি সৌভাগ্য ঐশয্য ও বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, এমন কি এই ব্রত সমস্ত বাঞ্ছিত সিদ্ধির বীজ স্বরূপ বলিয়া লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত ব্রত বিধান কীর্ত্তন করিলাম। মহেশ্বরি! এক্ষণে সেই পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান কর, পুত্র লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া দেবাদিদেব মহাদেব মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে
ব্রত বিধান নাম চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রুত্বা ব্রত বিধানঞ্চ দুর্গা প্রহৃষ্ট মানসা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কান্তং সা দিব্যাং ব্রত কথাং শুভাং॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিমদ্ভুত ব্রতং নাথ বিধানং ফল মস্যচ।
অয়ি কান্ত কথাং ব্রূহি ব্রতং কেন প্রকাশিতং॥ ২॥

অথ ব্রত কথা। শ্রীমহাদেব উবাচ।

শতরূপা মনোঃ পত্নী পুত্র দুঃখেন দুঃখিতা।
ব্রাহ্মণঃ স্থান মাগত্য সা ব্রহ্মাণ মুবাচ হ॥ ৩॥

শত রূপোবাচ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ বন্ধ্যায়াশ্চ সুতো ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি জগদ্ধাতঃ সৃষ্টি কারণ কারণ॥ ৪॥

হে নারদ! দুর্গা দেবী স্বীয় পতি শিবের নিকট এই রূপ ব্রত বিধান শ্রবণ করিয়া পবিত্র ব্রত কথা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ! কি আশ্চর্য্য ব্রত এবং তাহার বিধান ও ফল শ্রবণ করিলাম কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই ব্রত প্রকাশিত হইল এবং এই ব্রতের কথা কি রূপ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন॥ ১। ২॥

মহাদেব কহিলেন দেবি! এক্ষণে ব্রত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, পূর্ব্বে মনুপত্নী শতরূপা সন্তান প্রাপ্ত না হওয়াতে দুঃখিতা হইয়া সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, হে জগদ্বিধাতঃ! আপনি সৃষ্টি কারণের কারণ, অতএব কি প্রকারে বন্ধ্যার পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন॥ ৩। ৪॥

মজ্জন্ম নিষ্ফলং ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যং ধন মেবচ।
কিঞ্চিন্ন শোভতে গেহে বিনা পুত্রেণ পুত্রিণাং ॥ ৫ ॥
তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তর সুখাবহং।
সুখদো মোক্ষদঃ প্রীতি দাতা পুত্রশ্চ পুত্রিণাং ॥ ৬ ॥
পুত্রী পুত্র সুখং দৃষ্ট্বা শতাশ্বমেধ তাং ফলং।
পুন্নাম নরক ত্রাণ কারণং লভতে ধ্রুবং ॥ ৭ ॥
পুত্রোপায়ং যদি বিধে বদমাং তাপসংযুতাং।
তদ্ ভদ্রং নচেদ্ভর্ত্রা সহযাস্যামি কাননং ॥ ৮ ॥
গৃহাণ রাজ্য মৈশ্বর্য্যং ধনং পৃথ্বীং প্রজাবহাং।
কিমেতে নাবয়োস্তাত বিনা পুত্রেব পুত্রিণো ॥ ৯ ॥
অপুত্রিণো মুখং দৃষ্টং বিদ্বান্নোৎ সহতেঽশিবং।
মুখং দর্শয়িতুং লজ্জাং সমাবাপ্নোত্যপুত্রকঃ ॥ ১০ ॥

হে বিধাতঃ! আমি পুত্র হীন সুতরাং আমার জন্ম ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সমস্তই বিফল। পুত্রাকাঙ্ক্ষী গৃহির পুত্র বিনা কিছুই শোভা পায় না ॥৫॥

হে ব্রহ্মন্! তপস্যা ও দানাদি জনিত পুণ্যবলে জীব জন্মান্তরে সুখ-ভোগ করে কিন্তু গৃহী পুত্রবান্ হইলেই সেই পুত্র হইতে সুখ মোক্ষ ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। ৬ ॥

গৃহী পুত্রমুখ দর্শনমাত্র শত অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং পুত্র হইতে নিশ্চয়ই পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭ ॥

হে বিধে! পুত্র বিনা আমি নিতান্ত সন্তপ্তা হইয়াছি, যদি আপনি আমাকে পুত্র লাভের উপায় বলেন তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমি ভর্ত্তার সহিত বন প্রস্থান করিব ॥ ৮ ॥

তাতঃ! আমরা যখন সংসারের সার পুত্র মুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত থাকিলাম তখন আমাদিগের রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন ও প্রজামণ্ডল মণ্ডিতা পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই, আপনি এই সমস্ত গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

অপুত্রকের মুখ দর্শনে অমঙ্গল হয়, এই জন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অপু-

পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রুত্বা ব্রত বিধানঞ্চ দুর্গা প্রহৃষ্ট মানসা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কান্তং সা দিব্যাং ব্রত কথাং শুভাং ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিমদ্ভুত ব্রতং নাথ বিধানং ফল মস্যচ।
অয়ি কান্ত কথাং ব্রূহি ব্রতং কেন প্রকাশিতং ॥ ২ ॥

অথ ব্রত কথা। শ্রীমহাদেব উবাচ।

শতরূপা মনোঃ পত্নী পুত্র দুঃখেন দুঃখিতা।
ব্রাহ্মণঃ স্থান মাগত্য সা ব্রহ্মাণ মুবাচ হ ॥ ৩ ॥

শত রূপোবাচ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ বন্ধ্যায়াশ্চ সুতো ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি জগদ্ধাতঃ সৃষ্টি কারণ কারণা ॥ ৪ ॥

হে নারদ! দুর্গা দেবী স্বীয় পতি শিবের নিকট এই রূপ ব্রত বিধান শ্রবণ করিয়া পবিত্র ব্রত কথা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ! কি আশ্চর্য্য ব্রত এবং তাহার বিধান ও ফল শ্রবণ করিলাম কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই ব্রত প্রকাশিত হইল এবং এই ব্রতের কথা কি রূপ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ১। ২ ॥

মহাদেব কহিলেন দেবি! এক্ষণে ব্রত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, পূর্ব্বে মনুপত্নী শতরূপা সন্তান প্রাপ্ত না হওয়াতে দুঃখিতা হইয়া সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, হে জগদ্বিধাতঃ! আপনি সৃষ্টি কারণের কারণ, অতএব কি প্রকারে বন্ধ্যার পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩। ৪ ॥

মজ্জন্ম নিষ্ফলং ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যং ধনমেবচ।
কিঞ্চিন্ন শোভতে গেহে বিনা পুত্রেণ পুত্রিণাং॥ ৫॥
তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তর সুখাবহং।
সুখদো মোক্ষদঃ প্রীতি দাতা পুত্রশ্চ পুত্রিণাং॥ ৬॥
পুত্রী পুত্র সুখং দৃষ্ট্বা শতাশ্বমেধ তাং ফলং।
পুন্নাম নরক ত্রাণ কারণং লভতে ধ্রুবং॥ ৭॥
পুত্রোপায়ং যদি বিধে বদমাং তাপসংযুতাং।
তদ্ ভদ্রং নচেদ্ভর্ত্রা সহযাস্যামি কাননং॥ ৮॥
গৃহাণ রাজ্য মৈশ্বর্য্যং ধনং পৃথ্বীং প্রজাবহাং।
কিমেতে নাবয়োস্তাত বিনা পুত্রৈব পুত্রিণো॥ ৯॥
অপুত্রিণো মুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসোং সহতেঽশিবং।
মুখং দর্শয়িতুং লজ্জাং সমাবাপ্নোত্যপুত্রকঃ॥ ১০॥

হে বিধাতঃ! আমি পুত্র হীন সুতরাং আমার জন্ম ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সমস্তই বিফল। পুত্রাকাঙ্ক্ষী গৃহির পুত্র বিনা কিছুই শোভা পায় না॥৫॥

হে ব্রহ্মন্! তপস্যা ও দানাদি জনিত পুণ্যবলে জীব জন্মান্তরে সুখ-ভোগ করে কিন্তু গৃহী পুত্রবান্ হইলেই সেই পুত্র হইতে সুখ মোক্ষ ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকে॥ ৬॥

গৃহী পুত্রমুখ দর্শনমাত্র শত অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং পুত্র হইতে নিশ্চয়ই পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৭॥

হে বিধে! পুত্র বিনা আমি নিতান্ত সন্তপ্তা হইয়াছি, যদি আপনি আমাকে পুত্র লাভের উপায় বলেন তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমি ভর্ত্তার সহিত বন প্রস্থান করিব॥ ৮॥

তাতঃ! আমরা যখন সংসারের সার পুত্র মুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত থাকিলাম তখন আমাদিগের রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন ও প্রজামণ্ডল মণ্ডিতা পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই, আপনি এই সমস্ত গ্রহণ করুন॥ ৯॥

অপুত্রকের মুখ দর্শনে অমঙ্গল হয়, এই জন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অপু-

অথবা গরলং ভুক্ত্বা প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং।
স্বপুত্রাঽপুত্রমশিবং গৃহাণ স্ত্রী বিহীনকং॥ ১১॥
ইত্যেব মুক্ত্বা সা সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণশ্চ রুরোদহ।
কৃপানিধিশ্চ তাং দৃষ্ট্বা প্রবক্তু মুপচক্রমে॥ ১২॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বৎসে প্রবক্ষ্যামি পুত্রোপায়ং সুখাবহং।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি বীজঞ্চ সর্ব্ব বাঞ্ছা প্রদং শুভং॥ ১৩॥
মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশ্যাং ব্রতমেতৎ সুপুণ্যকং।
কর্ত্তব্যং শুদ্ধকালে চ কৃষ্ণারাধ্যঞ্চ সর্ব্বদং॥ ১৪॥
সম্বৎসরঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশনং।
বেদোক্তানি চ দ্রব্যানি ব্রতে দেয়ানি সুব্রতে॥ ১৫॥

ত্রকের মুখ দর্শন করেন না। অপুত্রক ব্যক্তি নিজেও মুখ দেখাইতে লজ্জা প্রাপ্ত হয়॥ ১০॥

বিধে! আমি পুত্রহীনা হইয়া জীবন ধারণ করিব না, হয় বিষ-ভোজন না হয় অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, আপনি স্ত্রী বিহীন অপুত্রক অমঙ্গল জনক স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিবেন॥ ১১॥

এই বলিয়া মনুপত্নী শতরূপা ব্রহ্মার সমক্ষে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে এই প্রকার দুঃখিতা দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন বৎসে! এক্ষণে আমি তোমার নিকট পুত্র লাভের সুখাবহ উপায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সেই উপায়ে সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ ও সকল বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়॥ ১২। ১৩॥

বৎসে! মাঘ মাসীয় শুক্লা ত্রয়োদশীতে সুপুণ্যক নামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শুদ্ধ কালে ঐ ব্রত গ্রহণ করা আবশ্যক। পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ এই ব্রতের আরাধ্য দেব, এই ব্রতাচরণে ব্রতী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে॥ ১৪॥

সুব্রতে! সংবৎসর এই সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাসন ব্রত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যে যে বস্তু প্রদান করা আবশ্যক বেদে তাহা নিরূপিত আছে॥১৫॥

ব্রতঞ্চ কাণ্বশাখোক্তং সর্ব্ববাঞ্ছিত সিদ্ধিদং।
কৃত্বা পুত্রং লভ শুভে বিষ্ণু তুল্য পরাক্রমং॥ ১৬॥
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সাকৃত্বা ব্রত মুত্তমং।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌলেভে পুত্রৌ মনোহরৌ॥ ১৭॥
ব্রতং কৃত্বা দেব হূতী লেভে সিদ্ধেশ্বরং সুতং।
নারায়ণাংশং কপিলং পুণ্যকং পুণ্যদং শুভং॥ ১৮॥
অরুন্ধতীদং কৃত্বাতু লেভে শক্তিং সুতং শুভা।
শক্তি কান্তা ব্রতং কৃত্বা সুতং লেভে পরাশরং॥ ১৯॥
অদিতিশ্চ ব্রতং কৃত্বা লেভে বামনকং সুতং।
শচী জয়ন্তং পুত্রঞ্চ লেভে কৃত্বে দমীশ্বরী॥ ২০॥
উত্তানপাদ পত্নীদং কৃত্বা লেভে ধ্রুবং সুতং।
কুবের জায়া কৃত্বেদং লেভে চ নল কুবরং॥ ২১॥

ভদ্রে! এই ব্রতের বিধি বেদের কাণ্বশাখায় উক্ত আছে, এই ব্রতাচরণে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ ও সকল বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়, অতএব তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর, বিষ্ণু তুল্য পরাক্রম শালী পুত্র লাভ করিতে পারিবে॥১৬॥

মনুপত্নী শতরূপা শ্বশুর ব্রহ্মার এই উপদেশ শ্রবণে সেই পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তৎ ফলে প্রিয় ব্রত এবং উত্তানপাদ নামক মনোহর যুগল সন্তান লাভ করিয়াছিলেন॥ ১৭॥

পার্ব্বতি! দেবহূতী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নারায়ণের অংশ-জাত সিদ্ধেশ্বর পুণ্য প্রদ পবিত্র কপিল দেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন॥১৮॥

দেবি! বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী এই ব্রতাচরণে শক্তি নামক পুত্র লাভ করেন এবং শক্তি পত্নী এই ব্রতানুষ্ঠানে পরাশর নামক পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১৯॥

ঈশ্বরি! দেব জননী অদিতি এই ব্রত সাধন করিয়া বামন দেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন এবং ইন্দ্র পত্নী শচী এই ব্রতানুষ্ঠানে জয়ন্ত নামক পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২০॥

সূর্য্য পত্নী মনুং লেভে কৃত্বেদং ব্রত মুত্তমং।
অত্রি পত্নী সুতং চন্দ্রং লেভে কৃত্বেদ মুত্তমং ॥ ২২ ॥
লেভে চাঙ্গীরসঃ পত্নী কৃত্বেদং ব্রত মুত্তমং।
বৃহস্পতিং সুরগুরুং পুত্র মস্য প্রভাবতঃ ॥ ২৩ ॥
ভৃগোর্ভার্য্যা ব্রতং কৃত্বা লেভে দৈত্য গুরুং সুতং।
শুক্রং নারায়ণাংশঞ্চ সর্ব্ব তেজস্বিনাং পরং ॥ ২৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতানাং ব্রত মুত্তমং।
ত্বমেব কুরু কল্যাণি হিমালয় সুতে শুভে ॥ ২৫ ॥
সাধ্যং রাজেন্দ্র পত্নীনাং দেবীনাঞ্চ সুখাবহং।
ব্রতমেতন্মহা সাধ্বি সাধ্বীনাং প্রাণতঃ প্রিয়ং ॥ ২৬ ॥
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন স্বয়ং গোপাঙ্গনেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব দেবানাং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

উত্তানপাদ মহিষী সুনীতি এই ব্রত সাধন করিয়া মহাত্মা ধ্রুবকে পুত্র রূপে লাভ করেন এবং কুবের পত্নীও এতদনুষ্ঠানে নলকূবরকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

সূর্য্য পত্নী সবর্ণা এই ব্রতাচরণ ফলে সাবর্ণিক নামক মনুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন এবং অত্রিপত্নী অনসূয়াও এই ব্রতানুষ্ঠানে চন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

অঙ্গিরার পত্নী এই ব্রত সাধন করিয়া তাহার ফলে সুরগুরু বৃহস্পতিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ২৩।

দেবি! ভৃগুর পত্নী এই পুণ্যক ব্রত সাধন করিয়া তৎফলে নারায়ণের অংশজাত তেজস্বী দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যকে লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

দেবি! এই আমি সমস্ত ব্রতের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্রত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কল্যাণি! এক্ষণে তুমি এই ব্রত সাধন কর ॥ ২৫ ॥

মহা সাধ্বি! এই ব্রত রাজেন্দ্রপত্নীগণের ও দেবীগণের সাধ্য, এই সুখা-বহ ব্রত সাধ্বী রমণীগণের প্রাণ হইতে প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ২৬ ॥

ইত্যুক্ত্বা শঙ্কর স্তত্র বিররামচ নারদ।
ব্রতঞ্চকার সা দেবী প্রহৃষ্ট শঙ্করাজ্ঞয়া॥ ২৮॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি।
সুখদং মোক্ষদং সারং গণেশ জন্ম কারণং॥ ২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ব্রতকথা প্রকরণং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দেবি! তুমি এই ব্রতাচরণ করিলে তৎ প্রভাবে সর্ব্বদেবের ঈশ্বর গোপীনাথ পরমাত্মা কৃষ্ণ স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন॥২৭॥

ভগবান্ শঙ্কর প্রিয়া পার্ব্বতীকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎপরে সেই ভগবতী দুর্গা দেবী শঙ্করাজ্ঞায় এই পুণ্যক ব্রত সাধন করিয়াছিলেন॥ ২৮॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট গণেশ জন্ম কারণ সুখ মোক্ষ-প্রদ সার বিষয় সকল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয় ব্যক্ত কর আমি তাহা বিশেষ বর্ণন করিব॥ ২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ব্রতকথা প্রকরণ নাম পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

নারায়ণ বচঃ শ্রুত্বা নারদো হৃষ্ট মানসঃ।
কিং পপ্রচ্ছ পুনঃ সাধো তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

নারায়ণ বচঃ শ্রুত্বা নারদো হৃষ্ট মানসঃ।
ব্রতারম্ভ বিধানঞ্চ সংপ্রষ্টু মুপ চ ক্রমে ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ।

কৃতং কেন প্রকারেণ ব্রত মেতৎ শুভা বহং।
তন্মে ব্রূহি মুনি শ্রেষ্ঠ পার্ব্বত্যা ভর্ত্তু রাজ্ঞয়া ॥ ৩ ॥
ললাভ জন্ম গোপীশঃ কৃতেসু ব্রত যা ব্রতে।
ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ তন্নঃশংসিতু মর্হসি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কথয়িত্বা কথাং দিব্যাং বিধানঞ্চ ব্রতস্য চ।
স্বয়ং বিধাতা তপসাং জগাম তপসে শিবঃ ॥ ৫ ॥

কুলপতি শৌনক কহিলেন হে সূত! দেবর্ষি নারদ নারায়ণ ঋষির এই বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥

সূত কহিলেন ভগবন্! দেবর্ষি নারদ নারায়ণ ঋষির মুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ ব্রত বিধান জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, মুনিবর! ভর্ত্তা পশুপতির আজ্ঞাক্রমে পার্ব্বতী কি রূপে সেই শুভাবহ ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহা কর্ত্তৃক ঐ ব্রত আচরিত হইলে গোপীবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২। ৩। ৪ ॥

হরে রারাধন ব্যগ্রো মুর্ত্তি ভেদ ধরো হরিঃ।
হরি ভাবন শীলশ্চ হরি ধ্যান পরায়ণঃ॥ ৬॥
পরমানন্দ পুর্ণশ্চ জ্ঞানানন্দঃ সনাতনঃ।
দিবা নিশং ন জানাতি হরি মন্ত্র বহিঃ স্মরন্॥ ৭॥
প্রহৃষ্ট মনসা দেবী পার্ব্বতী ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
কিঙ্করান্ প্রেরয়া মাস বিপ্রাংশ্চ ব্রত হেতবে॥ ৮॥
আনীয় সর্ব্ব দ্রব্যানি ব্রতোপযোগিকানি চ।
ব্রতং কর্ত্তুং সমারেভে শুভদা সা শুভক্ষণে॥ ৯॥
সনৎকুমারো ভগবানাজগাম বিধেঃ সুতঃ।
মূর্ত্তিমাং স্তেজসাংরাশিঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্ম তেজসা॥ ১০॥
ব্রহ্মা জগাম হৃষ্টশ্চ ব্রহ্ম লোকাৎ সভার্য্যকঃ।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন হে নারদ! স্বয়ং তপস্যার বিধান কর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট পুণ্যক ব্রতের বিধি ও পবিত্র ব্রতকথা কীর্ত্তন করিয়া তপস্যার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।। ৫।।

তপঃ সাধন কালে সেই পরমানন্দ পূর্ণ জ্ঞানানন্দময় সনাতন শঙ্কর হরির মূর্ত্তিভেদমাত্র হইয়া ও হরির আরাধনায় ব্যগ্র, হরি চিন্তনে স্থির চেতাঃ হরি ধ্যান পরায়ণ হইয়া হরি মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন, তৎকালে তিনি হরি সাধনে এরূপ তদ্গতচিত্ত হইয়াছিলেন যে তখন দিবা রাত্রি কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।। ৬। ৭।।

এ দিকে পার্ব্বতী দেবী ভর্ত্তার আজ্ঞানুসারে প্রীতমনে ব্রত সাধনের উপযোগী দ্রব্য সমুদায়ের আহরণার্থ কিঙ্করগণকে প্রেরণ এবং পরিচারক ব্রাহ্মণগণকে পুষ্পাদি আহরণে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে সমস্ত ব্রতোপযুক্ত দ্রব্য সমাহৃত হইলে সেই সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গা শুভক্ষণে সেই ব্রতারম্ভ করিলেন।। ৮। ৯।।

তৎকালে মূর্ত্তিমান তেজোরাশি ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান্ বিধি পুত্র ভগবান্ সনৎকুমার, তথায় সমাগত হইলেন।। ১০।।

অতি ত্রস্তোহি ভগবানাজগাম মহেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদ শায়ী চ স লক্ষ্মীকশ্চতুর্ভুজঃ।
ভগবাঞ্জগতাং পাতা শাস্তা ভর্ত্তা সপার্ষদঃ ॥ ১২ ॥
বনমালা ধরঃ শ্যামো ভূষিতো রত্ন ভূষণৈঃ।
মহা সম্ভৃত সম্ভারো রত্নযানেন নারদ ॥ ১৩ ॥
সনকশ্চ সনন্দশ্চ কপিলশ্চ সনাতনঃ।
আসুরিশ্চ ক্রতুর্হংসী বোঢ়ুঃ পঞ্চ শিখোরুণিঃ ॥ ১৪ ॥
যতিশ্চ সুমতিশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ সহানুগঃ।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ অত্রিশ্চ ভৃগুরঙ্গিরাঃ ॥ ১৫ ॥
অগস্ত্যশ্চ প্রচেতাশ্চ দুর্ব্বাসাশ্চ্যবন স্তথা।
মরীচিঃ কশ্যপঃ কণ্বো জরৎকারশ্চ গৌতমঃ ॥ ১৬ ॥
বৃহস্পতি রুতথ্যশ্চ সম্বর্ত্তঃ সৌরভি স্তথা।
জাবালোজ্জমদগ্নিশ্চ জৈগীষব্যশ্চ দেবলঃ ॥ ১৭ ॥
গোকামুখো বক্ররথঃ পারিভদ্রঃ পরাশরঃ।
বিশ্বামিত্রো বামদেব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥ ১৮ ॥

ঐ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ভার্য্যার সহিত হৃষ্টমনে সেই ব্রত স্থানে আগমন করিলেন এবং ভগবান্ মহেশ্বরও অতিত্রস্ত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন ।। ১১ ।।

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু তথায় আগমন করিলেন এবং জগৎপাতা সর্ব্ব শাস্তা সর্ব্ব প্রভু বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবী ও পার্ষদগণের সহিত সেই স্থানে উপনীত হইলেন ।। ১২ ।।

বনমালা বিরাজিত নানা রত্ন ভূষণে বিভুষিত শ্যাম কলেবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহা সম্ভ্র সম্ভারে রত্নযানে তথায় আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, ক্রতু, হংসী, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, অরুণি, যতি, সুমতি, শিষ্যগণ সমন্বিত বশিষ্ঠদেব, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, ভৃগু,

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুশ্চ পুষ্করো লোমস স্তথা।
কৌৎসোবৎসশ্চ দক্ষশ্চ বালাগ্নিরঘমর্ষণঃ ॥ ১৯ ॥
কাত্যায়ণঃ কণাদশ্চ পাণিনিঃ শাকটায়ণঃ।
শঙ্কুবাপিশনিশ্চৈব শাকল্যঃ শঙ্খএবচ ॥ ২০ ॥
এতে চান্যেচ বহবঃ সশিষ্যা মুনয়ো মুনে।
আবাঞ্চ ধর্ম্ম পুত্রৌ চ নর নারয়ণৌ সমৌ ॥ ২১ ॥
দিকপালাশ্চ তথা দেবা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিঙ্করাঃ।
আজগ্মুঃ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে সগণাঃ পার্ব্বতী ব্রতে ॥ ২২ ॥
হিমালয়ঃ শৈলরাজঃ সাপত্যশ্চ সভার্য্যকঃ।
সগণঃ সানুগশ্চৈব রত্ন ভূষণ ভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥
মহাসম্ভৃত সম্ভারো নানা দ্রব্য সমন্বিতঃ।
মণি মাণিক্য রত্নানি ব্রতোপযোগিকানি চ ॥ ২৪ ॥
নানা প্রকার বস্তূনি জগতাং দুর্লভানি চ।
লক্ষঞ্চ গজ রত্নানামশ্বরত্নং ত্রিলক্ষকং ॥ ২৫ ॥

অঙ্গিরা, অগস্ত্য, প্রচেতা, দুর্ব্বাসা, চ্যবন, মরীচি, কশ্যপ, কণ্ব, জরৎকারু, গৌতম, বৃহস্পতি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত, সৌভরি, জাবালি, জমদগ্নি, জৈগীষব্য, দেবল, গোকামুখ, বক্ররথ, পারিভদ্র, পরাশর, বিশ্বামিত্র, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পুষ্কর, লোমশ, কৌৎস, বৎস, দক্ষ, বালাগ্নি, অঘমর্ষণ, কাত্যায়ন, কণাদ, পাণিনি, শাকটায়ণ, শঙ্কু, বাপিশনি, শাকল্য, শঙ্খ, ও অন্যান্য মুনিগণ স্বীয় স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সেই পার্ব্বতী ব্রতে আগমন করিলেন এবং নর নারায়ণ নামক আমরাও উভয়ে তথায় উপনীত হইলাম। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০.২১ ॥

দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ দিকপালগণ এবং পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেবগণ সমুদায় স্বগণে পরিবৃত হইয়া ঐ পার্ব্বতী ব্রতে আগমন করিলেন। ২২ ॥

অনন্ত রত্নের আকর শৈলরাজ হিমালয় রত্ন ভূষণে বিভূষিত ও নানা

দশ লক্ষং গবাং রত্নং শত লক্ষং সুবর্ণকং।
রুচকানাং হীরকাণাং স্পর্শানাঞ্চ তথৈব চ ॥ ২৬ ॥
মুক্তানাঞ্চ চতুর্লক্ষং কৌস্তুভানাং সহস্রকং।
সুস্বাদু মিষ্ট দ্রব্যাণাং লক্ষ ভারাণি কৌতুকী।
অনন্ত রত্ন প্রভব আজগাম সুতাব্রতে ॥ ২৭ ॥
ব্রাহ্মণামনবঃ সিদ্ধানাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
ভিক্ষাবাভিক্ষুকাশ্চৈব বন্দিনঃ পার্ব্বতী ব্রতে ॥ ২৮ ॥
বিদ্যাধরী নর্ত্তকী চ নর্ত্তকোঽপ্সরসাংগণাঃ।
নানা বিধা বাদ্য ভাণ্ডা আজগ্মুঃ শিব মন্দিরং ॥ ২৯ ॥
কৈলাস রাজমার্গঞ্চ চন্দনেন সুসংস্কৃতং।
আম্র পল্লব সূত্রাক্ত কদলীস্তম্ভ শোভিতং ॥ ৩০ ॥
দূর্ব্বা ধান্য পর্ণ লাজ ফলপুষ্প বিভূষিতং।
নির্ম্মিতং পদ্মরাগেন দদৃশুস্তে গণা মুদা ॥ ৩১ ॥
উচ্চঃ সিংহাসনেম্বেতে পূজিতাঃ শঙ্করেণ চ।

দ্রব্য সমন্বিত হইয়া ব্রতোপযুক্ত অসংখ্য মণি মাণিক্যাদিরত্ন সর্ব্ব জগতের মধ্যে নানা প্রকার বস্তু, লক্ষ গজরত্ন ত্রিলক্ষ অশ্বরত্ন দশলক্ষ গোরত্ন শতলক্ষ সুবর্ণ চতুর্লক্ষ রুচকহীরক স্পর্শমণি ও মুক্তা সহস্র কৌস্তুভমণি এবং লক্ষভার সুস্বাদু মিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বকপুত্র ভার্য্যা অনুচর বর্গ ও বান্ধবগণ সহিত কন্যার ব্রতস্থানে আসিলেন ॥ ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭॥

ব্রাহ্মণ মনু সিদ্ধ নাগ বিদ্যাধর সন্ন্যাসী ভিক্ষুক ও স্তুতিপাঠকগণ তথায় সমাগত হইলেন এবং বিদ্যাধরী নর্ত্তকী অপ্সরোগণ ও বিবিধ বাদিত্র বাদক সমুদায় শিব মন্দিরে আগমন করিলেন ॥ ২৮। ২৯ ॥

তৎকালে কৈলাসধামে সমাগত সকলেই, কৈলাস পর্ব্বতের পথ চন্দন দ্বারা সুসংস্কৃত সূত্র গ্রথিত আম্রপল্লব ও কদলী স্তম্ভে সুশোভিত দূর্ব্বা ধান্য পর্ণ লাজ ও ফল পুষ্পে বিভূষিত ও পদ্মরাগ মণিতে দেদীপ্যমান দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৩০। ৩১ ॥

কৈলাস বাসিনঃ সর্ব্বে পরমানন্দ সংযুতাঃ ।। ৩২ ।।
দানাধ্যক্ষঃ সুনাশীরঃ কুবেরঃ কোষরক্ষকঃ।
আদেষ্টা চ স্বয়ং সূর্য্যঃ পরিবেষ্টাজলাধিপঃ ।। ৩৩ ।।
দধ্নাং নদ্যঃ সহস্রাণি দুগ্ধানাঞ্চ তথৈবচ।
সহস্রাণি ঘৃতানাঞ্চ গুড়ানাঞ্চ শতানি চ ।। ৩৪ ।।
মাধ্বীকানাং সহস্রাণি তৈলানাঞ্চ শতানি চ।
লক্ষাণি চৈব তক্রাণাং বভূবুঃ পার্ব্বতী ব্রতে ।। ৩৫ ।।
পীযুষাণাঞ্চ কুম্ভানি শত লক্ষাণি নারদ।
মিষ্টান্নানাং শর্করাণাং বভূবুর্লক্ষরাশয়ঃ।
যব গোধূম চূর্ণানাং ঘৃতাক্তানাঞ্চ নারদ ।। ৩৬ ।।
স্বস্তিকানাঞ্চ পূপানাং বভূবুর্লক্ষ রাশয়ঃ।
গুড় সংস্কৃত লাজানাং বভূবু কোটিরাশয়ঃ ।। ৩৭ ।।
শালীনাং পৃথুকানাঞ্চ রাশীনাং দশ কোটয়ঃ।

কৈলাসবাসীগণ ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরমানন্দে উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩২ ॥

ঐ ব্রতে সুনাশীর দানাধ্যক্ষ কুবের কোষাধ্যক্ষ সূর্য্যদেব স্বয়ং আদেশ কর্ত্তা ও বরুণ পরিবেষ্টা হইলেন ॥ ৩৩ ॥

পার্ব্বতী ব্রতে সহস্র সহস্র দধি দুগ্ধ ও ঘৃতের নদী শত শত গুড় নদী সহস্র সহস্র মাধ্বীক নদী শত শত তৈল নদী ও লক্ষ লক্ষ তক্র নদী প্রস্তুত হইল ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥

কৈলাস ধামের কোন স্থানে শত লক্ষ পীযুষ কুম্ভ কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ মিষ্টান্নের রাশি কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ শর্করার রাশি কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ ঘৃতাক্ত যব গোধূম চূর্ণের রাশি কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ স্বস্তিক ও পূপের রাশি ও কোথায় বা কোটি কোটি গুড় সংস্কৃত লাজা (ভৃষ্ট-ধান্য) রাশি নিবেশিত হইল ॥ ৩৬ । ৩৭ ॥

তণ্ডুলানাঞ্চ রাশীনাং মুনে সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥
স্বর্ণ রৌপ্য প্রবালানাং মণীনাঞ্চ মহামুনে।
বভূবুঃ পর্ব্বতাস্তত্র কৈলাসে পার্ব্বতী ব্রতে ॥ ৩৯ ॥
পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব শাল্যন্নং সুমনোহরং।
চকার লক্ষ্মীঃ পাকঞ্চ ব্যঞ্জনং ঘৃত সংস্কৃতং ॥ ৪০ ॥
বুভুজে দেবর্ষিগণৈঃ সার্দ্ধং নারায়ণঃ স্বয়ং।
বভূবু র্লক্ষ বিপ্রাশ্চ পরিবেশন কারকাঃ ॥ ৪১ ॥
তাম্বূলঞ্চ দদৌতেভ্যঃ কর্পূরাদি সুবাসিতং।
রত্ন সিংহাসনং তেভ্যো বিপ্র লক্ষাঃ সুলক্ষকাঃ ॥ ৪২ ॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ বিষ্ণুং ক্ষীরোদ শায়িনং।
সেব্যমানং পার্ষদৈশ্চ সস্মিতৈঃ শ্বেত চামরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তখন কৈলাস ধামের স্থানে স্থানে পৃথুক, শালি ধান্যের কোটি কোটি রাশি সন্নিবেশিত হইল এবং তথায় এত তণ্ডুল রাশি স্থাপিত হইল যে তাহার সংখ্যা করা যায় না ॥ ৩৮ ॥

নারদ! সেই পার্ব্বতী ব্রতে কৈলাস ধামের স্থানে স্থানে সুবর্ণের পর্ব্বত রৌপ্যের পর্ব্বত প্রবালের পর্ব্বত ও মণির পর্ব্বত সমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

কমলা দেবী স্বয়ং তথায় সুমনোহর শাল্যন্ন ঘৃত সংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং পায়স পিষ্টক পাক করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

সনাতন নারায়ণ স্বয়ং দেবর্ষিগণের সহিত তথায় ভোজন করিলেন। তৎকালে লক্ষ ব্রহ্মণ অসংখ্য ব্রাহ্মণের পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজনাবসানে তাহাদিগের করে কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল প্রদানের পর তাহাদিগের উপবেশনার্থ রত্ন সিংহাসন প্রদত্ত হইল, তখন ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ব্রত-সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১। ৪২ ॥

তৎকালে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু তত্রত্য সুরম্য রত্ন সিংহাসনে

ঋষিভিস্তূয়মানঞ্চ সিদ্ধৈর্দ্দেবগণৈ স্তথা।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যানি পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা।
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতং শ্রুতবন্তং মনোহরং॥ ৪৪ ॥
পপ্রচ্ছ শঙ্করো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মেশং ভক্তি পূর্ব্বকং।
ব্রহ্মণা প্রেরিতোযুক্তং ব্রতং কর্ত্তব্য মীপ্সিতং॥ ৪৫ ॥
দেবর্ষিগণ পূর্ণায়াং সভায়াং স পুটাঞ্জলিঃ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মদীয়ং প্রার্থনং নাথ শ্রীনিবাস শৃণু প্রভো।
তপঃ স্বরূপ তপসাং কর্ম্মণাঞ্চ ফলপ্রদ॥ ৪৭ ॥
ব্রতানাং জপ যজ্ঞানাং পূজানাং সর্ব্ব পূজিতে।
সর্ব্বেষাং বীজ রূপেণ বাঞ্ছাকল্পতরো হরে॥ ৪৮ ॥
সুপুণ্যক ব্রতং কর্ত্তুং ব্রহ্মন্নিচ্ছতি পার্ব্বতী।
পুত্রার্থিনী সা শোকার্ত্তা হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ৪৯ ॥

উপবিষ্ট হইলেন, পার্ষদগণ সহাস্য বদনে শ্বেত চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল, দেব সিদ্ধ ও ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যাধরীগণ পরমানন্দে সহাস্য বদনে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ তৎসন্নিধানে মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল॥ ৪৩। ৪৪॥

ঐ সময়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত ভগবান্ শঙ্কর সেই দেবর্ষিগণ পূর্ণ সভাতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট পার্ব্বতীর অভীষ্ট ব্রতের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে প্রশ্ন করত কহিলেন, প্রভো! আপনি জগতের নাথ ও শ্রীনিবাস নামে নির্দ্দিষ্ট আছেন, আপনি তপঃ স্বরূপ, সর্ব্ব পুজিত এবং তপস্যা ব্রত জপ যজ্ঞ ও পূজা সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। হে হরে! আপনি সকলের বীজ রূপে বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন॥ ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮॥

রতিভঙ্গে কৃতে দেবৈ বীর্য্যং ব্যর্থ শুচার্দ্দিতা।
প্রবোধিতা ময়া সাধ্বী বিবিধৈর্ব্বচনামৃতৈঃ ॥ ৫০ ॥
সৎপুত্ত্রং স্বামি সৌভাগ্যং সুব্রতা যাচতে ব্রতে।
তাভ্যাং বিনা ন সন্তুষ্টা স্বপ্রাণাংস্ত্যক্তু মিচ্ছতি ॥ ৫১ ॥
প্রবাত্যক্ত্বা স্বদেহঞ্চ পিতৃ যজ্ঞে চ ভাবিনী।
মন্নিন্দয়া শৈল গেহে পুনর্জ্জন্ম ললাভ সা ॥ ৫২ ॥
সর্ব্বং জানামি বৃত্তান্তং সর্ব্বজ্ঞং ত্বাং বদামি কিং।
কা জ্ঞাতাং বদ তত্ত্বজ্ঞ পরিণাম শুভপ্রদাং ॥ ৫৩ ॥
দুর্নিবার্য্যশ্চ সর্ব্বেষা স্ত্রী স্বভাবশ্চ চাপলঃ।
দুষ্টাজ্যং যোগিভিঃ সিদ্ধৈরস্মাভিশ্চ তপস্বিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
জিতেন্দ্রিয়ৈর্জ্জিত ক্রোধৈঃ স্ত্রীরূপং মোহ কারণং।
সর্ব্ব মায়া করণ্ডঞ্চ কাম বর্দ্ধন কারণং ॥ ৫৫ ॥

হে প্রভো! এক্ষণে পার্ব্বতী শোক সন্তপ্তা ও দুঃখিতা হইয়া পুত্ত্র লাভের কামনায় এই সুপুণ্যক নামক ব্রতের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

দেবগণ রতি ভঙ্গ করাতে আমার বীর্য্য ব্যর্থ হইতে দেখিয়া সাধ্বী পার্ব্বতী শোক সন্তপ্তা হন, আমি বিবিধ বচনামৃত প্রয়োগে তাহাকে প্রবোধিত করিয়াছি ॥ ৫০ ॥

সুব্রতা পার্ব্বতী এই ব্রতে সৎপুত্ত্র ও স্বামি সৌভাগ্য লাভের প্রার্থনা করিতেছেন। অধিক আর কি বলিব এই অভীষ্টদ্বয়ের সিদ্ধি না হইলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্ব জন্মে সেই ভাবিনী পিতৃ যজ্ঞে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈলেন্দ্র হিমালয় গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

ভগবন্! আর আমি আপনার নিকট অধিক কি বলিব, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সমস্তই পরিজ্ঞাত রহিয়াছেন, এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার কি রূপ পরিণাম সুখাবহ আজ্ঞা হয় ব্যক্ত করুন ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রং কামদেবস্য দুর্ভেদ্যং জয় কারণং।
সুনির্ম্মিতঞ্চ সর্ব্বাদ্যং বিধিনা বিধি পূর্ব্বকং॥ ৫৬॥
মোক্ষ দ্বার কবাটঞ্চ হরিভক্তি নিরোধনং।
সংসার বন্ধন স্তম্ভ রজ্জু রূপ মকৃন্তনং॥ ৫৭॥
বৈরাগ্য নাশ বীজঞ্চ শশ্বদ্রাগ বিবর্দ্ধনং।
পত্তনং সাহসানাঞ্চ দোষাণা মালয়ং সদা॥ ৫৮॥
অপত্যযানাং ক্ষেত্রঞ্চ স্বয়ং কপট মূর্ত্তিমৎ।
অহঙ্কারাশ্রমং শশ্বদ্বিষকুম্ভ সুধামুখং॥ ৫৯॥
সর্ব্বৈব সাধ্যমানঞ্চ দুরারাধ্যঞ্চ সর্ব্বদা।
স্বকার্য্য সাধ্যঞ্চারাধ্যং কলহাঙ্কুর কারণং॥ ৬০॥
সর্ব্বং নিবেদিতং নাথ কর্ত্তব্যং বক্তু মর্হসি।
কার্য্যং সর্ব্বং পরামর্ষং পরিণাম সুখাবহং॥ ৬১॥

প্রভো! নারী জাতির স্বভাব চঞ্চল, উহা সকলেরই দুর্নিবার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিক কি রমণীরূপ মোহের কারণ, কি যোগী, কি সিদ্ধ কি তপস্বী, কি জিতেন্দ্রিয় কি জিতক্রোধ ব্যক্তি কি আমরা কাহারও কর্ত্তৃক ঐ মোহন রূপ পরিত্যক্ত হইতে পারে না। উহা সর্ব্ব মায়ার করণ্ড ও কাম বর্দ্ধনের কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ৫৪। ৫৫।

সর্ব্বাগ্রে বিধাতা বিধি পূর্ব্বক কামিনী রূপকে কামদেবের দুর্ভেদ্য জয় কারণ ব্রহ্মাস্ত্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ৫৬॥

ঐ রমণী রূপ, মোক্ষ দ্বারের কবাট হরি ভক্তি নিরোধক ও আচ্ছাদ্য সংসার বন্ধন স্তম্ভের রজ্জু স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। ৫৭॥

উহা বৈরাগ্য নাশের বীজ সর্ব্বদা ভোগানুরাগ বর্দ্ধনের হেতু সাহসের পত্তন ও সর্ব্ব দোষের আলয় রূপে উক্ত হইয়া থাকে। ৫৮॥

ঐ রমণীরূপ সমস্ত অনর্থের আধার, মূর্ত্তিমান্ কপটতায় পরিপূর্ণ ও অহঙ্কারের আশ্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পয়োমুখ বিষ কুম্ভের ন্যায় নারীর মুখে মধুর কিন্তু অন্তরে সদাই গরলে পরিপূর্ণ থাকে, নারী সর্ব্বদা দুরা-

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ইত্যেব মুক্ত্বা ভগবান্নিরীক্ষ্য ব্রহ্মণো মুখং।
বিররাম সভা মধ্যে স্তুত্বা চ কমলাপতিং॥ ৬২॥
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
হিতং নীতিঞ্চ বচনং প্রবক্তু মুপ চক্রমে॥ ৬৩॥

সুপুণ্যক ব্রতং সারং সতী সন্তান হেতবে।
স্বামি সৌভাগ্য বীজঞ্চ পত্নী তে কর্ত্তু মিচ্ছতি॥ ৬৪॥
সর্ব্বারাধ্যং দুরারাধ্যং সর্ব্ব কাম ফল প্রদং।
সুখদং মোক্ষ সারঞ্চ মোক্ষদং পার্ব্বতীশ্বরঃ॥ ৬৫॥
আত্মা সাক্ষি স্বরূপশ্চ জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
নিরাশ্রয়শ্চ নির্লিপ্তো নিরুপাধি নিরাময়ঃ॥ ৬৬॥

রাধা কেহই নারীর সন্তোষ সাধনে সক্ষম হয় না, নারীজাতি অশেষ প্রকারে আরাধিতা হইয়াও কেবল স্বকার্য্য সাধনে তৎপর থাকে, অধিক কি, রমণী কেবল কলহাঙ্কুরের কারণ, এই আমি আপনার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলাম। এক্ষণে এ বিষয়ে যে রূপ পরিণাম সুখাবহ পরামর্শ কর্ত্তব্য হয় আজ্ঞা করুন॥ ৫৯। ৬০। ৬১॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মার মুখাবলোকন করিয়া সভা মধ্যে কমলাপতি বিষ্ণুকে স্তব এবং তৎসন্নিধানে ঐ বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে জগৎপাতা ভগবান্‌বিষ্ণু হাস্য করিয়া নীতিগর্ভ হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন কৈলাস-নাথ! তোমার সাধ্বী পত্নী পার্ব্বতী সন্তান লাভার্থে যে স্বামি সৌভাগ্যের বীজ স্বরূপ সুপুণ্যক নামক ব্রত সাধনের ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উহা সাধন করা সুকঠিন যে কেহ এই ব্রত সাধনে সমর্থ হন তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫॥

দেব দেব! এই পুণ্যক ব্রতে যে মহান্ পুরুষ হরি প্রসন্ন হন তাঁহার

ভক্ত প্রাণশ্চ ভক্তেশো ভক্তানুগ্রহকারকঃ।
দুরারাধ্যোহি যোন্যেষাং ভক্তানামতি সাধকঃ ॥ ৬৭ ॥
ভক্তাধীনো হি ভগবান সর্ব্ব সিদ্ধোহি নিষ্ফলঃ।
তে যস্য চ কলাঃ পুংসো ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥ ৬৮ ॥
মহাবিরাট্ যদংশশ্চ নির্লিপ্তঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অব্যগ্রো নিগ্রহশ্চোগ্রো ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহঃ ॥ ৬৯ ॥
গ্রহোগ্রহোগ্রহাণাঞ্চ গ্রহ নিগ্রহকারকঃ।
ত্রিকোটি জন্ম মধ্যেচ ন সাধ্যো ভবতারিণো ॥ ৭০ ॥
নশ্বাহি ভারতে জন্ম হরি ভক্তিং লভেন্নরঃ।
সেবনং ক্ষুদ্র দেবানাং কৃত্বা সপ্তসুজন্ম সু ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চিৎ স্বরূপ তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর। তিনি আত্মার সাক্ষি স্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় সনাতন নিরালম্ব নির্লিপ্ত নিরুপাধি ও নিরাময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

তিনি ভক্তগণের প্রাণ ও ভক্তজনের ঈশ্বর, ভক্তের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়। তিনি অন্য জনের দুরারাধ্য কিন্তু ভক্তগণ অনায়াসে তাঁহার আরাধনা করেন ॥ ৬৭ ॥

সেই ভগবান্ হরি কেবল ভক্তের অধীন, সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধ পুরুষ ও ভক্তি ব্যতীত তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না, অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁহারই অংশজাত বলিয়া স্থিরীকৃত রহিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

মহা বিরাট সেই পরমাত্মা হরির অংশজাত, তিনি নির্লিপ্ত, প্রকৃতি হইতে অতীত, অব্যগ্র গ্রহশূন্য ও উগ্র স্বরূপ। কেবল ভক্তগণের প্রতি অনু গ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় ॥ ৬৯ ॥

দেব দেব! তিনি গ্রহগণের মধ্যে উগ্র গ্রহ স্বরূপ, অথচ গ্রহ সমুদায়ের নিগ্রহ কর্ত্তা, তুমি ভিন্ন ত্রিকোটি জন্মেও কেহ তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারে না ॥ ৭০ ॥

মনুষ্য সপ্তজন্ম ক্ষুদ্র দেবগণের আরাধনা করিয়া পরিণামে এই ভারতে

সূর্য্য মন্ত্র মবাপ্নোতি কেবলং স তদাশিষা।
সূর্য্য মন্ত্রং সমারাধ্য ত্রিষু জন্মসু ভারতে ॥ ৭২॥
প্রপ্নোতি শৈবং মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদং মানবো মুদা।
সংসেব্য পরয়াভক্ত্যাত্বামেব সপ্ত জন্মসু ॥ ৭৩॥
প্রাপ্নোতি মায়া মন্ত্রঞ্চ ত্বৎপদাব্জ প্রসাদতঃ।
শতং জন্ম সমারাধ্য মায়াং নারায়ণীং পরাং ॥ ৭৪॥
নারায়ণ কলাং সেব্যাং মমবাপ্নোতি মানবঃ।
কলাং নিষেব্য বর্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্রে সুদুর্লভে। ৭৫।
কৃষ্ণ ভক্তি মবাপ্নোতি ভক্ত সংসর্গ হেতুকীং।
সংপ্রাপ্য ভক্তিং নিষ্পক্কাং ভ্রামং ভ্রামঞ্চ ভারতে। ৭৬।
প্রাপ্নোতি পরিপক্কাঞ্চ ভক্তিং ভক্ত নিষেবয়া।
তদা ভক্ত প্রসাদেন দেবানামাশিষা শিব।
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রং প্রাপ্নোতি নির্ব্বাণ ফলদং পরং। ৭৭।

জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্লভ হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

মানব কেবল তাঁহারই আশীর্ব্বাদে চন্দ্র সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া জন্মত্রয় সেই চন্দ্র সূর্য্যের আরাধনা পূর্ব্বক তৎফলে পরমানন্দে সর্ব্বদ শৈব মন্ত্র লাভ করে, পরে সে সপ্ত জন্ম পরম ভক্তিযোগে তোমার সেবা করিয়া তোমারই চরণ পদ্ম প্রসাদে মায়ামন্ত্র প্রাপ্ত হয়। অতঃপর মানব সেই পরমা নারায়ণী মায়ার সেবা করিয়া তৎফলে সেবনীয়া নারায়ণ কলা লাভ করে, পরিশেষে সুদুর্লভ পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে, নারায়ণ কলার সেবা করিয়া তাহার ভক্ত সংসর্গ হেতুকী হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫ ॥

মনুষ্য প্রথমতঃ অপরিপক্কা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বার বার ভ্রমণ করে, পরে ভক্ত সেবা করিতে করিতে তাহার পরিপক্কা হরিভক্তি সমুৎপন্ন হয় ॥ ৭৬ ।

ত্রিলোচন! তখন সেই মানব ভক্ত প্রসাদে ও দেবগণের আশী-

কৃষ্ণ ব্রতং কৃষ্ণ মন্ত্রং সর্ব্ব কাম ফলপ্রদং।
কৃষ্ণ তুল্যোভবে স্তুক্তশ্চিরং কৃষ্ণ নিষেবয়া। ৭৮।
মহতি প্রলয়ে পাতঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্ব নিশ্চিতং।
ন পাতঃ কৃষ্ণ ভক্তানাং সাধূনামবিনাশিনাং। ৭৯।
অবিনাসিনি গোলোকে মোদন্তে কৃষ্ণ কিঙ্করাঃ।
হসন্তিতে সুনিশ্চিন্তা দেবান্ ব্রহ্মাদিকান্ শিব। ৮০।
ত্বং সংহর্ত্তা চ সর্ব্বেষাং ন ভক্তানাং মহেশ্বর।
মায়া মোহয়তে সর্ব্বান্ ভক্তান্ন কৃপয়া মম। ৮১।
মায়া নারায়ণী মাতা সর্ব্বেষাং কৃষ্ণ ভক্তিদা।
ন কৃষ্ণ ভক্তিং প্রাপ্নোতি বিনা মায়া নিষেবনং॥ ৮২।
সাচ নারায়ণী মাতা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃষ্ণ প্রিয়া কৃষ্ণ ভক্তা কৃষ্ণ তুল্যাংহরিনাশিনী॥ ৮৩।

র্ব্বাদে নির্ব্বাণপ্রদ পরম মঙ্গলকারক কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়া থাকে॥ ৭৭॥

কৃষ্ণব্রত ও কৃষ্ণমন্ত্র ফলে সকলের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয়। ভক্ত দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কৃষ্ণ তুল্য হইতে সক্ষম হন॥ ৭৮।

মহাপ্রলয়ে নিশ্চয় সমস্ত পদার্থের পতন হয় কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত সাধুগণ অবিনাশী, ঐ মহাপ্রলয়ে তাহাদিগের পতন হয় না॥ ৭৯।

শঙ্কর! তৎকালে কৃষ্ণ কিঙ্করগণ অবিনশ্বর নিত্যানন্দ গোলোক ধামে নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের অবস্থা দর্শনে হাস্য পূর্ব্বক পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ৮০॥

মহেশ্বর! তুমি সকলের সংহারকর্ত্তা, কিন্তু হরিভক্ত সাধুগণের সংহারে তোমার ক্ষমতা নাই। অধিক কি আমারই কৃপাবলে পরমামায়া সমস্ত ভক্তজনকে মোহিত করিতেও পারে না॥ ৮১॥

পরমা নারায়ণী মায়া সকলের জননী ও কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, সেই মায়ার সেবা ভিন্ন মনুষ্যগণ কস্মিনকালে কোন রূপে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে না॥ ৮২॥

সাচ তেজঃ স্বরূপাচ স্বেচ্ছা বিগ্রহ ধারিণী।
আবির্ভূতা চ দেবানাং তেজসা সুর নিগ্রহে॥ ৮৪।
নিহত্য দৈত্য সঙ্ঘাংশ্চ দক্ষ পত্ন্যাঞ্চ ভারতে।
ললাভ দক্ষ স্তপসা জন্মচানেকজন্মনঃ॥ ৮৫।
ত্যক্ত্বা দেহং পিতু র্যজ্ঞে সা সতী তব নিন্দয়া।
জগাম দেবী গোলোকং কৃষ্ণশক্তিঃ সনাতনী॥ ৮৬।
গৃহীত্বা বিগ্রহং তস্যা গুণ রূপাশ্রয়ং পরং।
ভ্রামং ভ্রামং ভারতে ত্বং বিষণ্ণেভূঃ পুরাহরঃ॥ ৮৭।
প্রবোধিতো ময়াত্বঞ্চ শ্রীশৈলেষু সরিত্তটে।
ললাভ জন্ম সা শৈলকান্তায়ামচিরেণ চ॥ ৮৮।
করোতু পুণ্যকং সাধ্বী সুব্রতা সুব্রতং শিবা।
রাজসূয় সহস্রাণাং পুণ্যং শঙ্কর পুণ্যকে॥ ৮৯।

সেই মূল প্রকৃতি সর্ব্ব জননী পরমেশ্বরী নারায়ণী মায়া কৃষ্ণ প্রিয়া, কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণ তুল্যা ও শত্রু সংহার কর্ত্রী বলিয়া কথিতা হন॥ ৮৩॥

সেই দেবী তেজঃস্বরূপা কেবল স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়, অসুর সংগ্রামকালে দেবগণের তেজে তিনি আবির্ভূতা হইয়া দৈত্যগণকে সংহার করেন, পরে দক্ষ প্রজাপতি বহু জন্ম কঠোর তপস্যা করাতে তৎপত্নীর গর্ব্ভে সতী রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন॥ ৮৪। ৮৫॥

সেই কৃষ্ণ শক্তি স্বরূপা সনাতনী সতী পিতৃ যজ্ঞে তোমার নিন্দাবাদ শ্রবণে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক গোলোক ধামে গমন করেন॥ ৮৬॥

তৎকালে তুমি সেই দেবীর গুণরূপাশ্রয় পরম বিগ্রহ গ্রহণ পূর্ব্বক নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া ভারতের নানা স্থানে বার বার ভ্রমণ করিয়াছিলে॥ ৮৭॥

তখন আমি নদীতটে শ্রীশৈলে তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছিলাম, পরে অচিরে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ব্ভে সেই পরমা দেবী সতীর জন্ম হইল॥ ৮৮॥

রাজসূয় সহস্রাণাং ব্রতে যত্র ধন ব্যয়ঃ।
ন সাধ্যং সর্ব্ব সাধ্বীনাং ব্রত মেতত্ত্রিলোচন॥ ৯০।
স্বয়ং গোলোকনাথশ্চ পুণ্যকস্য প্রভাবতঃ।
পার্ব্বতী গর্ভজাতশ্চ তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥ ৯১।
স্বয়ং দেবগণানাঞ্চ যস্মাদীশঃ কৃপানিধিঃ।
গণেশ ইতি বিখ্যাতো ভবিষ্যতি জগত্রয়ে॥ ৯২।
যস্য স্মরণ মাত্রেণ বিঘ্ন নিঘ্নং ভবেৎধ্রুবং।
জগতাং হেতুনা তেন বিঘ্ন নিঘ্নাভিদো বিভুঃ॥ ৯৩।
নানা বিধানি দ্রব্যানি যস্মা দ্দেয়ানি পুণ্যকে।
ভুক্ত্বা লম্বোদরত্বঞ্চ তেন লম্বোদরঃ স্মৃতঃ॥ ৯৪।
শনি দৃষ্ট্যা শিরশ্ছিদ্যাদ্গজ বক্ত্রেণ যোজিতঃ।

হে শঙ্কর! এক্ষণে তোমার পত্নী সেই সুব্রতা সাধ্বী পার্ব্বতী, ব্রতোত্তম পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। সহস্র রাজসূয় যজ্ঞে যে পুণ্য হয় এই পুণ্যক ব্রতে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে॥ ৮৯॥

ত্রিলোচন! সহস্র রাজসূয় যজ্ঞে যে রূপ ধনব্যয় হয় এই পুণ্যক ব্রতে তাদৃশ ধন ব্যয় হইয়া থাকে, এই জন্য সমস্ত সাধ্বী নারী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারে না॥ ৯০॥

দেব দেব! এই পবিত্র পুণ্যক ব্রতের প্রভাবে সেই গোলোকনাথ হরি প্রসন্ন হইয়া পার্ব্বতীর গর্ভে তোমার পুত্র রূপে সমুৎপন্ন হইবেন॥৯১॥

সেই করুণানিধান ভগবান্ হরি তোমার পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের ঈশ বলিয়া জগত্রয়ে গণেশ নামে বিখ্যাত হইবেন॥ ৯২॥

সেই গণেশ নাম স্মরণ মাত্র নিশ্চয় সকলের সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে, এই জন্য তিনি সমস্ত জগতে বিঘ্ন বিনাশন বলিয়া প্রথিত হইবেন॥ ৯৩॥

এই পুণ্যক ব্রতে হরি নানা বিধ দ্রব্য ভোজন করিয়া লম্বোদরত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি তোমার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া লম্বোদর নাম ধারণ করিবেন॥ ৯৪॥

গজাননঃ শিশুস্তেন নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥ ৯৫ ।
পশুর্না পশুরামস্থ যদেক দন্ত খণ্ডনং ।
ভবিষ্যতি নিষেকেন চৈকদন্তাভিদঃ শিশুঃ ॥ ৯৬ ॥
পূজ্যশ্চ সর্ব্বদেবানামস্মাকং জগতাং বিভুঃ ।
সর্ব্বাগ্রে পূজনস্তস্থ ভবিতা মদ্বরেণ বৈ ॥ ৯৭ ॥
পূজাস্থ সর্ব্ব দেবানামগ্রে সংপূজ্য তং জনঃ ।
পূজাফল মবাপ্নোতি নির্ব্বিঘ্নেন বৃথান্যথা ॥ ৯৮ ।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বিষ্ণুং শম্ভুং হুতাশনং ।
দুর্গা মেতান্ সন্নিষেব্য পূজয়েদ্দেবতান্তরং ॥ ৯৯ ॥
গণেশ পূজনে বিঘ্ন নির্ব্বিঘ্নং জগতাং ভবেৎ ।
নির্ব্ব্যাধিঃ সূর্য্য পূজায়াং শুচিঃ শ্রীবিষ্ণু পূজনে ॥ ১০০ ।
মোক্ষশ্চ পাপ নাশশ্চ যশশ্চৈশ্বর্য্য বর্দ্ধনং ।
তত্ত্ব জ্ঞান সুতৃপ্তানাং বীজং শঙ্কর পূজনং ॥ ১০১ ॥

শনির দৃষ্টিতে গণেশের শিরশ্ছিন্ন হইলে গজ মস্তক তদীয় গ্রীবাদেশে যোজিত হইবে, এই জন্য সেই শিশু সন্তান গজানন বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, কেহই এই দৈবনির্ব্বন্ধ অতিক্রম করিতে পারিবে না ॥ ৯৫ ॥

পরশুরাম পরশু দ্বারা গণেশের এক দন্ত খণ্ডন করিবেন এই দৈব নির্ব্বেশেষে সেই শিশু এক দন্ত নাম ধারণ করিবেন ॥ ৯৬ ॥

সেই জগৎ প্রভু গণেশ আমাদিগের ও সর্ব্ব দেবের পূজ্য হইবেন। আমার বরে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা বিহিত হইবে ॥ ৯৭ ॥

মানব, সমস্ত দেবগণের অগ্রে সেই গণেশের পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পূজা ফল প্রাপ্ত হইবে, অন্যথা করিলে সমস্ত পূজা বিফল হইবে ॥ ৯৮ ॥

মনুষ্য প্রথমতঃ যথাক্রমে গণেশ, সূর্য্য বিষ্ণু শিব অগ্নি ও ভগবতী দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া তবে অন্য দেবের পূজা করিবে ॥ ৯৯ ॥

জগত্রয় মধ্যে জীবের গণেশ পূজায় বিঘ্ন নাশ, সূর্য্য পূজায় ব্যাধি মুক্তি ও বিষ্ণু পূজায় পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

সুবুদ্ধি সুস্ত্রী সুভূমি সুপ্রজাবন্ধু কারণং।
হরি ভক্তি প্রদঞ্চৈব পরং দুর্গার্চ্চনং শিবং॥ ১০২॥
বিধান সংস্কৃতাগ্নিঞ্চ জ্ঞান মৃত্যুং লভেন্নরঃ।
দাতা ভোক্তা চ ভবতি শঙ্করস্ত নিষেবনাৎ॥ ১০৩॥
বিপরীতং ত্রিজগতামেতেষাং পূজনং বিনা।
এবং ক্রমো মহাদেব কল্পে কল্পেস্তি নিশ্চিতং। ১০৪।
এতেশশ্বদ্বিদ্যমানা নিত্যাঃ সৃষ্টি পরায়ণাঃ।
আবির্ভাব তিরোভাবৌচৈতেষামীশ্বরেচ্ছয়া॥ ১০৫॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরি স্তত্র বিররাম সভাতলে।
প্রহৃষ্টা দেবতা বিপ্রাঃ পার্ব্বত্যাসহ শঙ্করঃ॥ ১০৬॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ব্রতাজ্ঞাগ্রহণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর পূজায় জীবের পাপ নাশ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও পরম তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং জীব তাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ১০১॥

ভগবতী দুর্গা দেবীর আরাধনায় মনুষ্য সুবুদ্ধি উত্তমা স্ত্রী সুসন্তান বন্ধু ও ভূমি লাভ করে এবং পরম হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১০২॥

বিধি বোধিত রূপে সংস্কৃতাগ্নির অর্চ্চনা করিয়া মানব জ্ঞানমৃত্যু লাভ করে এবং শঙ্কর সেবায় মনুষ্য দাতা ও ভোক্তা হয়॥ ১০৩॥

মহাদেব! জগত্রয় মধ্যে এই সমুদায়ের পূজা ভিন্ন পূজকের বিপরীত ফল লাভ হয়। এই রূপ প্রতি কল্পেই নিশ্চয় স্থিরতর রহিয়াছে॥ ১০৪॥

ঐ সমস্ত দেব সৃষ্টি পরায়ণ হইয়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়॥ ১০৫॥

শ্রীহরি সভা মধ্যে এই রূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে দেব ও ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শঙ্করও পার্ব্বতীর সহিত প্রীতি লাভ করিলেন॥ ১০৬॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ব্রতাজ্ঞা গ্রহণ নাম ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরেরাজ্ঞাং সমাদায় হরঃ প্রহৃষ্ট মানসঃ।
উবাচ পার্ব্বতীং প্রীত্যা হরি সংলাপ মঙ্গলং॥ ১॥
শিবাজ্ঞাতাং সমাদায় শিবা প্রহৃষ্ট মানসা।
বাদ্যঞ্চ বাদয়া মাস মঙ্গলং মঙ্গল ব্রতে॥ ২॥
সুস্নাতো সুদতী শুদ্ধা বিভ্রতী ধৌত বাসসী।
সংস্থাপ্য রত্ন কলসং শুক্লধান্যোপরিস্থিতং॥ ৩॥
আম্রপল্লব সংযুক্তং ফলাক্ষত সুশোভিতং।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমেন বিভূষিতং॥ ৪॥
রত্নাসনস্থা রত্নাঢ্যা রত্নোদ্ভব সুতা সতী।
রত্ন সিংহাসনস্থাশ্চ সংপূজ্য মুনি পুঙ্গবান্॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! দেবাদিদেব মহাদেব ভগবান্ হরির এই রূপ আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে প্রীতি সহকারে পার্ব্বতীর নিকট মঙ্গলময় হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদির মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে ব্রতারম্ভের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। ১॥

তখন পার্ব্বতী পতির আজ্ঞা গ্রহণে পরিতুষ্টা হইয়া সেই মঙ্গল ব্রতে বাদকগণকে বাদ্যোদ্যম করিতে আজ্ঞা করিলে তথায় বিবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল॥ ২॥

তৎকালে পবিত্র চিত্ত সুদশনা পার্ব্বতী স্নানাবসানে ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুক্ল ধান্যোপরি রত্নকলস স্থাপন করিলেন। তদুপরি আম্রপল্লব ফল ও আতপ তণ্ডুল সংস্থাপিত হইল এবং অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে ঐ রত্ন কলস বিভূষিত হইল॥ ৩। ৪॥

পরে নানারত্ন বিভূষিতা রত্নাসনাধিরূঢ়া সতী পার্ব্বতী রত্ন সিংহা-

রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ সংপূজ্য চ পুরোহিতং।
চন্দনাগুরুকস্তূরী রত্ন ভূষণ ভূষিতং ॥ ৬ ॥
সংস্থাপ্য পুরতো ভক্ত্যাদিকপালান্ রত্ন ভূষিতান্।
দেবান্তরাংশ্চ নাগাংশ্চ সমর্চ্চ্য বিধিবোধিতং ॥ ৭ ॥
সমর্চ্চ্যপরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরান্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমেন বিরাজিতান্ ॥ ৮ ॥
বহ্নি শুদ্ধাং সুবস্ত্রৈশ্চ সদ্রত্ন ভূষণেন চ।
পূজার্হ দ্রব্য বিবিধৈঃ পূজিতান্ পুণ্যকে মুনে।
সমারেভে ব্রতং দেবী স্বস্তি বাচন পূর্ব্বকং ॥ ৯ ॥
আবাহ্যাভীষ্ট দেবং তৎ শ্রীকৃষ্ণং মঙ্গলে ঘটে।
ভক্ত্যাদদৌ ক্রমেণৈব চোপচারাণি ষোড়শ ॥ ১০ ॥
যানি ব্রত বিধেযানি দেয়ানি বিবিধানি চ।
প্রদদৌ তানি সর্ব্বাণি প্রত্যেকং ফলদানি চ ॥ ১১ ॥

সনন্ত মহর্ষিগণের পূজা করিয়া রত্ন সিংহাসনোপবিষ্ট অগুরুচন্দন কস্তূরী ও নানা রত্নে বিমণ্ডিত পুরোহিত ভগবান্ সনৎকুমারের অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুরোভাগে ভক্তি সহকারে রত্ন ভূষিত দিক্‌পালগণের স্থাপন ও বিধিবোধিত রূপে অন্যান্য দেব ও নাগগণের অর্চ্চনা করিলেন। ইহাঁ-দিগের পূজাবসানে অগুরুচন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে পরিশোভিত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বহ্নিশুদ্ধ সুচিক্কণ বসন ও উৎকৃষ্ট রত্নভূষণ দ্বারা পরম ভক্তি যোগে সেই হর প্রিয়া কর্ত্তৃক আরাধিত হইলেন। এই রূপে সেই পুণ্যক ব্রতে বিবিধ পূজার্হ বস্তু দ্বারা পূজ্যগণ পূজিত হইলে পার্ব্বতী দেবী স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ব্রতারম্ভ করিলেন ॥ ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ ॥

ব্রতারম্ভ হইলে সেই হর প্রিয়া মঙ্গলঘটে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আবাহন পূর্ব্বক ভক্তিযোগে যথা ক্রমে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া তদীয় প্রীতি কামনায় ঐ পুণ্যক ব্রতে বিধিবোধিত রূপে প্রদেয় ফল প্রদ প্রত্যেক বস্তু যথাক্রমে তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১০। ১১ ॥

ব্রতোক্ত মুপহারঞ্চ দুর্লভং ভুবন ত্রয়ে।
তচ্চ সর্ব্বং দদৌ ভক্ত্যা সুব্রতে সুব্রতা সতী॥ ১২॥
দত্বা সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি বেদ মন্ত্রেণ সা সতী।
হোমঞ্চকারয়া মাস ত্রিলক্ষং তিল সর্পিষা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দেবানতিথি পূজিতান্॥ ১৩॥
কর্ত্তব্যমেব কর্ত্তব্য সুব্রতে সুব্রতা সতী।
প্রত্যহং সাবধানঞ্চ চকার পূর্ণ বৎসরং॥ ১৪॥
সমাপ্তি দিবসে বিপ্রস্তামুবাচ পুরোহিতঃ।
সুব্রতে সুব্রতে মহ্যং দেহীতি পতি দক্ষিণাং॥ ১৫॥
শ্রুত্বা পুরোহিতোক্তং সা বিলপ্য সুরসং সদি।
মূর্চ্ছাং প্রাপ মহামায়া মায়া মোহিত চেতসা॥ ১৬॥
তাং তেচ মূর্চ্ছিতাং দৃষ্ট্বা প্রহস্য মুনি পুঙ্গবাঃ।
শঙ্করং প্রেষয়া মাসুর্ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ নারদ॥ ১৭॥

ব্রতোক্ত উপহার ত্রিভুবন মধ্যে দুর্লভ হইলেও সেই সুব্রতা সতী তত্তৎ বস্তুর আহরণ পূর্ব্বক হরিকে নিবেদন করিলেন। বেদ মন্ত্রে সমস্ত দ্রব্য প্রদত্ত হইলে তিনি সাজ্য তিল সংযোগে ত্রিলক্ষ হোম করাইয়া পূজিত দেব অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন॥ ১২। ১৩॥

এই রূপ নিয়মে সুব্রতা পার্ব্বতী পূর্ণ সংবৎসর প্রত্যহ সাবধান পূর্ব্বক ব্রতোক্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিলেন॥ ১৪॥

অতঃপর ব্রত সমাপ্তি দিনে পুরোহিত ব্রাহ্মণ সনৎকুমার সেই ব্রত দীক্ষিতা পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুব্রতে! এক্ষণে তুমি তোমার পুণ্যক ব্রতে আমাকে পতি দক্ষিণা প্রদান কর॥ ১৫॥

মহামায়া পুরোহিতের এই বাক্য শ্রবণে মায়া মোহিতা হইয়া সেই সুর সভা মধ্যে বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন॥ ১৬॥

তখন সেই সভাস্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহর্ষিগণ হর প্রিয়া পার্ব্বতীকে

সংপ্রেরিতঃ শিবশ্চৈব শিবাং বোধয়িতুং শিবে।
শিবঃ সমুদ্যমঞ্চক্রে প্রবক্তুং বদতাং বরঃ॥ ১৮॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

উত্তিষ্ঠ ভদ্রে ভদ্রং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
সাংপ্রতং চেতনং কৃত্বা মদীয়ং বচনং শৃণু॥ ১৯॥
শিবঃ শিবাং স্থামিত্যুক্ত্বা শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকাং।
বক্ষসি স্থাপয়ামাস কারয়া মাস চেতনাং॥ ২০॥
হিতং সত্যং মিতং সর্ব্বং পরিণাম সুখাবহং।
যশস্করঞ্চ ফলদং প্রবক্তু মুপচক্রমে॥ ২১॥
শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি যদ্দেবেন নিরূপিতং।
সর্ব্ব সম্মতমিষ্টঞ্চ ধর্ম্মার্থং ধর্ম্ম সংসদি॥ ২২॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং দেবি সারভূতাচ দক্ষিণা।
যশোদা ফলদা নিত্যং ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্ম কর্ম্মণি॥ ২৩॥

মূর্চ্ছিতা হইতে দেখিয়া হাস্য পূর্ব্বক তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য ভগবান্ শঙ্করকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন॥ ১৭॥

সুবক্তাদিগের অগ্রগণ্য দেব দেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে প্রিয়তমা পার্ব্বতীর নিকট গমন পূর্ব্বক মঙ্গলজনক বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন ভদ্রে! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে। এক্ষণে তুমি চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর॥ ১৮। ১৯॥

দেবাদিদেব প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এই রূপ কহিয়া দেখিলেন তাঁহার কণ্ঠ তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে আরোপিত করিয়া তদীয় চৈতন্য সমুৎপাদন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি তৎকালোচিত পরিণাম সুখাবহ যশস্কর ফলপ্রদ হিত জনক পরিমিত বাক্য সমুদায় প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন দেবি! এক্ষণে আমি তোমাকে ধর্ম্ম সভায় অভিপ্রায় সিদ্ধ ধর্ম্মার্থপ্রদ সর্ব্ব সম্মত ও দেব নিরূপিত উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর॥ ২০। ২১। ২২॥

দৈবং বা পৈতৃকং বাপি নিত্যং নৈমিত্তিকং প্রিয়ে।
যৎকর্ম্ম দক্ষিণাহীনং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
দাতাচ কর্ম্মণা তেন কালসূত্রং ব্রজেৎধ্রুবং ॥ ২৪ ॥
ইহান্তে দৈন্যমাপ্নোতি শত্রূণামপি পীড়িতঃ।
দক্ষিণা বিপ্রমুদ্দিশ্য তৎ কালস্তু ন দীয়তে ॥ ২৫ ॥
তম্মুহূর্ত্তেব্যতীতেতু দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ।
চতুর্গুণা দিনাতীতে পক্ষে শত গুণো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
মাসে পঞ্চশতগুণা ষণ্মাসে তচ্চতুর্গুণা।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু তৎ কর্ম্ম নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
দাতাচ নরকং যাতি যাবদ্বর্ষ সহস্রকং।
পুত্রং পৌত্রং ধনৈশ্বর্য্যং ক্ষয় মাপ্নোতি পাতকাৎ।
ধর্ম্মো নষ্টো ভবেত্তস্য ধর্ম্ম হীনে চ কর্ম্মণি ॥ ২৮ ॥

দেবি! দক্ষিণা সমস্ত কর্ম্মের সারভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, দক্ষিণা ভিন্ন কোন কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম পরায়ণে! সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে দক্ষিণাই নিত্য যশ ও ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ে! কি দৈব কর্ম্ম,কি পৈত্র কর্ম্ম, কি নিত্য কর্ম্ম,কি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যে কোন কর্ম্ম দক্ষিণা হীন হয় তাহাই নিষ্ফল হয়। এমন কি দাতা সেই দক্ষিণা হীন কর্ম্মদোষে নিশ্চয় কাল সূত্র নামক নরকে গমন করে ॥ ২৪ ॥

কর্ম্ম সমাপন হইলে যে ব্যক্তি ব্রতী ব্রাহ্মণকে তৎকালে দক্ষিণা প্রদান না করে,সে জন্মান্তরে শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও দৈন্যগ্রস্ত হয় ॥ ২৫ ॥

কর্ম্ম সমাপনের পর এক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে দক্ষিণা দ্বিগুণ, একদিন অতীত হইলে চতুর্গুণ, একপক্ষ অতীত হইলে শতগুণ, একমাস অতীত হইলে পঞ্চ শত গুণ ও ষণ্মাস অতীত হইলে দুই সহস্র গুণ প্রদান করা কর্ত্তব্য কিন্তু সংবৎসর অতীত হইলে কৃতকর্ম্ম সমুদায় বিফল হইয়া যায়, দক্ষিণাহীন কার্য্যে ধর্ম্ম বিলোপ জন্য দাতা ধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে সেই পাপে তাহার পুত্র পৌত্র ধনৈশ্বর্য্য সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সে অন্তে নিরয়

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

রক্ষ স্বধর্ম্মং ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্মজ্ঞে ধর্ম্ম কর্ম্মণি।
সর্ব্বেষাঞ্চ ভবেদ্রক্ষা স্বধর্ম্ম পরিপালনে॥ ২৯॥

ব্রহ্মোবাচ।

যশ্চ কেন নিমিত্তেন নধর্ম্মং পরি রক্ষতি।
ধর্ম্মে নষ্টে চ ধর্ম্মজ্ঞে তস্য ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥ ৩০॥

ধর্ম্ম উবাচ।

মাং রক্ষ যত্নতঃ সাধ্বি প্রদায় পতি দক্ষিণাং।
ময়ি স্থিতে মহা সাধ্বি সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি॥ ৩১॥

দেবা উচুঃ।

ধর্ম্মং রক্ষ মহা সাধ্বি কুরু পূর্ণং ব্রতং সতি।
বয়ং তব ব্রতে পূর্ণে কুর্ম্মস্তে পূর্ণ মানসং॥ ৩২॥

মুনয় উচুঃ।

কৃত্বা সাধ্বি পূর্ণ হোমং দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাং।
স্থিতেঘস্মাসু ধর্ম্মজ্ঞে কিম ভদ্রং ভবিষ্যতি॥ ৩৩॥

গামী হইয়া সহস্রবর্ষ নরক ভোগ করিয়া থাকে॥ ২৬। ২৭। ২৮॥

দেবাদিদেব এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ বিষ্ণু পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ধর্ম্ম পরায়ণে! ধর্ম্ম কর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব তোমার বিদিত আছে। অতএব তুমি ধর্ম্ম রক্ষা কর। স্বধর্ম্ম পালনে সকলের রক্ষা হইবে॥ ২৯॥

ব্রহ্মা কহিলেন ধর্ম্মজ্ঞে! যে ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ ধর্ম্মরক্ষা না করে সে ধর্ম্ম লোপ জন্য, অধর্ম্মে সমাক্রান্ত হয়॥ ৩০॥

ধর্ম্ম কহিলেন সাধ্বি! তুমি পতি দক্ষিণা প্রদান করিয়া যত্ন পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা কর, আমি থাকিলে তোমার সমস্ত বিষয়ে মঙ্গল হইবে॥৩১॥

দেবগণ কহিলেন মহা সাধ্বি! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া ব্রত পূর্ণ কর তাহা হইলে আমরা তোমার মনোভীষ্ট পরিপূর্ণ করিব॥ ৩২॥

সনৎকুমার উবাচ।

শিবে শিবং দেহি মহ্যং ন চেদ্ভূত ফলং ব্রতে।
সুচিরং সঞ্চিতস্যাপি স্বাত্মনস্তপসঃ ফলং ॥ ৩৪ ॥
কর্ম্মণ্য দক্ষিণে সাধ্বি যাগস্যাহন্তু তৎ ফলং।
প্রাপ্স্যামি যজমানস্য সংপূর্ণ কর্ম্মণঃ ফলং ॥ ৩৫ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিং কর্ম্মণা মে দেবেশা কিং মে দক্ষিণয়া মুনে।
কিং পুত্রেণ চ ধর্ম্মেণ যত্র ভর্ত্তাচ দক্ষিণা ॥ ৩৬ ॥
যদি ভূমির্ম্ময়াত্যক্তা যদি বৃক্ষশ্চ দৈবতঃ।
গতেচ কারণে কার্য্যং কুতঃ শস্যং কুতঃ ফলং ॥ ৩৭ ॥
প্রাণাস্ত্যক্তাঃ স্বেচ্ছয়াচেদ্দেহেন কিং প্রয়োজনং।

মুনিগণ কহিলেন সাধুশীলে! তুমি পূর্ণ হোম করিয়া পুরোহিত সনৎকুমারকে দক্ষিণা প্রদান কর। ধর্ম্মজ্ঞে! আমরা বিদ্যমানে কখনই তোমার অমঙ্গল হইবে না ॥ ৩৩ ॥

সনৎকুমার কহিলেন শিবে! এক্ষণে তুমি স্বীয় পতি শিবকে আমায় দক্ষিণা প্রদান কর ব্রত ফল প্রাপ্ত হইবে নতুবা তোমার এই ব্রতের ফল লাভ হইবে না, আর তুমি দীর্ঘকাল যে তপঃ সঞ্চয় করিয়াছ সেই তপস্যার ফলেও তোমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। সাধ্বি! যজমান দক্ষিণা দান না করিলে পুরোহিত অদক্ষিণ কার্য্যের ফল ভাগী হইয়া থাকে সুতরাং এখন আমি এই অদক্ষিণ কর্ম্মের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইব ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

পার্ব্বতী দেবী দেব ও ঋষিগণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহাভাগগণ! পতি যে কর্ম্মের দক্ষিণা, সে কর্ম্মে আমার প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহার দক্ষিণা দানের আবশ্যকতা কি আছে? ভর্ত্তাকে দক্ষিণা দান করিয়া আমি পুত্র ও ধর্ম্ম লাভেরও কামনা করি না ॥ ৩৬ ॥

যদি আমি বিভুর অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া দেবতা জ্ঞানে কেবল বৃক্ষের উপাসনা করি, তাহাতে কারণের অসত্বে কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব প্রযুক্ত নিশ্চয়ই আমাকে শস্য ও ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৩৭ ॥

দৃষ্টি শক্তি বিহীনেন চক্ষুষা কিং প্রয়োজনং ॥ ৩৮ ॥
শত পুত্র সমঃ স্বামী সাধ্বীনাঞ্চ সুরেশ্বরাঃ।
যদি ভর্ত্তা ব্রতে দেয়ঃ কিং ব্রতেন সুতেন বা ॥ ৩৯ ॥
ভর্ত্তুর্ব্বংশশ্চ তনয়ঃ কেবলং ভর্ত্তৃ মূলকঃ।
যত্র মূলং ভবেদ্ভ্রষ্টং তদ্বাণিজ্যঞ্চ নিষ্ফলং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

পুত্রাদপি পরঃ স্বামী ধর্ম্মশ্চ স্বামিনঃ পরঃ।
নষ্টে ধর্ম্মে চ ধর্ম্মিষ্ঠে স্বামিনা কিং সুতেন বা ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্বামিনশ্চপরোধর্ম্মো ধর্ম্মাৎ সত্যঞ্চ সুব্রতে।
সত্যং সঙ্কল্পিতং কর্ম্ম ন ভ্রষ্টং কুরু সুব্রত ॥ ৪২ ॥

স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণপরিত্যক্ত হইলে দেহে প্রয়োজন কি? দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষু দ্বারা কি কখন কোন বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৮ ॥

হে দেবগণ! সাধ্বী রমণীগণ শত পুত্র লাভে যেরূপ পরিতুষ্ট হন একমাত্র স্বামী হইতে তাঁহাদিগের তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব এই ব্রতে যদি সেই স্বামীকে প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে আমার এ ব্রতে ও পুত্রে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৯ ॥

সুরগণ! ভর্ত্তা পুত্র লাভের মূল কারণ, ও পুত্র ভর্ত্তার বংশধর বলিয়া স্থিরীকৃত রহিয়াছে, অতএব যাহার মূল নষ্ট হয়, তাহা কখন ইষ্টজনক হয় না। সুতরাং তাহাতে ফল লাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ৪০ ॥

পার্ব্বতী এইরূপ কহিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ধর্ম্ম পরায়ণে! পুত্র অপেক্ষা স্বামী ও স্বামী অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য আছে, অতএব সেই ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পতি বা পুত্রে প্রয়োজন কি? ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন সুব্রতে! স্বামী হইতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতে সত্য প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়, অতএব ত্বদীয় সত্য সঙ্কল্পিত ব্রত যাহাতে ভ্রষ্ট না হয় সেই রূপ কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

নিরূপিতশ্চ বেদেষু স্বংশব্দো ধন বাচকঃ।
তদ্যস্যাস্তীতি স স্বামী বেদজ্ঞ শৃণু মদ্বচঃ॥ ৪৩॥
তস্য দাতা সদা স্বামী নচ স্বং স্বামিনো ভবেৎ।
অহো ব্যবস্থা ভবতাং বেদ জ্ঞানামবোধতা॥ ৪৪॥

ধর্ম্ম উবাচ।

পত্নী বিনান্যং স্বং সাধ্বি স্বামিনং দাতু মক্ষমা।
দম্পতী ধ্রুব মেকাঙ্গৌ দ্বয়োর্জ্জাতাচদ্বৌ সমৌ। ৪৫।

পার্ব্বত্যুবাচ।

পিতা দদাতি জামাত্রে স চ গৃহ্ণাতি তৎ সুতাং।
ন শ্রুতং বিপরীতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতি পরায়ণাঃ। ৪৬।

দেবাউচুঃ।

বুদ্ধি স্বরূপা ত্বং দুর্গে বুদ্ধিমন্তোবয়ং ত্বয়া।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে বেদজ্ঞ ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন বেদে "স্ব" শব্দ ধন বাচক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই "স্ব" যাহার থাকে, তিনিই স্বামী। স্বামী অনায়াসে স্ব অর্থাৎ ধনদাতা হন; কিন্তু 'স্ব' অর্থাৎ ধন কখন স্বামীদাতা হয় না। আপনারা বেদ বিধান জানিয়া এই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আবার যদি আপনারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; তাহা হইলে অতি দুঃখের বিষয় হয়॥ ৪৩। ৪৪॥

ধর্ম্ম কহিলেন, হে পতিব্রতে! পত্নী বরং অন্য ধন দান করিতে পারেন না; প্রত্যুত স্বামিদান করিতে অনায়াসে সক্ষম হন। কারণ দম্পতী একাঙ্গ, সুতরাং উভয়েই তুল্য। অতএব জায়া পতিকে এবং পতি জায়াকে অনায়াসে দান করিতে পারে॥ ৪৫॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে বেদ পরায়ণগণ! পিতা জামাতাকে কন্যা প্রদান করেন। জামাতা সেই পিতৃদত্ত কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাদিগের মত বিপরীত কথা অর্থাৎ জায়ার পতি দান এবং পতির জায়া দান, কখন কর্ণে শুনি নাই॥ ৪৬॥

বেদজ্ঞে বেদ বাদেষু কে বা ত্বাং জেতু মীশ্বরাঃ। ৪৭।
নিরূপিতা পুণ্যকেতু ব্রতে স্বামীচ দক্ষিণা।
শ্রুতৌ শ্রুতোষঃ স্বধর্ম্মো বিপরীতোহ্‌ধর্ম্মকঃ। ৪৮।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণয়ং।
বলবান্ লৌকিকো বেদাল্লোকাচারঞ্চ কস্ত্যজেৎ। ৪৯।
বেদে প্রকৃতি পুংসোশ্চ গরীয়ান্ পুরুষো ধ্রুবং।
নিবোধত সুরাঃ প্রজ্ঞাবালাহং কথয়ামি কিং। ৫০।

বৃহস্পতিরুবাচ।

ন পুমাং সং বিনা" সৃষ্টির্নসাধ্বি প্রকৃতিং বিনা।
শ্রীকৃষ্ণশ্চদ্বয়োঃ স্রষ্টা সমৌ প্রকৃতি পুরুষৌ। ৫১।

পার্ব্বত্যুবাচ।

যঃ কৃষ্ণ স্রষ্টা সর্ব্বেষাং সোহংশেন স গুণঃ পুমান।

দেবগণ কহিলেন, হে দুর্গে! তুমি বুদ্ধি স্বরূপা, তোমার সাহায্য বশতঃ আমরা বুদ্ধিমান হইয়াছি। অতএব হে বেদজ্ঞে! বৈদিক তর্কে, কে তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে? যাহাই হউক পুণ্যক ব্রতে স্বামি দান বেদের ব্যবস্থা; সুতরাং বেদ বিহিত ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম, আর তাহার বিরুদ্ধাচরণই অধর্ম্ম ॥ ৪৭ ॥ ৪৮।

পার্ব্বতী কহিলেন, এই জগতে বলবান্ লোকাচার বিদ্যমান থাকিতে কোন্ ব্যক্তি কেবল বেদ অবলম্বন করিয়া কার্য্য নির্ণয়, করিয়া থাকেন? লোকাচার বেদাপেক্ষা প্রবল। অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই বেদ প্রধান লোক ব্যবহার পরিত্যাগ করেন? বেদে যে প্রকৃতি পুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, তদুভয়ের মধ্যে পুরুষই প্রধান। হে সুরগণ! আপনারা প্রাজ্ঞ, আমি স্ত্রী জাতি আপনাদিগের নিকট, আর কি বলিব ॥ ৪৯। ৫০ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, হে সাধ্বি! প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগ ভিন্ন কেবল প্রকৃতি বা কেবল পুরুষ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই তুল্য এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই স্রষ্টা। ৫১।

পুমান্ গরীয়ান্ প্রকৃতেস্তথাপিনত তশ্চসা। ৫২।
এতস্মিন্নন্তরে দেবা মুনয় স্তত্র সংসদি।
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণমাকাশে দদৃশূরথং। ৫৩।
পার্ষদৈশ্চ পরিবৃতং সর্ব্বৈঃ শ্যামৈশ্চতুর্ভুজৈঃ।
বনমালা পরিবৃতৈ রত্ন ভূষণ ভূষিতৈঃ।
অবরুহ্য মুদা যানাদাজগাম সভা তলং॥ ৫৪॥
তুষ্টুবুস্তং সুরেন্দ্রাস্তে দেবং বৈকুণ্ঠ বাসিনং।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্মমীশ দেবঞ্চতুর্ভুজং॥ ৫৫॥
লক্ষ্মী সরস্বতীকান্তং শান্তং তং সুমনোহরং।
সুখ দৃশ্যমভক্তানামদৃশ্যং কোটি জন্মভিঃ॥ ৫৬॥
কোটি কন্দর্প লীলাভং কোটি চন্দ্র সম প্রভং।
অমূল্য রত্ন রচিতং চারু ভূষণ ভূষিতং॥ ৫৭॥

পার্ব্বতী কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের স্রষ্টা, তিনিই সগুণ পুরুষ এবং তিনিই অংশে সমুৎপন্ন, যাহাই হউক পুরুষ প্রকৃতি অপেক্ষা মহান্ কিন্তু প্রকৃতি কখন পুরুষ অপেক্ষা গরীয়সী হইতে পারে না॥৫২॥

পার্ব্বতী এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে সভাসীন দেবগণ ও মুনিগণ দেখিলেন, আকাশমার্গ দিয়া উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত পরম মনোহর একখানি রথ আগমন করিতেছে॥ ৫৩॥

ঐ রথে উৎকৃষ্ট বনমালা বিরাজিত, অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন ভূষণে বিভূষিত শ্যাম কলেবর চতুর্ভুজ পারিষদগণে পরিবেষ্টিত এক পুরুষ সমাসীন ছিলেন, তিনি মহানন্দে অবতীর্ণ হইয়া সভায় সমাগত হইলেন॥ ৫৪॥

দেবগণ সেই বৈকুণ্ঠবাসী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র স্তব করিতে লাগিলেন, ঐ পুরুষের চারিহস্ত, এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা ও অন্যতম হস্তে পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৫৫॥

তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কান্ত, শান্ত স্বভাব ও অতি মনোহর আকার সম্পন্ন ভক্তগণ অনায়াসে তাঁহার দর্শন লাভে সক্ষম হয়; কিন্তু ভক্তি হীন মানবগণ কোটি জন্মেও তাঁহার সন্দর্শন লাভে সমর্থ হয় না॥ ৫৬॥

সেব্যং ব্রহ্মাদি দেবৈশ্চ সেবকৈঃ সন্ততং স্তুতং।
তন্ত্বাসযা চ প্রচ্ছন্নৈ র্বেষ্টিতঞ্চ সুরর্ষিভিঃ॥ ৫৮॥
বাসয়ামাসতং তেচ রত্ন সিংহাসনে বরে।
তং প্রণেমুশ্চ শিরসা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥ ৫৯॥
সংপুটাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে পুলকাঙ্গাশ্রুলোচনাঃ॥ ৬০॥
সস্মিতস্তাংশ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বং মধুরয়া গিরা।
প্রবোধিতঃ সুবোধস্তৈঃ প্রবক্তু মুপচক্রমে॥ ৬১॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

সহ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমন্তো ন বক্তু মুচিতং সুরাঃ।
সর্ব্বে শক্ত্যা ন যা বিশ্বে শক্তিমন্তোহি জীবিনঃ॥ ৬২॥

তাঁহার শরীর কান্তি কোটি কন্দর্পের ন্যায় নীলবর্ণ, প্রভা কোটি চন্দ্রের ন্যায় রমণীয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ অমূল্য রত্নে খচিত এবং মনোহর বিবিধ ভূষণে বিভূষিত॥ ৫৭॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার উপাসনা করেন এবং অন্যান্য দেবগণ নিয়ত তাঁহার স্তুতি পাঠ করিয়া থাকেন, কতশত সুরর্ষি তাঁহার শরীর প্রভায় সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন॥ ৫৮।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া সকলে অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত এবং লোচন আনন্দাশ্রু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৫৯। ৬০॥

অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন ভগবান নারায়ণ সহাস্যবদনে মধুর বাক্যে দেবগণকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিস্তারিত সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সকলেই অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন, এরূপ কথা তোমাদিগের বলা কর্ত্তব্য হইতেছে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবই ঐ শক্তির সাহায্যে শক্তিমান॥ ৬১। ৬২।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ।
সত্যং সত্যং বিনামাঞ্চ ময়াশক্তিঃ প্রকাশিতা॥ ৬৩॥
আবির্ভূতা চ সামত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদীচ্ছয়া।
তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টি সংহারণে ময়ি॥ ৬৪॥
সৃষ্টি কর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যাচ মন্মায়া তেন নারায়ণীস্মৃতা॥ ৬৫॥
সুচিরং তপসা তপ্তং শম্ভুনাধ্যায়তা চ মাং।
তেন তস্মৈ ময়া দত্তা তপসাং ফল রূপিণী॥ ৬৬॥
ব্রতঞ্চ লোক শিক্ষার্থং মস্যা ন স্বার্থ মেবচ।
স্বয়ং ব্রতানাং তপসাং ফল দাত্রী জগত্রয়ে॥ ৬৭॥

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি তুচ্ছ তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন। তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। আমি সৃষ্টি কার্য্যের কোন ছন্দাংশেও থাকি না। তবে কেবল আমি শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র॥ ৬৩॥

সৃষ্টি কার্য্যের সময় আমার ইচ্ছাক্রমে আমা হইতেই প্রকৃতি দেবী আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার যখন আমি প্রলয়কালে সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত হই, তখন মদঙ্গ সম্ভূত মায়াও আমাতে বিলীন হন॥ ৬৪॥

প্রকৃতিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী ও সকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননী। আমার মায়া স্বরূপা দেবী প্রকৃতিও আমার তুল্য। সেই জন্যই প্রকৃতি-দেবী নারায়ণী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন॥ ৬৫॥

আমার ধ্যানে রত হইয়া ভূতভাবন ভগবান শম্ভু কত যুগ যুগান্তর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। সেই জন্য আমি তপস্যার ফল স্বরূপ এই প্রকৃতি দেবীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়াছি॥ ৬৬॥

ইহাঁর ব্রতানুষ্ঠান কেবল লোক শিক্ষা প্রদানার্থ; নতুবা ব্রতপালনে ইহাঁর কোন স্বার্থ নাই। যিনি ত্রিভুবন মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ব্রত ও সকল তপস্যার ফলদাত্রী; তাঁহার ব্রতানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?॥ ৬৭॥

মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কিমস্তা বা স্তবং ব্রতং।
সাধ্য মস্তা ব্রত ফলং কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৮ ॥
সুরেশ্বরামদংশাশ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
কলাঃ কলাংশরূপাংশ জীবিনশ্চ সুরাদয়ঃ। ৬৯।
মৃদাবিনা ঘটং কর্ত্তুং কুলালশ্চ যথাক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
বিনা শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্ব সৃষ্টিং কর্ত্তুমক্ষমঃ। ৭০।
শক্তি প্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্ব্ব দর্শন সম্মতা।
অহমাত্মাহি নির্লিপ্তোঽদৃশ্যঃ সাক্ষী চ দেহিনাং। ৭১।
দেহাঃ প্রকৃতিকাঃ সর্ব্বে নশ্বরাঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ।
অহং নিত্যঃ শরীরীচ ভানুবিগ্রহবিগ্রহঃ। ৭২।

যখন সমস্ত জগৎ ইহাঁর মায়ায় মুগ্ধ, তখন ইহাঁর আবার স্তব কি এবং ব্রতই বা কি? তবে কেবল লোক শিক্ষার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক কল্পে কল্পে আবির্ভূত হইয়া ব্রতফল সাধন করিয়া থাকেন মাত্র ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সুর শ্রেষ্ঠগণ আমার অংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন সুরগণ এবং অন্যান্য জীবগণ আমার অংশ এবং আমার অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট প্রস্তুত করিতে এবং স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতে পারে না; তদ্রূপ আমি প্রকৃতি ভিন্ন কখন সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহি ॥ ৭০ ॥

সকল দর্শন শাস্ত্রেই সৃষ্টিকে শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আমি আত্মা স্বরূপ অদৃশ্য ও নির্লিপ্ত ভাবে সাক্ষী রূপে সমস্ত জীবে অবস্থান করিতেছি। ৭১ ॥

এই পঞ্চ ভৌতিক দেহ মাত্রই প্রকৃতি মূলক ও নশ্বর; কেবল আমিই নিত্য ও আত্মা স্বরূপে সূর্য্যের ন্যায় তেজোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতত বিরাজমান আছি। ৭২ ॥

সর্ব্বাধারা চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বাত্মাহং জগৎসু চ। ৭৩।
অহমাত্মাম্‌নো ব্রহ্মা জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ।
পঞ্চপ্রাণাঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্বুদ্ধিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী। ৭৪।
মেধা নিদ্রাদয়শ্চৈতাঃ সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতে কলাঃ।
সা চ শৈলেন্দ্রকন্যেযাইতি বেদে নিরূপিতং। ৭৫।
অহং গোলোকনাথশ্চ বৈকুণ্ঠেশঃ সনাতনঃ।
গোপী গোপৈঃ পরিবৃত স্তত্রৈব দ্বিভুজঃ স্বয়ং।
চতুর্ভুজোত্র দেবেশো লক্ষ্মীশঃ পার্ষদৈর্বৃতঃ। ৭৬।
ঊর্দ্ধং পরশ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটি যোজনে।
মমাশ্রয়শ্চ গোলোকে যত্রাহং গোপিকাপতিঃ। ৭৭।
ব্রতারাধ্যো হি দ্বিভুজঃ স চ তৎফলদায়ক।
যদ্রূপং চিন্তযেদ্যোহি তচ্চ তৎফলদায়কং। ৭৮।

প্রকৃতি জগতের আধার রূপে এবং আমি জগতের আত্মারূপে বিরাজ করিতেছি। আমি আত্মা, ব্রহ্মা মন, মহেশ্বর জ্ঞান, স্বয়ং বিষ্ণু পঞ্চ প্রাণ এবং দেবী প্রকৃতি বুদ্ধি স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭৩। ৭৪ ॥

তদ্ভিন্ন মেধা ও নিদ্রাদি দেবীরা প্রকৃতি দেবীর অংশ মাত্র। ইনিই সেই প্রকৃতি দেবী। বেদে ইহাঁকে শৈলরাজ দুহিতা বলে ॥ ৭৫ ॥

আমি বৈকুণ্ঠেশ্বর সনাতন গোলোকনাথ। আমি তথায় গোপ ও গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিভুজরূপে বিরাজ করিয়া থাকি। আমি সেই দেব প্রধান লক্ষ্মীপতি, এস্থলে পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্ভুজ রূপে বিরাজ করিতেছি ॥ ৭৬ ॥

বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে নিত্যানন্দ গোলোক ধাম নামক স্থানে আমার নিকেতন। আমি তথায় গোপিকাপতি রূপে রাসমণ্ডলে বিরাজ করিয়া থাকি ॥ ৭৭ ॥

ব্রতানুষ্ঠান কালে আমার দ্বিভুজ মূর্ত্তির আরাধনা করা উচিত। আমার ঐ মূর্ত্তি ব্রত-ফলদায়ক। ফলতঃ যেব্যক্তি আমার যে রূপ

ব্রতং পূর্ণং কুরু শিবে শিবং দত্বাচ দক্ষিণাং।
পুনঃ সমুচিতংমূল্যং দত্বা নাথং গ্রহীষ্যসি। ৭৯।
বিষ্ণুদেহা যথা গাবো বিষ্ণুদেহস্তথা শিবঃ।
দ্বিজায় দত্বা গোমূল্যং গৃহাণ স্বামিনং শুভে। ৮০।
যজ্ঞপত্নীং যথা দাতুং ক্ষমঃ স্বামী সদৈবতু।
তথা সা স্বামিনং দাতুমীশ্বরীতি শ্রুতের্ম্মতং। ৮১।
ইত্যুক্ত্বা স সভামধ্যে তত্রৈবান্তর ধীযত।
হৃষ্টাস্তে সা চ সংহৃষ্টা দক্ষিণাং দাতুমুদ্যতাঃ। ৮২।
কৃত্বা শিবা পূর্ণ হোমং সা শিবং দক্ষিণাং দদৌ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বাহ জগ্রাহ কুমারো দেবসংসদি। ৮৩।

ভাবনা করিয়া ফল কামনা করে, আমি সেই মূর্ত্তিতেই তাহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি ॥ ৭৮ ॥

হে শিবে! তুমি আপাততঃ শিবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া স্বীয় ব্রত পরিপূর্ণ কর, তৎপরে যথোচিত মূল্য প্রদান করিয়া পুনরায় স্বীয় জীবিতেশকে গ্রহণ করিবে ॥ ৭৯ ॥

হে শুভে! গোধন যেমন বিষ্ণু শরীরময়, শিবও সেই রূপ বিষ্ণু শরীর ময় অতএব ব্রাহ্মণকে গোমূল্য প্রদান করিয়া স্বীয় স্বামীকে গ্রহণ কর। ৮০।

বৈদিক শাস্ত্রে এই রূপ বলিয়া থাকে যে, স্বামী যেমন স্বীয় পত্নীকে সতত যজ্ঞে দক্ষিণা দান করিতে পারে, তদ্রূপ পত্নীও স্বীয় ভর্ত্তাকে ব্রতে দক্ষিণা দান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

ভগবান নারায়ণ এই রূপ কহিয়াই সেই সভা মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন, দেবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না, পার্ব্বতীও পরম পরিতুষ্টা হইয়া স্বামীকে দক্ষিণা দিতে সমুদ্যতা হইলেন ॥ ৮২ ॥

তখন শিবানী অনলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া শিবকে দক্ষিণা প্রদান করিলে সনৎকুমার সর্ব্বদেবগণ সমক্ষে "স্বস্তি" বলিয়া শিব দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৩ ॥

উবাচ দুর্গাসংত্রস্তা শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা।
পুটাঞ্জলি যুতা বিপ্রং হৃদয়েন বিদূয়তা। ৮৪।
পার্ব্বত্যুবাচ।
গোমূল্যং মৎপতিসমমিতি বেদে নিরূপিতং।
গবাং লক্ষং প্রযচ্ছামি দেহি মৎ স্বামিনং দ্বিজঃ। ৮৫।
তদা দাস্যামি বিপ্রেভ্যো দানানি বিবিধানি চ।
আত্মহীনো হি দেহশ্চ কিং কর্ম্ম কর্ত্তুমীশ্বর। ৮৬।
সনৎকুমার উবাচ।
গবাং লক্ষেণ মে দেবি বিপ্রস্য কিং প্রয়োজনং।
দদাত্য মূল্যরত্নঞ্চ গবাং প্রত্যর্পণে ন চ। ৮৭।
স্বস্য স্বস্য স্বয়ং কর্ত্তা সর্ব্বঃ সর্ব্বোজগত্ত্রয়ে।
কর্ত্তুশ্চঙ্গীপ্সিতং কর্ম্ম ভবেৎ কিম্বা পরেচ্ছয়া। ৮৮।
দিগম্বরং পুরঃ কৃত্বা ভ্রমিষ্যামি জগত্ত্রয়ং।

তখন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নিতান্ত ভীত হইলেন। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুকা শুষ্ক হইল। তিনি সাতিশয় দুঃখিত মনে কৃতাঞ্জলি-পুটে সনৎকুমারকে কহিলেন, হে দ্বিজবর! বেদে গোমূল্য স্বামি সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব আমি আপনাকে লক্ষ গোধন প্রদান করিতেছি, আপনি আমার স্বামী প্রত্যর্পণ করুন॥ ৮৪। ৮৫॥

তাহা হইলে আমি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও বিবিধ দান প্রদান করিব, শরীর জীবাত্মা বর্জ্জিত হইলে কোন কার্য্য করণে সক্ষম হইতে পারে না। অর্থাৎ পতি দান করিয়া আমি জীবাত্মা শূন্য হইয়াছি, আমার পতি দান প্রত্যপর্ণ করুন। ৮৬॥

সনৎকুমার কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ; লক্ষ গোধন লইয়া আমি কি করিব। গোধন প্রত্যর্পণে অমূল্য রত্ন প্রদান কর॥ ৮৭॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কার্য্য কর্ত্তার ইচ্ছাক্রমে সাধিত হয় কি অপরের ইচ্ছায় হয়॥ ৮৮॥

বালকানাং বালিকানাং সমুহস্মিত কারণং। ৮৯।
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণঃ পুত্রো গৃহীত্বা শঙ্করং মুনে।
সন্নিধৌ বাসযামাস তেজস্বী দেবসংসদি। ৯০।
দৃষ্ট্বা শিবং গৃহ্যমানং কুমারেণ চ পার্ব্বতী।
সমুদ্যতা তনুং ত্যক্তুং শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা। ৯১।
বিচিন্ত্য মনসা সাধ্বীত্যেব মেব দুরত্যযং।
ন দৃষ্টোভীষ্টদেবশ্চ ন চ প্রাপ্তং ফলং বত। ৯২।
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ পার্ব্বতী সহিতাস্তদা।
সদ্যোদদৃশুরাকাশে তেজসাং নিকরং পরং। ৯৩।
কোটিসূর্য্যপ্রভোর্দ্ধঞ্চ প্রজ্বলঞ্চ দিশোদশ।
কৈলাস শৈলং পুরতঃ সর্ব্বদেবাদিভির্যুতং। ৯৪।

যাহা হউক এক্ষণে আমি বালক ও বালিকাগণের পরিহাস জনক এই দিগম্বরকে অগ্রসর করিয়া জগত্রয়ে পরিভ্রমণ করিব। ৮৯।

হে মুনিবর! ব্রাহ্মার পুত্র তেজস্বী দ্বিজ সত্তম সনৎকুমার এই কথা বলিয়া শঙ্করের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দেব সভামধ্যে স্বসমীপে উপবেশন করাইলেন ॥ ৯০ ॥

সনৎকুমার শিবকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বসমীপে লইয়া গেলেন দেখিয়া পর্ব্বতরাজ দুহিতার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালুকা, পরিশুষ্ক হইল। তিনি স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ৯১ ॥

পতিব্রতা পার্ব্বতী মনোমধ্যে এই রূপ বিষয় সঙ্কল্প করিয়া চিন্তা করিলেন, হায়! কি দুর্ভাগ্য! একবার এ সময়ে ইষ্টদেবকে সন্দর্শন করিতে পাইলাম না! কোন অভীষ্ট ফল লাভও হইল না!। ৯২ ।

পতিব্রতা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ঘোরতর এক তেজো-রাশি নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া যুগপৎ তাঁহার ও দেবগণের নেত্র-পথে আবির্ভূত হইল ॥ ৯৩॥

ঐ তেজোরাশির প্রভা কোটি সূর্য্যের প্রভা অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল।

সর্ব্বান্ কুর্ব্বত প্রচ্ছন্নং বিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতিং।
দৃষ্ট্বা তচ্চ ভগবতস্তুষ্টুবুস্তে ক্রমেণ চ। ৯৫।

বিষ্ণুরুবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডানি চ সর্ব্বাণি যল্লোম বিবরেষু চ।
সোযং তে ষোড়শাংশশ্চ কে বযং যো মহাবিরাট্॥ ৯৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

বেদোপযুক্তং দৃশ্যং যৎ প্রত্যক্ষং দ্রষ্টুমীশ্বর।
স্তোতুং তদ্বর্ণিতুমহং শক্তঃ কিং স্তৌমি তৎপরঃ। ৯৭।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবোহং স্তৌমিজ্ঞান পরঞ্চ কিং।
সর্ব্বানির্ব্বচনীযং যং তং ত্বাং স্বেচ্ছাময়ং বিভুং। ৯৮।

উঁহার প্রভার দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত যে কৈলাস পর্ব্বত শোভমান ছিল, উহা ঐ বিস্তীর্ণ তেজোমণ্ডলে একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দেবগণ সেই তেজোরাশি ভগবান নারায়ণের বিবেচনা করিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।। ৯৪ । ৯৫ ।।

বিষ্ণু কহিলেন, হে পরমেশ! তোমার প্রত্যেক লোমকূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। জগতে যে মূর্ত্তি মহাবিরাট নামে প্রসিদ্ধ, সেই মহা বিরাট মূর্ত্তিই যখন তোমার ষোড়শাংশের একাংশ, তখন আমরা যে তোমার নিকট অতি ছার পদার্থ, তাহা আর কি বলিব ॥ ৯৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবান্! বেদে যে প্রত্যক্ষ দৃশ্য মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাহাই দর্শন, তাহাই বর্ণন এবং তাহাই স্তব করিতে পারি, কিন্তু যাহা তাহার অতীত, তাহার আর কি রূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? ।। ৯৭ ।।

মহাদেব কহিলেন, হে বিভো! আমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতা। সুতরাং যাহা জ্ঞানগোচর পদার্থ, আমি তাহাই স্তব করিয়া থাকি। তুমি

ধর্ম্ম উবাচ।

অদৃশ্যমবতারেষু যদ্দৃশ্যং সর্ব্বজন্তুভিঃ।
কিং স্তৌমি তেজোরূপন্তদ্ভক্ত্যানুগ্রহ বিগ্রহং। ৯৯।

দেবাউচুঃ।

কেবযং ত্বৎকলাংশাশ্চ কিংবা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরাঃ।
স্তোতুং ন শক্তা বেদাষাং ন চ শক্তা সরস্বতী। ১০০।

মুনয় উচুঃ।

বেদান্ পঠিত্বা বিদ্বাংসো বয়ং কিং বেদকারণং।
স্তৌতুমীশানবাণী চ ত্বাঞ্চ বাঙ্মনসোঃ পরং। ১০১।

সরস্বত্যুবাচ।

বাগাধিষ্ঠাতৃদেবীং মাং বদন্তি বেদবাদিনঃ।
কিঞ্চিন্নশক্তা ত্বাং স্তোতু মহো বাঙ্মনসোঃ পরং। ১০২।

জ্ঞানাতীত,বচনাতীত ও সেচ্ছাময় বিভু; কিরূপে তোমার স্তব করিব।৯৮।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে জগদীশ! তোমার মূর্ত্তি অদৃশ্য ও তেজোময়,কেবল যখন ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ সময়ে সময়ে বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হও, তখনই সকলে তোমার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি কিরূপে তোমার স্তব করিব॥ ৯৯।

দেবগণ কহিলেন, হে নারায়ণ! চতুর্ব্বেদ বা বাগেদবী সরস্বতী যখন তোমার স্তুতিগান করিয়া নিঃশেষ করিতে পারেন না, তখন আমরা তোমার অংশের অংশ হইয়া কিরূপে স্তুতিগান করিব। ১০০।

মুনিগণ কহিলেন হে অখিলপতে! তুমি বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর; অতএব দেবী বাণীই যখন তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন, তখন আমরা, তোমা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বেদমাত্র পাঠে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া আর অধিক কি স্তব করিব। ১০১।

সরস্বতী কহিলেন, হে দেব! বেদবাদিগণ আমাকে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যখন বাঙ্মনের

সাবিত্রী উবাচ।

বেদপ্রসূরহং নাথ সৃষ্টা ত্বং কলযাপি বা।
কিং স্তৌমি স্ত্রীস্বভাবেন সর্ব্বকারণ কারণং। ১০৩।

লক্ষ্মীরুবাচ।

ত্বদংশ বিষ্ণুকান্তাহং জগৎ পোষণ কারিণী।
কিং স্তৌমি ত্বৎকলা সৃষ্টা জগতাং বীজকারণং। ১০৪।

হিমালয় উবাচ।

হসন্তি সন্তো মাং নাথ কর্ম্মণাস্থাবরং পরং।
স্তোতুং সমুদ্যতং ক্ষুদ্রঃ কিং স্তৌমি স্তোতুমক্ষমঃ। ১০৫।
ক্রমেণ সর্ব্বে তং স্তুত্বা দেবারিব বমুর্ম্মুনে।
দেব্যশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে পার্ব্বতী স্তোতুমুদ্যতা। ১০৬।

অগোচর, তখন আমি বাক্যদ্বারা কিরূপে তোমার স্তব করিব!। ১০২।

সাবিত্রী কহিলেন, হে নাথ! আমি তোমাহইতেই বেদমাতা সাবিত্রীরূপে সামান্য অংশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, কিন্তু তুমি যখন সর্ব্বকারণেরও কারণ, তখন স্ত্রীস্বভাবমাত্র অধিকারে আর কি স্তব করিব। ১০৩।

লক্ষ্মী কহিলেন, হে নাথ! যদিও আমি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবিলাসিনী, এবং যদীও আমা হইতে জগৎ পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি আমি তোমার অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি যখন জগতের বীজকারণ, তখন আমি কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব। ১০৪।

হিমালয় কহিলেন, হে বিভো! আমি অতি ক্ষুদ্র; আমি কর্ম্মগুণে স্থাবরযোনি লাভ করিয়াছি, আমি স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে সাধুব্যক্তিরা আমাকে উপহাস করিবেন। অতএব আমি আর কি স্তব করিব সুতরাং আমি স্তবে অক্ষম হইলাম। ১০৫॥

হে মুনিবর! এইরূপে সমস্ত দেব, দেবী ও মুনিগণ ক্রমে স্তুতিগানে বিরত হইলেন; কেবল একমাত্র পার্ব্বতী সেই তেজোমূর্ত্তির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১০৬॥

ধৌতবস্ত্র জটাভারং বিভ্রতী সুব্রতাব্রতে।
প্রেরিতা পরমাত্মানং ব্রতারাধ্যং শিবেন চ। ১০৭।
জ্বলদগ্নিশিখা রূপা তেজোমূর্ত্তিমতী সতী।
তপসাং ফলদা মাতা জগতাং সর্ব্বকারণং। ১০৮।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কৃষ্ণ জানাসি মাং ভদ্র নাহং ত্বাং জ্ঞাতুমীশ্বরী।
কেবা জানন্তি বেদজ্ঞা বেদা বা বেদকারকাঃ। ১০৯।
ত্বদংশাস্ত্বাং নজানন্তি কথং জ্ঞাস্যন্তি ত্বৎকলাঃ।
ত্বঞ্চাপি তত্ত্বং জানামি কিমন্যে জ্ঞাতুমীশ্বরাঃ। ১১০।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽব্যক্তঃ স্থূলাৎ স্থূলতমো মহান্।
বিশ্ব স্ত্বং বিশ্বরূপশ্চ বিশ্ববীজং সনাতনঃ॥ ১১১॥
কার্য্যং ত্বং কারণং ত্বঞ্চ কারণানাঞ্চ কারণং।

তিনি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পরিধান ধৌতবস্ত্র মস্তকে জটাভার, শরীরকান্তি যেন প্রজ্বলিত অনলশিখা; দেখিলে মূর্ত্তিমান তেজঃস্বরূপ বোধ হয়। সেই তপস্যার ফলদাত্রী মাতা সতী পার্ব্বতী শিবকর্তৃক অনুমত হইয়া জগতের আদি কারণ ব্রতারাধ্য পরমাত্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে বিশেষ বিদিত আছ, কিন্তু আমি তোমাকে জ্ঞাত নহি। কি বেদ, কি বেদজ্ঞ, কি বেদকারক ব্যক্তি, কে তোমাকে জানিতে পারে? ॥ ১০৭। ১০৮। ১০৯॥

তোমার অংশই যখন তোমাকে জানিতে পারে না তখন তোমার অংশের অংশ কিরূপে তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিবে। ফলতঃ তুমিই তোমার তত্ত্ব জানিতে পার; নতুবা অন্যের সাধ্য কি যে, তোমার তত্ত্ব বিশেষ রূপে জানিতে পারে॥ ১১০॥

তুমি পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতম। তুমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তুমি স্থূল হইতেও স্থূল, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বরূপী, তুমি বিশ্বের আদিকারণ এবং তুমিই একমাত্র নিত্য পদার্থ॥ ১১১॥

তেজঃ স্বরূপো ভগবান্ নিরাকারো নিরাশ্রয়ঃ ॥ ১১২ ॥
নির্লিপ্তোনির্গুণঃ সাক্ষী স্বাত্মারাম পরাৎপরঃ ।
প্রকৃতীশোবিরাড় বীজং বিরাড় রূপ স্বমেব চ ।
সগুণস্ত্বং প্রকৃতিকঃ কলয়া সৃষ্টি হেতবে ॥ ১১৩ ॥
প্রকৃতি স্ত্বং পুমাং স্ত্বঞ্চ বেদান্যো নকশ্চিদ্ভবেৎ ।
জীব স্ত্বং শাক্ষিণো ভোগী স্বাত্মনঃ প্রতিবিম্বকঃ ॥ ১১৪ ॥
কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম বীজং ত্বং কর্ম্মণাং ফল দায়কঃ ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনস্তেজ স্ত্বদীয় মশরীরিণং ।
কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরং ॥ ১১৫ ॥
বৈষ্ণবাশ্চৈব সাকারং কমনীয়ং মনোহরং ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরং পীতাম্বরং পরং ॥ ১১৬ ॥

হে বিভো ! তুমি ঘটপটাদিরূপ কার্য্য, আবার তুমিই ঘটপটাদির উৎপত্তি নিদান পরমাণু ; আবার সেই পরমাণুও তোমা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। তুমি তেজঃস্বরূপ, তোমার আকার নাই, আশ্রয়ও নাই।১১২।

তুমি স্বত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাতীত, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সকলের সাক্ষীস্বরূপ, তুমি আপনিই আপনাতে আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাক, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। যে প্রকৃতি-দেবী হইতে এই চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, তুমি সেই দেবী প্রকৃতির সর্ব্বময় প্রভু, তুমি বিরাট পুরুষের বীজস্বরূপ, ও বিরাট পুরুষের রূপ-স্বরূপ, তুমি সৃষ্টি বিস্তার নিবন্ধন প্রকৃতি হইতে অংশে অবতীর্ণ হইয়া গুণাত্মক দেহ ধারণ কর ॥ ১১৩ ॥

তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ, এই বেদবচন অন্যথা হইবার নহে। তুমি ভোগনিরত জীবস্বরূপ। আবার তুমিই স্বয়ং সাক্ষীরূপে অবস্থান করিয়া আপনার সত্ত্বা সপ্রমাণ করিতেছ ॥ ১১৪ ॥

তুমিই কর্ম্ম, তুমিই কর্ম্মবীজ, আবার তুমিই কার্য্যে ফলদান করিয়া থাক। যোগীগণ তোমার অশরীরী তেজমাত্র চিন্তা করিয়া থাকেন।

দ্বিভুজং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যাম সুন্দরং।
শান্তং গোপাঙ্গনাকান্তং রত্ন ভূষণ ভূষিতং ॥ ১১৭ ॥
এবং তেজস্বিনং ভক্তাঃ সেবন্তে সন্ততং মুদা।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো যত্তৎ কুতস্তেজস্বিনং বিনা ॥ ১১৮ ॥
তত্তেজো বিভ্রতাং দেব দেবানাং তেজসা পুরা।
আবির্ভূতা সুরাণাঞ্চ বধায় ব্রহ্মণঃ স্তুতা ॥ ১১৯ ॥
নিত্যা তেজঃ স্বরূপাহং বিধৃত্য বিগ্রহং বিভো।
স্ত্রীরূপং কমনীয়ঞ্চ বিধায় সমুপস্থিতা। ১২০।
মায়য়া তব মায়াহং মোহয়িত্বা সুরান্ পুরা।
নিহত্য সর্ব্বান শৈলেন্দ্র মগমং তং হিমালয়ং ॥ ১২১ ॥
ততোহংসং স্তুতাদেবৈ স্তারকাক্ষেণ পীড়িতৈঃ।

আবার কেহ কেহ তোমার অতি মনোহর, অতি শান্ত লক্ষ্মীকান্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ভাবনা করে। বৈষ্ণবেরা আবার তোমার অতি মনোহর কমনীয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লাঞ্ছিত পীতাম্বর পরিহিত কিশোর শ্যামসুন্দর বিবিধ রত্নভুষণে বিভুষিত সেই গোপীকান্ত দ্বিভুজ মূর্ত্তির ভাবনা করেন ॥ ১১৫। ১১৬। ১১৭ ॥

ভক্তগণ মহা হর্ষে এইরূপে সতত তোমাকে সেবা করে। যোগীগণ যে তেজোময় পদার্থের ভাবনা করে, তাহা তোমার তেজোময় মূর্ত্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ॥ ১১৮ ॥

আমি পূর্ব্বে অসুর বিনাশের নিমিত্ত যে দেবগণের তেজোরাশি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ছিলাম, আর ব্রহ্মা আমাকে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাও তোমার তেজ মাত্র ॥ ১১৯ ॥

হে বিভো! আমি নিত্য, ও তেজস্বরূপ, আমি পূর্ব্বে অসুর বিনাশের নিমিত্ত অতি কমনীয় স্ত্রীরূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলাম আমি তোমার মায়াময়ী মূর্ত্তি, মায়াবলে অসুরদিগকে নিপাত করিয়া পুনরায় হিমালয়ে গমন করিয়াছিলাম ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥

অভবং দক্ষ জায়ায়াং শিব স্ত্রী ভব জন্মনি ॥ ১২২ ॥
ত্যক্ত্বা দেহং দক্ষ যজ্ঞে শিবাহং শিব নিন্দয়া।
অভবং শৈল জায়ায়াং শৈল জায়াঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ১২৩ ॥
অনেক তপসা প্রাপ্তঃ শিবশ্চাত্রাপি জন্মনি।
পাণিং জগ্রাহ মে যোগী প্রার্থিতো ব্রহ্মণা বিভুঃ ॥ ১২৪ ॥
শৃঙ্গারজঞ্চতত্তেজোনালভেং দেব মায়য়া।
স্তৌমিত্বামেবতে লেশ পুত্র দুঃখেন দুঃখিতা ॥ ১২৫ ॥
ব্রতে ভবদ্বিধং পুত্রং লব্ধু মিচ্ছামি সাংপ্রতং।
দেবেন বিহিতা বেদে সাঙ্গে স্ব স্বামি দক্ষিণা ॥ ১২৬ ॥
শ্রুত্বা সর্ব্বং কৃপাসিন্ধো কৃপাং মাং কর্ত্তু মর্হসি।
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তত্র বিররাম চ নারদ ॥ ১২৭ ॥
ভারতে পার্ব্বতী স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সুসংযতঃ।

তৎপরে তারকনামা মহাসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া দেবগণ আমাকে স্তব করিলে আমি দক্ষপত্নীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিবপত্নী হইয়াছিলাম। সে জন্মে আমি শিবনিন্দা শ্রবণে দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্ম বশতঃ শৈলজায়া মেনকার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করি ॥ ১২২। ১২৩ ॥

এজন্মেও আমি অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া শিবকে পতিলাভ করিয়াছি। পদ্মযোনি ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাযোগী বিভু মহাদেব আমার পানিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হে দেব! আমি তোমার মায়াপ্রভাবে সেই মহাদেবের সম্ভোগজনিত তেজ লাভ করিতে পাইতেছি না। সেই জন্য পুত্রদুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমার স্তব করিতেছি। ১২৪। ১২৫ ॥

সম্প্রতি তোমার ন্যায় পুত্রলাভ করিবার মানসে এই ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি। তুমিই সাঙ্গবেদে এব্রতের স্বামিদক্ষিণা বিধান করিয়াছ। যাহাই হউক আমার যাহা বক্তব্য, বলিলাম। হে কৃপাসিন্ধো! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে নারদ! পার্ব্বতী সেই সভামধ্যে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১২৬। ১২৭ ॥

সৎ পুত্র লভতে নূনং বিষ্ণু তুল্য পরাক্রমং ॥ ১২৮ ॥
সম্বৎসরং হবিষ্যাশী হরি মভর্চ্চ্য ভক্তিতঃ।
সুপুণ্যক ব্রত ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৯ ॥
বিষ্ণু স্তোত্র মিদং ব্রহ্মন্ সর্ব্ব সম্পত্তি বর্দ্ধনং।
সুখদং মোক্ষদং সারং স্বামি সৌভাগ্য বর্দ্ধনং ॥ ১৩০ ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য বীজঞ্চ যশোরাশি বিবর্দ্ধনং।
হরি ভক্তি প্রদং তত্ত্বজ্ঞান বুদ্ধি বিবর্দ্ধনং ॥ ১৩১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে পুণ্যক ব্রতে পার্ব্বতী কৃতং শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র কথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

এই ভারতে যিনি সমাহিত হইয়া পার্ব্বতিকৃত কৃষ্ণের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত সুপুত্র লাভে সমর্থ হন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্বৎসরকাল হবিষ্যাশী হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পুণ্যকব্রতের ফললাভ হইয়া থাকে॥ ১২৮। ১২৯॥

হে ব্রহ্মন্! এই বিষ্ণুস্তোত্র পাঠ করিলে, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি লাভ হয়। সুখের সীমা থাকেনা, মুক্তিপদ অনায়াসে লভ্য হয়। স্বামিসৌভাগ্য ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য শোভা বিস্তার করে, যশঃসৌরভ দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠে। হরিভক্তি স্রোত হৃদয়কন্দর প্লাবিত করে, তত্ত্বজ্ঞানের বোধ বিকশিত হইয়া উঠে। ১৩০। ১৩১।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে পুণ্যক ব্রতে পার্ব্বতী কৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র কথন নাম সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পার্ব্বতী স্তবনং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ করুণা নিধিঃ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস সর্ব্বাদৃশ্যং সুদুর্ল্লভং॥ ১॥
স্তুত্বা দেবী ধ্যান লগ্না কৃষ্ণৈকতান মানসা।
দদর্শ তেজসাং মধ্যে স্বরূপং সার মোহনং॥ ২॥
সদ্রত্নসার নির্ম্মাণে হীরকেন পরিষ্কৃতে।
যুক্তে মাণিক্য মালাভী রত্ন পূর্ণে মনোরথে॥ ৩॥
বহ্নি সংশুদ্ধ পীতাংশু ধরং বংশী করং পরং।
বনমালা গলং শ্যামং রত্ন ভূষণ ভূষিতং॥ ৪॥
কিশোর বয়সংবেশ বিচিত্রং চন্দনাঙ্কিতং।
চারুস্মিতাস্যমাঢ্যং তং শারদেন্দু বিনিন্দকং॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! করুণানিধি পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীদেবীর স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সকলের অদৃশ্য সুদুর্ল্লভ স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। ১।

যে সময়ে হরপ্রিয়া পার্ব্বতী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকট তেজোরাশি মধ্যে সেই দয়াময় সনাতন হরির মনোমোহন সাররূপ প্রকাশমান হইল। তখন সেই ধ্যাননিমগ্না পার্ব্বতী মানসে দর্শন করিলেন। উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত হীরক জড়িত মাণিক্যমালা খচিত রত্নপূর্ণ রথে হরি, নানা রত্ন ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই শ্যামসুন্দরের অঙ্গে বহ্নিশুদ্ধ পীতবসন, করে মোহন বংশী ও গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে। ২। ৩। ৪।

তৎকালে সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ কিশোর বয়স্ক, তাহাতে আবার চন্দন-

মালতী মাল্য সংযুক্ত ময়ূর পুচ্ছ চূড়কং।
গোপাঙ্গনা পরিবৃতং রাধাবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং ॥ ৬ ॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলাধাম মনোহরং।
অতীব হৃষ্টং সর্ব্বেষ্টং ভক্তানুগ্রহকারকং ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা রূপং রূপবতী পুত্রং তদনুরূপকং।
মনসা বরয়ামাস বরং সংপ্রাপ্য তৎক্ষণং ॥ ৮ ॥
বরং দত্ত্বা বরে শম্ভু যদ্যন্মনসি বাঞ্ছিতং।
দত্ত্বা ভীষ্টং সুরেভ্যশ্চ তত্তেজোঽন্তর ধীয়ত। ৯।
কুমারং বোধয়িত্বা তু দেবাদেব্যৈ দিগম্বরং।
দদুর্নিরূপণং তত্র প্রকৃষ্ণায়ৈ কৃপান্বিতাঃ। ১০।

দিব্যাঙ্গ থাকাতে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রকাশমান হইল এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে সুমধুর হাস্য বিকাশ দর্শনে বোধ হইল যেন শারদীয় চন্দ্র-জ্যোতিও উঁহার নিকট নিন্দনীয় হইয়াছে। এই রূপ মধুর মূর্ত্তি কৃষ্ণের মস্তকে ও আবার মালতী মালা মণ্ডিত ময়ূর পুচ্ছ ভূষিত চূড়ায় শোভমান হইতেছে ও গোপাঙ্গনাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এই বেশে তিনি পরা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন, রাধাবল্লভের এই মনোহর রূপ কোটি কন্দর্পের লাবণ্য লীলার আগার স্বরূপ, উহা সকলের বাঞ্ছনীয় ও আনন্দজনক; যে ভক্ত তাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারেন তিনিই তাঁহার ঐ আনন্দময় রূপ দর্শন করিতে সক্ষম হন ॥ ৫। ৬। ৭ ॥

পরম রূপবতী পার্ব্বতী দেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া মানসে তাঁহার নিকট তদনুরূপ পুত্র লাভের বর প্রার্থনা করিলে তেজোময় বরদাতা সর্ব্বেশ্বর হরি তাঁহাকে সেই অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক তত্রত্য দেবগণের স্ব স্ব বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া সেই স্থানে ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮। ৯ ॥

সর্ব্ব ভূতাত্মা হরি এইরূপে অন্তর্হিত হইলে দেবগণ হর পার্ব্বতীকে

ব্রাহ্মণেভ্যোদদৌ দুর্গা রত্নানি বিবিধানি চ।
সুবর্ণানি চ ভিক্ষুভ্যো বন্দিভো বিশ্ব নন্দিতা। ১১।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দেবাংশ্চ পর্ব্বতাং স্তথা।
শঙ্করং পূজয়ামাস চোপহারৈরনুত্তমৈঃ। ১২।
দুন্দুভিং বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং।
সঙ্গীতং গায়য়ামাস হরি সম্বন্ধি সুন্দরং। ১৩।
ব্রতং সমাপ্য সা দুর্গা দত্বা দানানি সস্মিতা।
সর্ব্বাংশ্চ ভোজয়িত্বা তু বুভুজে স্বামিনা সহ। ১৪।
তাম্বুলঞ্চবরং রম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
ক্রমাৎ প্রদায় সর্ব্বেভ্যো বুভুজে তেন কৌতুকাৎ। ১৫।
পরঃ ফেন নিভাং শয্যাং রম্যাং সদ্রত্ন নির্ম্মিতাং।
পুষ্প চন্দন সংযুক্তাং কস্তুরী কুঙ্কুমান্বিতাং।
রহসি স্বামিনা সার্দ্ধং সুস্বাপ পরমেশ্বরী। ১৬।
কৈলাসস্যৈক দেশে চ রম্যে চন্দন কাননে।
সুগন্ধি কুসুমাক্তেন বায়ুনা সুরভী কৃতে। ১৭।

পুত্র লাভ বিষয়ে প্রবোধিত করিয়া সেই দেবীর নিকট পুত্র প্রাপ্তি সূচক বরদান বিষয় কীর্ত্তন করিলেন॥ ১০॥

তখন বিশ্ববন্দিতা ভগবতী দুর্গাদেবী পরিতুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নানা রত্ন বিতরণ আর ভিক্ষু ও বন্দিগণকে সুবর্ণ দান পূর্ব্বক দেব ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতাধিষ্টাতা পুরুষগণকে ভোজন করাইয়া নানা বিধ অত্যুত্তম উপ-হারে তথায় ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিলেন এবং তাঁহার আদেশা-নুসারে তথায় বিবিধ দুন্দুভি বাদ্য বাদিত মঙ্গল ধ্বনি নিনাদিত ও সুমধুর হরিগুণ গীত হইতে লাগিল॥ ১১। ১২। ১৩॥

এই রূপে সেই ভগবতী দুর্গা ব্রত সমাপনে সহাস্য বদনে দান ক্রিয়া সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের পর স্বয়ং স্বামির সহিত একত্র ভোজন পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে কর্পূরাদি সুবাসিত উৎকৃষ্ট তাম্বুল যথাক্রমে

ভ্রমর ধ্বনি সংযুক্তে পুংস্কোকিল রুত শ্রুতে।
বিজহার সুরসিকা তত্র তেন সহাম্বিকাং। ১৮।
রেতঃ পতন কালে চ স বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণু মায়য়া।
বিধায় বিপ্র রূপস্তু আজগাম রতের্গৃহং। ১৯।
রুক্ষমবস্তুং বিনা তৈলং কুচেলং ভিক্ষুকং মুনে।
অতীব শুক্ল দশনং তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতং। ২০।
অতীব কৃশ গাত্রঞ্চ বিভ্রত্তিলক মুজ্জ্বলং।
বহুকাকুশ্বরং দীনং দৈন্যাং কুৎসিত মুর্ত্তিমৎ॥ ২১॥
আজুহাব মহাদেব মতি বৃদ্ধোহন্ন যাচকঃ।
দত্ত্বাবলম্বনং কৃত্বা রতি দ্বারেতি দুর্ব্বলঃ॥ ২২॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিঙ্করোষি মহাদেব রক্ষমাং শরণাগতং।
সপ্ত রাত্রি ব্রতেতীতে পারণাকাঙ্ক্ষিণং ক্ষুধা॥ ২৩॥

সকলকে প্রদান করিলেন। পরে সেই পরমেশ্বরী পরম বে পতির সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া কৈলাসধামস্থ বিজন চন্দন কানটনক দেশে সুরচিত উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত কুসুম চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে বিভূষিত দুগ্ধ ফেননিভ রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলেন। তৎকালে সেই প্রদেশ সুগন্ধি কুসুমাক্ত বায়ু সঞ্চালনে সুরভীকৃত হইল এবং পুংস্কোকিলগণ তথায় কুহুরব করিতে লাগিল তখন সুরসিকা পার্ব্বতী তথায় পতির সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে সুরত ক্রীড়াসক্ত শঙ্করের রেতঃ পতন কালে ভগবান্ বিষ্ণু বৈষ্ণবী মায়ায় বিপ্র রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের রতিগৃহ দ্বারে উপনীত হইলেন। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯॥

সেই মায়াময় ব্রাহ্মণের তৈল বিনা সর্ব্বাঙ্গ রুক্ষ, শরীর অতি শীর্ণ ও জরাজীর্ণ এবং দন্ত গুলি শুক্ল বর্ণ, অতি দৈন্যে যাহার পর নাই তাঁহার কুৎসিত বেশ প্রকাশিত হইতেছে, এই রূপ কুৎসিত রূপে অতি দুর্ব্বল

কিঙ্করোষি মহাদেব হে তাত করুণা নিধে।
পশ্য বৃদ্ধং জরাগ্রস্তং তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতং ॥ ২৪ ॥
মাতুরুত্তিষ্ঠ মাসন্নং প্রযচ্ছবাসিতং জলং।
অনন্ত রত্নোদ্ভবজে রক্ষমাং শরণাগতং ॥ ২৫ ॥
মাতর্মাত র্জগন্মাতরেহিনাহং জগদ্বহিঃ।
সীদামি তৃষ্ণয়া কস্মাৎ স্থিতায়া মাত্ম মাতরি ॥ ২৬ ॥
ইতি কাকুস্বরং শ্রুত্বা শিবস্তোত্তিষ্ঠতো মুনে।
পপাত বীর্য্যং শয্যায়াং ন যোনৌ প্রকৃতে স্তদা ॥ ২৭ ॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপী হরি মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ক্ষুৎ পিপাসায় পরিপীড়িত হইয়া রতি দ্বারাবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ললাটে সমুজ্জ্বল তিলক শোভমান হইতেছে, ব্রাহ্মণ রূপী বিষ্ণু এই রূপে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অতি কাতর স্বরে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট অন্ন ভিক্ষা করত কহিতে লাগিলেন, হে দেব দেব! তুমি কি করিতেছ; এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা কর। মদীয় সপ্ত রাত্রি ব্রত অতীত হইয়াছে, সপ্তাহ উপবাসে আমি নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পারণাকাঙ্ক্ষায় তোমার নিকট উপনীত হইলাম ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩॥

হে দয়াময় আশুতোষ! এখন তুমি কি করিতেছ এই জরাগ্রস্ত পিপাসার্ত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত কর ॥ ২৪ ॥

এই বলিয়া তিনি অনন্ত রত্নাকর হিমালয়ের কন্যা হর প্রিয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মাতঃ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার শরণাগত গাত্রোত্থান করিয়া সুবাসিত জল দান পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা কর ॥ ২৫ ॥

হে জগন্মাতঃ! যখন তুমি জগত জননী বলিয়া প্রসিদ্ধা রহিয়াছ তখন আমার প্রতি কেন সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতেছ না? মা গো! আমিত জগতের বহির্ভূত নহি, মাতঃ একবার আমার নিকট আগমন কর। মাতা বিদ্যমানে কি জন্য আমি পিপাসায় এরূপ অবসন্ন হইতেছি ॥ ২৬॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী হরির এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দেবাদিদেব মহাদেব যেমন গাত্রোত্থান করিলেন অমনি তাঁহার বীর্য্য শয্যার উপরিভাগে

উত্তস্থৌ পার্ব্বতী ত্রস্তা সূক্ষ্ম বস্ত্রং বিধায় চ।
আজগাম রতি দ্বারং পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ॥ ২৮॥
দদর্শ ব্রাহ্মণং দীনং জরয়া পরিপীড়িতং।
বৃদ্ধং ললিতগাত্রঞ্চ বিভ্রতং দণ্ডমানতং॥ ২৯॥
তপস্বিন মশাস্তঞ্চ শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠতালুকং।
কুর্ব্বন্তং পরয়া ভক্ত্যা প্রণামং স্তবনং তয়োঃ॥ ৩০॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং তত্র নীলকণ্ঠঃ সুখোত্তমং।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা প্রসন্ন স্তং প্রহস্য চ॥ ৩১॥

শঙ্কর উবাচ।

গৃহস্তে কুত্র বিপ্রর্ষে বদ বেদ বিদাম্বর।
কিন্নাম ভবতঃ ক্ষিপ্রং জ্ঞাতু মিচ্ছামি সাংপ্রতং॥ ৩২॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

আগতোসি কুতো বিপ্র মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।

পতিত হইল, প্রকৃতি দেবীর যোনিতে উহা স্খলিত হইল না॥ ২৭॥

তখন পার্ব্বতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিলেন। পরে হর পার্ব্বতী উভয়ে রতি গৃহ দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন এক জরাজীর্ণ ললিত গাত্র অতিদীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনত দণ্ড ধারণ করিয়া তপস্বির বেশে কাতর ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্রাহ্মণ যেমন তাঁহাদিগের দৃষ্টি গোচর হইলেন অমনি ঐ বিপ্র পরম ভক্তিযোগে তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২৮। ২৯। ৩০॥

তৎকালে ভগবান্ নীলকণ্ঠ ঐ ব্রাহ্মণের এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া পরম প্রীতি সহকারে সহাস্য বদনে কহিলেন বিপ্রর্ষে! তোমাকে বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য জ্ঞান হইতেছে, তোমার কি নাম ও নিবাস কোথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমি এক্ষণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান কর॥ ৩১। ৩২॥

অদ্য মে সফলং জন্ম ব্রাহ্মণো মদ্গৃহেতিথিঃ ॥ ৩৩ ॥
অতিথিঃ পূজিতো যেন ত্রিজগত্তেন পূজিতং।
তত্রৈবাধিষ্ঠিতা দেবা ব্রাহ্মণা গুরবোদ্বিজ ॥ ৩৪ ॥
তীর্থান্যতিথি পাদেষু শশ্বত্তিষ্ঠন্তি নিশ্চিতং।
তৎপাদ ধৌত তোয়েন মিশ্রিতানি লভেদ্ গৃহী ॥ ৩৫ ॥
সস্নাতঃ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
অতিথিঃ পূজিতো যেন স্বাত্ম শক্ত্যা যথোচিতং ॥ ৩৬ ॥
মহাদানানি সর্ব্বাণি কৃতানি তেন ভূতলে।
অতিথিঃ পূজিতো যেন ভারতে ভক্তি পূর্ব্বকং। ৩৭।
নানা প্রকার পুণ্যানি বেদোক্তানি চ যানি চ।
অন্যে বাতিথি সেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৩৮।

পার্ব্বতী কহিলেন, বিপ্র! আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনি কোথা হইতে সমাগত হইলেন বলুন, আপনি যখন আমার গৃহে অতিথি হইয়াছেন তখন আমার জন্ম সফল হইল। ৩৩ ॥

দ্বিজবর! যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে অতিথি সৎকার করেন তাঁহার ত্রিজগতের পূজা করা হয় এবং তাঁহার গৃহে দেব ব্রাহ্মণ ও গুরুর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ৩৪ ॥

অতিথির চরণে নিরন্তর নিশ্চয় সমস্ত তীর্থের আবির্ভাব আছে সুতরাং অতিথির সমাগমে গৃহী তদীয় পাদ ধৌত জলে অভিষিক্ত হওত তীর্থ লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে যথোচিত অতিথি সৎকার করে তাহার সমস্ত তীর্থে স্নান ও সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ হয়। ৩৬ ॥

যে ব্যক্তি ভারতে ভক্তি পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করেন ভূতলে তাঁহার সমস্ত মহাদানের ফল লাভ হয়। ৩৭ ॥

অতিথি সেবায় মানবের যে রূপ ফল লাভ হয় বেদোক্ত ও অন্যান্য বিবিধ পুণ্য কার্য্য দ্বারা তাহার ষোড়শাংশও ফল লাভ হয় না। ৩৮ ॥

অপূজিতোঽতিথির্যস্য ভবনাদ্বিনিবর্ত্ততে।
পিতৃ দেবাগ্নয়ঃ পশ্চাদ্গুরবোযান্ত্য পূজিতাঃ। ৩৯।
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্ম হত্যাদিকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি লভতে নাভ্যর্চ্চ্যাতিথি মীপ্সিতং। ৪০।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

জানাসি বেদান্ বেদজ্ঞে বেদোক্তং কুরু পূজনং।
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং পীড়িতোমাতর্ব্বচনঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং ॥৪১॥
ব্যাধি যুক্তো নিরাহারো যদাবাহ্নশন ব্রতী।
মনোরথোনোপহারং ভোক্তু মিচ্ছতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভোক্তু মিচ্ছতি কিং বিপ্র ত্রৈলোক্যে যং সুদুর্লভং।
ভোক্তু মিচ্ছসি মে সাক্ষান্মজ্জন্ম সফলং কুরু। ৪৩।

অতিথি যাহার গৃহে পূজিত না হইয়া প্রতি গমন করে, অগ্নিদেব পিতৃগণ ও গুরু সমুদায় তাহার গৃহে অপূজিত হইযা তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

গৃহী ঈপ্সিত অতিথির অর্চ্চনা না করিলে জগতে ব্রহ্ম হত্যাদি যত প্রকার পাপ কার্য্য আছে সেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥

পার্ব্বতী দেবী এই রূপ কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বেদজ্ঞে! বৈদিক নিয়ম সমস্ত তোমার বিদিত আছে। অতএব তুমি বেদোক্ত বিধানে আমার অর্চ্চনা কর। মাতঃ! এই দেখ, আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত পরিপীড়িত হইয়াছি, বেদে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তিকে অন্ন জল প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত আছে ॥ ৪১ ॥

জননি! এই ব্যাধি যুক্ত অনশন ব্রতী ব্রাহ্মণ নিরাহারে তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছে, উপহার প্রাপ্তিই ইহার একমাত্র বাঞ্ছনীয়, অতএব তুমি কৃপা করিয়া ভোজ্য উপহার প্রদান কর ॥ ৪২ ॥

পার্ব্বতী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দ্বিজবর! আপ-

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রতে সুব্রতয়া সর্ব্ব মুপহারং ত্বয়াকৃতং।
নানা বিধং মিষ্ট মিষ্টং ভোক্তুং শ্রুত্বা সমাগতঃ। ৪৪।
সুব্রতে তব পুত্রোহ মগ্রে মাং পূজয়িষ্যসি।
দত্ত্বা মিষ্টানি বস্তুনি ত্রৈলোক্যে দুর্লভানি চ। ৪৫।
তাতাঃ পঞ্চ বিধাঃ প্রোক্তা মাতরো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
পুত্রাঃ পঞ্চ বিধঃ সাধ্বি কথিতো বেদবাদিভি। ৪৬।
বিদ্যা দাতান্নদাতা চ ভয়াত্রাতা চ জন্মদঃ।
কন্যাদাতা চ বেদোক্তানরাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ। ৪৭।
গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী স্তনদাত্রী পিতুঃ স্বসাঃ।
স্বসামাতুঃ সপত্নী চ পুত্র ভার্য্যান্ন দায়িকা। ৪৮।
ভৃত্যঃ শিষ্যশ্চ পোষ্যশ্চ বীর্য্যজঃ শরণাগতঃ।
ধর্ম্ম পুত্রাশ্চ চত্বারো বীর্য্যজো ধনভাগিতি। ৪৯।

নার কোন বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত করিয়া আমার জন্ম সফল করুন, ত্রিলোক মধ্যে দুর্লভ হইলেও তাহা আমি প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুব্রতে! তুমি স্বীয় ব্রতে নানা বিধ অভীষ্ট মিষ্ট উপহার সমুদায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আমি ভোজনাকাঙ্ক্ষায় সমাগত হইয়াছি, জননি! আমি তোমার পুত্র, অগ্রে তুমি আমাকে ত্রৈলোক্য দুর্লভ মিষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিয়া আমার তৃপ্তি সম্পাদন কর ॥ ৪৪। ৪৫ ॥

সাধ্বি! বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ পিতা পঞ্চ বিধ মাতা বহু বিধ ও পুত্র পঞ্চ বিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

শাস্ত্রে মানবগণের বিদ্যাদাতা অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, জন্মদাতা ও কন্যাদাতা এই পঞ্চ বিধ পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে ॥ ৪৭ ॥

গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী, স্তনদাত্রী পিতার ভগিনী মাতার ভগিনী সপত্নী মাতা পুত্রভার্য্যাও অন্নদায়িকা ইহারা মাতা বলিয়া নিরূপিত আছে ॥৪৮ ॥

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতো মাত বৃদ্ধোহং শরণাগতঃ।
সাংপ্রতং তব বন্ধ্যায়া অনাথঃ পুত্র এবচ। ৫০।
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ সুপক্কানি ফলানি চ।
নানা বিধানি পিষ্টানি কাল দেশোদ্ভবানি চ। ৫১।
পক্কান্নং স্বস্তিকং ক্ষীর মিক্ষু মিক্ষুরিকা রজং।
ঘৃতং দধি চ শাল্যন্নং ঘৃত পক্কঞ্চ ব্যঞ্জনং। ৫২।
লড্ডুকানি তিলানাঞ্চ স্রষ্টান্নং সগুড়ানি চ।
মম জ্ঞাতানি বস্তুনি সুধাযাবকমীশ্বরী। ৫৩।
তাম্বুলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
জলং সুনির্ম্মলং স্বাদু দ্রব্যান্যেতানি বাসিতং। ৫৪।
দ্রব্যাণি যানি ভুক্ত্বামে চারু লম্বোদরং ভবেৎ।
অনন্ত রত্নোদ্ভবজে তানি মহ্যং প্রদাস্যসি। ৫৫।
স্বামি তে ত্রিজগৎ কর্ত্তা প্রদাতা সর্ব্ব সম্পদাং।

শাস্ত্রে ভৃত্য শিষ্য পোষ্য বীর্য্যজাত ও শরণাগত এই পঞ্চ বিধ পুত্র কথিত আছে। কিন্তু ভৃত্য শিষ্য পোষ্য ও শরণাগত এই চারিটি ধর্ম্ম পুত্র বলিয়া উক্ত, আর ঔরস পুত্র ধন ভাগী হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

মাতঃ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপিপাসায় পরিপীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তোমাকে অন্নদান করিতে হইবে সুতরাং তুমি আমার জননী, এক্ষণে তুমি বন্ধ্যা ও আমিও অনাথ, সুতরাং এখন আমি তোমার পুত্র স্থানীয় হইলাম ॥ ৫০ ॥

মাতঃ! তুমি স্বীয় ব্রতে নানা কাল দেশোদ্ভব ফল বিবিধ পিষ্টক পরমান্ন পক্কান্ন সস্তিক ক্ষীর ইক্ষু ইক্ষুবিকারজদ্রব্য ঘৃত দধি শালান্ন ঘৃত-পক্ক ব্যঞ্জন তিল লড্ডুক গুড় পক্কান্ন সুধাযাবক সুশীতল জল কর্পূরাদি সুবাসিত মনোরম তাম্বুল সকল ভুরি পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ, এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া আমি লম্বোদর হইব, অতএব তুমি ঐ দ্রব্য সমুদায় আমাকে প্রদান কর ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ ॥

মহালক্ষ্মী স্বরূপাত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী। ৫৬।
রত্ন সিংহাসনং দ্রব্য মমূল্যং রত্ন ভূষণং।
বহ্নি শুদ্ধাংসুবস্ত্রঞ্চ প্রদাস্যসি সুদুর্লভং। ৫৭।
সুদুর্লভং হরের্মন্ত্রং হরৌ ভক্তিং দৃঢ়াং সতীং।
হরি প্রিয়াং হরেঃ শক্তি স্ত্বমেব সর্ব্বদা সদা। ৫৮।
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম দাতৃশক্তিং সুখ প্রদাং।
সর্ব্ব সিদ্ধিঞ্চ কিং মাতরদেয়ং সুব্রতানি চ। ৫৯।
মনঃ সুনির্ম্মলং কৃত্বা ধর্ম্মে তপসি সন্ততং।
করিষ্যতি সর্ব্ব পরে ন কামে জন্ম হেতুকে। ৬০।
স্বকামাৎ কুরুতে কর্ম্ম কর্ম্মণোভোগএবচ।
ভোগৌ শুভাশুভৌজ্ঞেযৌতৌহেতূ সুখ দুঃখয়োঃ।৬১।

দেবি! তোমার পতি দেবাদিদেব ত্রিজগতের কর্ত্তা ও সর্ব্ব সম্পত্তি-দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন এবং তুমিও মহালক্ষ্মী স্বরূপা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছ॥ ৫৬॥

মাতঃ! আর আমি তোমার নিকট রত্ন সিংহাসন রত্ন ভূষণ অমূল্য রত্ন সুদুর্লভ অগ্নি শুদ্ধ বস্ত্র প্রার্থনা করিতেছি॥ ৫৭॥

দেবি! তোমার নিকট পরাৎপর পরমাত্মা হরিতে দৃঢ়ভক্তি ও সুদুর্লভ হরিমন্ত্র আমার নিতান্ত প্রার্থনীয়, তুমি সর্ব্বদা হরিশক্তি রূপে প্রসিদ্ধা রহিয়াছ, অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমাকে উহা প্রদান কর॥ ৫৮॥

মাতঃ! তুমি কৃপা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান সুখপ্রদ দাতৃশক্তি সর্ব্বসিদ্ধি ও ব্রত নিয়ম সমুদায় আমাকে প্রদান কর॥ ৫৯॥

মানব মন সুনির্ম্মল করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও তপঃসাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে, জঠর যাতনার মূল কারণ কামনাতে কখনই মনোনিবেশ করিবে না॥ ৬০॥

মনুষ্য স্বীয় কামনা নিবন্ধন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতেই কর্ম্মফল ভোগ করে, ভোগ দ্বিবিধ, শুভ ও অশুভ, ঐ উভয় বিধ

দুঃখং ন কস্মাদ্ভবতি সুখম্বা জগদম্বিকে।
সর্ব্বং স্বকর্ম্মণো ভোগ স্তেন তদ্বিরতো বুধঃ। ৬২।
কর্ম্ম নির্ম্মূলযত্নেব সন্তোহি সততং মুদা।
হরি ভাবন বুদ্ধ্যা তত্তপসা ভক্ত সঙ্গতঃ। ৬৩।
ইন্দ্রিয় দ্রব্য সংযোগ সুখং বিধ্বংসনাবধি।
হরি সংলাপ রূপঞ্চ সুখং তৎ সর্ব্ব কালিকং। ৬৪।
হরি স্মরণ শীলানাং নায়ুর্যাতি সতাং সতি।
ন তেষা মীশ্বরঃ কালো নচ মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্রুবং। ৬৫।
চিরং জীবন্তি যে ভক্তা ভারতে চির জীবিনঃ।
সর্ব্ব সিদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় সচ্ছন্দং সর্ব্বগামিনঃ। ৬৬।
জাতি স্মরা হরের্ভক্তা জানন্তি কোটি জন্মনঃ।
কথয়ন্তি কথাং জন্ম লভন্তে স্বেচ্ছয়া মুদা। ৬৭।

ভোগ সুখ দুঃখ উভয়ের কারণ বলিয়া জগতে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬১।

হে জগন্মাতঃ! সুখ বা দুঃখ কোন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হয় না। সমস্তই স্বকর্ম্মের ফল ভোগ মাত্র। এই জন্য জ্ঞানবান্ মহাত্মারা নশ্বর সুখ দুঃখের কারণ কর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৬২।

সাধুগণ প্রসন্ন চিত্ত হইয়া যাহাতে কর্ম্ম একবারে নির্ম্মূলিত হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। নিরন্তর হরি চিন্তা হরি পরায়ণ সাধুর সংসর্গে ও তপস্যাতেই তাঁহাদিগের মনঃ সংযোগ হয়। ৬৩।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর দ্রব্য সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহা নশ্বর, অর্থাৎ সেই দ্রব্যের বিয়োগে সুখেরও বিয়োগ হয়, কিন্তু হরি নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে অপূর্ব্ব সুখের আবির্ভাব হয় তাহার কখনই ক্ষয় নাই, তাহাই নিত্য সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং হরি চিন্তায় নিবিষ্ট চেতা সাধুর কখন বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় হয় না। ৬৪।

ইহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে যে কাল ও মৃত্যু হরি পরায়ণ সাধুগণের প্রভু হইতে পারেন না, হরি ভক্তবৃন্দ ভারতে চিরজীবী

পরং পুনন্তি তে পূতাস্তীর্থানিস্বাবলী লয়া।
পুণ্য ক্ষেত্রেঽত্র সেবায়ৈ পরার্থঞ্চ ভ্রমন্তি তে ॥ ৬৮ ॥
বৈষ্ণবানাং পদস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
তদ্গোদোহেন মাত্রঞ্চ তীর্থং যত্র বসন্তি তে ॥ ৬৯ ॥
গুরোরাস্যাদ্বিষ্ণু মন্ত্রঃ শ্রুতৌ যস্য প্রবিশ্যতি।
তং বৈষ্ণবং তীর্থ পূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৭০ ॥
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্ব শুদ্ধ বন্তি শতং পরং।
লীলয়া ভারতে ভক্ত্যা সোদরান্মাতরং তথা ॥ ৭১ ॥
মাতামহানাং পুরুষান্দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্।
মাতুঃ প্রসূমুদ্ধরন্তি দারুণাদ্যম তাড়নাৎ ॥ ৭২ ॥

বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, হরিভক্ত পবিত্র সাধুগণ হরি সাধন গুণে সর্ব্বসিদ্ধিত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সচ্ছন্দে সর্ব্ব স্থানে গমন করিতে পারেন, হরি ভক্তি প্রভাবে তাঁহাদিগের অবিদিত কিছুই থাকে না, তাঁহারা জাতিস্মর হইয়া কোটি জন্মের বৃত্তান্তও পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত সকল তাঁহাদিগের স্মৃতি পথে সমারূঢ় হয় পরে তাঁহারা পরমানন্দে স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৬৫। ৬৬। ৬৭ ॥

সেই পবিত্র ভক্তবৃন্দ অবলীলাক্রমে অন্যকে পবিত্র করেন, তাঁহাদিগের সংস্পর্শে তীর্থ সমুদায় পবিত্র হয়, তাঁহারা কেবল হরি সেবা ও পরোপকারার্থে এই পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে ভ্রমণ করেন ॥ ৬৮ ॥

বৈষ্ণব সাধুগণের পদস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন। আর তাঁহারা পৃথিবীর যে কোন স্থানে গোদোহন পরিমিত কাল মাত্র বাস করেন সেই স্থান তীর্থ রূপে পরিণত হয় ॥ ৬৯ ॥

গুরু মুখ হইতে যাহার কর্ণে বিষ্ণু মন্ত্র প্রবেশ করে পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তীর্থপূত বৈষ্ণব রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

সেই বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্মা ভারতে ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে ঊর্দ্ধতন শত ও অধস্তন শত পিতৃ পুরুষ, জননী, সহোদরগণ এবং মাতামহ পক্ষীয় ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পর্য্যন্ত ও মাতৃ জননীকেও দারুণ

ভক্ত দর্শন মাশ্লেষং মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তি যে।
তে যাতাঃ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
ন লিপ্তাঃ পাতকে ভক্তাঃ সন্ততং হরি মানসাঃ।
যথাগ্নয়ঃ সর্ব্ব ভক্ষা যথা দ্রব্যেষু বায়বঃ ॥ ৭৪ ॥
ত্রিকোটি জন্মনো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি জন্ম মানুষং।
প্রাপ্নোতি ভক্ত সঙ্গংস মানুষঃ কোটি জন্মনঃ ॥ ৭৫ ॥
ভক্ত সঙ্গাদ্ভবেদ্ভক্তি রঙ্কুরোজীবিনঃ সতি।
অভক্ত দর্শনা দেব সচ প্রাপ্নোতি শুষ্কতাং ॥ ৭৬ ॥
পুনঃ প্রফুল্লতাং যাতি বৈষ্ণবালাপ মাত্রতঃ।
অঙ্কুরশ্চাবিনাশী চ বর্দ্ধতে প্রতি জন্মনি ॥ ৭৭ ॥
তত্তরোর্ব্বর্দ্ধমানস্য হরি দাস্যং ফলং সতি।
পরিণামে ভক্তি পাকে পার্ষদশ্চ ভবেদ্ধরেঃ ॥ ৭৮ ॥

ভয়ঙ্কর যম যাতনা হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম হন। ৭১। ৭২॥

যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত সাধুকে দর্শন করেন এবং তদাশ্লেষ সুখ প্রাপ্ত হন, তাঁহার সর্ব্ব তীর্থে গমন ও সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষা জন্য ফল লাভ হয়॥৭৩॥

যেমন অগ্নি সমুদায় সর্ব্ব দ্রব্য ভক্ষণ করে, ও বায়ু সকল সর্ব্ব পদার্থে সংযুক্ত থাকে অথচ তাহাদিগের পবিত্রতার হানি হয় না, তদ্রূপ হরি পরায়ণ ভক্তগণ কোন প্রকারে পাপাচরণেও লিপ্ত হন না॥ ৭৪॥

জীব ত্রিকোটি জন্মের পর মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হয় আবার ত্রিকোটি জন্মের পর তাহার ভক্ত সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে॥ ৭৫॥

ভক্ত সঙ্গ লাভে জীবের ভক্তির অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয় কিন্তু অভক্ত দর্শনে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়॥ ৭৬॥

পরে বৈষ্ণবের সহিত আলাপে আবার সেই ভক্তির অঙ্কুর প্রফুল্লতা ধারণ করে উহা অবিনশ্বর, অনন্তর প্রতি জন্মেই ভক্ত সংসর্গে সেই ভক্তির অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

এই রূপে ঐ ভক্তি রূপ অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া তরু রূপে পরিণত

মহতি প্রলয়ে নাশো ন ভবেত্তস্য পাতনং।
সর্ব্ব সৃষ্টেশ্চ সংহারে ব্রহ্মলোকস্য ব্রহ্মণঃ॥ ৭৯॥
তস্মান্নারায়ণে ভক্তিং দেহি নারায়ণাম্বিকে।
ন ভবেদ্বিষ্ণু ভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়ে ত্বয়া বিনা॥ ৮০॥
তদ্বন্তং লোক শিক্ষার্থং স্বতপ স্তব পূজনং।
সর্ব্বেষাং ফল দাত্রীত্বং নিত্য রূপাসনাতনী॥ ৮১॥
গণেশ রূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কল্পে কল্পে তবাত্মজঃ।
ত্বৎ ক্রোড় মাগতঃ ক্ষিপ্র মিত্যুক্ত্বান্তর ধীয়ত॥ ৮২॥
কৃত্বান্তর্দ্ধান মীশশ্চ বাল রূপং বিধায় সঃ।
জগাম পার্ব্বতী তল্পং মন্দিরাভ্যন্তর স্থিতং॥ ৮৩॥
তল্পস্থে শিব বীর্য্যেচ মিশ্রিতঃ সর্ব্ব ভূবহ।
দদর্শ গেহ শিখরং প্রসুপ্তো বালকো যথা॥ ৮৪॥

হইলে তাহাতে হরির দাস্যরূপ ফল সমুৎপন্ন হয়। পরিণামে ভক্তি-পাকে জীব হরির পার্ষদ হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে॥ ৭৮॥

জগজ্জননি! মহা প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি সংহার হয় এবং ব্রহ্ম লোক ও ব্রহ্মাও বিলয় হয় তথাপি হরিভক্ত সাধুর পতন হয় না, অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমাকে হরিভক্তি প্রদান কর। বিষ্ণু মায়ে! তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন কেহই বিষ্ণু ভক্তি লাভ করিতে পারে না॥ ৭৯। ৮০॥

দেবি! তুমি সকলের কর্ম্ম ফল দাত্রী নিত্যরূপা সনাতনী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ, কেবল লোক শিক্ষার্থ তুমি ব্রত তপস্যা ও পূজায় প্রবৃত্ত হও॥ ৮১॥

সর্ব্বেশ্বরি! প্রতি কল্পে সর্ব্ব ভূতাত্মা সনাতন বিষ্ণু গণেশ রূপ ধারণ করিয়া তোমার পুত্র রূপে অবস্থান করিবেন। অধুনা সত্বরে তুমি স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে, এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণরূপী হরি অন্তর্হিত হইলেন॥ ৮২॥

অন্তর্দ্ধানের পর সেই ভগবান্ বিষ্ণু বালকরূপী হইয়া পার্ব্বতীর শয়নাগার মধ্যগত শয্যায় গমন করিলেন এবং তথায় শিব বীর্য্যে মিশ্রিত

শুদ্ধ চম্পক বর্ণাভঃ কোটি চন্দ্র সম প্রভঃ।
সুখ দৃশ্যঃ সর্ব্বজনৈশ্চক্ষু রশ্মি বিবর্দ্ধকঃ॥ ৮৫ ॥
অতীব সুন্দর তনুঃ কামদেব বিমোহনঃ।
সুখং নিরূপণং বিভ্রচ্ছারদেন্দু বিনিন্দকং। ৮৬।
সুন্দরে লোচনে বিভ্রচ্চারু পদ্মবিনিন্দকে।
ওষ্ঠাধর পুটং বিভ্রৎ পক্ক বিম্ব বিনিন্দকং। ৮৭।
কপালঞ্চ কপোলস্ত মতীব সুমনোহরং।
নাশাগ্রে রুচিরং বিভ্রং খগেন্দ্র চঞ্চু নিন্দিতং। ৮৮।
ত্রৈলোক্যেষু নিরুপমং সর্ব্বাঙ্গং বিভ্রদুত্তমং।
শয়ানঃ শয়নে রশ্মি প্রেরয়ন্ হস্ত পাদকং। ৮৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশোৎপত্তি নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

হইয়া প্রস্তুত সামান্য মানব বালকের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক গৃহ শিখর দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৮৩। ৮৪॥

তৎকালে সেই বালকরূপী ভগবানের বর্ণ শুদ্ধ চম্পকের ন্যায় দীপ্যমান হইল এবং তদীয় অঙ্গ হইতে কোটি চন্দ্রের প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বজনের সুখ দৃশ্য ও চক্ষুরশ্মি বিবর্দ্ধক হইলেন॥ ৮৫॥

তাঁহার কলেবর অতীব সুন্দর, তিনি এরূপ মনোমোহন রূপে প্রকাশমান রহিলেন যে তদ্দর্শনে কামদেবেরও মোহ উপস্থিত হয়। আর তাঁহার মুখমণ্ডলের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে বোধ হয় যেন শারদীয় চন্দ্রমার জ্যোতিও তদপেক্ষা মলিন হইয়া রহিয়াছে॥ ৮৬॥

তখন তিনি সুচারু কমলদল বিনিন্দিত নয়ন যুগল ও পক্ক বিম্ব বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর পুট ধারণ করাতে অপূর্ব্ব রমণীয়তা প্রকাশমান হইল॥ ৮৭॥

তদীয় কপাল ও কপোল দেশ অতীব সুন্দর নাসিকা খগেন্দ্র চঞ্চু বিনিন্দিত এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়ও অতি মনোহর, সর্ব্ব ভূতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু বিষ্ণুমায়ায় এবম্বিধ ত্রৈলোক্যমোহন রূপে সেই শয্যায় শয়ান হইয়া হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৮৮। ৮৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ উৎপত্তি নাম অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরৌ তিরোহিতে ভূতে দুর্গা চ শঙ্কর স্তদা।
ব্রাহ্মণান্বেষণং কৃত্বা সন্ত্রাস পরিতো মুনে। ১।

পার্ব্বত্যুবাচ।

অয়ে বিপ্রেন্দ্রাতি বৃদ্ধঃ ক্ব গতোসি ক্ষুধাতুরঃ।
হেতাত দর্শনং দেহি প্রাণাংশ্চ রক্ষমে বিভো। ২।
শিব শীঘ্রং সমুত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণান্বেষণং কুরু।
ক্ষণ মুন্মনসো রেষঃ প্রত্যক্ষ মাবয়োর্গতঃ। ৩।
অগৃহীত্বা গৃহাৎ পূজা গৃহিনোত্তিথিরীশ্বরঃ।
যদি যাতি ক্ষুধার্ত্তশ্চ তস্য কিং জীবনং বৃথা। ৪।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! এদিকে ভগবান্ হরি অন্তর্হিত হইলে হর পার্ব্বতী সেই অভ্যাগত ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন॥ ১॥

তখন ভগবতী দুর্গা দেবী এইরূপ কহিতে লাগিলেন বিপ্রেন্দ্র! আপনি বৃদ্ধতম ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মম গৃহে আগমন পূর্ব্বক আবার কোথায় গমন করিলেন, হে বিভো! একবার দর্শন দিয়া আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করুন॥ ২॥

এই বলিয়া পার্ব্বতী দেবাদিদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করুন। আমরা ক্ষণমাত্র উন্মনা হওয়াতে তিনি আমাদিগের নয়ন পথের অগোচর হইয়াছেন॥৩॥

অতিথি সকলের ঈশ্বর, অতএব অতিথি যে গৃহস্থের গৃহ হইতে পূজা গ্রহণ না করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রতি গমন করেন তাহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। ফলতঃ তাহার মানব জন্ম বৃথা হয়॥ ৪॥

পিতর স্তস্য গৃহ্নন্তি পিণ্ড দানঞ্চ তর্পণং।
তস্যাহুতিং ন গৃহ্নন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ। ৫।
হব্যং পুষ্পং জলং দ্রব্য মশুচেশ্চ সুরা সমং।
অমেধ্য সদৃশঃ পিণ্ডঃ স্পর্শনং পুণ্য নাশনং। ৬।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবা শরীরিণী।
কৈবল্য যুক্তা সা দুর্গা তাং শুশ্রাব সুচাতুরা। ৭।
শান্তাভব জগন্মাতঃ সস্মুতং পশ্য মন্দিরে।
কৃষ্ণং গোলোকনাথং তং পরিপূর্ণ তমং পরং। ৮।
সুপুণ্যক ব্রততরোঃ ফল রূপং সনাতনং।
যত্তেজো যোগিনঃ শশ্বৎ ধ্যায়ন্তে সন্ততং মুদা। ৯।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
যস্য পূজ্যস্য সর্ব্বাগ্রে কল্পে কল্পে চ পূজনং॥ ১০॥

অতিথি যাহার গৃহ হইতে বিমুখ হয় তাহার পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত পিণ্ডোদক, অগ্নি তৎ প্রদত্ত আহুতি ও দেবগণ তদর্পিত পুষ্প জল গ্রহণ করেন না॥ ৫॥

হে নাথ! সেই অতিথি সৎকার হীন অশুচি গৃহস্থের প্রদত্ত হব্য কব্য পুষ্প জল ও অন্যান্য দ্রব্য সুরা তুল্য এবং তৎপ্রদত্ত পিণ্ডও অমেধ্য সদৃশ হয়, অধিক কি, সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে লোকের পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৬॥

কৈবল্য দায়িনী ভগবতী দুর্গা দেবী সকাতরে এই রূপ খেদ করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈব বাণী তাঁহার শ্রুতি গোচর হইল, হে জগন্মাতঃ! তুমি শান্তভাব ধারণ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র দর্শন কর। পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ম গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সুপুণ্যক ব্রতরূপ তরুর ফল স্বরূপ হইয়াছেন॥ ৭। ৮॥

দেবি! যোগিগণ নিরন্তর পরমানন্দে যে তেজোময় মূর্ত্তি ধ্যান করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি ও বৈষ্ণবগণের যাহা একমাত্র চিন্তনীয় কল্পে

যস্য স্মরণ মাত্রেণ সর্ব্ব বিঘ্নো বিনশ্যতি।
পুণ্য রাশি স্বরূপঞ্চ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে ॥ ১১ ॥
কল্পে কল্পে ধ্যায় সেয়ং জ্যোতিরূপং সনাতনং।
পশ্যধ্রুবং মুক্তিদং পুত্রং ভক্ত্যানুগ্রহ বিগ্রহং ॥ ১২ ॥
তব বাঞ্ছা পূর্ণ বীজং তপঃ কল্পতরোঃ ফলং।
সুন্দরং স্বসুতং পশ্য কোটি কন্দর্প নিন্দকং ॥ ১৩ ॥
নায়ং বিপ্রঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিপ্র রূপী জনার্দ্দনঃ।
কিং বা বিলপসে দুর্গে ক্ক বা বৃদ্ধঃ ক্ক চাতিথিঃ।
সরস্বতীত্যেব মুক্ত্বা বিররামচ নারদ ॥ ১৪ ॥
ব্রস্তা শ্রুত্বাকাশবাণীং জগাম স্বালয়ং সতী।
দদর্শ বালং পর্য্যঙ্কে শয়ানং সস্মিতং মুদা ॥ ১৫ ॥

কল্পে যে পূজ্য সনাতন ব্রহ্মের সর্ব্বাগ্রে পূজা বিহিত আছে এবং যাঁহার স্মরণমাত্রে জীবের সর্ব্ব বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই পুণ্যরাশি স্বরূপ পরমাত্মা হরি তোমার পুত্র রূপী হইয়াছেন, তুমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্র মুখ দর্শন কর ॥ ৯ । ১০ । ১১ ॥

দুর্গে! তুমি কল্পে কল্পে যে জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাক, সেই মুক্তি দাতা হরি তদীয় ভক্তিযোগে দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার পুত্র রূপী হইয়াছেন এক্ষণে তুমি স্বীয় পুত্র গ্রহণ কর ॥ ১২ ॥

সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা হরি তোমার তপস্যা রূপ কল্পবৃক্ষের ফল এবং ত্বদীয় মনোরথ সিদ্ধির বীজ স্বরূপ হইয়া তোমার পুত্র স্থানীয় হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই কোটি কন্দর্প বিনিন্দিত পরম সুন্দর স্বীয় পুত্র দর্শন কর ॥ ১৩ ॥

দুর্গে! যে বিপ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি প্রকৃত বিপ্র নহেন, পরাৎপর পরমাত্মা হরি বিপ্রবেশে তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। অতএব তুমি কোথায় বৃদ্ধ কোথায় অতিথি বলিয়া কি জন্য বিলাপ করিতেছ, এইরূপ সমস্ত বাক্যাবসানে দৈব বাণীর বি রাম হইল ॥ ১৪ ॥

পশ্যন্ত্যং গেহ শিখরং শত চন্দ্র সম প্রভং।
সুপ্রভা পটলে নৈব দ্যোতয়ন্তং মহীতলং ॥ ১৬ ॥
কুর্ব্বন্তং ভ্রমণং তল্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা।
উমেতি শব্দং কুর্ব্বন্তং রুদন্তং তং স্তনার্থিনং ॥ ১৭ ॥
দৃষ্টাত দদ্ভুতং রূপং ত্রস্তা শঙ্কর সন্নিধিং।
গত্বেত্যুবাচ প্রাণেশং মঙ্গলং সর্ব্ব মঙ্গলা ॥ ১৮ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

গৃহ মাগচ্ছ প্রাণেশ তপসাং ফল দায়কং।
কল্পে কল্পে ধ্যায় সেয়ং তং পশ্যাগত্য মন্দিরং ॥ ১৯ ॥
শীঘ্রং পুত্র মুখং পশ্য পুণ্য বীজং মহোৎসবং।
পুন্নাম নরক ত্রাণং কারণং ভবতারণং। ২০।

তখন পতিব্রতা পার্ব্বতী দেবী এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে সসম্ভ্রমে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন একটি শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন পরম সুন্দর বালক পরমানন্দে পর্য্যঙ্কে শয়ান হইয়া সহাস্য বদনে গৃহ শিখর দর্শন করিতেছে। তৎকালে সেই পরম সুন্দর শিশুর অঙ্গ জ্যোতিতে ভুমিতল আলোকময় হইয়াছে এবং সে কখন সানন্দে স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শয্যায় সঞ্চরণ, কখন কখন স্তনার্থী হইয়া রোদন ও কখন বা উমা উমা ইত্যাকার শব্দ উচ্চারণ করিতেছে ॥ ১৫। ১৬। ১৭।

এই অদ্ভুত দর্শনে সর্ব্ব মঙ্গলা ভগবতী পার্ব্বতী দেবী বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সসম্ভ্রমে ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন প্রাণেশ্বর! আপনি কল্পে কল্পে যে তপস্যার ফলদাতা পরম পুরুষকে ধ্যান করিয়া থাকেন শীঘ্র গৃহ মধ্যে আগমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করুন ॥ ১৮। ১৯ ॥

নাথ! যে সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন হরি ভব বন্ধন মোচনের কারণ তিনি আমাদিগের পুত্র রূপী হইয়াছেন, অতএব আপনি সত্বর গৃহ মধ্যে

স্নানঞ্চ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষণং।
পুত্রস্য দর্শন স্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ২১।
সর্ব্ব দানেন যৎ পুণ্যং যৎ পৃথিব্যাঃ প্রদক্ষিণাৎ।
পুত্র দর্শন পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ২২॥
সর্ব্বৈ স্তপোভি র্যৎ পুণ্যং যদেবানশনৈ র্ব্রতৈঃ।
মৎ পুত্রোদ্ভব পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি শোড়শীং। ২৩।
যদ্বিপ্র ভোজনৈঃ পুণ্যং যদেব স্থরসেবনৈঃ।
সৎ পুত্র প্রাপ্তি পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ২৪।
পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা শিব প্রহৃষ্ট মানসঃ।
আজগাম স্বভবনং ক্ষিপ্রং স কান্তয়া সহ।
দদর্শ তল্পে স্ব সুতং তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভং।
হৃদয়স্থঞ্চ যদ্রূপং তদেবাতি মনোহরং। ২৫।
দুর্গা তল্পাৎ সমাদায় কৃত্বা বক্ষসি তং সুতং।
চুচুম্বানন্দ জলধৌ নিমগ্নাসেত্যুবাচ হ। ২৬।

প্রবেশ করিয়া মহোৎসবের হেতুভুত পুণ্যবীজ স্বরূপ পুত্র মুখ দর্শন করুন, পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন॥ ২০॥

হে প্রভো! সৎপুত্র লাভে মানবের যে রূপ পুণ্য প্রাপ্তি হয়, সর্ব্ব তীর্থে স্নান, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষা, সর্ব্ব বস্তু দান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ সর্ব্ব প্রকার তপস্যা অনশন ব্রত ব্রাহ্মণ ভোজন ও দেবারাধনা এই সমস্ত সৎক্রিয়া দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশ পুণ্যও উপার্জ্জিত হয় না। ২১। ২২। ২৩। ২৪॥

দেবাদিদেব মহাদেব প্রিয়তমা পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহার সহিত সত্বর গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ স্বীয় পুত্র শয্যার উপরিভাগে শয়ান রহিয়াছে, ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বদা হৃদয়ে যে রূপ দর্শন করেন সেই মনোহর রূপ তৎকালে তাঁহার প্রত্যক্ষীভুত হইল॥ ২৫।

পার্ব্বত্যুবাচ।

সংপ্রাপ্যা মূল্য রত্নং ত্বাং পূর্ণ মেব সনাতনং।
যথা মনো দরিদ্রস্য সহসা প্রাপ্য সদ্ধনং। ২৭।
কান্তেসুচির মায়াতে প্রোষিতো যোষিতো যথা।
মানসং পরিপূর্ণঞ্চ বভূব চ তথা মনঃ। ২৮।
সুচিরং গতমাযান্ত মেক পুত্রা যথা সুতং।
দৃষ্ট্বা তুষ্টা যথা বৎস তথাহ মপি সাংপ্রতং। ২৯।
সদ্রত্নং সুচিরং ভ্রষ্টং প্রাপ্য হৃষ্টো যথা জনঃ।
অনাবৃষ্টৌ সুবৃষ্টিঞ্চ সংপ্রাপ্যাহং যথা সুতং। ৩০।
যথা সুচির মন্ধানাং স্থিতানাঞ্চ নিরাশ্রয়ে।
চক্ষুঃ সুনির্ম্মলং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণং তথৈব যে। ৩১।

তখন পতিপ্রাণা পার্ব্বতী দেবী শয্যা হইতে সেই পুত্রকে গ্রহণ ও বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দার্ণবে নিমগ্না হইয়া তাহার মুখচুম্বন করত কহিতে লাগিলেন প্রভো! তুমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, সহসা উৎকৃষ্ট ধন লাভে দরিদ্রের মন যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয় তদ্রূপ আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম॥ ২৬। ২৭॥

বিদেশস্থ পতি দীর্ঘকালের পর গৃহে প্রত্যাগত হইলে রমণীগণের যেরূপ আনন্দ হয় আজি তোমাকে প্রাপ্ত হওয়াতে আমার মন সেই রূপ আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে॥ ২৮॥

বৎস! এক পুত্রা নারী বহুদিনের পর পুত্রকে স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত দর্শন করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ করে, এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমারও সেই রূপ প্রীতিলাভ হইল॥ ২৯॥

বহুকাল পরিভ্রষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের যেরূপ সন্তোষ লাভ হয় আর অনাবৃষ্টি জন্য কষ্ট দায়ক দেশে বারি বর্ষণ হইলে তত্রত্য ব্যক্তি যেরূপ আনন্দ লাভ করে আজি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমিও তদ্রূপ পরিতুষ্ট হইলাম॥ ৩০॥

দুস্তরে সাগরে ঘোরে পতিতস্য চ শঙ্কটে।
অনৌকস্য প্রাপ্যনৌকাং মনঃ পূর্ণং তথা মম। ৩২।
তৃষ্ণয়া শুষ্ক কণ্ঠানাং সুচিরঞ্চ সুশীতলং।
সুবাসিতং জলং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণং তথা মম। ৩৩।
দাবাগ্নি পতিতানাঞ্চ স্থিতানাঞ্চ নিরাশ্রয়ে।
নিরগ্নি মাশ্রয়ং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণং তথা মম। ৩৪।
চিরং বুভুক্ষিতানাঞ্চ ব্রতোপবাস কারিণাং।
সদন্নং পুরতো দৃষ্টা মনঃ পূর্ণং তথা মম।
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তত্র ক্রোড়ে কৃত্বা স্ববালকং। ৩৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ দর্শনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দীর্ঘকাল অন্ধ ব্যক্তিগণ নিরাশ্রয় স্থানে অবস্থান করিয়া বহু কষ্ট ভোগের পর সুনির্ম্মল চক্ষু প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয় এক্ষণে তোমাকে লাভ করিয়া আমিও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইলাম॥ ৩১॥

ভয়ঙ্কর দুস্তর সাগরে পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ পোতের অভাবে ঘোর শঙ্কটে পতিত ব্যক্তি নৌকা লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, আজি তোমাকে লাভ করিয়া আমারও তদ্রূপ আনন্দ লাভ হইল॥ ৩২॥

বহুক্ষণ পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ ব্যক্তিগণ সুবাসিত সুশীতল জল প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হয় তোমাকে লাভ করিয়া তদ্রূপ হইলাম॥ ৩৩॥

দাবানল পতিত বক্তিগণ নিরাশ্রয়ে অবস্থান জন্য নিতান্ত কাতর হইয়া যদি কোন আশ্রয় প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেরূপ আনন্দ লাভ করে তোমাকে লাভ করিয়া তদ্রূপ হইলাম॥ ৩৪॥

আর ব্রতোপবাস নিরত বহুকাল বুভুক্ষিত ব্যক্তিগণ সম্মুখে উৎকৃষ্ট অন্ন দর্শন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমিও তদ্রূপ পরিতুষ্ট হইয়াছি, পার্ব্বতী দেবী এই বলিয়া সেই পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ দর্শন নাম নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

তৌ দম্পতী বহির্গত্বা পুত্র মঙ্গল হেতবে।
বিবিধানি চ রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা। ১।
বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ দানানি বিবিধানি চ।
নানা বিধানি বাদ্যানি বাদয়ামাস শঙ্করঃ। ২।
হিমালয়শ্চ রত্নানাং দদৌ লক্ষং দ্বিজাতয়ে।
সহস্রঞ্চ গজেন্দ্রাণামশ্বানাঞ্চ ত্রিলক্ষকং। ৩।
দশ লক্ষং গবাঞ্চৈব পঞ্চ লক্ষং সুবর্ণকং।
মুক্তামাণিক্য রত্নানি মণি শ্রেষ্ঠানি যানি চ। ৪।
অন্যান্যপিচ দানানি বস্ত্রাণি ভূষণানিচ।
সর্ব্বাণ্যমূল্য রত্নানি ক্ষীরোদ সম্ভবানি চ। ৫।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিষ্ণুঃ কৌস্তুভং কৌতুকান্বিতঃ।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! অতঃপর হর পার্ব্বতী উভয়ে গৃহ বহির্ভাগে আগমন করিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় পরমানন্দে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন॥ ১॥

পরে ভগবান্ শঙ্কর পুত্র লাভ জন্য মহোৎসবে মত্ত হইয়া স্তুতি পাঠক ও ভিক্ষুকগণকে বিবিধ বস্তু বিতরণ পূর্ব্বক বাদকগণকে বাদ্যোদ্যম করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র তথায় বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল॥ ২॥

তখন গিরিরাজ হিমালয় দৌহিত্র লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ রত্ন সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী ত্রিলক্ষ অশ্ব দশ লক্ষ ধেনু পাঁচ লক্ষ সুবর্ণ এবং অসংখ্য অত্যুত্তম মণি মুক্তা মাণিক্য বস্ত্রালঙ্কার ও ক্ষীরোদ সম্ভূত অমূল্য রত্ন সমূহ প্রদান করিলেন॥ ৩। ৪। ৫॥

ব্রহ্মা বিশিষ্ট দানানি বিপ্রাণাং বাঞ্ছিতানি চ।
সুদুর্লভানি সৃষ্টৌ চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা॥ ৬॥
ধর্ম্মঃ সূর্য্যশ্চ শক্রশ্চ দেবাশ্চ মুনয় স্তথা।
গন্ধর্ব্বাঃ পর্ব্বতা দেব্যোদদুর্দানং ক্রমেণ চ॥ ৭॥
পরমানাং সহস্রাণি রুচকানাং শতানি চ।
শতানি কৌস্তুভানাঞ্চ হীরকানাং শতানি চ॥ ৮॥
মাণিক্যানাং সহস্রাণি রত্নানাঞ্চ শতানি চ।
হরিদ্বর্ণ মণীন্দ্রাণা সহস্রাণি মুদান্বিতঃ॥ ৯॥
গবাং রত্নানি লক্ষাণি গজরত্নং সহস্রকং।
অমূল্যান্যন্য রত্নানি শ্বেত বর্ণানি কৌতুকাৎ॥ ১০॥
শত লক্ষং সুবর্ণানা বহ্নি শুদ্ধাংশুকানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ব্রহ্মন্ তত্র ক্ষীরোদকার্ণবঃ॥ ১১॥
হারঞ্চামূল্য রত্নানাং ত্রিষুলোকেষু দুর্লভং।
অতীব নির্ম্মলং সারং সূর্য্য ভানু বিনিন্দকং॥ ১২॥

এই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে কৌস্তুভমণি ব্রাহ্মণ সাৎ করিলেন। আর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাও সৃষ্টি মধ্যে সুদুর্লভ দ্রব্য জাত আহরণ পূর্ব্বক বিপ্রগণের প্রার্থনানুসারে পরমানন্দে তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট বস্তু সমুদায় দান করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

তৎকালে সেই কৈলাসধামে ধর্ম্ম সূর্য্য ইন্দ্র ও অন্যান্য দেব দেবীগণ এবং মুনি গন্ধর্ব্ব ও পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেবগণ কর্ত্তৃক যথা ক্রমে বিবিধ দান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল॥ ৭॥

ক্ষীরোদ সাগর মূর্ত্তিমান হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ মনে সহস্র সহস্র পরম মণি, শত শত রুচক মণি কৌস্তুভ মণি ও হীরক মণি বহু সহস্র মাণিক্য ও হরিদ্বর্ণ উৎকৃষ্ট মণি, শত শত শ্রেষ্ঠ রত্ন বহু লক্ষ গোরত্ন, সহস্র গজ রত্ন, ভূরি পরিমাণে শ্বেতবর্ণ অন্যান্য রত্ন সমূহ, শত লক্ষ সুবর্ণ এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্ররাশি বিপ্রগণকে দান করিলেন। ৮।৯।১০।১১।

পরিষ্কৃতঞ্চ মাণিক্যৈ র্হীরকৈশ্চ বিরাজিতং।
রম্যং কৌস্তুভ মধ্যস্থং দদৌ দেবী সরস্বতী॥ ১৩॥
ত্রৈলোক্যসার হারঞ্চ সদ্রত্নসার নির্ম্মিতং।
ভূষণানি চ সর্ব্বাণি সা সাবিত্রী দদৌ মুদা॥ ১৪॥
লক্ষং সুবর্ণলোষ্ট্রাণাং ধনানি বিবিধানি চ।
শতান্যমূল্য রত্নানাং কুবেরশ্চ দদৌ মুদা॥ ১৫॥
দানানি দত্ত্বা বিপ্রেভ্য স্তে সর্ব্বেদদৃশুঃ শিশুং।
পরমানন্দ সংযুক্তা শিব পুত্রোৎসবে মুনে॥ ১৬॥
ভাবং বোঢু মশক্তাশ্চ ব্রাহ্মণা বন্দিন স্তথা।
স্থায়ং স্থায়ঞ্চ গচ্ছন্তো ধনানাং পথিকাতরাঃ॥ ১৭॥
কথয়ন্তি কথাঃ সর্ব্বে বিশ্রান্তাঃ পূর্ব্বদায়িনাং।
বৃদ্ধা শৃণ্বন্তি মুদিতা যুবানো ভিক্ষুকা মুনে॥ ১৮॥

তখন সরস্বতী দেবী সূর্য্য ভানু বিনিন্দিত অতি সুনির্ম্মল ত্রিলোক দুর্ল্লভ অমূল্যরত্নহার ব্রাহ্মণ সাৎ করিলেন। তৎকালে ঐ রমণীয়হার মাণিক্য ও হীরক খণ্ডে জড়িত এবং উহার মধ্যভাগে কৌস্তুভমণি গ্রথিত থাকাতে তৎপ্রদেশ আলোকময় হইয়া উঠিল। ১২। ১৩।

সাবিত্রী দেবী আনন্দিতা হইয়া উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত ত্রৈলোক্য সার হার এবং সর্ব্ব প্রকার ভূষণ বিপ্রগণকে প্রদান করিলেন।১৪।

তৎকালে ধনাধিকারী কুবেরও সানন্দ মনে লক্ষ সুবর্ণ লোষ্ট্র বিবিধ ধন ও শত শত অমূল্য রত্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন॥ ১৫॥

এই রূপে তাঁহারা সকলে ভগবান্ শঙ্করের পুত্র জননোৎসবে পরমানন্দিত হইয়া বিবিধ ধন রত্ন বিপ্রগণকে প্রদান পূর্ব্বক সেই শিশুকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

এই মহোৎসবে এত ধন রত্ন বিতরিত হইল যে ব্রাহ্মণ ও স্তুতি পাঠক বিপ্রগণ তৎ সমুদায়ের ভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ ও কাতর হইয়া পথি মধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রাম পূর্ব্বক পরস্পর দাতাদিগের ভুরি ভুরি

বিষ্ণুঃ প্রমুদিত স্তত্র বাদয়ামাস দুন্দুভিং।
সঙ্গীতং গায়য়ামাস কারয়ামাস নর্ত্তনং।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস পুরাণানি চ নারদ ॥ ১৯॥
মুনিন্দ্রানানয়ামাস পূজয়ামাসতান্ মুদা।
আশিষং দাপয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং।
সার্দ্ধং দেবৈশ্চ দেবীভি র্দদৌতস্মৈ শুভাশিষং। ২০।

বিষ্ণুরুবাচ।

শিবেনতুল্যং জ্ঞানন্তে পরমায়ুশ্চ বালক।
পরাক্রেমোময়া তুল্যঃ সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বরো ভব। ২১।

ব্রহ্মোবাচ।

যশসা তে জগৎ পূর্ণং সর্ব্ব পূজ্যো ভবাচিরং।

প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন ভগবান্ বিষ্ণু প্রফুল্লান্তঃকরণে সেই মহোৎসবে বাদকগণকে দুন্দুভি বাদন, গায়কগণকে গান, নর্ত্তকীগণকে নৃত্য, বেদ বেত্তাদিগকে বেদপাঠ ও পুরাণজ্ঞদিগকে পুরাণপাঠ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, বাদকগণ দুন্দুভি বাদন গায়কগণ মধুরস্বরে গান নর্ত্তকীগণ নৃত্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদ পাঠ ও পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গীতাদি শ্রবণে বৃদ্ধ যুবক ও ভিক্ষুক সকলের পরমানন্দ অনুভূত হইতে লাগিল ॥ ১৭। ১৮। ১৯॥

পরে বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষিগণকে তথায় আনয়ন করাইয়া পরমানন্দে যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করাইলেন, তখন মহর্ষিগণ হরির আজ্ঞানুসারে বিবিধ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং সেই সনাতন হরির আদেসানুসারে তথায় বিবিধ মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ২০ ॥

তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং দেব দেবীগণে পরিবৃত হইয়া সেই বালককে শুভ অশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিব নন্দন! তুমি শিবের তুল্য পরমায়ু ও জ্ঞান লাভ কর এবং তুমি আমার তুল্য পরাক্রমশালী হইয়া সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদানের ঈশ্বর হও ॥ ২১ ॥

সর্ব্বেষাং পুরতঃ পূজা ভবত্বতি সুদুর্লভা। ২২।

ধর্ম্ম উবাচ।

ময়া তুল্যঃ সুধর্ম্মিষ্ঠো ভবান্ ভব সুদুর্লভঃ।
সর্ব্বজ্ঞশ্চ দয়া যুক্তো হরি ভক্তো হরেঃ সমঃ। ২৩।

মহাদেব উবাচ।

দাতা ভব ময়া তুল্যো হরি ভক্তিশ্চ বুদ্ধিমান্।
বিদ্যাবান্ পুণ্যবান্ শান্তোদান্তশ্চ প্রাণবল্লভ। ২৪।

লক্ষ্মীরুবাচ।

মম স্থিতিশ্চ গেহে তে দেহে ভবতু শাশ্বতী।
পতিব্রতা ময়াতুল্যা শান্তা কান্তা মনোহরা। ২৫।

সরস্বত্যুবাচ।

ময়া তূল্যা সুকবিতা ধারণাশক্তিরেব চ।
স্মৃতি র্ব্বিবেচনা শক্তি র্ভবত্বতিশয়াসুত ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মা আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণ হউক তুমি সর্ব্ব পূজ্য হও এবং সর্ব্বদেবের পূজার অগ্রে তোমার সুদুর্ল্লভা পূজা হউক ॥ ২২ ॥

ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ করিলেন, শিব পুত্র! তুমি আমার ন্যায় সুদুর্ল্লভ ধর্ম্মিষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ দয়াবান্ হরি পরায়ণ ও হরি তুল্য হও॥ ২৩ ॥

মহাদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন, প্রাণবল্লভ! তুমি আমার তুল্য দাতা, হরিভক্ত, বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, পুণ্যবান্, সমগুণান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হও ॥২৪॥

লক্ষ্মীদেবী আশীর্ব্বাদ করিলেন, শিব নন্দন! তোমার দেহে ও গৃহে নিত্য আমার অধিষ্ঠান থাকিবে এবং তুমি আমার তুল্য পতিব্রতা শান্তা মনোরমা ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫ ॥

সরস্বতী আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তুমি আমার তুল্য সুকবিতার ধারণাশক্তি স্মৃতি শক্তি ও অতিশয় বিবেক শক্তি প্রাপ্ত হও ॥ ২৬॥

সাবিত্র্যুবাচ।

বৎসা হং বেদ জননী বেদ জ্ঞাতা ভবাচিরং।
মন্মন্ত্র জপশীলশ্চ প্রবরো বেদ বাদিনাং ॥ ২৭ ॥

হিমালয় উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণেতি মতিঃ শশ্বৎ ভক্তি র্ভবতি শাশ্বতী।
শ্রীকৃষ্ণ তুল্যো গুণবান ভব কৃষ্ণ পরায়ণঃ ॥ ২৮ ॥

মেনকোবাচ।

সমুদ্র তুল্যো গাম্ভীর্য্যে কাম তুল্যশ্চ রূপবান্।
শ্রীযুক্তঃ শ্রীপতি সমো ধর্ম্মে ধর্ম্ম সমো ভব ॥ ২৯ ॥

বসুন্ধরোবাচ।

ক্ষমাশীলো ময়া তুল্য শরণ্যঃ সর্ব্বরত্নবান্।
নির্ব্বিঘ্নো বিঘ্ন নিঘ্নশ্চ ভব বৎস শুভাশ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

তাত তুল্যো মহাযোগী সিদ্ধঃ সিদ্ধিপ্রদঃ শুভঃ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ ভগবান্ ভবত্বিতি বিশারাদঃ ॥ ৩১ ॥

সাবিত্রী বলিলেন, বৎস! আমি বেদ জননী আমার আশীর্ব্বাদে তুমি বেদজ্ঞ মন্মন্ত্রজপশীল ও বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে ॥ ২৭ ॥

হিমালয় আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তোমার পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর দৃঢ় ভক্তি উৎপন্ন হউক এবং তুমি শ্রীকৃষ্ণ তুল্য গুণবান্ ও কৃষ্ণ পরায়ণ হও ॥ ২৮ ॥

মেনকা আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র তুল্য গাম্ভীর্য্য-শালী কামদেব তুল্য রূপবান্ শ্রীপতি তুল্য শ্রীযুক্ত ও ধর্ম্ম তুল্য ধর্ম্ম পরায়ণ হও ॥ ২৯ ॥

বসুন্ধরা আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় ক্ষমাশীল শরণ্য সর্ব্ব রত্ন যুক্ত নির্ব্বিঘ্ন বিঘ্ননাশন ও মঙ্গলাশ্রয় হও ॥ ৩০ ॥

পার্ব্বতী আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তুমি পিতৃ তুল্য মহাযোগী

ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বেষু যুযুধাশিষং।
ব্রাহ্মণা বন্দিনশ্চৈব যুযুজুঃ সর্ব্ব মঙ্গলং ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বংতে কথিতং বৎস সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলং।
গণেশ জন্ম কথনং সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশনং ॥ ৩৩ ॥
ইমং সুমঙ্গলাধ্যায়ং যঃ শৃণোতি সুসংযতঃ।
সর্ব্ব মঙ্গল সংযুক্ত স ভবেন্মঙ্গলালয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্র মধনো লভতে ধনং।
কৃপণো লভতে সত্বং শশ্বৎ সম্পৎ প্রদায়ি চ। ৩৫।
ভার্য্যার্থী লভতে ভার্য্যাং প্রজার্থি লভতে প্রজাং।
আরোগ্যং লভতে রোগী সৌভাগ্যং দুর্ভগা ভবেৎ। ৩৬।
ভ্রষ্ট পুত্রং নষ্ট ধনং প্রোষিতঞ্চ প্রিয়ংলভেৎ।
শোকাবিষ্টঃ সদানন্দং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৩৭।

সিদ্ধ সিদ্ধিপ্রদ মঙ্গল দাতা মৃত্যুঞ্জয় ও সর্ব্বজ্ঞান বিশারদ হও ॥ ৩১ ॥

ইহাঁদিগের এই রূপ আশীর্ব্বাদের পর ঋষি মুনি সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ সকলেই ঐ বালকের প্রতি মঙ্গলপ্রদ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন সর্ব্ব মঙ্গল বিবিধ মঙ্গল জনক পবিত্র গণেশ জন্ম কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩৩ ॥

বৎস! যে ব্যক্তি সুসংযত হইয়া এই গণেশ জন্মান্তর্গত সুমঙ্গলাধ্যায় শ্রবণ করে সেই ব্যক্তি সর্ব্ব মঙ্গল সংযুক্ত ও সর্ব্ব মঙ্গলের আধার হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

এই মঙ্গল জনক গণেশ জন্মাধ্যায় শ্রবণে অপুত্রকের পুত্র, অধনের ধন, কৃপণের সদা সম্পত্তি দায়ক অপূর্ব্ব সত্ত্ব ভার্য্যার্থীর ভার্য্যা, প্রজা-র্থীর প্রজা, রোগীর আরোগ্য ও অভাগ্যবানের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং মনুষ্য উহা শ্রবণ করিলে হৃত পুত্র, নষ্ট ধন ও বহুদূরাগত প্রিয় বস্তু লাভ করে আর শোকাবিষ্ট ব্যক্তি নিঃসন্দেহ সদানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫। ৩৬। ৩৭ ॥

গণেশাখ্যান শ্রবণে যৎ পুণ্যং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূন মধ্যায় শ্রবণে মুনে। ৩৮।
অয়ঞ্চ মঙ্গলাধ্যায়ো যস্যগেহে চ তিষ্ঠতি।
সদা মঙ্গল সংযুক্তঃ সভবেন্নাত্র সংশয়ঃ। ৩৯।
যাত্রাকালে চ পুণ্যাহে যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
সর্ব্বাভীষ্টংস লভতে শ্রীগণেশ প্রসাদতঃ। ৪০।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশোদ্ভব মঙ্গলং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

গণেশের উপাখ্যান শ্রবণে মনুষ্য যেরূপ পুণ্য লাভ করে, এই অধ্যায় শ্রবণে মানবের নিশ্চয় তদনুরূপ পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৮ ॥

যাহার এই মঙ্গলাধ্যায় বিদ্যমান থাকে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় সদা মঙ্গল যুক্ত হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করে ॥ ৩৯ ॥

যাত্রা কালে বা পুণ্য দিনে যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই গণেশ জন্মাধ্যায় শ্রবণ করেন তাঁহার শ্রীগণেশ প্রসাদে সকল অভীষ্ট পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশোদ্ভব মঙ্গল নাম দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিস্তমাশিষং কৃত্বা রত্ন সিংহাসনে বরে।
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সার্দ্ধ মুবাস তত্র সংসদি। ১।
দক্ষিণে শঙ্কর স্তস্য বামে ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
পুরতো জগতাং সাক্ষী ধর্ম্মোধর্ম্মবতাং বরঃ॥ ২॥
আবাং ধর্ম্ম সমীপে চ সূর্য্যঃ শক্র কলানিধিঃ।
দেবাশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মন্নূষুঃ শৈলাঃ সুখাসনে॥ ৩॥
ননর্ত্ত নর্ত্তক শ্রেণী জগুর্গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং তুষ্টবুঃ শ্রুতযো হরিং॥ ৪॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দ্রষ্টুং শঙ্কর নন্দনং।
আজগাম মহাযোগী সূর্য্য পুত্রঃ শনৈশ্চরঃ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! সর্ব্ব ভূতাত্মা সনাতন হরি শিব সন্তানকে এই রূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই সভা মধ্যে দেব ও মুনিগণের সহিত উৎকৃষ্ট রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১।

তখন তাঁহার দক্ষিণ ভাগে ভগবান্ শঙ্কর বাম ভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পুরোভাগে ধার্ম্মিক প্রবর জগতের সাক্ষী ধর্ম্ম উপবিষ্ট রহিলেন ॥২॥

সেই ধর্ম্ম সমীপে আমরা উভয়ে উপবেশন করিলাম এবং সূর্য্য ইন্দ্র চন্দ্র পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেবগণ মহর্ষি মণ্ডল ও অন্যান্য দেব সমুদায় তত্রত্য সুখাসনে সমাসীন হইলেন॥ ৩॥

তখন নর্ত্তক শ্রেণী নৃত্য ও গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল এবং শ্রুতি সকল মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রুতি সুখাকর শ্রুতিসারে সেই দেবগণ মধ্যবর্ত্তী সনাতন নারায়ণ হরির স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

এই সময়ে মহাযোগী সূর্য্য পুত্র শনৈশ্চর শিব সন্তান দর্শনার্থ তথায়

অত্যন্ত নম্র বদন ঈষন্মুদিত লোচনঃ।
অন্তর্ব্বহিঃ স্মরন্ কৃষ্ণং কৃষ্ণৈকগত মানসঃ॥ ৬॥
তপঃ ফলাশী তেজস্বী জ্বলদগ্নি শিখোপমঃ।
অতীব সুন্দরঃ শ্যাম পীতাম্বর ধরং বরঃ॥ ৭॥
প্রণম্য বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং শিবং ধর্ম্মং রবিং সুরান্।
মুনীন্দ্রান্ বালকং দ্রষ্টুং জগাম তদনুজ্ঞয়া॥ ৮॥
প্রধান দ্বার মাসাদ্য শিব তুল্য পরাক্রমং।
দ্বারিণং শূল হস্তঞ্চ বিশালাক্ষ মুবাচ হ॥ ৯॥

শনৈশ্চর উবাচ।

শিবাজ্ঞয়া শিশুং দ্রষ্টুং যামি শঙ্কর কিঙ্কর।
বিষ্ণু প্রমুখ দেবানাং মুনীনামনুরোধতঃ॥ ১০॥
গন্তুং তামীশয়া মীড্য পার্ব্বতী সন্নিধিং বুধঃ।
পুনর্যামি শিশুং দৃষ্টা বিষয়াসক্ত মানসঃ॥ ১১॥

আগমন পূর্ব্বক তদ্গতচিত্ত হইয়া অতি বিনম্র বদনে ও ঈষন্মুদিত লোচনে অন্তরে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও বহির্ভাগে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৫। ৬॥

পীতাম্বরধারী শ্যাম সুন্দর সর্ব্ব প্রধান ভগবান্ হরি জ্বলদগ্নি শিখোপম তেজস্বী শনৈশ্চরের তপোবলে তাহাকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলে সেই সূর্য্য পুত্র শনৈশ্চর তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া যথাক্রমে ব্রহ্মা শিব ধর্ম্ম সূর্য্য এবং দেব ও মুনিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই ভগবান্ হরির আজ্ঞানুসারে শিব পুত্র দর্শনার্থ শিব সদনাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥৭।৮॥

অতঃপর শনৈশ্চর কৈলাস ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন শিব তুল্য পরাক্রম শালী বিশালাক্ষ নামক দ্বারী শূল হস্তে প্রধান দ্বারে অবস্থান করিতেছে, তখন শনৈশ্চর তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে শিব কিঙ্কর! আমি দেবাদিদেবের অনুমতিক্রমে এবং বিষ্ণু প্রমুখ দেব ও মুনিগণের অনুরোধে শিব সন্তান দর্শনে ও ভগবতী পার্ব্বতী দেবীর চরণ বন্দন

বিশালাক্ষ উবাচ।

আজ্ঞাবহো ন দেবানাং নাহং শঙ্কর কিঙ্করঃ।
দ্বারং দাতুং নশক্তোহহং বিনাত্মমাতুরাজ্ঞয়া॥ ১২॥
ইত্যুক্ত্বাভ্যন্তরংভ্যেত্য প্রেরয়িত্বা শিবাজ্ঞয়া।
দদৌ দ্বারং গ্রহেশায় চক্ষুঃ কোষাজ্ঞয়া ততঃ॥ ১৩॥
শনি রভ্যন্তরং গত্বা ননাম মত্র কন্দরঃ।
রত্ন সিংহাসনস্থাঞ্চ পার্ব্বতীং সস্মিতাং মুদা॥ ১৪॥
সখিভিঃ পঞ্চভিঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেত চামরৈঃ।
সখি দত্তঞ্চ তাম্বুলং ভুক্তবন্তীং সুবাসিতং॥ ১৫॥
বহ্নি শুদ্ধাংশুকাধানাং রত্ন ভূষণ ভূষিতাং।
পশ্যন্তী নর্ত্তকী নৃত্যং পুত্র বক্ষস্থল স্থিতাং॥ ১৬॥

করিতে গমন করিতেছি বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যে পার্ব্বতীর আরাধনা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাঁহার চরণ বন্দন করা আমার বাঞ্ছনীয়, অতএব আমি শিব সন্তান দর্শন করিয়া সেই জগজ্জননীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দন করিব, আপনি দ্বার মুক্ত করুন॥ ৯। ১০। ১১॥

বিশালাক্ষ শনৈশ্চরের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, গ্রহেশ্বর! আমি দেবগণের আজ্ঞাবহ বা শিব কিঙ্কর নহি, আত্ম জননীর অনুমতি ভিন্ন আমি দ্বার পরিত্যাগ করিতে পারি না॥ ১২॥

দ্বার রক্ষক বিশালাক্ষ এই বলিয়া পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট শনৈশ্চরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তিনি দ্বার মোচনের অনুমতি প্রদান করিলেন তখন ঐ দ্বারপাল শিবানীর আজ্ঞাক্রমে প্রত্যাগত হইয়া দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নয়ন প্রান্তের ভঙ্গিক্রমে সেই গ্রহেশ্বরশনৈশ্চরকে পুর প্রবেশে ইঙ্গিত করিলেন॥ ১৩॥

তখন শনৈশ্চর পুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পরমানন্দে মত্তকন্দরে রত্ন সিংহাসনাধিরূঢ়া সহাস্য বদনা পার্ব্বতীর চরণে প্রণত হইয়া দেখিলেন পঞ্চ সখী তৎ পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া শ্বেত চামর বীজন পূর্ব্বক তাঁহার

নতং সূর্য্য সুতং দৃষ্টা দুর্গা সংভাষ্য সত্বরং।
শুভাশিষং দদৌ তস্মৈ পুষ্টাতস্মঙ্গলং শুভ॥ ১৭॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

কথমানম্রবক্রস্ত্বং শ্রোতু মিচ্ছামি সাংপ্রতং।
কথং ন পশ্য মাং সাধো বালকং বা গ্রহেশ্বর॥ ১৮॥

শনিরুবাচ।

সর্ব্বে স্বকর্ম্মণা সাধ্বি ভুঞ্জতে তপসঃ ফলং।
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম কোটি কল্পে র্নলিপ্যতে॥ ১৯॥
কর্ম্মণা জায়তে জন্তু র্ব্রহ্মেন্দ্র সূর্য্য মন্দিরে।
কর্ম্মণা নর গেহেষু পশ্বাদিষু চ কর্ম্মণা॥ ২০॥
কর্ম্মণা নরকং যাতি বৈকুণ্ঠং যাতি কর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা চ রাজেন্দ্রো ভৃত্যস্তস্য স্বকর্ম্মণা॥ ২১॥

সেবা করিতেছে, আর তিনিও বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সখি প্রদত্ত সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক পুরোভাগে নর্ত্তকীগণের নৃত্য দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সন্তান বিরাজমান রহিয়াছে॥ ১৪। ১৫। ১৬॥

তৎকালে ভগবতী দুর্গাদেবী সূর্য্য পুত্র শনিকে প্রণত দেখিয়া সত্বর মধুর সম্ভাষণে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! এক্ষণে তুমি কি জন্য নত শিরা হইয়া অবস্থান করিতেছ? গ্রহেশ্বর! আমাকে বা আমার পুত্রকে দর্শন না করিবার কারণ কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি অতএব তুমি স্বীয়াভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত কর॥ ১৭। ১৮॥

শনৈশ্চর কহিলেন সাধ্বি! তপস্যার ফল অনতিক্রমণীয় সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে, জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্ম কোটি কল্পেও কেহ অতিক্রম করিতে পারে না॥ ১৯॥

জননি! জীব কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মা ও চন্দ্র সূর্য্যের গৃহে বা মনুষ্যালয়ে জন্ম গ্রহণ করে অথবা কর্ম্মযোগে পশ্বাদি যোনিতে জীবের জন্ম হয়॥২০॥

কর্ম্মণা সুন্দরঃ শশ্বৎ ব্যাধি যুক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা বিষয়ী মাত নির্লিপ্তশ্চ স্বকর্ম্মণা॥ ২২॥
কর্ম্মণা ধনবান্ লোকো দৈন্য যুক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা সৎ কুটুম্বীচ কর্ম্মণা বন্ধু কন্টকঃ॥ ২৩॥
সুভার্য্যশ্চ সুপুত্রশ্চ সুখী শশ্বৎ স্বকর্ম্মণা।
অপুত্রকশ্চ কুস্ত্রী বাস্ত্রি স্ত্রীকশ্চ স্বকর্ম্মণা॥ ২৪॥
ইতিহাসঞ্চাতি গোপ্যং শৃণু শঙ্কর বল্লভে।
অকথ্যং জননী সাক্ষাল্লজ্জা জনক কারণং॥ ২৫॥
আবাল্যাৎ কৃষ্ণ ভক্তোহহং কৃষ্ণ ধ্যানৈক মানসঃ।
তপস্যা সুরতঃ শশ্বৎ বিষয়ে বিরতঃ সদা॥ ২৬॥

জীব স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা নিরয়গামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয় আবার স্বকর্ম্ম যোগে বৈকুণ্ঠ গমন করিয়া পরম সুখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারা জীব কখন রাজ্যেশ্বর ও কখন বা রাজভৃত্য হইয়া থাকে॥ ২১॥

মাতঃ! স্বকর্ম্ম বলে জীব পরম সুন্দর, কর্ম্ম দ্বারা নিরন্তর ব্যাধিযুক্ত, কর্ম্ম দ্বারা বিষয়াসক্ত বা কর্ম্ম দ্বারা বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়॥ ২২॥

স্বকর্ম্ম ফলে জীব ধনবান্ স্বকর্ম্ম ফলে দৈন্য গ্রস্ত কর্ম্মযোগে সৎ কুটুম্ব সম্পন্ন ও কর্ম্মযোগে বন্ধু কন্টক হইয়া থাকে॥ ২৩॥

স্বকর্ম্মানুসারে জীব মনোরমা ভার্য্যা ও স্বকর্ম্মানুসারে সৎপুত্র প্রাপ্ত হয় এবং স্বকর্ম্মানুসারেই সর্ব্বদা পরম সুখে কাল যাপন করে। আর কর্ম্মযোগে জীব কুসন্তান ও কুস্ত্রী লাভ করে এবং স্বকর্ম্ম দোষেই জীব ভার্য্যা হীন হয়॥ ২৪॥

হর প্রিয়ে! জীব যে কর্ম্মের বশীভূত তৎ সম্বন্ধে যে অতি গোপনীয় পুরাতন ইতিহাস প্রথিত আছে, সেই ইতিহাস নিতান্ত লজ্জার বিষয়ীভূত, সুতরাং জননীর নিকট তাহা অকথ্য হইলেও আমি তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ২৫॥

জননি! আমি তোমাকে আর অধিক কি বলিব, বাল্যাবধি সর্ব্বদা বিষয় বিরত হইয়া তপঃসাধনে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ পূর্ব্বক নিরন্তর পরাৎ-

পিতা দদৌ বিবাহেতু কন্যাঞ্চিত্ররথস্য চ।
অতি তেজস্বিনী শশ্বৎ তপস্যা স্বরতা সতী॥ ২৭॥
একদা সা ঋতুস্নাতা সুবেশং স্বং বিধায়চ।
রত্নালঙ্কার সংযুক্তা মুনি মানস মোহিনী॥ ২৮॥
হরেঃ পাদং ধ্যায়মানং সা মাং পশ্যত্যুবাচ হ।
মৎ সমীপং সমাগত্য সস্মিতা লোল লোচনা॥ ২৯॥
শশাপ মাম পশ্যন্তং ঋতু নষ্টা স কোপতঃ।
বাহ্য জ্ঞান বিহীনঞ্চ ধ্যানৈকতান মানসঃ॥ ৩০॥
ন দৃষ্টাহং ত্বয়া যেন নকৃত মৃতু রক্ষণং।
ত্বয়া দৃষ্টঞ্চ যদ্বস্তু মূঢ় সর্ব্বং বিনশ্যতি॥ ৩১॥
অহঞ্চ বিরতে ধ্যানে তাম তোষং পুরাসতি।
শাপং মোক্তুং নসক্তা সা পশ্চাত্তাপং চকারহ॥ ৩২॥

পর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া আসিতেছি॥ ২৬॥

আমি বিবাহ যোগ্য হইলে পিতা অতি তেজস্বিনী তপঃ সাধন নিরতা সাধুশীলা চিত্ররথ কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন॥ ২৭॥

একদা আমার সেই পত্নী ঋতু স্নানের পর বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক মনোহর বেশে মুনিজনের মনোহারিণী হইয়া সহাস্য বদনে আমার নিকট আগমন করিল কিন্তু তৎকালে আমি হরি চরণে নিবিষ্ট-চেতা হইয়া বাহ্যজ্ঞান বিহীন থাকাতে তাহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, তাহাতে সেই লোল লোচনা আমার প্রতি কোপা-বিষ্টা হইয়া এইরূপ শাপ প্রদান করিল মূঢ়! আজি আমি ঋতুস্নাতা হইয়া তোমার নিকট আগমন করিলাম কিন্তু তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ও আমার ঋতুরক্ষা করিলে না, অতএব তুমি যে যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিবে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় বিনষ্ট হইবে॥ ২৮। ২৯।৩০। ৩১॥

দেবি! অতঃপর আমার ধ্যান ভঙ্গ হইলে আমি তাহার মনোরথ পূর্ণ করিলাম। তখন আমার সেই ভার্য্যা শাপ বৃত্তান্ত মৎ সমীপে ব্যক্ত

তেন মাত র্ন পশ্যামি কিঞ্চিদ্বস্তু স্বচক্ষুষা।
ততঃ প্রকৃতি নম্রাস্য প্রাণি হিংসা ভয়াদহং ॥ ৩৩ ॥
শনৈশ্চর বচঃ শ্রুত্বা জহাস পার্ব্বতী মুনে।
উচ্চৈঃ প্রজহসুঃ সর্ব্বা নর্ত্তকী কিন্নরীগণাঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে শনি পার্ব্বতী সম্বাদোনামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

করিতে না পারিয়া পরিশেষে বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

মাতঃ! তদবধি আমি প্রাণি হিংসা ভয়ে স্বচক্ষে কোন বস্তু দর্শন না করিয়া সর্ব্বদা অবনত মস্তকে অবস্থান করিয়া থাকি ॥ ৩৩ ॥

পার্ব্বতী দেবী শনৈশ্চরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং নর্ত্তকী ও কিঙ্করীগণও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে শনি পার্ব্বতী সম্বাদ নাম একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

দুর্গা তদ্বচনং শ্রুত্বা সস্মার হরিমীশ্বরং।
ঈশ্বরেচ্ছাবশীভূতং জগদেবেত্যুবাচহ ॥ ১।
সাচ দেবী বশীভূত্বা শনিং প্রোবাচ কৌতুকাৎ।
পশ্যমাং মচ্ছিশুমিতি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥ ২ ॥
পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা শনির্ম্মেনে হৃদা স্বয়ং।
পশ্যামি কিং ন পশ্যামি পার্ব্বতী সুত মিত্যহো।
যদিবানো ময়া দৃষ্ট স্তস্য বিঘ্নো ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৩ ॥
ইত্যেব মুক্তা ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মং কৃত্বাতু সাক্ষিণং।
বালং দ্রষ্টুং মনশ্চক্রে ন বাল মাতরং শনিঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, ভগবতী দুর্গা দেবী তখন শনৈশ্চরের সেই বাক্য শ্রবণে পরাৎপর পরমাত্মা হরিকে স্মরণ করিয়া কহিলেন প্রহেশ্বর! সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেচ্ছার বশীভুত, রহিয়াছে ॥ ১ ॥

এই বলিয়া পার্ব্বতী দেবী স্বয়ং ঈশ্বরেচ্ছার বশীভুতা হইয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে শনৈশ্চরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সূর্য্য পুত্র! অবশ্যম্ভাবী কর্ম্ম ফল অখণ্ডনীয়, অতএব তুমি আমার প্রতি ও আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ২ ॥

হরপ্রিয়া পার্ব্বতী এই রূপ আজ্ঞা করিলে শনি স্বয়ং মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? পার্ব্বতী পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি কি না? যদি ঐ বালক আমার নয়ন পথে নিপতিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার বিঘ্ন হইবে। ধর্ম্মিষ্ঠ শনৈশ্চর বহুক্ষণ এই রূপ বিতর্কের পর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বালককে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু সেই জগদম্বা মহামায়া পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বাসনা করিলেন না ॥ ৩। ৪ ॥

বিষণ্ণ মানসঃ পূর্ণং শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকঃ।
সব্য লোচন কোণেন দদর্শচ শিশোর্ম্মুখং ॥ ৫ ॥
শনেশ্চ দৃষ্টি মাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে।
চক্ষু র্নিবাবয়া মাস তস্থৌ নম্রাননঃ শনিঃ ॥ ৬ ॥
প্রতস্থৌ পার্ব্বতী ক্রোড়ে তৎ সর্ব্বাঙ্গঃ সলোহিতঃ।
বিবেশ মস্তকং কৃষ্ণে গত্বা গোলোক মীপ্সিতং ॥ ৭ ॥
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ সা দেবী বিলপ্যচ ভৃশং মুহুঃ।
মৃতাহ্বর পৃথিব্যাস্তু কৃত্বা রক্ষসি বালকং ॥ ৮ ॥
বিস্মিতাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা।
দেব্যশ্চ শৈলা গন্ধর্ব্বা শিবঃ কৈলাস বাসিনঃ ॥ ৯ ॥

অতঃপর বালকের দর্শন কালে শনির কণ্ঠ তালু এবং ওষ্ঠ শুষ্ক হইল এবং তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ চিত্ত হইয়া বাম নয়নের কোণে সেই শিশুর মুখাবলোকন করিলেন ॥ ৫ ॥

শনির দৃষ্টিপাত মাত্র পার্ব্বতীর সেই শিশু সন্তানের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। শনৈশ্চর তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি রোধ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তৎকালে পার্ব্বতী ক্রোড়ে কেবল সেই শিশুর রুধিরাক্ত সর্ব্বাঙ্গ অবস্থিত রহিল, তদীয় মস্তক তৎক্ষণাৎ গোলোকাগত হইয়া সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন কৃষ্ণের দেহে লীন হইয়া গেল ॥ ৭ ॥

তখন ভগবতী পার্ব্বতী দেবী শনির দৃষ্টিপাতে সেই ছিন্ন শিরাঃ শিশু সন্তানকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক হাহাকার রবে মৃত প্রায় হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইলেন, এবং বারংবার সকাতরে বিলাপ করিয়া এককালে সংজ্ঞা শূন্য হইলেন ॥ ৮ ॥

ঐ সময়ে কৈলাসনাথ শিব সমস্ত দেব দেবী গন্ধর্ব্বগণ এবং পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা পুরুষ ও কৈলাসবাসিগণ সকলেই এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

তান্ সর্ব্বান্ মূর্চ্ছিতান্ দৃষ্ট্বা বারুহ্য গরুড়ং হরিঃ।
জগাম পুষ্পভদ্রাং স উত্তরস্যাং দিশি স্থিতাং॥ ১০ ॥
পুষ্পভদ্রা নদী তীরে দদর্শ কাননে স্থিতং।
গজেন্দ্রং নিদ্রিতং তত্র শয়ানং হস্তিনী যুতং॥ ১১ ॥
দিশ্যুত্তরস্যাং শিরসং মূর্চ্ছিতং সুরত শ্রমাৎ।
পরিতঃ শাবকান্ কৃত্বা পরমানন্দ মানসং॥ ১২ ॥
শীঘ্রং সুদর্শনে নৈব চিচ্ছেদ তচ্ছিরো মুদা।
স্থাপয়া মাস গরুড়ে রুধিরাক্তং মনোহরং॥ ১৩ ॥
গজ ছিন্নাঙ্গ বিক্ষেপাৎ প্রবোধ প্রাপ্য হস্তিনী।
সাবকান্ বোধয়া মাস চাশুভং বদতী সদা।
রুরোদ শাবকৈঃ সার্দ্ধং সা বিলাপ্য শুচাতুরা॥ ১৪ ॥
তুষ্টাব কমলাকান্তং ভ্রাময়ন্তং সুদর্শনং।
নিষেকং খণ্ডিতং শক্তং নিষেক জনকং বিভুং।

সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্গামী দয়াময় হরি কৈলাসস্থ দেবাদি সকলকে মূর্চ্ছিত জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রবাহিণী পুষ্পভদ্রা নামক নদীর তীরে উপনীত হইলেন॥ ১০ ॥

ভগবান্ হরি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেই নদীর তীরস্থ কানন মধ্যে এক সুরতশ্রমে জ্ঞান শূন্য গজেন্দ্র উত্তর শিরাঃ হইয়া হস্তি-নীর সহিত পরমানন্দে নিদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহার শাবকগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছে॥ ১১। ১২ ॥

এই ব্যাপার দর্শনমাত্র ভগবান্ হরি প্রসন্ন মনে সুদর্শনচক্র দ্বারা সত্বর সেই গজেন্দ্রের মস্তক চ্ছেদন করিয়া সেই রুধিরাক্ত মনোহর গজ মস্তক গরুড় পৃষ্ঠে সংস্থাপন করিলেন॥ ১৩ ॥

তখন গজেন্দ্রের ছিন্নাঙ্গ বিক্ষেপে করিণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তৎ-কালে সে শাবকগণকে জাগরিত করিয়া এই অশুভ বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত আর্ত্তস্বরে বিস্তর বিলাপ করিল॥ ১৪ ॥

নিষেক ভোগ দাতারং ভোগ নিস্তার কারণং ॥ ১৫ ॥
প্রভুস্তং স্তবনাত্তুষ্ট স্তস্যৈ বিপ্র বরং দদৌ।
মুণ্ডান্মুণ্ডং বিনিষ্কৃত্য যুযুজে ব্রহ্মজ্ঞান মুদা ॥ ১৬ ॥
জীবয়ামাস তং তত্র ব্রহ্ম জ্ঞানেন ব্রহ্মবিৎ।
সর্ব্বাঙ্গে যোজয়া মাস গজস্য চরণাম্বুজং। ১৭।
ত্বং জীবাকল্প পর্য্যন্তং পরিবারৈঃ সমং গজ।
ইত্যুক্ত্বাচ মনোযায়ী কৈলাস মাজগাম সঃ। ১৮।
আগত্য পার্ব্বতী স্থানং বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
রুচিরং তচ্ছিরঃ কৃত্বা যোজয়ামাস বালকে। ১৯।
ব্রহ্ম স্বরূপো ভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞানেন লীলয়া।
জীবনং জীবয়ামাস হুঁকারোচ্চারণে নচ। ২০।

পরে সেই রোরুদ্যমানা করিণী কমলাকান্ত ভগবান্ হরিকে সুদর্শন চক্র ভ্রমণ করাইতে দেখিয়া তাঁহাকে এই রূপে স্তব করিতে লাগিল হে প্রভো! জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল নিবন্ধন অবশ্যম্ভাবী বিষয়কেই নিষেক কহে। তুমি ভিন্ন কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারে না, তুমি সেই নিষেক জনক ও নিষেক ভোগ দাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক, তুমি ভিন্ন ভোগ নিস্তারের কারণ আর কেহই নাই, অতএব এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। ১৫ ॥

সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মবিদ ভগবান্ হরি করিণীর এইরূপ স্তুতিবাদে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার পতিলাভের বর প্রদান করিলেন। বর দানের পর তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বলে সানন্দচিত্তে সেই করিমুণ্ড হইতে অন্য করি-মুণ্ড আকর্ষণ ও গজেন্দ্রের গলদেশে সংযোজন পূর্ব্বক তাহাকে পুন-র্জীবিত করিয়া তদীয় সর্ব্বাঙ্গে স্বীয় চরণ কমল বিন্যস্ত করত কহিলেন, হে গজেন্দ্র! তুমি আমার বরে কল্প পর্য্যন্ত পরিবার বর্গের সহিত জীবিত থাকিবে। এইরূপ বরদান করিয়া ভগবান্ হরি মনের ন্যায় বেগে কৈলাস ধামে গমন করিলেন ॥ ১৬। ১৭। ১৮ ॥

পার্ব্বতীং বোধয়িত্বাতু কৃত্বা ক্রোড়ে চ তং শিশুং।
বোধযামাসতাং নাথ আধ্যাত্মিক বিবোধকৈ। ২১।

বিষ্ণুরুবাচ।

ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্তং জগদ্ ভুঙ্ক্তে স্ব কর্ম্মণাং।
ফলং বুদ্ধি স্বরূপাসি ত্বং ন জানাসি কিং শিবে। ২২।
কল্প কোটি শতং ভোগ জীবিনাং তং স্বকর্ম্মণাং।
উপস্থিতো ভবে ন্নিত্যং পতি যোনৌ শুভাশুভং। ২৩।
ইন্দ্রঃ স্বকর্ম্মণা কীট যোনৌ জন্ম লভেৎ সতি।
কীটশ্চাপি ভবেদিন্দ্রঃ পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলেন বৈ। ২৪।
সিংহোপি মক্ষিকাং হন্তু সক্ষম প্রাক্তনং বিনা।
মশকো হস্তিনং হন্তুং ক্ষমঃ স্ব প্রাক্তনে নচ। ২৫।

অতঃপর সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান হরি পার্ব্বতীর নিকট উপনীত হইয়া তদীয় সন্তানকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক সেই রুধির গজেন্দ্র মস্তক তাহার স্কন্ধে যোজিত করিলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান বলে অবলীলাক্রমে হুঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন॥ ১৯। ২০॥

এইরূপে বালক পুনর্জীবিত হইলে সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন হরি তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোক সন্তপ্তা পার্ব্বতীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগে প্রবোধিত করত কহিলেন, শিবে! তুমি বুদ্ধি স্বরূপা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী যে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে তাহা তোমার অবিদিত নাই॥ ২১। ২২॥

দেবি! শত কোটি কল্প পর্য্যন্তও জীবগণকে স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মানুসারেই জীব প্রত্যেক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে॥ ২৩॥

সতি! জীব কখন কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ও কখন বা কীট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে আবার কর্ম্ম দোষে কীট হইয়াও জীব পুনর্ব্বার কর্ম্ম ফলে স্বর্গ রাজ্যের অধীশ্বর হয়॥ ২৪॥

শিবে! প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন সিংহও মক্ষিকাকে বিনাশ করিতে পারে না,

সুখং দুঃখং ভয়ং শোক আনন্দং কর্ম্মণঃ ফলং।
স্ব কর্ম্মণঃ সুখং হর্ষ মিতরে পাপ কর্ম্মণঃ। ২৬।
ইহৈব কর্ম্মণোভোগঃ পরত্রচ শুভাশুভং।
কর্ম্মোপার্জ্জন যোগ্যঞ্চ পুণ্য ক্ষেত্রঞ্চ ভারতং। ২৭।
কর্ম্মণঃ ফল দাতাচ বিধাতা চ বিধে রপি।
মৃত্যোর্মৃত্যুঃ কালকালো নিষেকস্তু নিষেক কৃৎ। ২৮।
সংহর্ত্তু রপি সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ।
গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ং॥ ২৯॥
বয়ং যস্য কলাঃ পুংসো ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
মহাবিরাড়্‌যদংশশ্চ যল্লোম বিবরে জগৎ॥ ৩০॥
কলাংশাঃ কেপি তদ্ধর্ম্মে কলাংশাংশাশ্চ কেচন।
চরাচর জগৎ সর্ব্বং তত স্তেন বিনায়কঃ॥ ৩১॥

আবার প্রাক্তন কর্ম্মফলে মশকও হস্তীকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয়॥ ২৫॥

সুখ দুঃখ ভয় শোক আনন্দ এই সমস্তই কর্ম্মের ফল। জীব স্বীয় পুণ্য কর্ম্মের ফলে সুখ ও হর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং পাপ কর্ম্মের ফলে শোক সন্তাপাদি ভোগ করিয়া থাকে॥ ২৬॥

জীব ইহলোকে ও পরলোকে শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করে। এবং এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারতই কার্য্যোপার্জ্জনের যথাযোগ্য স্থান॥ ২৭॥

পার্ব্বতি! যে গোলোকনাথ পরিপূর্ণতম পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ বিধির বিধাতা মৃত্যুর মৃত্যু কালের কাল অদৃষ্টের অদৃষ্ট সাধক সংহার কর্ত্তার সংহর্ত্তা ও পালন কর্ত্তার পালক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, কি ব্রহ্মা কি বিষ্ণু কি মহেশ্বর আমরা সকলে যাঁহার অংশজাত, যাঁহার অংশে মহাবিরাটের উদ্ভব হয় এবং যাঁহার লোম বিবরে নিখিল জগৎ অবস্থিতি করিতেছে সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম পরম পুরুষই সর্ব্ব জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২৮। ২৯। ৩০॥

শিবে! কেহ কেহ সেই কর্ম্ম ফল দাতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশাং-

শ্রীবিষ্ণোর্ব্বচনং শ্রুত্বা পরিতুষ্টাচ পার্ব্বতী।
স্তনং দদৌচ শিশবে তং প্রণম্য গদাধরং॥ ৩২॥
তুষ্টাব পার্ব্বতী তুষ্টা প্রেরিতা শঙ্করেণ চ।
পুটাঞ্জলি যুতা ভক্ত্যা বিষ্ণুং তং কমলাপতিং॥ ৩৩॥
আশিষং যুযুজে বিষ্ণুঃ শিশুঞ্চ শিশু মাতরং।
দদৌ গলে বালকস্য কৌস্তুভঞ্চ স্ব ভূষণং॥ ৩৪॥
ব্রহ্মা দদৌ স্ব মুকুটং ধর্ম্মশ্চ রত্ন ভূষণং।
ক্রমেণ দেবে্যা রত্নানি দদুঃ সর্ব্বে যথোচিতং॥ ৩৫॥
তুষ্টাব তং মহাদেবশ্চাতীব হৃষ্ট মানসঃ।
দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈলা গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্ব যোষিতঃ॥ ৩৬॥

শে কেহ কেহ বা তাঁহার অংশাংশের অংশে সমুৎপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হয় চরাচর সম্বলিত সমস্ত জগৎ তাঁহার অংশজাত। অধিক কি বলিব, তোমার এই পুত্র তাঁহার মূর্ত্তি ভেদ মাত্র॥ ৩১॥

ভগবান্ বিষ্ণু আধ্যাত্মিক যোগে এই রূপ স্তব করিলে পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হইয়া সেই গদাধরকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রকে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন॥ ৩২॥

তৎপরে ভগবান্ শঙ্কর পরিতুষ্টা পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপায় আমরা পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিলাম। অতএব তুমি এই দয়াময় হরির স্তব কর। দেবাদিদেবের এই আজ্ঞাক্রমে পার্ব্বতী দেবী পরম ভক্তিযোগে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই কমলাকান্ত দয়াময় হরির স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

তখন ভগবান্ বিষ্ণু পার্ব্বতী ও তৎ পুত্রের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া সেই বালকের গলদেশে স্বীয় ভুষণ কৌস্তুভমণি প্রদান করিলেন॥ ৩৪॥

তৎকালে ব্রহ্মা স্বীয় মুকুট, ধর্ম্ম রত্ন ভূষণ ও দেব দেবীগণ যথাক্রমে বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই বালককে বিভুষিত করিলেন॥ ৩৫॥

পরে দেবাদিদেব মহাদেব পুলকিতান্তঃকরণে সর্ব্ব ভুতাত্মা ভগবান্

দৃষ্টা শিবঃ শিবাচৈব বালকং মৃত জীবিতং।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তত্র কোটি রত্নানি নারদ। ৩৭।
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ সহস্রাণি শতানি চ।
বন্দিভ্যঃ প্রদদৌ তত্র বালকে মৃত জীবিতে। ৩৮।
হিমালয়শ্চ সংহৃষ্টো হৃষ্টা দেবাশ্চ তত্রবৈ।
দদুর্দ্দানানি বিপ্রেভ্যো বন্দিভ্যঃ সর্ব্ব যোষিতঃ। ৩৯।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস পুরাণানি রমাপতিঃ। ৪০।
শনিং সলজ্জিতং দৃষ্টা পার্ব্বতী কোপ শালিনী।
শশাপচ সভা মধ্যে প্যঙ্গহীনো ভবেতী চ। ৪১।
দৃষ্টা শপ্তং শনিং সূর্য্যঃ কশ্যপশ্চ যম স্তথা।
স্তেতি রুষ্টা সমুত্তস্থুর্গামুকাঃ শঙ্করালয়াৎ। ৪২।

হরির স্তব করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা পুরুষগণ মহর্ষি মণ্ডল ও যোষিদ্গণ তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৬॥

নারদ! মৃত পুত্র পুনর্জীবিত হইলে হর পার্ব্বতী উভয়ে সানন্দমনে ব্রাহ্মণগণকে কোটি কোটি রত্ন এবং বন্দিগণকে সহস্র সহস্র অশ্ব ও শত শত হস্তী প্রদান করিলেন॥ ৩৭। ৩৮॥

গিরিরাজ হিমালয় দেবগণ ও সমস্ত নারীগণ শিব সন্তানকে পুনর্জীবিত দেখিয়া বিপ্র ও বন্দিগণকে বিপুল ধন রত্নাদি দান করিলেন॥ ৩৯॥

রমাপতি ভগবান্ হরি সেই বালকের কল্যাণে তথায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বিবিধ মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন বেদপাঠ ও পুরাণপাঠ করাইলেন॥৪০॥

তখন পার্ব্বতী দেবী তথায় শনিকে লজ্জিত দেখিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে সভা মধ্যে তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন শনৈশ্চর! তুমি অঙ্গ হীন হও॥ ৪১॥

ঐ সময়ে সূর্য্য কশ্যপ ও যম শনিকে শাপগ্রস্ত দর্শনে অতি ক্রোধা-

রক্তাক্ষাস্তে রক্ত মুখাঃ কোপ প্রস্ফুরিতাধরাঃ।
তাং ধর্ম্মং সাক্ষিণং কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ শপ্তুমুদ্যতাঃ। ৪৩।
ব্রহ্মা তান্ বোধয়ামাস বিষ্ণুনা প্রেরিতঃ সুরৈঃ।
রক্তাস্যাং পার্ব্বতীঞ্চৈব কোপ প্রস্ফুরিতাধরাং। ৪৪।
ব্রহ্মাণ মুচু স্তে তত্র ক্রমেণ সময়োচিতঃ।
ভীরবো দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ পর্ব্বতা স্তথা। ৪৫।

কশ্যপ উবাচ।

দুর্দৃষ্টোয়ং প্রাক্তনেন পত্নী শাপেন সর্ব্বদা।
বালং দদর্শ যত্নেন তস্যৈব মাতুরাজ্ঞয়া। ৪৬।

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

তং ধর্ম্মং সাক্ষিণং কৃত্বা পুত্রস্য মাতুরাজ্ঞয়া।

বিষ্টচিত্তে শঙ্করালয় হইতে গমনোদ্যত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন ॥৪২॥

তৎকালে ক্রোধে সূর্য্য কশ্যপ ও যমের মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। এইরূপ কোপ পূর্ণ হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পার্ব্বতী ও বিষ্ণুকে শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইলেন ॥৪৩॥

তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশানুসারে দেবগণের সহিত তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিয়া ক্রোধে আরক্ত নয়না প্রস্ফুরিতাধরা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

তৎপরে কশ্যপ সূর্য্য ও যম ইহারা যথাক্রমে সময়োচিত বাক্যে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে পিতামহ! সমস্ত দেব মুনি ও পর্ব্বতগণ ভীরু, এই জন্য কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারে না, ন্যায্য কথা বলিতে ভয়ের বিষয় কি আছে? ॥ ৪৫ ॥

কশ্যপ কহিলেন পিতামহ! এই শনৈশ্চর প্রাক্তন কর্ম্মযোগে পত্নীর অভিশাপে সর্ব্বদা দুরদৃষ্ট গ্রস্ত রহিয়াছে, স্বীয় ইচ্ছাক্রমে এই শনি বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যখন মাতৃ আজ্ঞায় যত্ন পূর্ব্বক ইহাকে দর্শন করিয়াছে তখন এ বিষয়ে কিরূপে ইহার অপরাধ হইতে পারে ॥৪৬॥

মৎ পুত্রোহস্তি প্রযত্নেন দদর্শ পার্ব্বতী সুতং। ৪৭।
যথা নিরপরাধেন মৎ পুত্রং সা শশাপহ।
তৎ পুত্রস্যাঙ্গভঙ্গশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৪৮।

যম উবাচ।

প্রদায় স্ব যমাজ্ঞাঞ্চ শশাপচ স্বয়ং কথং।
বয়ং শশামঃ কো ধর্ম্মো জিঘাংসোশ্চ বিহিংসনে। ৪৯।

ব্রহ্মোবাচ।

শশাপ পার্ব্বতী রুষ্টা স্ত্রী স্বভাবাচ্চ চাপলাৎ।
সর্ব্বেষাং সাধনে নৈব ক্ষন্তু মর্হন্তি সাধবঃ। ৫০।
দুর্গেত্বমাজ্ঞাং দত্বাচ পুত্র দর্শন হেতবে।
কথং শাপসি নির্দ্দোষ মতিথিং ত্বদ্‌গৃহাগতং। ৫১।

সূর্য্য কহিলেন ব্রহ্মন্! যখন আমার পুত্র শনি ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পার্ব্বতীর আজ্ঞাক্রমে সযত্নে তৎ পুত্রকে দর্শন করিয়াছে তখন মৎ পুত্র এ বিষয়ে কথনই অপরাধী হইতে পারে না, অতএব যেমন নিরপরাধে পার্ব্বতী আমার পুত্রকে শাপ প্রদান করিয়াছেন তদ্রূপ তাহার পুত্রেরও নিশ্চয় অঙ্গ ভঙ্গ হইবে ॥ ৪৭। ৪৮॥

যম কহিলেন পিতামহ! পার্ব্বতী স্বয়ং শনিকে পুত্র দর্শনের অনুমতি দিয়া আবার কি জন্য শাপ প্রদান করিলেন, এক্ষণে আমরা বলিতেছি যে হিংসাকারীর প্রতি হিংসার কোন অধর্ম্ম নাই ॥ ৪৯॥

ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সাধুগণ! পার্ব্বতী স্ত্রী স্বভাব সুলভ চাপল্য দোষে শনিকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, সাধুদিগের সে অপরাধ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা স্বীয় মহত্বগুণে পার্ব্বতীকে ক্ষমা কর ॥ ৫০॥

কশ্যপ সূর্য্য ও যমকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মা পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্গে! তুমি শনিকে পুত্র দর্শনের অনুমতি প্রদান করিয়া আবার তোমার গৃহাগত নিরপরাধী শনৈশ্চরকে শাপ

ইত্যুক্ত্বা শনিমাদায় বোধয়িত্বাতু পার্ব্বতীং।
তাং তৎ সমর্পণং চক্রে শাপ মোচন হেতবে। ৫২।
বভূব পার্ব্বতী তুষ্টা ব্রহ্মণো বচনান্মুনে।
শান্তা বভূবুস্তে তত্র দিনেশ যম কশ্যপাঃ। ৫৩।
উবাচ পার্ব্বতী তত্র সন্তুষ্টা তং শনৈশ্চরং।
প্রশাসিতা শিবেনৈব ব্রহ্মণা পরিসেবিতা। ৫৪।

পার্ব্বত্যুবাচ।

গ্রহরাজো ভব শনে মদ্বরেণ হরি প্রিয়ঃ।
চিরজীবীচ যোগীন্দ্রো হরি ভক্তস্য কা বিপৎ। ৫৫।
অদ্য প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে হরৌ ভক্তি দৃঢ়াস্তু তে।
মচ্ছাপামোঘতো বৎস কিঞ্চিৎ খঞ্জো ভবিষ্যতি। ৫৬।
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা বালং কৃত্বাচ বক্ষসি।
উবাস যোসিতাং মধ্যে তস্মৈ দত্ত্বা শুভাশিষং। ৫৭।

প্রদান করিলে কেন? যাহা হউক এরূপ কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই, এক্ষণে তুমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হও। এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক শাপ মোচনের জন্য শনৈশ্চরকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন॥ ৫১। ৫২॥

তখন ব্রহ্মার বাক্যে পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হইলেন এবং সূর্য্য যম ও কশ্যপেরও শান্তি লাভ হইল॥ ৫৩॥

তৎকালে ভগবতী দুর্গা দেবী দেবাদিদেব মহাদেব ও ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইয়া প্রীত মনে শনৈশ্চরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সূর্য্য পুত্র! তুমি আমার বরে চিরজীবী, যোগি শ্রেষ্ঠ হরি পরায়ণ ও গ্রহশ্রেষ্ঠ হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। হরি ভক্তের বিপদ কখনই নাই। আজি অবধি নির্ব্বিঘ্নে তোমার দৃঢ় হরি ভক্তি সমুৎপন্ন হইবে। বৎস! আমার শাপ কখন ব্যর্থ হইবার নহে, সুতরাং তন্নিমিত্ত তুমি কিঞ্চিৎ খঞ্জ হইবে॥ ৫৪। ৫৫ ৫৬॥

শনি র্জগাম দেবানাং সমীপং হৃষ্ট মানসঃ।
প্রণম্য ভক্ত্যা তাং ব্রহ্মন্নম্বিকাং জগদম্বিকাং। ৫৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে বিঘ্নোপ খণ্ডনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বতী পরিতুষ্টচিত্তে শনৈশ্চরকে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সন্তানকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক তাহার প্রতি মঙ্গল জনক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত রমণীমণ্ডলমধ্যে উপবিষ্টা হইলেন ॥ ৫৭ ॥

পরে শনৈশ্চর ভক্তিযোগে প্রীতিমনে জগদম্বিকা পার্ব্বতীর চরণে প্রণাম করিয়া দেবগণের নিকট গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে বিঘ্নোপ খণ্ডন নাম দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ বিষ্ণুঃ শুভে কালে দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সহ।
পূজয়ামাস তং বালমুপহারৈরনুত্তমৈঃ। ১।
সর্ব্বাগ্রে তব পূজাচ ময়া দত্তা সুরোত্তম।
সর্ব্ব পূজ্যশ্চ যোগীন্দ্রো ভব বৎসেত্যুবাচ তং। ২।
বনমালা দদৌ তস্মৈ ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ মুক্তিদং।
সর্ব্ব সিদ্ধিং প্রদায়ৈব চকারাত্ম সমং হরিঃ। ৩।
দদৌ দ্রব্যানি চারুণি চোপচারাণি ষোড়শ।
তন্নাম করণং চক্রে মুনিভিশ্চ সমং সুরৈঃ॥ ৪॥
বিঘ্নেশশ্চ গণেশশ্চ হেরম্বশ্চ গজাননঃ।
লম্বোদরশ্চৈকদন্তঃ শূর্পকর্ণো বিনায়কঃ॥ ৫॥
এতান্যষ্টৌচ নামানি তচ্চকার সনাতনঃ।
আশিষং দাপযামাস চালযামাস তান্মুনীন্॥ ৬॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! অতঃপর ভগবান্ বিষ্ণু শুভক্ষণে দেব ও মুনিগণের সহিত বিবিধ অত্যুত্তম উপহারে সেই পার্ব্বতী পুত্রের পূজা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুরোত্তম! আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার পূজা বিধান করিলাম। বৎস! তুমি আমার বরে যোগীন্দ্র ও সর্ব্ব পূজ্য হও॥ ১। ২॥

এই বলিয়া সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব বিধাতা ভগবান্ হরি বনমালা মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রভাবশালী করিলেন এবং দেব ও মুনিগণে পরিবৃত হইয়া সুচারুরূপে ষোড়শোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক তদীয় নামকরণ করিলেন॥ ৩। ৪॥

তৎকালে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন হরি কর্ত্তৃক পার্ব্বতী পুত্রের

সিদ্ধাসনং দদৌ ধর্ম্মস্তস্মৈ ব্রহ্মা কমণ্ডলুং।
শঙ্করো যোগপট্টঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং ॥ ৭ ॥
রত্ন সিংহাসনং শক্রঃ সূর্য্যশ্চ মণি কুণ্ডলে।
মাণিক্যমালাং চন্দ্রশ্চ কুবেরশ্চ কিরীটকং। ৮।
বহ্নি শুদ্ধঞ্চ বসনং দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ।
রত্নছত্রঞ্চ বরুণো বায়ু রত্নাঙ্গুরীয়কং। ৯।
ক্ষীরোদোদ্ভব সদ্রত্ন রচিতং বলয়ং বরং।
মঞ্জীরঞ্চাপি কেয়ূরং দদৌ পদ্মালয়া মুনে। ১০।
কণ্ঠ ভূষাঞ্চ সাবিত্রী ভারতী হারমুজ্জ্বলং।
ক্রমেণ সর্ব্ব দেবাশ্চ দেব্যশ্চ যৌতুকং দদুঃ। ১১।
মুনয়ঃ পর্ব্বতাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানিচ।
বসুন্ধরা দদৌ তস্মৈ বাহনায়চ মূষিকং। ১২।

বিঘ্নেশ গণেশ হেরম্ব গজানন লম্বোদর একদন্ত শূর্পকর্ণ ও বিনায়ক এই আটটি নাম প্রদত্ত হইল। এইরূপে নামকরণের পর তিনি তথায় সমস্ত মুনিমণ্ডলকে সমানীত করিলে তাঁহারা তদীয় আদেশানুসারে সেই বালককে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫। ৬॥

তখন ধর্ম্ম সেই গণেশকে সিদ্ধাসন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, ভগবান্ শঙ্কর যোগপট্ট ও সুদুর্ল্লভ জ্ঞান, দেবরাজ ইন্দ্র রত্ন সিংহাসন; সূর্য্য মণিকুণ্ডল, চন্দ্র মাণিক্য মালা, কুবের কিরীট, হুতাসন বহ্নি শুদ্ধ উৎকৃষ্ট বসন, বরুণ রত্নছত্র, ও পবনদেব রত্নাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন॥ ৭। ৮। ৯॥

তৎপরে পদ্মালয়া লক্ষ্মী ক্ষীরোদ সম্ভূত উৎকৃষ্ট রত্নে বিনির্ম্মিত সুরম্য বলয় মঞ্জীর ও কেয়ূর ভূষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন॥ ১০॥

পরে সাবিত্রী দেবী কর্ত্তৃক কণ্ঠ ভূষণ ও সরস্বতী কর্ত্তৃক সমুজ্জ্বল হার প্রদত্ত হইল। এইরূপে দেব দেবীগণ সকলে সেই গণেশকে বিবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন॥ ১১॥

এই সময়ে পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেব ও মুনিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ রত্ন প্রদত্ত

ক্রমেণ দেবা দেব্যশ্চ মুনয়ঃ পর্ব্বতাদয়ঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষ মনবো মানবা স্তথা। ১৩।
নানাবিধানি দ্রব্যাণি স্বাদুনি মধুরানি চ।
পুজাঞ্চক্রুশ্চ তে সর্ব্বে ক্রমেণ ভক্তি পূর্ব্বকং। ১৪।
পার্ব্বতী জগতাং মাতা স্মেরানন সরোরুহা।
রত্ন সিংহাসনে পুত্রং বাসয়ামাস নারদ। ১৫।
সর্ব্ব তীর্থো দকানাঞ্চ কলসানাং শতে নচ।
স্নাপয়ামাস বেদোক্ত মন্ত্রেণ মুনিভিঃ সহ।
অগ্নি শৌচে চ বসনে দদৌ তস্মৈ সতী মুদা। ১৬।
গোদাবর্য্যুদকং পাদ্যমর্ঘ্যং গঙ্গোদকেন চ।
দুর্ব্বাভি রক্ষিতৈঃ পুষ্পৈশ্চন্দনেন সমন্বিতং। ১৭।
পুষ্করোদক মানীয় পুনরাচমনীয়কং।
মধুপর্কং রত্ন পাত্রে রাসবং শর্করান্বিতং। ১৮।

হইল এবং বসুন্ধরা বাহনার্থ তাঁহাকে মূষিক প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

এইরূপে যথাক্রমে দেব, দেবী, মুনি, পর্ব্বত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, ও মনু, মানব সকলে নানাবিধ সুস্বাদু মনোহর দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ১৩। ১৪ ॥

তখন বিকসিতা নলিনীর ন্যায় সহাস্য বদনা জগজ্জননী পার্ব্বতী দেবী স্বীয় পুত্র গণেশকে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৫ ॥

বিঘ্ন বিনাশন গণেশদেব সেই রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই দেবী মুনিগণ সমভিব্যাহারে বেদোক্ত মন্ত্রে শত কলস পূর্ণ তীর্থোদকে স্নান করাইয়া তাহাকে বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র যুগল পরিধান করাইলেন ॥ ১৬ ॥

অতঃপর তদীয় পূজার্থ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক বিবিধ উপচার পরিকল্পিত হইল। তিনি যথাক্রমে গোদাবরীর জলে পরিকল্পিত পাদ্য, দুর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, পুষ্প, চন্দন ও গঙ্গোদক সমন্বিত অর্ঘ্য সমাহৃত পুষ্কর তীর্থোদকে রচিত আচমনীয়, রত্নপাত্রে শর্করাযুক্ত আসব মধুপর্ক,

স্নানীয়ং বিষ্ণুতৈলঞ্চ স্বর্বৈদ্যেন বিনির্ম্মিতং।
অমূল্য রত্ন রচিত চারুণি ভূষণানি চ। ১৯।
পারিজাত প্রসূতানাং মাল্যানাং শতকানি চ।
মালতী চম্পকাদীনাং পুষ্পানি বিবিধানি চ।
পূজার্হাণি চ পত্রাণি তুলসী বর্জ্জিতানি চ। ২০।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমানি চ সারদং।
রত্ন প্রদীপ নিকরং ধূপঞ্চ পরিতো দদৌ। ২১।
তৎ প্রিয়ঞ্চৈব নৈবেদ্যং তিললড্ডুক পর্ব্বতং।
যব গোধূম চূর্ণানাং পিষ্টকানাঞ্চ পর্ব্বতং। ২২।
পক্বান্নানাং পর্ব্বতঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরং।
পর্ব্বতং স্বস্তিকানাঞ্চ সুস্বাদু শর্করান্বিতং। ২৩।
গুড়াক্তানাঞ্চ লাজানাং পৃথুকানাঞ্চ পর্ব্বতং।
শাল্যন্নানাং পিষ্টকানাং পর্ব্বতং ব্যঞ্জনৈঃ সহ।
কলসানাঞ্চ পয়সাং লক্ষাণি প্রদদৌ মুদা। ২৪।
লক্ষাণি কলসানাঞ্চ দধ্নাং নারদ পূজনে।

ধন্বন্তরি বিনির্ম্মিত স্নানীয় বিষ্ণুতৈল, অমূল্য রত্ন রচিত সুচারু ভূষণ সমুদায়, শত শত পারিজাত পুষ্পের ও মালতী চম্পক প্রভৃতি কুসুমের মালা, নানা জাতীয় পুষ্প, তুলসী ভিন্ন পূজার্হ পত্র সমুদায়, ভূরি পরিমাণে চন্দন অগুরু কস্তুরী ও কুঙ্কুম, এবং ধূপ ও রত্ন প্রদীপ সমুদায় গণেশের চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত করিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে প্রদান করিলেন॥ ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১॥

এতদ্ভিন্ন সেই পার্ব্বতী গণেশের প্রীত্যর্থ তৎ প্রিয় নৈবেদ্য, তিল লড্ডুক পর্ব্বত, যব ও গোধূম চূর্ণ নির্ম্মিত পিষ্টকের পর্ব্বত, সুস্বাদু মনোহর পক্বান্নের পর্ব্বত, শর্করান্বিত সুস্বাদু স্বস্তিক পর্ব্বত, গুড়াক্ত লাজ ও পৃথুক পর্ব্বত, ব্যঞ্জনোপেত শাল্যন্ন ও পিষ্টক পর্ব্বত এবং লক্ষ কলসপূর্ণ ক্ষীর সানন্দমনে তাঁহাকে প্রদান করিলেন॥ ২২। ২৩। ২৪॥

মধূনাং কলসানাঞ্চ ত্রিলক্ষাণি চ সুন্দরী। ২৫।
সর্পিষাং কলসানাঞ্চ পঞ্চ লক্ষাণি সাদরং।
দাড়িম্বানাং শ্রীফলানামসংখ্যানি ফলানি চ। ২৬।
খর্জ্জূরাণাং করঞ্জানাং জম্বূনাং বিবিধানি চ।
আম্রাণাং পনসানাঞ্চ কদলীনাঞ্চ নারদ।
ফলানি নারিকেলানামসংখ্যানি দদৌ মুদা। ২৭।
অন্যানি পরিপক্কানি কাল দেশোদ্ভবানি চ।
দদৌতানি মহামায়া স্বাদূনি মধুরাণি চ। ২৮।
স্বচ্ছং সুনির্ম্মলঞ্চৈব কর্পূরাদি সুবাসিতং।
গঙ্গাজলঞ্চ পানার্থং পুনরাচমনীয়কং। ২৯।
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
সুবর্ণপাত্র শতকং পরিপূর্ণঞ্চ নারদ। ৩০।
শৈলেশ্বরী শৈলরাজঃ শৈলজঃ শৈলরাজজঃ।
শৈলরাজ প্রিয়ামাত্যাঃ পুপূজুঃ শৈলজাত্মজং॥ ৩১॥

হে নারদ! অতঃপর শিব সুন্দরী গণেশকে লক্ষ কলস পূর্ণ দধি, ত্রিলক্ষ কলসপূর্ণ মধু, পঞ্চলক্ষ কলসপূর্ণ ঘৃত এবং অসংখ্য দাড়িম্ব, শ্রীফল, খর্জ্জূর, করঞ্জ, জম্বু, আম্র, পনস ও নারিকেল ফল সাদরে প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন॥ ২৫। ২৬। ২৭॥

পরে মহামায়া কর্ত্তৃক নানা কাল দেশোদ্ভব বিবিধ পরিপক্ক সুস্বাদু সুমধুর ফল সমুদায় তদীয় প্রীতি কামনায় প্রদত্ত হইল॥ ২৮॥

হর প্রিয়া এই সমুদায় বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহার পানার্থ পুনরাচমনীয় কর্পূরাদি সুবাসিত স্বচ্ছ সুনির্ম্মল গঙ্গোদক ও শত সুবর্ণ পাত্র পূর্ণ কর্পূরাদি সুবাসিত সুরম্য উৎকৃষ্ট তাম্বূল প্রদান করিলেন॥ ২৯। ৩০॥

এই রূপে শৈলরাজ হিমালয়, শৈলরাজ প্রিয়া মেনকা শৈলপুত্রী পার্ব্বতী, শৈলপুত্র মৈনাক ও শৈলরাজের প্রিয় অমাত্যগণ সকলে সেই পার্ব্বতী পুত্রের অর্চ্চনা করিলেন॥ ৩১॥

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় চাপরে।
সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমোনমঃ ॥ ৩২ ॥
ইত্যনে নৈব মন্ত্রেণ দত্বা দ্রব্যাণি ভক্তিতঃ।
সর্ব্বে প্রমুদিতা স্তত্র ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মালা মন্ত্রোয়ং সর্ব্বকামদঃ।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং ফলদঃ সর্ব্ব সিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪ ॥
পঞ্চলক্ষ জপে নৈব মন্ত্র সিদ্ধিস্তু মন্ত্রিণঃ।
মন্ত্র সিদ্ধির্ভবেদ্যস্য স চ বিষ্ণুশ্চ ভারতে ॥ ৩৫ ॥
বিঘ্নানি চ পলায়ন্তে তন্নাম স্মরণে ন চ।
মহাবাগ্মী মহাসিদ্ধঃ সর্ব্ব সিদ্ধি সমন্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥
বাক্‌পতির্জ্জগতাং যাতি তস্য সাক্ষাৎ সুনিশ্চিতং।

গণপতি পূজার এই মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে যথা ;—ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ গণেশ্বরায় ব্রহ্ম রূপায় চাপরে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমোনমঃ। অর্থাৎ হে প্রভো ! তুমি গণপতি ব্রহ্ম স্বরূপ অদ্বিতীয় সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্ন বিনাশন বলিয়া কথিত আছে, আমরা উক্ত বীজ সংযোগে বারংবার তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবগণ তথায় উক্ত মন্ত্রে ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন গণেশকে বিবিধ দ্রব্যে পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ৩৩ ॥

ঐ দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর যুক্ত মালা মন্ত্র সর্ব্ব কামপ্রদ সর্ব্ব সিদ্ধিজনক এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল দায়ক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥৩৪॥

ঐ মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করিলে সাধকের মন্ত্র সিদ্ধি হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সাধক ভারতে বিষ্ণুতুল্য হইতে পারেন কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥৩৫॥

সেই সিদ্ধ মহাত্মার নাম স্মরণ মাত্র সমস্ত বিঘ্ন দূরবর্ত্তী হয় এবং সেই মহাত্মা মহা বাগ্মী মহা সিদ্ধ ও সর্ব্ব সিদ্ধি সমন্বিত হইয়া অতি সানন্দ চিত্তে পরম সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

মহা কবীন্দ্রো গুণবান্ বিদুষাঞ্চ গুরুর্গুরুঃ ॥ ৩৭ ॥
সংপূজ্যানেন মন্ত্রেণ দেবা আনন্দ সংপ্লুতাঃ।
নানা বিধানি বাদ্যানি বাদয়ামাসুরুৎসবে ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাসুঃ কারয়ামাসুরুৎসবং।
দদুর্দ্দানানি তেভ্যশ্চ বন্দিভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণ উবাচ।

অথ বিষ্ণুঃ সভা মধ্যে সংপূজ্যং তং গণেশ্বরং।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্ব বিঘ্ন বিনায়কং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ঈশত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
নিরূপিতু মশক্তোহং মনু রূপ মনূহকং ॥ ৪১ ॥

সেই সিদ্ধ মহাত্মার সন্দর্শন মাত্র নিখিল জগতের বাচস্পতি লজ্জিত হইয়া নিশ্চয় গমন করেন। অধিক কি বলিব সেই মহা পুরুষ মহা কবীন্দ্র গুণবান্ পণ্ডিতগণ প্রধান ও সকলের গুরু হইয়া এইজগৎ সংসার মধ্যে কাল যাপন করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

হে নারদ! দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া উক্ত সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্রে গণপতির পূজা করিয়া বাদকগণকে বাদিত্র বাদনে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদিগের আদেশানুসারে সেই উৎসবস্থলে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সেই বিপ্রগণকে ও বিশেষতঃ স্তুতিপাঠকদিগকে প্রভুত ধন রত্নাদি বিতরণ পূর্ব্বক মহোৎসব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ । ৩৯ ॥

দেবর্ষে! অতঃপর ভগবান্ বিষ্ণু পরম ভক্তিযোগে সেই সভামধ্যে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন গণপতির পূজা করিয়া এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রভো! তুমি নিরালম্ব নিরাকার সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপ, আমি তোমাকে নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া যথাশক্তি তোমার স্তব করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ৪০ । ৪১ ॥

প্রবরং সর্ব্ব দেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুং।
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশি স্বরূপিণং ॥ ৪২ ॥
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্ম স্বরূপিণং।
বায়ু তুল্যাতি নির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্ব সাক্ষিণং ॥ ৪৩ ॥
সংসারার্ণব পারে চ মায়াপোতে সুদুর্ল্লভং।
কর্ণধারঃ স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ কারকং ॥ ৪৪ ॥
বরং বরেণ্যং বরদং বর দানামপীশ্বরং।
সিদ্ধং সিদ্ধি স্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধি সাধনং ॥ ৪৫ ॥
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানা সাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকং।
ধর্ম্ম স্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলপ্রদং ॥ ৪৬ ॥
বীজং সংসার বৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ং।

ভগবন্! তুমি সর্ব্বদেব প্রধান সিদ্ধ ও যোগিগণের গুরু, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানরাশি স্বরূপ অব্যক্ত, অক্ষর, নিত্য বস্তু, সত্যময় ও আত্মরূপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক, বায়ু যেমন জগতের সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব বস্তুতে বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ কিছুতে লিপ্ত নহে তদ্রূপ তুমি অতি নির্লিপ্ত ভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে অবস্থান করিতেছ এই জন্য জ্ঞানিগণ তোমাকে নির্লিপ্ত অক্ষত ও সর্ব্ব সাক্ষীরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।৪২।৪৩।

প্রভো! যে অজ্ঞানান্ধ জীবগণ মায়া পোতে আরূঢ় হইয়া নিয়ত দুস্তর সংসার সাগরে ঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমাতে ভক্তি পরায়ণ হয়, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুদুর্লভ কর্ণধার স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে এই দুস্পার ভবার্ণবে পার করিয়া থাক। ৪৪।

পুরুষবর! তুমি বরেণ্য, বরদাতা, বরদাতৃগণের ঈশ্বর, এবং সিদ্ধপুরুষ সিদ্ধি স্বরূপ, সিদ্ধিদাতা ও সিদ্ধি সাধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছ। ৪৫।

তুমি ধ্যেয় বস্তু অথচ ধ্যানাতিরিক্ত, ধ্যান যোগে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম স্বরূপ ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াথাক। ৪৬।

স্ত্রী পুং নপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ং ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বাদ্যমগ্রপূজাঞ্চ সর্ব্ব পূজ্যং গুণার্ণবং।
স্বেচ্ছয়া সগুণং ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চাপি স্বেচ্ছয়া ॥ ৪৮ ॥
সমং প্রকৃতি রূপঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরং।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্ত সহস্র বদনে ন চ ॥ ৪৯ ॥
ন ক্ষমঃ পঞ্চ বক্ত্রশ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ।
সরস্বতী ন শক্তাচ ন শক্তোহং তবস্তুতৌ।
ন শক্তাশ্চ চতুর্ব্বেদাঃ কে বা তে বেদবাদিনঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুর সংসদি।
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতিঃ ॥ ৫১ ॥

জ্ঞানিগণ তোমাকে সংসার বৃক্ষের বীজ এবং তাহার অঙ্কুর ও তদাশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের অগোচর আর স্ত্রী পুরুষ নপুংসক সমস্তই তোমার রূপ ভেদ মাত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৪৭।

গণপতে! তুমি সকলের আদি, সর্ব্ব পূজ্য ও গুণার্ণব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ, সর্ব্ব দেবের পূজার অগ্রে তোমার পূজা বিধান হইয়াছে, তুমি স্বভাবতঃ নির্গুণ, কেবল স্বীয় ইচ্ছানুসারে কখন সগুণ হও কখন বা নির্গুণ অবস্থায় অবস্থান কর। ৪৮।

দেব প্রবর! তুমি সর্ব্ব সময়ে সমভাবাপন্ন প্রকৃতি স্বরূপ, তুমি প্রাকৃত বস্তু অথচ প্রকৃতি হইতে অতীত। অনন্তদেব সহস্র বদনেও তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। ৪৯।

ভগবান্ শঙ্কর পঞ্চমুখে ও ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখেও তোমার স্তুতিবাদে এবং বাগেদবী সরস্বতীও তোমার স্তবে সক্ষম নহেন আর বেদবেত্তা পণ্ডিতগণের কথা দূরে থাকুক, দেবচতুষ্টয়ও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তোমার স্তুতিবাদে অশক্ত হন এবং আমিও তোমার স্তবে অক্ষম হইয়াছি। ৫০।

কমলাপতি ভগবান বিষ্ণু সুরসভামধ্যে দেবগণ সমভিব্যাহারে

ইদং বিষ্ণু কৃতং স্তোত্রং গণেশস্যচ যঃ পঠেৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ॥ ৫২॥
তদ্বিঘ্ন নিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে।
বর্দ্ধতে সর্ব্ব কল্যাণং কল্যাণ জনকঃ সদা॥ ৫৩॥
যাত্রাকালে পঠিত্বাতু যো যাতি ভক্তি পূর্ব্বকং।
তস্য সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির্ভবত্যেব নসংশয়ঃ॥ ৫৪॥
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্ন মুপজায়তে।
কদাপি ন ভবেত্তস্য গ্রহ পীড়াচ দারুণা। ৫৫।
ভবেদ্বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধূনাঞ্চ বিবর্দ্ধনং।
শশ্বদ্বিঘ্ন বিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনং। ৫৬।
স্থিরা ভবেদ্গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্র পৌত্র বিবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য মিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং ভবেৎ। ৫৭।

সুরেশ্বর গণেশের এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ৫১।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমাহিত চিত্তে এই বিষ্ণুকৃত গণেশ স্তোত্র পাঠ করে, বিঘ্ন বিনাশন গণপতি সর্ব্বদা তাহার সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট করিয়া থাকেন এবং সেই মঙ্গল বিধাতা গণেশের প্রসাদে তাহার সতত সমস্ত বিষয়ে কল্যাণ লাভ হয়। ৫২। ৫৩।

যে ব্যক্তি যাত্রাকালে ভক্তি পূর্ব্বক এই গণেশ স্তোত্র পাঠ করিয়া গমন করেন তাহার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। ৫৪।

সেই ব্যক্তি দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে তাহা সুস্বপ্ন রূপে পরিণত হয় কখনই তাহার দারুণ গ্রহপীড়া উপস্থিত হয় না। ৫৫।

সেই ব্যক্তির সমস্ত শত্রু বিনাশ বন্ধু বৃদ্ধি ও সর্ব্বদা সমস্ত বিঘ্ন ধ্বংস হয় এবং তাহার নিরন্তর সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৫৬।

সেই মহাত্মার গৃহে কমলা অচলা হইয়া থাকেন এবং তিনি পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন হইয়া ইহলোকে অতুল সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক অন্তে ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ধাম লাভ করিতে পারেন। ৫৭।

ফলঞ্চাপিচ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেৎ ধ্রুবং।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশ প্রসাদতঃ। ৫৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে বিষ্ণু কৃতং
গণেশ স্তোত্রং সমাপ্তং।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং স্তোত্রং গণেশস্য পূজনঞ্চ মনোহরং।
কবচং শ্রোতুমিচ্ছামি সাংপ্রতং ভব তারণং। ১।

নারায়ণ উবাচ।

পূজায়াং সুনিবৃত্তায়াং সভা মধ্যে শনৈশ্চরঃ।
উবাচ বিষ্ণুং সর্ব্বেষাং আসিতো জগতাং গুরুং। ২।

শনৈশ্চর উবাচ।

সর্ব্ব দুঃখ বিনাশায় দুঃখ প্রশমনায় চ।
কবচং বিঘ্ন নিঘ্নস্য বদ বেদ বিদাম্বর। ৩।

আর সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ শ্রীগণেশ প্রসাদে সমস্ত তীর্থ, যজ্ঞ ও মহা দানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হন। ৫৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে বিষ্ণু কৃত গণেশ স্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারদ কহিলেন, প্রভো! গণেশের মনোহর পূজা বিধি ও স্তোত্র শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ভব নিস্তার কারণ তদীয় কবচ শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন। ১।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! গণপতির পূজা সমাপন হইলে শনৈশ্চর জগদাত্মক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, আমি সকলের দুঃখ বিনাশ ও স্বীয় দুঃখ শান্তির জন্য বিঘ্ন বিনাশন গণপতির কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে ব্যক্ত করুন ॥ ২। ৩॥

বভূবৈষাং বিবাদশ্চ শক্ত্যাচ মায়য়াসহ।
উদ্বিগ্ন সমনার্থঞ্চ কবচং ধারয়াম্যহং। ৪।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

বিনায়কস্য কবচং ত্রিষু লোকেষুদুর্লভং।
সুগোপ্যঞ্চ পুরাণেষু দুর্লভঞ্চাগমেষু চ। ৫।
উক্তং কৌথুম শাখায়াং সামবেদে মনোহরং।
কবচং বিঘ্ননাথস্য সর্ব্ব বিঘ্ন হরং পরং। ৬।
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণাদেয়াশ্চ সূর্য্যজ।
এবম্ভূতঞ্চ কবচং ন দেয়ং প্রাণ শঙ্কটে। ৭।
আবির্ভাব স্তিরোভাবঃ স্বেচ্ছয়াস্য চ মায়য়া।
নিত্যোয় মেকদন্তশ্চ কবচং চাস্য বৎসক। ৮।
পূজাস্য নিত্যস্তোত্রঞ্চ কল্পে কল্পেতি সন্ততং।

প্রভো! ইতঃ পূর্ব্বে জগদম্বা পরমাশক্তি দুর্গাদেবীর সহিত সভাস্থ দেবাদির বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে সেই উদ্বেগ শান্তির জন্য আমি ঐ কবচ ধারণে ইচ্ছুক হইয়াছি ইহাতে আমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ৪ ॥

বিষ্ণু কহিলেন বৎস শনৈশ্চর! বিঘ্ন নাশন গণেশের কবচ ত্রিলোকে দুষ্প্রাপ্য, উহা পুরাণ সমুদায় মধ্যে গোপনীয় ও আগম মধ্যে দুর্লভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৫ ॥

সামবেদে কৌথুম শাখায় বিঘ্নেশ্বর গণপতির ঐ মনোহর কবচ উক্ত আছে, ঐ পরম কবচ ধারণ করিলে জীবের সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হয় ॥ ৬ ॥

প্রাণ শঙ্কট উপস্থিত হইলে ঐ কবচধারী পুরুষ রাজ্য শির ও প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিবে, তথাপি ঐ কবচ প্রদান করিবে না ॥ ৭ ॥

বৎস! ভগবান্ গণপতি নিত্য বস্তু, কেবল তিনি স্বেচ্ছানুসারে মায়া যুক্ত হইয়া আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং তদীয় কবচ নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৮ ॥

অস্যাস্য জন্মনঃ পূর্ব্বং মুনয়শ্চ সিষেবিরে। ৯।
যথা মদবতারেষু জন্ম বিগ্রহ ধারণং।
তথা গণেশ্বরস্যাপি জন্ম শৈলসুতোদরে। ১০।
যদ্ধৃত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে।
নিঃশঙ্কাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শক্র পক্ষ বিমর্দ্দকাঃ। ১১।
কবচং বিভ্রতাং মৃত্যুর্নযাতি সন্নিধিং ভিয়া।
নায়ুর্ব্ব্যয়ো নাশুভঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডেষ পরাজয়ঃ। ১২।
দশ লক্ষ জপে নৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ।
যো ভবেৎ সিদ্ধি কবচো মৃত্যুং জেতুং সচক্ষমঃ। ১৩।
অসিদ্ধ কবচো বাগ্মী চিরজীবী মহীতলে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী পূজ্যো ভবেদ্গ্রহণ মাত্রতঃ। ১৪।
মালা মন্ত্র মিদং পুণ্যং কবচঞ্চেদ মেবচ।

এই গণেশের পূজা এবং স্তোত্রও প্রতি কল্পে নিত্যরূপে কথিত আছে। মহর্ষিগণ ইহার জন্মের পূর্ব্বাবধি নিরন্তর ইহাঁর পূজা ও স্তব করিয়া আসিতেছেন ॥ ৯ ॥

যেমন আমি অবতার কালে জন্ম গ্রহণ ও দেহ পরিগ্রহ করি তদ্রূপ এই গণপতিও শৈলসুতা দুর্গাদেবীর উদরে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১০ ॥

এই গণেশ কবচ ধারণে মুনিগণ ভারতে জীবন্মুক্ত ও দেবগণ শত্রুপক্ষ ক্ষয়ে সক্ষম ও নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১ ॥

যাঁহারা এই কবচ ধারণ করেন মৃত্যু ভয়ে তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইতে পারে না, তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া সর্ব্বদা শুভ ফল লাভ করিতে প্যারেন এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না ॥১২॥

দশ লক্ষ জপে এই কবচ সিদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি উহাতে সিদ্ধি লাভ করে সে মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

আর অসিদ্ধ কবচ ব্যক্তিও এই কবচ গ্রহণ মাত্র সুবক্তা দীর্ঘজীবী সর্ব্বত্র বিজয়ী ও সর্ব্ব পূজ্য হইয়া মহীমণ্ডলে অবস্থান করিতে পারে ॥ ১৪ ॥

বিভ্রতাং সর্ব্ব পাপানি প্রণশ্যন্তি সুনিশ্চিতং। ১৫।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্ম রাক্ষসাঃ।
ডাকিন্যো যোগিন্যশ্চৈব বেতালাদয় এবচ। ১৬।
বাল গ্রহাগ্রহাশ্চৈব ক্ষেত্রপালাদয় স্তথা।
তেষাঞ্চ শব্দ মাত্রেণ পলায়ন্তেচ ভীরবঃ। ১৭।
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব শোকাশ্চৈব ভয়াবহাঃ।
ন যান্তি সন্নিধিং তেষাং গরুড়স্য যথোরগাঃ। ১৮।
ঋজবে গুরু ভক্তায় স্বশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
খলায় পরিশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যু মবাপ্নুয়াৎ। ১৯।
সংসার মোহনস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবো লম্বোদরঃ স্বয়ং।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২০।
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূত মিদং মুনে।

এই পবিত্র কবচ মালা মন্ত্রে গঠিত। যাহারা এই কবচ ধারণ করে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১৫।

এই কবচ মন্ত্রের উচ্চারণ শব্দ মাত্র ভুত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম-রাক্ষস, ডাকিনী, যোগিনী, বেতালাদি, বালগ্রহ, গ্রহ ও ক্ষেত্রপালাদি সকলে ভীত হইয়া পলায়ন করে এবং সর্পগণ যেমন গরুড় ভয়ে দূরবর্ত্তী হয় তদ্রূপ ভয়ঙ্কর আধি ব্যাধি ও শোক সমুদায় ঐ মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে॥ ১৬। ১৭। ১৮॥

সরল স্বভাব গুরু ভক্ত স্বীয় শিষ্যের নিকট এই কবচ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি খল পর শিষ্যকে উহা প্রদান করে তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়॥ ১৯॥

এই সংসারমোহন কবচের প্রজাপতি ঋষি, বৃহতীছন্দ ও স্বয়ং লম্বোদর অধিষ্ঠাতা দেব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহার বিনিয়োগ প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ২০॥

ওঁ গৌং হুং শ্রীগণেশায় স্বাহা মে পাতু মস্তকং।
দ্বাত্রিংশ দক্ষরো মন্ত্রো ললাটং মে সদাবতু। ২১।
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং গমিতিচ সন্ততং পাতু লোচনং।
তালুকং পাতু বিঘ্নেশঃ সন্ততং ধরণীতলে। ২২।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লী মিতিচ সন্ততং পাতুনাসিকাং।
ওঁ গৌং গং শূর্পকর্ণায় স্বাহা পাত্বধরং মম।
দন্তানি তালুকাং জিহ্বাং পাতু মে ষোড়শাক্ষরঃ। ২৩।
ওঁ লং শ্রীং লম্বোদরায়েতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতু।
ওঁ ক্লীং হ্রীং বিঘ্ননাশায় স্বাহা কর্ণং সদাবতু। ২৪।
ওঁ শ্রীং গং গজাননায়েতি স্বাহা স্কন্ধং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং বিনায়কায়েতি স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু। ২৫।
ওঁ ক্লীং হ্রী মিতি কঙ্কালং পাতু বক্ষঃস্থলঞ্চ গং।

এই কবচ সমস্ত কবচের সারভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, ওঁ গৌং হুঁ শ্রীগণেশায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। আর সর্ব্বেষামিত্যাদি পাতু মস্তক মিত্যন্ত দ্বাত্রিংশ দক্ষর যুক্ত মন্ত্র সর্ব্বদা আমার ললাট রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং গং এই মন্ত্র নিরন্তর আমার নেত্র রক্ষা করুন আর এই ধরাধামে বিঘ্ন বিনাশন গণেশ সর্ব্বদা আমার তালু রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং এই মন্ত্র নিরন্তর আমার নাশিকা রক্ষা করুন এবং ওঁ গৌং গং শূর্পকর্ণায় স্বাহা এই মন্ত্র কর্ত্তৃক আমার অধর রক্ষিত হউক, আর ওঁ গৌং ইত্যাদি পাত্বধরং মম এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র আমার দন্ত সমুদায় তালু ও জিহ্বা রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

ওঁ লং শ্রীং লম্বোদরায় স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার গণ্ডদেশ আর ওঁ ক্লীং হ্রীং বিঘ্ননাশায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার কর্ণ রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

ওঁ শ্রীং গং গজাননায় স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার স্কন্ধ আর ওঁ হ্রীং বিনায়কায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

করৌ পাদৌ সদা পাতু সর্বাঙ্গং বিঘ্ননিঘ্নকৃৎ। ২৬।
প্রাচ্যাং লম্বোদরঃ পাতু আগ্নেয্যাং বিঘ্ন নায়কঃ।
দক্ষিণে পাতু বিঘ্নেশো নৈঋত্যান্ত গজাননঃ। ২৭।
পশ্চিমে পার্ব্বতী পুত্রো বায়ব্যাং শঙ্করাত্মজঃ।
কৃষ্ণস্যাংশশ্চোত্তরেচ পরিপূর্ণ তমস্য চ। ২৮।
ঐশান্যা মেক দন্তশ্চ হেরম্বঃ পাতু চোর্দ্ধতঃ।
গণাধিপো অধঃ পাতু সর্ব্ব পূজ্যশ্চ সর্ব্বতঃ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব পাতুমাং যোগিনাং গুরুঃ। ২৯।
ইতিতে কথিতং বৎস সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
সংসার মোহনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং। ৩০।
শ্রীকৃষ্ণেন পুরাদত্তং গোলোকে রাস মণ্ডলে।
বৃন্দাবনে বিনীতায় মহ্যং দিনকরাত্মজ। ৩১।

ওঁ ক্লীং হ্রীং এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কঙ্কাল ও বক্ষঃস্থল এবং গং এই মন্ত্র আমার কর যুগল ও চরণ যুগল রক্ষা করুন আর বিঘ্ন বিনাশন কর্ত্তৃক আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষিত হউক ॥ ২৬ ॥

লম্বোদর পূর্ব্বদিকে বিঘ্ন নায়ক অগ্নিকোণে বিঘ্নেশ দক্ষিণদিকে গজানন নৈঋতে পার্ব্বতী পুত্র পশ্চিমে শঙ্করাত্মজ বায়ু কোণে পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত পুরুষ উত্তরে একদন্ত ঈশানদিকে হেরম্ব উর্দ্ধে ও সর্ব্ব পূজ্য গণাধিপ অধোভাগে সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন এবং যোগিগণের গুরু স্বপ্নে জাগরণে সকল অবস্থাতেই আমার রক্ষা বিধান করুন ॥ ২৭ । ২৮ । ২৯ ॥

বৎস! এই আমি সর্ব্ব মন্ত্রাত্মক সংসার মোহন পরমাদ্ভুত কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩০ ॥

সূর্য্য পুত্র! পূর্ব্বে যখন আমি গোলোকধামে বৃন্দাবন মধ্যস্থ রাস মণ্ডল মধ্যে পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিনীতভাবে অবস্থান করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

ময়াদত্তঞ্চ তুভ্যঞ্চ যস্মৈ কস্মৈ ন দাস্যসি।
পরং বরং সর্ব্ব পূজ্যং সর্ব্ব সঙ্কট তারণং। ৩২।
গুরু মভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোপি বিষ্ণুর্নসংশয়ঃ। ৩৩।
অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানি চ।
গ্রহেন্দ্র কবচস্যাস্য কলানার্হন্তি ষোড়শীং। ৩৪।
ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা যোভজেচ্ছঙ্করাত্মজং।
শত লক্ষ প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ৩৫।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সংসার মোহনং নাম কবচং।
দত্ত্বেদং সূর্য্য পুত্রায় বিররাম সুরেশ্বরঃ।
পরমানন্দ সংযুক্তা দেবাঊচুঃ সমীপতঃ। ৩৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ পূজাস্তব কবচ কথনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

বৎস! এক্ষণে আমি সর্ব্ব শঙ্কট তারণ সর্ব্ব পূজ্য পরমোৎকৃষ্ট এই কবচ তোমাকে প্রদান করিতেছি। তুমি যে কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিও না॥ ৩২॥

যে ব্যক্তি গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বিধি পূর্ব্বক এই কবচ কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে সে বিষ্ণু তুল্য হয় সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৩৩॥

গ্রহেশ্বর! এই কবচ ধারণে যেরূপ ফল প্রাপ্তি হয় সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও ফল লাভ হয় না॥ ৩৪॥

যে ব্যক্তি এই কবচ পরিজ্ঞাত না হইয়া শঙ্করাত্মজ গণেশকে ভজনা করে শত লক্ষ গণেশ মন্ত্র জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় না॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সংসারমোহন নাম কবচ সম্পূর্ণ।

সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু, সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চরকে এই সংসার মোহন গণেশ কবচ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া তৎ সমীপে উপবিষ্ট হইলেন॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ পূজা স্তব কবচ কথন নাম ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

দেবা বিষ্ণু সভায়াস্তে সর্ব্বে প্রহৃষ্ট মানসাঃ।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ শৈলাঃ পশ্যন্তঃ সু মহোৎসবং। ১।
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গা স্মেরানন সরোরুহা।
উবাচ বিষ্ণুং প্রণতা দেবেশং দেব সংসদি। ২।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ত্বং পাতা সর্ব্ব জগতাং নাথ নাহং জগদ্বহিঃ।
কথং মৎ স্বামিনো বীর্য্যং নামোঘং রক্ষিতং প্রভো। ৩।
রতি ভঙ্গে কৃতে দেবৈ র্ব্রাহ্মণা প্রেরিত স্ত্বয়া।
ভূমৌ নিপতিতং কেন দেবেন চ বিনির্হৃতং। ৪।
সর্ব্বে দেবা স্ত্বৎ পুরত স্তদন্বেষণ মীশ্বর।
অরাজকং কথং যুক্তং তিষ্ঠতি ত্বয়ি রাজনি। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! তৎকালে দেব গন্ধর্ব্ব মুনি ও পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা পুরুষগণ সকলেই হর্ষান্তঃকরণে সেই বিষ্ণু সভাতে অবস্থিত হইয়া মহোৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন। ১।

এই অবসরে বিকশিতা নলিনীর ন্যায় সহাস্য বদনা ভগবতী দুর্গাদেবী ঐ দেব সভা মধ্যে সর্ব্ব দেবের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা, আপনার কৃপাতেই সমস্ত জগৎ রক্ষিত হয়। আমিত জগতের বহির্ভূত নহি, তবে আমার ভাগ্যে বিপরীত হইল কেন? ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত দেবগণ কর্ত্তৃক রতি ভঙ্গ হওয়াতে আমার পতির অমোঘ বীর্য্য ভূতলে নিপতিত হয়, কি জন্য আপনা কর্ত্তৃক তাহা রক্ষিত হইল না? কোন্ দেব তাহা হরণ করিলেন? সকল দেবতাই আপনার

পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
উবাচ দেববর্গে চ মুনিবর্গে চ তিষ্ঠতি। ৬।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

দেবাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং পার্ব্বতী বচনং শ্রুতং।
শিবস্যামোঘ বীর্য্যং যত্তৎপুরা কেন হৃতং। ৭।
সভামানয় তৎ ক্ষিপ্রং নচেৎ স্ব দণ্ড মর্হতি।
সকো রাজা ন শাস্তা যঃ প্রজা বাধ্যশ্চ পাক্ষিকঃ। ৮।
বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সমালোচ্য পরস্পরং।
উচঃ সর্ব্বে ক্রমেণৈব ত্রাসিতাঃ পুরতো হরেঃ। ৯।

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্বীর্য্যং নিহৃতং যেন পুণ্য ভূমৌ চ ভারতে।
সবঞ্চিতো ভবত্বত্র পুণ্যাহে পুণ্য কর্ম্মণি। ১০।

সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন! অতএব আপনি ইহার অন্বেষণ করুন। কারণ আপনি রাজা বিদ্যমান থাকিতে এরূপ নিতান্ত অরাজকের ন্যায় কার্য্য হওয়া কখনই যুক্তি যুক্ত নহে। ২। ৩। ৪। ৫।

জগৎ কর্ত্তা ভগবান্ পার্ব্বতী দেবীর এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া মুনি মণ্ডল ও দেব সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন দেবগণ! পার্ব্বতীর বাক্য তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে কেহ অমোঘ শিব বীর্য্য হরণ করিয়াছ, শীঘ্র এই সভা মধ্যে আনয়ন কর, নতুবা সে দণ্ডার্হ হইবে। যে রাজা ধর্ম্মতঃ শাসন কর্ত্তা প্রজাবর্গের আরাধ্য ও অপক্ষপাতী না হন তিনি কখন রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন না। ৬। ৭। ৮।

দেবগণ সকলে ভগবান্ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পর ঐ বিষয় আন্দোলন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট যথাক্রমে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ॥ ৯ ॥

প্রথমতঃ ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবন্! দেবাদিদেব মহাদেবের বীর্য্য যৎ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স্ববীর্য্যং নিহৃ্তং যেন পুণ্য ভূমৌ চ ভারতে।
স বঞ্চিতো ভবত্বত্র সেবনে পূজনে তব। ১১।

যম উবাচ।

স বঞ্চিতো ভবত্বত্র শরণাগত রক্ষণে।
একাদশী ব্রতে চৈব তদ্বীর্য্যং যেন নিহৃ্তং। ১২।

ইন্দ্র উবাচ।

তদ্বীর্য্যং নিহৃ্তং যেন পাপিনাং পাপ মোচনে।
ভবত্বত্র যশোলুপ্তস্তৎপুণ্য কর্ম্ম সন্ততং। ১৩।

বরুণ উবাচ।

ভবত্বত্র কলৌ জন্ম বর্ষেঽন্য ভারতে তরে।
শূদ্রজাতক পত্ন্যাশ্চ গর্ভে তদ্যেন নিহৃ্তং। ১৪।

কুবের উবাচ।

স্থাপ্যহারী সভবতু বিশ্বাসঘ্নশ্চ মিত্রহা।
সত্যঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ তদ্বীর্য্যং যেন নিহৃ্তং ১৫।

কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে পুণ্যক্ষেত্র ভারত মধ্যে পুণ্য দিনে পুণ্য কর্ম্মে সে যেন বঞ্চিত হয়॥ ১০॥

মহাদেব কহিলেন প্রভো! আমার বীর্য্য যৎ কর্ত্তৃক সংহৃত হইয়াছে পুণ্য ভূমি ভারতে সে যেন তোমার সেবা ও পূজায় বঞ্চিত হয়॥ ১১॥

যম কহিলেন জগৎপতে! যে শিব বীর্য্য হরণ করিয়াছে সে যেন একাদশী ব্রত পালনে ও শরণাগত রক্ষণে বিমুখ হয়॥ ১২॥

ইন্দ্র কহিলেন, প্রভো! যৎ কর্ত্তৃক শঙ্করের বীর্য্য নিহৃত হইয়াছে, পাপিগণের পাপ মোচনে যে যশ ও পুণ্য সঞ্চয় হয় তাহার তৎসমুদায় বিলুপ্ত হউক॥ ১৩॥

বরুণ কহিলেন ভগবন্! যে শিব বীর্য্যাপহারী হইয়াছে সে কলিযুগে ভারত ভিন্ন বর্ষে শূদ্র জাতকের পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করুক॥ ১৪॥

ঈশান উবাচ।

পর দ্রব্যাপহারীচ সভবত্বত্র ভারতে।
নর ঘাতী গুরুদ্রোহী তদ্বীর্য্যং যেন নিহৃতং। ১৬।

রুদ্রাউচুঃ।

তে মিথ্যাবাদিনঃ সন্তু ভারতে পারদারিকাঃ।
গুরু নিন্দারতাঃ শশ্বত্তদ্বীর্য্যং যেন নিহৃতং। ১৭।

কামদেব উবাচ।

কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যো মূঢ়ো ন সংপালয়তে ভ্রমাৎ।
ভাজনং তস্য পাপস্য সভবেদ্যেন নিহৃতং। ১৮।

সর্ব্বেদ্যাবূচতুঃ।

মাতুঃ পিতু র্গুরোশ্চৈব স্ত্রী পুত্ত্রাণাঞ্চ পোষণে।
ভবেতাং বঞ্চিতৌ তৌচ যাভ্যাং বীর্য্যঞ্চ নিহৃতং। ১৯।

সর্ব্বেদেবাউচুঃ।

মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদাতারো ভবত্বত্র চ ভারতে।

কুবের কহিলেন প্রভো! যে শিব বীর্য্য হরণ করিয়াছে সে স্থাপ্য দ্রব্যাপহারী বিশ্বাস ঘাতক মিত্র হন্তা সত্য নাশক ও কৃতঘ্ন হউক ॥ ১৫ ॥

ঈশান কহিলেন সর্ব্বেশ্বর! যৎ কর্ত্তৃক শিব বীর্য্য অপহৃত হইয়াছে সে ভারতে পরদ্রব্যাপহারী নরঘাতী ও গুরুদ্রোহী হউক ॥ ১৬ ॥

রুদ্রগণ কহিলেন প্রভো! যাহারা শিব বীর্য্য হরণ করিয়াছে তাহারা ভারতে নিরন্তর মিথ্যাবাদী পরদার রত ও গুরু নিন্দাকারী হউক ॥ ১৭ ॥

কামদেব কহিলেন, ভগবন্! যে মূঢ় ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ভ্রম প্রযুক্ত তাহা পালন না করিয়া যে পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে, শিব বীর্য্যাপহারী পাপাত্মা যেন সেই পাপে লিপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বৈদ্য দ্বয় কহিলেন প্রভো! যদি আমাদিগের উভয়ের কর্ত্তৃক শিব বীর্য্য অপহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা উভয়ে যেন পিতা মাতা গুরু ও স্ত্রী পুত্ত্রের পোষণে বঞ্চিত হই ॥ ১৯ ॥

অপুত্রিণো দরিদ্রাশ্চ যৈশ্চ বীর্য্যঞ্চ নিহৃতং। ২০।

দেবপত্ন্যূচুঃ।

তানিন্দন্তু সভর্ত্তারং গচ্ছন্তু পর পুরুষং।
সন্তু বুদ্ধি বিহীনাশ্চ যাভি বীর্য্যঞ্চ নিহৃতং। ২১।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা দেবীনাঞ্চ হরিঃ স্বয়ং।
কর্ম্মণাং সাক্ষিণং ধর্ম্মং সূর্য্যং চন্দ্রং হুতাশনং। ২২।
পবনং পৃথিবীং তোয়ং সন্ধ্যৌ রাত্রিং দিনং মুনে।
উবাচ জগতাং কর্ত্তা পাতা শাস্তা জগত্রয়ে। ২৩।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

দেবৈর্ন নিহৃতং বীর্য্যং তদেতৎ কেন নিহৃতং।
তদা মোঘং ভগবতো মহেশস্য জগদ্গুরোঃ। ২৪।
যূয়ঞ্চ সাক্ষিণো বিশ্বে সন্ততং সর্ব্ব কর্ম্মণাং।
যুষ্মাভি নিহৃতং কিম্বা কিন্তু তং কর্ত্তু মর্হথ। ২৫।

সমস্ত দেবগণ কহিলেন ভগবন্! যাহারা শিব বীর্য্য হরণ করিয়াছে তাহারা ভারতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদাতা দরিদ্র ও পুত্রহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক ॥ ২০ ॥

দেব পত্নীগণ কহিলেন প্রভো! যে নারীগণ শিববীর্য্য হরণ করিয়াছে তাহারা বুদ্ধি বিহীনা হউক এবং তাহাদিগের পক্ষে আর কি বলিব তাহারা পতি নিন্দা ও পর পুরুষকে আশ্রয় করুক ॥ ২১ ॥

জগত্রয়ের শাস্তা সর্ব্বেশ্বর ভুত ভাবন ভগবান্ হরি স্বয়ং দেব দেবীর এই সমস্ত শপথ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি পবন পৃথিবী সলিল উভয় সন্ধ্যা রাত্রি ও দিন এই সমুদায়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাভাগগণ! দেবগণের শপথ শ্রবণে নিশ্চয় বুঝিলাম ইহারা জগদ্গুরু, ভগবান্ মহেশের অমোঘ বীর্য্য হরণ করেন নাই, অতএব কে তাহা হরণ করিল? তোমরা বিশ্বে নিরন্তর সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ? যদি তোমরা এই কার্য্য করিয়া

ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা সভায়াং কম্পিতাশ্চ তে।
পরস্পরং সমালোচ্য ক্রমেণোচুঃ পুরোহরেঃ। ২৬।

শ্রীধর্ম্ম উবাচ।

রতে ক্রুত্তিষ্ঠতো বীর্য্যং পপাত বসুধাতলে।
মযাজ্ঞাত মমোঘং তৎ শঙ্করস্য প্রকোপতঃ। ২৭।

ক্ষিতিরুবাচ।

বীর্য্যং বোঢু মশক্তাহং তদ্বহ্নৌন্যক্ষিপং পুরা।
অতীব দুর্ব্বহং ব্রহ্মন্নবলা ক্ষন্তু মর্হসি। ২৮।

অগ্নিরুবাচ।

বীর্য্যং বোঢু মশক্তোহং ন্যক্ষিপং শর কাননে।
দুর্ব্বলস্য জগন্নাথ কিং যশঃ কিঞ্চ পৌরুষং। ২৯।

থাক বল, নতুবা সেই শিববীর্য্য কিরূপ হইয়াছে তাহার বিষয় বিস্তারিত রূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর ॥ ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ॥

সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম ও অগ্নি প্রভৃতি সকলে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণে সভা মধ্যে কম্পিত হইয়া পরস্পর এই বিষয় সমালোচন পূর্ব্বক তৎসন্নিধানে যথাক্রমে স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্ম কহিলেন ভগবন্! দেব দেব রতিক্রীড়া হইতে গাত্রোত্থান মাত্র প্রকোপ বশতঃ তদীয় অমোঘ বীর্য্য যে বসুধাতলে নিপতিত হইয়াছিল তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি ॥ ২৭ ॥

পৃথিবী কহিলেন প্রভো! অতীব দুর্ব্বহ শিববীর্য্য আমাতে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি তাহা ধারণ করিতে না পারিয়া বহ্নিতে ক্ষেপণ করিয়াছিলাম, আমি অবলা, আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ২৮ ॥

অগ্নিদেব কহিলেন জগৎপ্রভো! ধরণী সেই দুঃসহ শিববীর্য্য আমাতে নিক্ষেপ করিলে আমি তাহা বহন করিতে সমর্থ না হইয়া শরবনে ক্ষেপণ করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার অকীর্ত্তি ও অপৌরুষ প্রকাশ হইয়াছে, দুর্ব্বলের কখনই যশ ও পৌরুষ লাভ হয় না ॥ ২৯ ॥

বায়ুরুবাচ।

শরেষু পতিতং বীর্য্যং সদ্যোবালো বভূবহ।
অতীব সুন্দরো বিষ্ণো স্বর্ণ রেখা নদী তটে। ৩০।

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

রুদন্তং বালকং দৃষ্ট্বা মগমস্তাচলং প্রতি।
প্রেরিতঃ কাল চক্রেণ নিশি সংস্থাতু মক্ষমঃ। ৩১।

চন্দ্র উবাচ।

রুদন্তং বালকং প্রাপ্য গৃহীত্বা কৃত্তিকাগণঃ।
জগাম স্বালয়ং বিষ্ণো গচ্ছন্ বদরিকাশ্রমাৎ। ৩২।

জলমুবাচ।

অমুরুদন্ত মানীয় স্তনং দত্ত্বা স্তনার্থিনে।
বর্দ্ধয়ামাসুরীশস্য সুতং সূর্য্যাধিক প্রভং। ৩৩।

সন্ধ্যোবাচ।

অধুনা কৃত্তিকানাঞ্চ ষণ্ণাং তৎ পোষ্য পুত্রকঃ।

বায়ু কহিলেন ভগবান্! আমি যথার্থ রূপে আপনার নিকট বলিতেছি, স্বর্ণ রেখা নদী তটে শরবনে যেমন সেই শিববীর্য্য পতিত হইল অমনি তাহাতে অতীব সুন্দর এক বালক সমুৎপন্ন হইয়াছে॥ ৩০॥

সূর্য্য দেব কহিলেন, হরে! সেই পরম সুন্দর বালক শিববীর্য্যে সঞ্জাত হইয়া রোদন করিতে লাগিল এই মাত্র দর্শন পূর্ব্বক আমি কাল-চক্রে প্রেরিত হইয়া অস্তাচলাভিমুখে গমন করিয়াছিলাম। রাত্রিযোগে তথায় অবস্থান করিতে পারি নাই॥ ৩১॥

চন্দ্র কহিলেন, প্রভো! তৎকালে কৃত্তিকাগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই বালককে রোরুদ্যমান দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করত সেই বদরিকা-শ্রম হইতে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগত হন॥ ৩২॥

জলাধিষ্ঠাতা দেব কহিলেন, কৃত্তিকাগণ ভগবান্ শঙ্করের সেই সূর্য্যা-ধিক প্রভা সম্পন্ন স্তনার্থী রোরুদ্যমান শিশু সন্তানকে গৃহে সমানীত

তন্নাম চক্রুস্তাঃ প্রেম্ণা কার্ত্তিকশ্চেতি কৌতুকাৎ। ৩৪।

রাত্রিরুবাচ।

ন চক্রুর্ব্বালকং তাশ্চ লোচনা নাম গোচরং।

প্রাণেভ্যোপি প্রেম পাত্রং যঃ প্রোষ্টাযস্ত পুত্রকঃ। ৩৫।

দিনমুবাচ।

যানি যানিচ বস্তূনি ত্রৈলোক্যে দুর্লভানি চ।

প্রশংসিতানি স্বাদূনি ভোক্তযামাসু রেব তং। ৩৬।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সন্তুষ্টো মধুসূদনঃ।

তে সর্ব্বে হরি মিত্যুচুঃ সভায়াং হৃষ্ট মানসাঃ। ৩৭।

পুত্রস্থ বার্ত্তাং সংপ্রাপ্য পার্ব্বতী হৃষ্ট মানসা।

কোটি রত্নানি বিপ্রেভ্যো দদৌ বহু ধনানি চ।

করিয়া স্তন দুগ্ধ প্রদানে তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন॥ ৩৩॥

সন্ধ্যা কহিলেন, জগৎপ্রভো! অধুনা সেই বালক ষট্ কৃত্তিকার পোষ্য পুত্র হইয়াছে। তন্নিমিত্ত তাহারা স্নেহ বশতঃ পরম কৌতুকে তাহার কার্ত্তিক নাম প্রদান করিয়াছেন॥ ৩৪॥

রাত্রি কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে সেই বালক কৃত্তিকাগণের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়পাত্র হইয়াছে, তাহারা সেই বালককে নয়নের অন্তরাল করিতে পারে না। এখন সেই বালক তাহাদিগের পোষ্যপুত্র, কারণ যাহাকে যে প্রতিপালন করে সে তাহার পুত্র স্বরূপ হয়॥ ৩৫॥

দিনমান কহিলেন, প্রভো! এক্ষণে কৃত্তিকাগণ ত্রিলোক মধ্যে দুর্লভ প্রশংসিত সুস্বাদু বস্তু সমুদায় আহরণ করিয়া সেই বালককে ভোজন করাইয়া থাকেন॥ ৩৬॥

এই রূপে চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলে সভা মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মধুসূদনের পরম প্রীতি সমুৎপন্ন হইল॥ ৩৭॥

দদৌ সর্ব্বাণি বিপ্রেভ্যো বাসাংসি বিবিধানি চ। ৩৮।
লক্ষ্মী সরস্বতী মেনা সাবিত্রী সর্ব্ব যোষিতঃ।
বিষ্ণুশ্চ সর্ব্ব দেবাশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধনং। ৩৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কার্ত্তিক প্রবৃত্তি প্রাপ্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

তখন পার্ব্বতী দেবী পুত্রের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া পুলকিতান্তঃকরণে ব্রাহ্মণগণকে কোটি রত্ন বিবিধ ধন ও রাশি রাশি বস্ত্র দান করিলেন ॥৩৮॥ তৎকালে লক্ষ্মী সরস্বতী মেনকা সাবিত্রী ও অন্যান্য নারীগণ এবং বিষ্ণু ও সমস্ত দেবগণ প্রীতিপূর্ণমনে বিপ্রগণকে ধন দান করিলেন ॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কার্ত্তিক প্রবৃত্তি প্রাপ্তি নাম চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পুত্রস্য বার্ত্তাং সংপ্রাপ্য পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
প্রেরিতো বিষ্ণুনা দেবৈ র্মুনিভিঃ পর্ব্বতৈ র্মুনে॥ ১॥
দূতান প্রস্থাপয়ামাস মহাবল পরাক্রমান্।
বীরভদ্রং বিশালাক্ষং শঙ্কুকর্ণং কবন্ধকং॥ ২॥
নন্দীশ্বরং মহাকালং বজ্রদন্ত ভগন্দরং।
গোকামুখং দধিমুখং জ্বলদগ্নি শিখোপমং॥ ৩॥
লক্ষঞ্চ ক্ষেত্রপালানাং ভূতানাঞ্চ ত্রিলক্ষকং।
বেতালানাং চতুর্লক্ষং যক্ষাণাং পঞ্চলক্ষকং॥ ৪॥
কুষ্মাণ্ডানাঞ্চতুর্লক্ষং ত্রিলক্ষং ব্রহ্মরাক্ষসাং।
ডাকিনীনাঞ্চ লক্ষানাং যোগিনীনাং ত্রিলক্ষকং॥ ৫॥
রুদ্রাংশ্চ ভৈরবাং শ্চৈব শিব তুল্য পরাক্রমান্।
অন্যাংশ্চ বিকৃতাকারান সংখ্যানাপি নারদ॥ ৬॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! হর পার্ব্বতী পুত্র বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু এবং দেব মুনি ও পর্ব্বতগণ সকলে তাহাদিগকে পুত্রানয়নে আদেশ করিলেন॥ ১॥

তখন ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক পুত্রানয়নার্থ মহাবল পরাক্রান্ত দূতগণ প্রেরিত হইল। তিনি ক্রমে বীরভদ্র বিশালাক্ষ, শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধক, নন্দীশ্বর, মহাকাল, বজ্রদন্ত, ভগন্দর, গোকামুখ, জ্বলদগ্নিশিখার তুল্য দধিমুখ, নামক দূত আর লক্ষ ক্ষেত্রপাল, ত্রিলক্ষ ভুত, চতুর্লক্ষ বেতাল, পঞ্চলক্ষ যক্ষ, চতুর্লক্ষ কুষ্মাণ্ড, ত্রিলক্ষ ব্রহ্মরাক্ষস, লক্ষ ডাকিনী, ত্রিলক্ষ যোগিনী শিব তুল্য পরাক্রান্ত রুদ্র ও ভৈরবগণ এবং অন্যান্য বিকৃতাকার অসংখ্য ভূত সমুদায় প্রেরণ করিলেন॥ ২। ৩। ৪। ৫। ৬॥

তে সর্ব্বে শিব দূতাশ্চ নানা শস্ত্রাস্ত্র পাণয়ঃ।
কৃত্তিকানাঞ্চ ভবনং বেষ্টয়ামাসুরুন্মনাঃ ॥ ৭ ॥
দৃষ্টাতান্ কৃত্তিকাঃ সর্ব্বা ভয় বিহ্বল মানসাঃ।
কার্ত্তিকং কথয়ামাসুর্জ্জ্বলন্তং ব্রহ্ম তেজসা ॥ ৮ ॥

কৃত্তিকাউচুঃ।

বৎস সৈন্যান্য সংখ্যানি বেষ্টয়ামাসুরালয়ং।
নজানীমা বয়ং কস্য করালানিচ কার্ত্তিক ॥ ৯ ॥

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

ভয়ং ত্যজত কল্যাণ্যো ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে।
দুর্নিবার্য্যো নিষেকশ্চ মাতরঃ কেন বার্য্যতে ॥ ১০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সৈন্যেন্দ্রো নন্দিকেশ্বরঃ।
পুরতঃ কার্ত্তিকস্যাপি তিষ্ঠং স্তাসামুবাচহ ॥ ১১ ॥

নন্দিশ্বর উবাচ।

ভ্রাতঃ প্রবৃত্তিং শৃণু মে মাতরশ্চ শুভাবহং।
প্রেষিতস্য সুরেন্দ্রস্য সংহর্ত্তুঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১২ ॥

তৎপরে সেই ভয়ঙ্কর শিব দূতগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া কৃত্তিকাগণের ভবন বেষ্টন করিলেন ॥ ৭ ॥

তখন কৃত্তিকাগণ সেই ভীষণ মূর্ত্তি দূতগণ কর্ত্তৃক স্বীয় পুরী অবরুদ্ধ দেখিয়া ভয় বিহ্বলচিত্তে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কার্ত্তিকের নিটক এই বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! ভীষণাকার অসংখ্য সৈন্য আমাদিগের আলয় বেষ্টন করিয়াছে, তাহারা কাহার সৈন্য তাহা আমরা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই ॥ ৮। ৯ ॥

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, মাতৃগণ! আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি বিদ্যমানে আপনাদিগের ভয়ের বিষয় কি আছে? অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

কার্ত্তিকেয়, মাতৃগণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্য-

কৈলাসে সর্ব্ব দেবাশ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
সভায়াং তে বসন্তশ্চ গণেশোৎসব মঙ্গলং ॥ ১৩ ॥
শৈলেন্দ্র কন্যা তং বিষ্ণুং জগতাং পরিপালকং।
সংবোধ্য কথয়ামাস তবান্বেষণ হেতুকং ॥ ১৪ ॥
পপ্রচ্ছ দেবান্ বিষ্ণুস্তান্ ক্রমেণাবাপ্তি হেতবে।
প্রত্যুত্তরং দদুস্তেতু প্রত্যেকঞ্চ যথোচিতং ॥ ১৫ ॥
ত্বমত্র কৃত্তিকা স্থানে কথযামাসুরীশ্বর।
সর্ব্বে ধর্ম্মাদয়ো দেবা ধর্ম্মাধর্ম্মস্য সাক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥
যা বভূব বহু ক্রীড়া পার্ব্বতী শিবয়োঃ পুরা।
দৃষ্টস্তচ সুরৈঃ শম্ভো বীর্য্যং ভূমৌ পপাতহ।
হনিষ্যসি তারকাখ্যং সর্ব্ব শস্ত্রং লভিষ্যসি ॥ ১৭ ॥

বসরে সৈনেন্দ্র নন্দিকেশ্বর তথায় উপনীত হইয়া মাতৃগণ সমন্বিত কার্ত্তিকেয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ভ্রাতঃ! কৈলাসনাথ ভগবান্ শঙ্কর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি মঙ্গলজনক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১১ । ১২ ॥

এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সমস্ত দেবগণ মঙ্গলজনক গণেশোৎসব উপলক্ষে কৈলাসধামস্থ সভা মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতঃ কার্ত্তিকেয়! ভগবতী পার্ব্বতী দেবী সেই সভা মধ্যে অধিষ্ঠিতা হইয়া জগৎ পালক ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট তোমার অন্বেষণ কারণে তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

তাহাতে সনাতন বিষ্ণু তোমার প্রাপ্তির জন্য যথাক্রমে তদীয় অবস্থিতির বিষয় সমস্ত দেবগণকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা প্রত্যেকে যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

তৎপরে ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম ও চন্দ্র সূর্য্যাদি দেবগণ তৎসন্নিধানে কৃত্তিকাগণের নিকট তোমার অবস্থিতির বিষয় কীর্ত্তন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বে হর পার্ব্বতী নির্জ্জনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়াতে শিববীর্য্য ভূতলে

পুত্রস্ত্বং বিশ্ব হর্ত্তুস্ত্বাং গোপ্তুঞ্চ সক্ষমার্হসীঃ।
নাগ্নিং গুপ্তং যথা শক্তঃ শুকবৃক্ষঃ স্বকোটরে ॥ ১৮ ॥
দীপ্তিমাং স্ত্বঞ্চ বিশ্বেষু তাসাং গেহেষু শোভসে।
যথা পতন্মহাকূপে দ্বিজ রাজো ন রাজতে ॥ ১৯ ॥
করোষি জগদালোকং নাচ্ছন্নোস্বাজ তেজসা।
যথা সূর্য্যঃ করাচ্ছন্নো নভবেন্মানবস্য চ ॥ ২০ ॥
বিষ্ণু স্ত্বঞ্চ জগদ্ব্যাপী তাসাং ব্যাপ্যোসি সাম্প্রত।
যথা ন কেষাং ব্যাপ্যঞ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপকং নভঃ ॥ ২১ ॥
যোগীন্দ্রোনানুলিপ্তস্ত্বং ভোগাচেৎ পরিপোষণে।
নৈব লিপ্তা যথাত্মাচ কর্ম্মভোগেষু জীবিনাং ॥ ২২ ॥

পতিত হয়, এই ব্যাপার দেবগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই শিববীর্য্যে তোমার জন্ম হইয়াছে তুমি সর্ব্ব শস্ত্র বিশারদ হইয়া ভয়ঙ্কর তারকাসুরকে বিনাশ করিবে ॥ ১৭ ॥

ভ্রাতঃ! তুমি বিশ্বসংহর্ত্তা ভগবান্ শূলপাণির পুত্র, এই কৃত্তিকাগণ তোমাকে গোপন করিতে কি রূপ সমর্থা হইবেন? শুষ্ক বৃক্ষ স্বীয় কোটরে কি অগ্নিকে গোপন করিতে পারে ॥ ১৮ ॥

মহা কূপে পতিত হইলে যেমন চন্দ্রের শোভা কিছুমাত্র থাকে না, তদ্রূপ তুমি সমস্ত বিশ্ব মধ্যে দীপ্তিমান্ হইয়া ইহাদিগের গৃহে কি রূপে শোভমান হইবে? ॥ ১৯ ॥

ভ্রাতঃ! তুমি স্বীয় অঙ্গ জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করিতেছ, কেহ তোমার দীপ্তি আচ্ছন্ন করিতে পারে না, সূর্য্য দেব কি মানবের করে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারেন? ॥ ২০ ॥

তুমি জগদ্ব্যাপী বিষ্ণু স্বরূপ। যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী কোন পদার্থের সম্বন্ধে কখন ব্যাপ্য হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমি জগদ্ব্যাপী হইয়া কি রূপে কেবল এই কৃত্তিকাগণ সম্বন্ধে ব্যাপ্য হইবে ॥ ২১ ॥

ভ্রাতঃ! তুমি যোগি শ্রেষ্ঠ, যেমন জীব সমস্ত কর্ম্মের ভোগী, আত্মা

বিশ্বাধার স্ত্বমীশশ্চ নামূতে সম্ভবেৎ স্থিতিঃ।
সাগরস্য যথা নদ্যাং সরিতামাশ্রমস্য চ ॥ ২৩ ॥
ন হি সর্ব্বেশ্বরা বাসঃ সম্ভবেৎ কৃত্তিকালয়ে।
গরুড়স্য যথা বালঃ ক্ষুদ্রে চ চটকোদরে ॥ ২৪ ॥
ত্বাঞ্চ দেবা ন জানন্তি ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
গুণানাং তেজসাং রাশিং যথা জ্ঞানমযোগিনঃ ॥ ২৫ ॥
ত্বামনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কথং জানন্তি কৃত্তিকাঃ।
যথা পরাং হরে র্ভক্তি মভক্তা মূঢ় চেতসঃ ॥ ২৬ ॥
ভ্রান্ত র্যেযং নজানন্তি তেত্বং কুর্ব্বন্ত্যনাদরং।
নাদ্রিয়ন্তে যথা ভেকা স্তেক বাসাশ্চ পঙ্কজান্ ॥ ২৭ ॥

কিছুতেই লিপ্ত না হইয়া সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করেন তদ্রূপ ভোগী পুরুষই পরিপোষণে লিপ্ত হয়, তুমি সর্ব্বদা নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছ ॥ ২২ ॥

তুমি বিশ্বাধার ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্ব তোমাতে অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব সমস্ত নদীর আশ্রয় সাগরের যেমন এক নদীতে অবস্থান অসম্ভব, তদ্রূপ বিশ্বাধার স্বরূপ তোমার কেবল সলিলাধিষ্ঠান কখনই সম্ভব নহে ॥ ২৩ ॥

চটক পক্ষীর ক্ষুদ্র উদরে গরুড় শাবকের বাস যেমন অসম্ভব হয় তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর হইয়া কি তোমার কৃত্তিকাগণের আবাসে বাস করা সম্ভব হইতে পারে? ॥ ২৪ ॥

তুমি তেজোময় ব্রহ্ম স্বরূপ, কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তোমার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। গুণরাশি ও তেজোরাশি স্বরূপ জ্ঞানময় পরম পুরুষ যেমন যোগ বিমুখ ব্যক্তিদিগের অদৃশ্য থাকেন তদ্রূপ দেবগণও তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না ॥ ২৫ ॥

তুমি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব সম্পন্ন। মূঢ় বুদ্ধি ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ যেমন পরমা হরি ভক্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ কৃত্তিকাগণ তোমাকে কি রূপে পরিজ্ঞাত হইবেন? ॥ ২৬ ॥

কার্ত্তিক উবাচ।

ভ্রাতঃ সর্ব্বং বিজানামিজ্ঞানং ত্রৈকা

জ্ঞানীত্বংকা প্রশংসাতে যতো মৃত্যুঞ্জয়াশ্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

কর্ম্মণা জন্মযেষাং বা যাসু যাসুচ যোনিষু।

তাসু তে নির্ব্বৃতিং ভ্রাতঃ প্রাপ্নুবন্তি চ সন্ততং ॥ ২৯ ॥

যে যত্র সন্তি সন্তো বা মূঢ়া বা কর্ম্ম ভোগতঃ।

তেপি তং বহু মন্যন্তে মোহিতা বিষ্ণু মায়য়া ॥ ৩০ ॥

সাংপ্রতং জগতাং মাতা বিষ্ণু মায়া সনাতনী।

সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণু মায়া চ সর্ব্বদা বিষ্ণু মঙ্গলা।

শৈলেন্দ্র পত্নী গর্ভে সা ললাভ জন্ম ভারতে।

দারুণঞ্চ তপস্তপ্ত্বা সংপ্রাপ শঙ্করং পতিং ॥ ৩১ ॥

ভ্রাতঃ! যাহারা যাহার প্রভাব জানিতে না পারে তাহারা তাহাকে অনাদর করিয়া থাকে, ভেক সমুদায় জল মধ্যে বাস করে কিন্তু সেই জল জাত কমলের কখনই সমাদর করে না ॥ ২৭ ॥

নন্দীশ্বর এই রূপ কহিলে কার্ত্তিকেয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! ত্রৈকালিক জ্ঞান সমুদায় আমার বিদিত আছে। যখন তুমি ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ, তখন তুমি পরম জ্ঞানী, এরূপ প্রশংসাবাদ তোমার পক্ষে কখনই বিচিত্র নহে। ২৮ ॥

যাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতেই তাহারা সর্ব্বদা নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥

সাধুগণ বা মূঢ় ব্যক্তিগণ স্বকর্ম্ম ভোগানুসারে যাহা আশ্রয় করে বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া তাহারা তাহাকেই পরম সুখ জনক জ্ঞান করিয়া থাকে। ৩০ ॥

এক্ষণে সেই সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বদা বিষ্ণু মঙ্গল স্বরূপা জগজ্জননী সনাতনী বিষ্ণু মায়া শৈলেন্দ্র পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতে অবতীর্ণা হইয়া দারুণ তপোবলে ভগবান্ শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩১ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমং।
সর্ব্বে কৃষ্ণোদ্ভবাঃ কালে বিলীনা স্তত্র কেবলং॥ ৩২॥
কল্পে কল্পে জগন্মাতা মাতা মে প্রতি জন্মনি।
যজ্জন্ম মায়য়া বদ্ধো নিত্যঃ সৃষ্টি বিধাবহং॥ ৩৩॥
প্রকৃতে রুদ্ভবাঃ সর্ব্বা জগৎসু সর্ব্ব যোষিতঃ।
কাশ্চিদংশাঃ কলাঃ কাশ্চিৎ কলাংশাংশেন কাশ্চন॥৩৪॥
কৃত্তিকা জ্ঞানবত্যশ্চ যোগিনাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
স্তনেনাভির্ব্বর্দ্ধিতোহ মুপহারেণ সন্ততং॥ ৩৫॥
তাসামহং পোষ্য পুত্রো মদম্বাঃ পোষণাদিমাঃ।
তস্যাশ্চ প্রকৃতেঃ পুত্রোযতস্তং স্বামি বীর্য্যতঃ॥ ৩৬॥
ন গর্ভজোহং শৈলেন্দ্র কন্যায়া নন্দিকেশ্বর।
সাচ মে ধর্ম্মতো মাতা যথেমাঃ সর্ব্ব সম্মতাঃ॥ ৩৭॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই কৃত্রিম, কিছুই সত্য নহে। কেবল এক-মাত্র পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ সত্য স্বরূপ। কালে তৎ সমুদায় তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন ও কালে তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে॥ ৩২॥

কল্পে কল্পে প্রতি জন্মে সেই জগন্মাতা দুর্গা আমার জননী স্বরূপা হন, আমি নিত্য হইয়াও তাঁহার মায়ায় বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি বিধান করি॥৩৩॥

নিখিল জগতের সমস্ত নারীই সেই জগন্মায়া প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে নারীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহার অংশে কেহ কেহ তদীয় কলায় ও কেহ কেহ বা তাঁহার অংশাংশে জন্ম গ্রহণ করে॥৩৪॥

এই যোগ নিরতা জ্ঞানবতী কৃত্তিকাগণও সেই পরমা প্রকৃতির কলা স্বরূপা, ইঁহারা নিরন্তর স্তন ক্ষীর দানে ও বিবিধ উপহার প্রদানে আমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন॥ ৩৫॥

এই কৃত্তিকাগণ আমাকে পোষণ করাতে পবিত্রা হইয়াছেন, এক্ষণে আমি ইহাঁদিগের পোষ্যপুত্র। আর সেই পরমা প্রকৃতি দুর্গার স্বামির বীর্য্যে সমুৎপন্ন হওয়াতে আমি তাঁহারও পুত্রভুত হইয়াছি॥ ৩৬॥

স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভয়দাত্রী গুরু প্রিয়া।
অভীষ্ট দেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকাঃ।
সগর্ভ কন্যা ভগিনী পুত্র পত্নী প্রিয়া প্রসূঃ।
মাতুর্ম্মাতা পিতুর্ম্মাতা সোদরস্য প্রিযা তথা।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈবচ।
জনানাং বেদ বিহিতা মাতরঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥
ইমাশ্চ সর্ব্ব সিদ্ধিজ্ঞাঃ পরমৈশ্বর্য্য সংযুতাঃ।
ন ক্ষুদ্রা ব্রহ্মণঃ কন্যা ত্রিষু লোকেষু পূজিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
বিষ্ণুনা প্রেরিত স্ত্বঞ্চ শম্ভোঃ পুত্র সমো মহান্।
গচ্ছয়ামি ত্বয়া সার্দ্ধং দ্রক্ষ্যামি দেবতা কুলং ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে নন্দি কার্ত্তিক সম্বাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর! আমি সেই নগেন্দ্র নন্দিনী দুর্গা দেবীর গর্ভজাত পুত্র নহি, সুতরাং ইহাঁরা যেমন আমার সর্ব্ব সম্মতা মাতা তদ্রূপ তিনিও ধর্ম্মতঃ আমার জননী স্বরূপা হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী, অভয় দাত্রী, গুরুপত্নী, অভীষ্টদেব পত্নী, পিতার পত্নী, কন্যা, সহোদরা ভগিনী, পুত্র পত্নী, প্রিয়ার জননী, মাতার মাতা, পিতার মাতা, সহোদর প্রিয়া, মাতার ভগিনী, পিতার ভগিনী, ও মাতুলানী, জনগণের এই ষোড়শ প্রকার মাতা বেদে নির্দ্দিস্ট আছে। ৩৮ ॥

আর এই কৃত্তিকাগণও ক্ষুদ্রা নহেন, ইহাঁরা ব্রহ্মার কন্যা, ত্রিলোক বাসিগণ ইহাঁদিগের পূজা করিয়া থাকে। ইহাঁরা পরমৈশ্বর্য্য যুক্তা ও সর্ব্ব সিদ্ধি জ্ঞানবতী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছেন ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাতঃ! তুমি দেব দেব মহাদেবের প্রধান পুত্র স্বরূপ, তুমি ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ অতএব চল, আমি তোমার সহিত গমন করিয়া দেবগণকে দর্শন করি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে নন্দি কার্ত্তিক সম্বাদ নাম পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেব মুক্কা তং শীঘ্রং সংবোধ্য কৃত্তিকাগণং।
উবাচ নীতি যুক্তঞ্চ বচনং শঙ্করাত্মজঃ॥ ১॥

কার্ত্তিক উবাচ।

যাস্যামি শঙ্কর স্থানং দ্রক্ষ্যামি দেবতা কুলং।
মাতরং বন্ধুবর্গাংশ্চ বিদায়ং দেহি মাতরঃ॥ ২॥
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম কর্ম্ম শুভাবহং।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলং॥ ৩॥
কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং সচ দৈবাৎ পরস্ততঃ।
ভজন্তি সততং সন্তঃ পরমাত্মান মীশ্বরং॥ ৪॥
দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং স্বলীলয়া।
নদৈব বদ্ধস্তদ্ভক্ত শ্চাবিনাশী চ নির্ণয়ঃ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! শঙ্করাত্মজ কার্ত্তিকেয় নন্দীশ্বরকে এইরূপ কহিয়া সত্বর কৃত্তিকাগণকে প্রবোধিত করত নীতিযুক্ত বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মাতৃগণ! আমি কৈলাস ধামে গমন করিয়া পিতা মাতা বন্ধুবর্গ ও দেবগণকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি, আপনারা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। ১। ২।

জগৎ ও শুভাবহ জন্ম কর্ম্ম সমস্তই দৈবাধীন, দৈব প্রভাবেই সমস্ত বস্তুর পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হয়, অতএব দৈবই সর্ব্ব প্রকারে বলবৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩।

সেই দৈব সর্ব্ব নিয়ন্তা পরাৎপর কৃষ্ণের আয়ত্ত, সুতরাং কেবল তিনিই দৈব অপেক্ষা বলবান্, এই জন্য সাধুগণ নিরন্তর সেই পরমাত্মা ব্রহ্মময় সর্ব্বেশ্বর হরির উপাসনা করিয়া থাকেন। ৪।

সেই পরমাত্মা পরাৎপর কৃষ্ণও দৈবকে বর্দ্ধিত করিতেও পারেন, ক্ষয়

তস্মাদ্ভজত গোবিন্দং মোহং ত্যক্ত্বা দুঃখদং।
সুখদং মোক্ষদং সারং জন্ম মৃত্যু ভয়াপহং ॥ ৬ ॥
পরমানন্দ জননং মোহজাল নিকৃন্তনং।
শশ্বদ্ভজন্তি যং সর্ব্বে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
কোহং ভবাব্ধৌ যুষ্মাকং কা বা যূয়ং মমাম্বিকাঃ।
তৎ কর্ম্ম স্রোতসা সর্ব্বং পুঞ্জীভূতঞ্চ ফেন বৎ ॥ ৮ ॥
তং শ্লেষং বিপরীতং বা তৎ সর্ব্ব মীশ্বরেচ্ছয়া।
ব্রহ্মাণ্ড মীশ্বরাধীন মস্বতন্ত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৯ ॥
জল বুদ্বুদ বৎ সর্ব্ব মনিত্যঞ্চ জগত্ত্রয়ং।
মায়ামনিত্যে কুর্ব্বন্তি মায়য়া মূঢ় চেতসঃ ॥ ১০ ॥

করিতেও পারেন। তাঁহার ভক্তজনকে কখনই দৈবে বদ্ধ হইতে হয় না, সুতরাং ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ অবিনাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ৫।

অতএব আপনারা দুঃখ জনক মোহ পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে ভজনা করুন। তিনি সুখ মোক্ষ দাতা, জন্ম মৃত্যু ভয় নাশক পরমানন্দপ্রদ মোহ জাল চ্ছেদন কর্ত্তা ও সর্ব্বসার বলিয়া কথিত হন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকলেই নিরন্তর সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ৬। ৭।

মাতৃগণ! এই ভব সাগরে আমার সহিত আপনাদিগের অথবা আপনাদিগের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আছে? কারণ ইহ সংসার সমুদ্রে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাক্তন কর্ম্ম স্রোতে সমস্ত ফেনবৎ একত্র পুঞ্জীভূত হয়। ৮।

জগতের যাবতীয় বস্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কখন পরস্পর সংবদ্ধ ও কখন বা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরাধীন অস্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৯।

জগত্ত্রয় জল বুদ্বুদবৎ নশ্বর, মূঢ় বুদ্ধি জনগণ কেবল মায়া মোহিত হইয়া অনিত্য পদার্থ নিত্য জ্ঞান পূর্ব্বক তাহাতে মমতা করিয়া থাকে।১০।

সন্ত তত্র নলিপ্যন্তি বায়ুবৎ কৃষ্ণ চেতসঃ।
তস্মান্মোহং পরিত্যজ্য বিদায়ং দেহি মাতরঃ॥ ১১ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা তান্ নত্বা সার্দ্ধং শঙ্কর পার্ষদৈঃ।
যাত্রাঞ্চকার ভগবান্মানসা শ্রীহরিং স্মরন্॥ ১২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দদর্শ রথ মুত্তমং।
বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মাণং হীরকেন পরিচ্ছদং॥ ১৩ ॥
সদ্রত্ন সার রচিতং মাণিক্যেন বিরাজিতং।
পারিজাত প্রসূনানাং মালা জালৈশ্চ শোভিতং॥ ১৪ ॥
মণীন্দ্র দর্পণৈঃ শ্বেত চামরৈ রতি দীপিতং।
ক্রীড়ার্হ মন্দিরৈ রম্যৈশ্চিত্রিতৈ শ্চিত্রিতং বরং॥ ১৫ ॥
শতচক্রং সুবিস্তীর্ণং মনোযায়ি মনোহরং।
প্রস্থাপিতঞ্চ পার্ব্বত্যো বেষ্টিতং পার্ষদৈর্ব্বরৈঃ।
তমারুহন্তং যানং তা হৃদয়েন বিদুয়তা॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ পরায়ণ সাধুগণ বায়ুর ন্যায় সংসারের কোন পদার্থে কখন লিপ্ত থাকেন না। অতএব আপনারা মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিদায় প্রদান করুন। ১১।

ভগবান্ কার্ত্তিকেয় মাতৃগণকে এই রূপে প্রবোধিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক মনে মনে হরি স্মরণ করত শিব পার্ষদগণের সহিত যাত্রা করিলেন। ১২।

এই সময়ে পার্ব্বতী প্রেরিত বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত হীরক জড়িত একখানি রথ কার্ত্তিকেয়ের নয়ন গোচর হইল, তখন তিনি দেখিলেন ঐ রথ খানি উৎকৃষ্ট রত্নসারে রচিত মাণিক্যে বিরাজিত পারিজাত কুসুম মালায় পরিশোভিত ও মণীন্দ্র খচিত দর্পণে ও শ্বেত চামরে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে, ঐ রথখানি অতীব সুচিত্রিত, আবার তন্মধ্যে চিত্রিত সুরম্য ক্রীড়ার্হ মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা শত চক্র যুক্ত সুবিস্তীর্ণ মনোহর মনের ন্যায় বেগবান্ এবং উহার চতুর্দ্দিক্ শিবানুচরগণে বেষ্টিত রহি-

সহসা চেতনাং প্রাপ্য মুক্ত কেশাঃ উন্মত্তাস্তথা।
দৃষ্টা চ স্বপুরঃ শূন্যং স্তম্ভিতা অতি শোকতঃ।
উন্মত্তা র্হচ তত্রৈব বক্র মারেভিরে ভিয়া ॥ ১৮ ॥
ক্লত্তিকাউচুঃ।
কিং কুর্ম্মঃ ক্ব চ যাস্যামো বয়ং বৎস ত্বদাশ্রয়াঃ।
বিহায়াস্মান্ ক্বয়াসিত্বং নায়ং ধর্ম্ম স্তবাধুনা ॥ ১৯ ॥
স্নেহেন বর্দ্ধিতোস্মাভিঃ পুত্রোঽস্মাকং স্বধর্ম্মতঃ।
নায়ং ধর্ম্মো মাতৃবর্গানুপযুক্তঃ সুতস্যচেৎ ॥ ২০ ॥
ইতুক্ত্বা ক্লত্তিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্লত্বাবক্ষসি কার্ত্তিকং।
পুনর্ম্মূর্চ্চামবাপুস্তাঃ সুত বিচ্ছেদ দারুণাঃ ॥ ২১ ॥
কুমারো বোধয়িত্বাতা অধ্যাত্ম বচনেন বৈ।
তাভিশ্চ পার্ষদৈঃ সার্দ্ধ মারুরোহ রথং মুনে ॥ ২২ ॥

য়াছে। এই রূপ রথ দর্শন করিয়া শঙ্করাত্মজ কার্ত্তিকেয় দুঃখিতান্তঃকরণে তাহাতে আরোহণ করিলেন। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

কুমারের বিদায় গ্রহণ কালে ক্লত্তিকাগণ শোক বিহ্বলা হইয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়াছিলেন, তৎপরে সহসা চৈতন্য হওয়াতে তাঁহারা স্বীয় পুর শূন্য দর্শনে অতি শোকে স্তম্ভিতা হইয়া মুক্ত কেশে উন্মত্তার ন্যায় কুমার নিকটে আগমন পূর্ব্বক সভয় চিত্তে কহিলেন বৎস! আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, এখন কি করিব, কোথায় যাইব, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? এরূপ কার্য্য তোমার ধর্ম্ম নহে। ১৭। ১৮। ১৯।

আমরা পরম স্নেহে তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছি, ধর্ম্মতঃ তুমি আমাদিগের পুত্র, মাতৃগণকে পরিত্যাগ করা সন্তানের ধর্ম্ম নহে। ২০।

ক্লত্তিকাগণ সকলে এই বলিয়া কার্ত্তিককে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক পুত্র বিচ্ছেদ যাতনা অসহ্য জ্ঞানে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। ২১।

তখন কুমার আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ভ বাক্যে মাতৃকাগণকে প্রবোধিত করিয়া তাঁহাদিগের ও পার্ষদগণের সহিত রথারোহণ করিলেন। ২২।

পূর্ণ কুম্ভং দ্বিজং বেশ্যাং শুক্ল ধান্যঞ্চ দর্পণং।
দধ্যাজ্যং মধুলাজঞ্চ পুষ্পং দূর্ব্বাক্ষতং সিতং।
বৃষং গজেন্দ্রং তুরগং জ্বলদগ্নিং সুবর্ণকং।
পর্ণঞ্চ পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ।
পতি পুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমং।
মুক্তাং প্রসূন মালাঞ্চ সদ্যোমাংসঞ্চ চন্দনং।
দদর্শে তানি বস্তুনি মঙ্গলানি পুরো মুনে ॥ ২৩ ॥
শৃগালং নকুলং কুম্ভং শবং বামে শুভাবহং।
রাজহংসং ময়ূরঞ্চ খঞ্জনঞ্চ শুকং পিকং।
পারাবতং শঙ্খচিল্লং চক্রবাকঞ্চ মঙ্গলং।
কৃষ্ণসারঞ্চ সুরভীং চামরীং শ্বেতচামরং।
ধেনুং বৎস প্রযুক্তাঞ্চ পতাকাং দক্ষিণে শুভাং।
নানা প্রকার বাদ্যঞ্চ শুশ্রাব মঙ্গল ধ্বনিং।
হরি শব্দস্থ সঙ্গীতং ঘণ্টা শঙ্খধ্বনিস্তথা ॥ ২৪ ॥

যাত্রাকালে পুরোভাগে পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ, বেশ্যা, শুক্লধান্য, দর্পণ, দধি, ঘৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, শুক্লবর্ণ বৃষ, উৎকৃষ্ট হস্তী, অশ্ব, জ্বলদগ্নি তুল্য সুবর্ণ, পর্ণ, পক্ক বিবিধ ফল, পতি পুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তম মণি, মুক্তা, পুষ্পমালা, চন্দন ও সদ্যোমাংস এই সমুদায় মঙ্গল জনক বস্তু তাহার দৃষ্টি গোচর হইল ॥ ২৩ ॥

আর যাত্রা কালে বাম ভাগে শৃগাল নকুল কুম্ভ ও শব এবং দক্ষিণ ভাগে রাজহংস ময়ূর, খঞ্জন, শুক, কোকিল, পারাবত, শঙ্খচিল্ল চক্রবাক, কৃষ্ণসার মৃগ, সুরভী, চামরী, শ্বেত চামর, সবৎসা ধেনু ও পতাকা প্রভৃতি যে সকল শুভাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে কুমার আগমন কালে বামে ও দক্ষিণে তত্তৎ বস্তু সমুদায় দর্শন করিলেন। তৎপরে নানা প্রকার বাদ্য রব মঙ্গল ধ্বনি, মধুর হরি নাম সংকীর্ত্তন ও শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ সেই পার্ব্বতী নন্দন কার্ত্তিকের শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা মঙ্গলং স জগাম তাত মন্দিরং ।
ক্ষণেনানন্দযুক্তশ্চ মনোযায়ি রথে স চ ॥ ২৫ ॥
কুমারঃ প্রাপ্য কৈলাসং ন্যগ্রোধাক্ষয় মূলকে ।
ক্ষণং তস্থৌ কৃত্তিকাভিঃ পার্ষদ প্রবরৈঃ সহ ॥ ২৬ ॥
পার্ব্বতী মঙ্গলং কৃত্বা রাজমার্গং মনোহরং ।
পদ্মরাগৈরিন্দ্রনীলৈঃ সংস্কৃতং পরিতঃ পুরং ॥ ২৭ ॥
রম্ভা স্তম্ভ সমূহৈশ্চ পট্ট সূত্র প্রবর্দ্ধিতৈঃ ।
অখণ্ড পল্লবৈ র্যুক্তং পূর্ণকুম্ভৈঃ সুশোভিতং ॥ ২৮ ॥
পূর্ণকুম্ভ জলৈর্ব্যাপ্তং সিক্তং চন্দন বারিভিঃ ।
রত্ন প্রদীপাসংখ্যৈশ্চ মণিরাজৈ র্ব্বিরাজিতং ॥ ২৯ ॥
নট নর্ত্তক বেশ্যানামুৎসবৈঃ সংকুলং সদা ।
বন্দিভি র্ব্বিপ্রবর্গৈশ্চ দূর্ব্বা পুষ্প করৈর্যুতং ।
পতি পুত্রবতীভিশ্চ সাধ্বীভিশ্চ সমন্বিতাং ॥ ৩০ ॥

কুমার এই রূপে মঙ্গল জনক বস্তু দর্শন ও মঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সানন্দ মনে মনোবেগবৎ রথারোহণে ক্ষণ মধ্যে পিতৃ ভবনে উপনীত হইলেন ॥ ২৫ ॥

কৈলাসধামে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ কৃত্তিকাগণ ও প্রধান পার্ষদগণের সহিত অক্ষয় বট মূলে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৬ ॥

ঐ সময়ে পার্ব্বতী দেবী বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া রাজমার্গের শোভা সম্পাদন করিলেন তাঁহার আদেশানুসারে পুরের চতুর্দ্দিক পদ্মরাগ ও ইন্দ্র নীল মণিমণ্ডলে বিমণ্ডিত আর রম্ভা স্তম্ভ পট্ট সূত্র এবিক অখণ্ড পল্লব ও পূর্ণকুম্ভ সমূহে পরিশোভিত হইল, পথ সকল পূর্ণ কুম্ভ জলে ও চন্দনাক্ত সলিলে সিক্ত হইল, চারিদিকে রত্ন প্রদীপ ও সমুজ্জ্বল মণির জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, নট নর্ত্তক ও বেশ্যাগণ অবিরত মঙ্গলোৎসবে প্রবৃত্ত হইল, বন্দিগণ ও বিপ্রবর্গ স্বীয় স্বীয় করে দূর্ব্বা ও পুষ্প গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং তথায় পতি পুত্রবতী সাধ্বী

লক্ষ্মীং সরস্বতীং দুর্গাং সাবিত্রীং তুলসীং রতিং।
অরুন্ধতীমহল্যাঞ্চ দিতিং তারাং মনোরমাং।
অদিতিং শতরূপাঞ্চ শচীং সন্ধ্যাঞ্চ রোহিণীং। ৩১।
অনসূয়াঞ্চ স্বাহাঞ্চ সংজ্ঞাং বরুণ কামিনীং।
আকূতিঞ্চ প্রসূতিঞ্চ দেবহূতীঞ্চ মেনকাং। ৩২।
তামেক পাটলামেক পর্ণাং মৈনাক কামিনীং।
বসুন্ধরাঞ্চ মনসাং পুরস্কৃত্য সমাযযৌ। ৩৩।
রম্ভা তিলোত্তমা মেনা ঘৃতাচী মোহিনী শুভা।
উর্ব্বশী রত্ন মালাচ সুশীলা ললিতা কলা। ৩৪।
কদম্বমালা সুরসা বনমালা চ সুন্দরী।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যশ্চ বিপ্রেন্দ্রাপ্সর সাংগণাঃ। ৩৫।
সঙ্গীত নর্ত্তন পরাঃ সস্মিতা বেশ সংযুতাঃ।
করতাল করাঃ সর্ব্বা জগ্মুরানন্দ পূর্ব্বকং। ৩৬।
দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈলা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নর স্তথা।

রমণীগণ নানা ভূষণে ভূষিতা ও সমবেত হইলেন ॥ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০ ॥

তখন ভগবতী দুর্গা দেবী কুমারের আনয়নার্থ লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, তুলসী, রতি, অরুন্ধতী, অহল্যা, দিতি, মনোরমা, তারা, অদিতি, শতরূপা, শচী, সন্ধ্যা, রোহিণী, অনসূয়া, স্বাহা, সংজ্ঞা, বরুণ কামিনী, আকূতি, প্রসূতি, দেবহূতি মেনকা, এক পাটলা, এক পর্ণা, মৈনাক কামিনী, বসুন্ধরা ও মনসাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১। ৩২। ৩৩ ॥

তৎকালে রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, ঘৃতাচী, মোহিনী, উর্ব্বশী রত্নমালা, সুশীলা, ললিতাকলা, কদম্বমালা, সুরসা ও বনমালা প্রভৃতি বহু অপ্সরাগণ বিচিত্র বেশ ভূষায় বিভূষিতা হইয়া পরমানন্দে সহাস্য বদনে করতল বাদন পূর্ব্বক মধুর স্বরে গান ও নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৪। ৩৫। ৩৬ ॥

নানা প্রকার বাদ্যৈশ্চ রুদ্রৈশ্চ পার্ষদৈঃ সহ।
ভৈরবৈঃ ক্ষেত্রপালৈশ্চ যযৌ সার্দ্ধং মহেশ্বরঃ। ৩৮।
অথ শক্তিধরো হৃষ্টো দৃষ্ট্বারাৎ পার্ব্বতীন্তদা।
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং শিরসা প্রণনাম হ। ৩৯।
তং পদ্মা প্রমুখং দেবীগণঞ্চ মুনি কামিনীং।
শিবঞ্চ পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বান্ সংভাষ্য যত্নতঃ।
পার্ব্বতী কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা ক্রোড়ে কৃত্বা চুচুম্ব চ। ৪০।
শঙ্করশ্চ সুরাঃ শৈলা দেব্যশ্চ শৈল যোষিতঃ।
পার্ব্বতী প্রমুখা দেব্যো দেবাশ্চ শঙ্কর স্তথা।
শৈলাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে দদুস্তস্মৈ শুভাশিষং। ৪১।
কুমারঃ সগণৈঃ সার্দ্ধ মাগত্য চ শিবালয়ং।
দদর্শ তং সভা মধ্যে বিষ্ণুং ক্ষীরোদ শায়িনং।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং। ৪২।

দেব মুনি শৈল গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সকলে পরিতুষ্ট হইয়া কুমারের অনুমজ্জনার্থ গমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৭॥

আর ভগবান্ মহেশ্বরও নানা প্রকার বাদ্য নিরত পার্ষদ রুদ্র ভৈরব ও ক্ষেত্রপালগণের সহিত কুমারানয়নে যাত্রা করিলেন॥ ৩৮॥

তৎপরে শক্তিধর কার্ত্তিকেয়, সমীপে মাতা পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া সত্বর রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক প্রীতিমনে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ৩৯।

তখন পার্ব্বতী দেবী পরম ভক্তি যোগে সযত্নে মুনিপত্নী ও পদ্মা প্রভৃতি দেবীগণকে এবং পতি শঙ্করকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কার্ত্তিককে দর্শন ও ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। ৪০।

এই সময়ে সমস্ত দেব দেবপত্নীগণ পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণ, শৈল শৈলপত্নীগণ ও মুনি মণ্ডল, শঙ্কর কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৪১।

ধর্ম্ম ব্রহ্মেন্দ্র চন্দ্রার্ক বহ্নি বায়্বাদিভির্বৃতং।
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
স্তুতং মুনীন্দ্রৈ র্দেবেন্দ্রৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ। ৪৩।
তং দৃষ্ট্বা জগতাং নাথং ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গৈঃ শিরসা প্রণনাম হ। ৪৪।
বিধিং ধর্ম্মঞ্চ দেবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ মুদান্বিতান্।
প্রণনাম চ প্রত্যেকং প্রাপ তেষাং শুভাশিষাং। ৪৫।
সর্ব্বান্ সংভাষ্য প্রত্যেক মুবাস কনকাসনে।
দদৌ ধনানি বিপ্রেভ্যঃ পার্ব্বত্যাসহশঙ্করঃ। ৪৬।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
গণপতি খণ্ডে কার্ত্তিকাগমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পরে কুমার স্বগণের সহিত কৈলাস পুরে আগমন করিয়া দেখিলেন সভা মধ্যে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু রত্ন ভূষণে বিভূষিত হইয়া রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ধর্ম্ম, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। তখন সেই ভক্তানুগ্রহ কাতর ভগবানের মুখ মণ্ডল প্রসন্ন ও তাহাতে ঈষৎ হাস্য বিকাসিত হইতেছে এবং মুনীন্দ্রগণ তাঁহার স্তব ও দেবেন্দ্রগণ শ্বেত চামর বীজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন। ৪২। ৪৩।

তখন কুমার এইরূপে অবস্থিত জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন পূর্ব্বক ভক্তিযোগে নত কন্ধর ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া তাহার চরণে প্রণাম করিলেন। ৪৪।

পরে তিনি যথা ক্রমে ব্রহ্মা, ধর্ম্ম এবং প্রীতিপূর্ণ দেব ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৫।

অতঃপর যথা যোগ্য রূপে সভাস্থ সকলকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তিনি কনকাসনে উপবেশন করিলে হর পার্ব্বতী বিপ্রগণকে বিবিধ ধন বিতরণ করিলেন। ৪৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে
কার্ত্তিক আগমন নাম ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ বিষ্ণুর্জগৎ কান্তো হৃষ্টঃ কৃত্বা শুভক্ষণং।
রত্ন সিংহাসনে রম্যে বাসযামাস কার্ত্তিকং। ১।
নানা বিধানি বাদ্যানি কাংশ্যতালাদিকানি চ।
নানা বিধানি যন্ত্রাণি বাদযামাস কৌতুকাৎ। ২।
বেদ মন্ত্রাভিষিক্তৈশ্চ সর্ব্বতীর্থোদ পূর্ণকৈঃ।
সদ্রত্ন কুম্ভ শতকৈঃ স্নাপযামাস তং মুদা। ৩।
সদ্রত্নসার রচিত কিরীট মঙ্গলাঙ্গদং।
অমূল্য রত্ন রচিত ভূষণানি বহূনি চ।
বহ্নি শুদ্ধাংশুকেদিব্যে ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবঃ।
কৌস্তুভং বনমালাঞ্চ তস্মৈ চক্রং দদৌ মুদা। ৪।
ব্রহ্মা দদৌ যজ্ঞসূত্রং বেদাশ্চ বেদ মাতরং।
সন্ধ্যামন্ত্রং কৃষ্ণ মন্ত্রং স্তোত্রঞ্চ কবচং হরেঃ। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! অনন্তর জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইয়া শুভক্ষণে সুরম্য রত্ন সিংহাসনে কার্ত্তিককে উপবেশন করাইলেন। ১।

তখন তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও কাংস্য করতালাদি নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ২।

তৎকালে সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরমানন্দে শত উৎকৃষ্ট রত্নকলসে পরিপূর্ণ বেদমন্ত্রাভিষিক্ত সমস্ত তীর্থোদকে স্নান করাইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট রত্ন রচিত অপূর্ব্ব কিরীট, মঙ্গলজনক অঙ্গদ ভূষণ, অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কার, বহ্নি শুদ্ধ দিব্য বস্ত্র যুগল, ক্ষীরোদ সম্ভব কৌস্তুভমণি বনমালা ও চক্র প্রদান করিলেন। ৩। ৪।

কমণ্ডলুঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং বিদ্যাঞ্চ বৈরি মর্দ্দিনীং।
ধর্ম্মোধর্ম্মমতিং দিব্যাং সর্ব্ব জীবে দয়াং দদৌ। ৬।
পরং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং সর্ব্ব শাস্ত্রাববোধনং।
শশ্বৎ সুখপ্রদং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ সুমনোহরং। ৭।
যোগতত্ত্বং সিদ্ধিতত্ত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
শূলং পিণাকং পরশুং শক্তিং পাশুপতং ধনুঃ।
সংহারাস্ত্র বিনিক্ষেপং তৎ সংহারং দদৌ শিবঃ। ৮।
শ্বেতছত্রং রত্নমালাং দদৌ তস্মৈ জলেশ্বরঃ।
গজেন্দ্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ সুধাকুম্ভং সুধানিধিঃ। ৯।
মনোযায়ি রথং সূর্য্যঃ সন্নাহঞ্চ মনোরমং।
যমদণ্ডং যমশ্চৈব মহাশক্তিং হুতাশনঃ।
নানাশস্ত্রাণ্যুপায়ানি সর্ব্বে দেবা দদুর্মুদা। ১০।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা কুমারকে যজ্ঞসূত্র মূর্ত্তিমান বেদচতুষ্টয় তাঁহাকে বেদমাতা সাবিত্রী সন্ধ্যা মন্ত্র, কৃষ্ণমন্ত্র, কৃষ্ণের স্তোত্র কবচ কমণ্ডলু ব্রহ্মাস্ত্র ও বৈরিমর্দ্দিনী বিদ্যা এবং ধর্ম্ম তাঁহাকে দিব্যা ধর্ম্মমতি ও সর্ব্বজীবে দয়া প্রদান করিলেন। ৫। ৬।

দেবাদিদেব মহাদেব আশুতোষ কুমারকে সর্ব্ব শাস্ত্রাববোধক পরম মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান নিত্য সুখ প্রদ তত্ত্বজ্ঞান সুমনোহর যোগ তত্ত্ব সিদ্ধিতত্ত্ব সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান, শূলপিণাক, পরশু শক্তি, পাশুপত ধনু ও নিক্ষেপ সংহার মন্ত্র সম্বলিত সংহারাস্ত্র সমর্পণ করিলেন। ৭। ৮।

তৎপরে বরুণদেব তাঁহাকে শ্বেতছত্র ও রত্নমালা, দেবরাজ গজেন্দ্র ও সুধানিধি সুধাকুম্ভ প্রদান করিলেন। ৯।

কুমারের প্রীত্যর্থ সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক মনের ন্যায় বেগবান্ রথ ও মনোরম বর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ যম কর্ত্তৃক যমদণ্ড ও হুতাশন কর্ত্তৃক মহাশক্তি প্রদত্ত হইল এবং অন্যান্য দেবগণ সকলে প্রীতমনে তাঁহাকে বিবিধ শস্ত্র উপহার প্রদান করিলেন। ১০।

কাম শাস্ত্রং কামদেবো দদৌ তস্মৈ মুদান্বিতঃ।
ক্ষীরোদো মূল্য রত্নানি বিশিষ্টং রত্ন নূপুরম্। ১১।
পার্ব্বতী সস্মিতাহৃষ্টা পরমানন্দ মানসা।
মহাবিদ্যাং সুশীলাঞ্চ বিদ্যাং মেধাং দয়াং স্মৃতিং।
বুদ্ধিং সুনির্ম্মলাং শান্তিং তুষ্টিং পুষ্টিং ক্ষমাং ধৃতিং।
সদৃঢ়াঞ্চ হরৌভক্তিং হরিদাস্যং দদৌ মুদা। ১২।
প্রজাপতি র্দেবসেনাং রত্ন ভূষণ ভূষিতাং।
সুবিনীতাং সুশীলাঞ্চ সুন্দরীং সুমনোহরাং।
দদৌ তস্মৈ বিবাহেন বেদ মন্ত্রেণ নারদ।
যাং বদন্তি মহাষষ্ঠীং পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাং। ১৩।
অভিষিচ্য কুমারঞ্চ সর্ব্বে দেবা যযুর্গৃহং।
মুনয়শ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ প্রণম্য জগদীশ্বরান্। ১৪।
নারায়ণঞ্চ ব্রহ্মাণং ধর্ম্মং তুষ্টাব শঙ্করঃ।
প্রণনাম হরিং তাতং ধর্ম্ম মালিঙ্গ্য নারদ। ১৫।

পরে কামদেব প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে কাম শাস্ত্র ও ক্ষীরোদসাগরোৎপন্ন অমূল্য রত্নরাজি ও বিশিষ্ট রত্ন নূপুর প্রদান করিলেন। ১১।

অতঃপর পার্ব্বতী দেবী পরমানন্দিতা হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে ও সহাস্য বদনে কুমারকে মহাবিদ্যা, সুশীলা বিদ্যা, মেধা, দয়া, স্মৃতি, সুনির্ম্মলা বুদ্ধি, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি ও সুদৃঢ়া হরি ভক্তি প্রদান করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিলেন না। ১২।

তৎপরে প্রজাপতি কুমারকে বেদমন্ত্রানুসারে রত্ন ভূষণ ভূষিতা, সুবিনীতা সুশীলা সুমনোহরা পরম সুন্দরী দেবসেনা নাম্নী পত্নী সংপ্রদান করিলেন, পণ্ডিতগণ ঐ কুমার পত্নী দেবসেনাকে শিশু পালিকা মহাষষ্ঠী নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৩।

এইরূপে কুমারের অভিষেক ক্রিয়া নির্ব্বাহের পর দেব মুনি ও গন্ধর্ব্বগণ জগৎ প্রভুগণকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। ১৪।

প্রীত্যা যযৌচ শৈলেন্দ্রঃ সগণঃ শঙ্করার্চিতঃ।
যে যে তত্রাগতাঃ সর্ব্বে যযুরানন্দ পূর্ব্বকং। ১৬।
পরমানন্দ সংযুক্তো দেব্যাসহ মহেশ্বরঃ।
কালান্তরে চ তান্ সর্ব্বান্ পুনরানীয় শঙ্করঃ।
পুষ্টিং দদৌ বিবাহেন গণেশায় মহাত্মনে। ১৭।
সুতাভ্যাং সগণৈঃ সার্দ্ধং পার্ব্বতী হৃষ্ট মানসা।
সিষেবে স্বামিনঃ পাদপদ্মং সা সর্ব্ব কামদং। ১৮।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কুমারস্যাভিষেচনং।
বিবাহঃ পূজনং তস্য গণেশস্য বিবাহকং। ১৯।
পার্ব্বতী পুত্র লাভশ্চ দেবানাঞ্চ সমাগমঃ।
কা তে মনসি বাঞ্ছাস্তি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ২০।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কুমারাভিষেকো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

তখন ভগবান্ শঙ্কর, নারায়ণ ব্রহ্মা ও ধর্ম্মের স্তব করিয়া ধর্ম্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পূজ্যতম দয়াময় হরিকে প্রণাম করিলেন। ১৫।

পরে শৈলরাজ হিমালয় মহাদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বগণের সহিত স্বধামে প্রতিগমন করিলেন এবং তথায় যাঁহারা এই উৎসব উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সানন্দ চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৬।

কালান্তরে সেই হর পার্ব্বতী পরমানন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেবাদি সকলকে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র গণেশের সহিত পুষ্টি নাম্নী কন্যার বিবাহ দিয়া কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিলেন। ১৭।

এই রূপে পার্ব্বতী দেবী স্বগণের সহিত যুগল সন্তান প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি পূর্ণমনে স্বীয় পতি আশুতোষের সর্ব্ব কামপ্রদ পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। ১৮।

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট কুমারের অভিষেক বিবাহ, গণেশের পূজা ও পরিণয় পার্ব্বতীর পুত্র লাভ ও দেবগণের সমাগম বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর। ১৯। ২০। সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ বেদ বেদাঙ্গ পারগ।
পৃচ্ছামিত্বা মহৎ কিঞ্চিদস্তি সন্দেহ মীশ্বর ॥ ১ ॥
সুতস্য ত্রিদশে শস্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বিঘ্ন নিঘ্নস্য যদ্বিঘ্ন মীশ্বরস্য কথং প্রভো ॥ ২ ॥
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ পরমাত্মা পরাৎপরঃ।
গোলোকনাথঃ স্বাং শেন পার্ব্বতী তনয়ঃ স্বয়ং ॥ ৩ ॥
অহো ভগবত স্তস্য মস্তক চ্ছেদনং বিভো।
গ্রহদৃষ্ট্যা গ্রহেশস্য তন্মেত্বং বক্তু মর্হসি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

সাবধানং শৃণু ব্রহ্মন্নিতিহাসং পুরাতনং।
বিঘ্নেশস্য বিঘ্ন মিদং বভুব যেন নারদ ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন মহাভাগ! আপনি বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী, আমার মনে যে এক মহৎ সন্দেহ উপস্থিত তাহাই এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য হইয়াছে। ত্রিদশেশ্বর ভগবান্ শঙ্করের পুত্র গণেশ সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন তাঁহার বিঘ্ন উপস্থিত হইল কেন? যে শ্রীমান্ পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মা গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বীয় অংশে পার্ব্বতীর পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইলেন, গ্রহেশ্বর শনির গ্রহ দৃষ্টি যোগে সেই ভগবানের মস্তকচ্ছেদন হইল ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সংশয় যাহাতে উত্তম রূপে চ্ছেদন হয় তাহা করুন। ১। ২। ৩। ৪।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! যে কারণে বিঘ্ন বিনাশন গণেশের বিঘ্ন উপস্থিত হয় তৎ সম্বন্ধে যে একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ৫।

একদা শঙ্করঃ সূর্য্যং জঘান পরমক্রুধা।
মালি সুমালি হন্তারং শূলেন ভক্ত বৎসলঃ॥ ৬॥
শ্রীসূর্য্যোঽব্যর্থ শূলেন শিব তুল্যেন তেজসা।
জহার চেতনাং সদ্যোরথাচ্চ নিপপাত হ॥ ৭॥
দদর্শ কশ্যপঃ পুত্ত্রং মৃত মুত্তান লোচনং।
কৃত্বা বক্ষসি তং শোকা বিললাপ ভৃশং মুহুঃ॥ ৮॥
হাহাকারং সুরাস্ত্রস্তাশ্চক্রুর্বিললপুর্ভৃশং।
অন্ধীভূতং জগৎ সর্ব্বং বভূব তমসাবৃতং॥ ৯॥
নিষ্প্রভং তনয়ং দৃষ্ট্বা শশাপ কশ্যপঃ শিবং।
তপস্বী ব্রহ্মণঃ পৌত্রঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্ম তেজসা॥ ১০॥
মৎ পুত্ত্রস্য যথা বক্ষ শ্ছিন্নং শূলেন তেনম।
ত্বৎ পুত্ত্রস্য শিরশ্ছিন্ন মেবন্তু তন্তবিষ্যতি॥ ১১॥

পূর্ব্বে সূর্য্যদেব শিব ভক্ত মালী ও সুমালী নামক দানবদ্বয়কে সমাহত করাতে ভক্ত বৎসল ভগবান্ শঙ্কর অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্ম তুল্য তেজঃপুঞ্জ অব্যর্থ শূল দ্বারা আঘাত করেন, সেই আঘাতে দিবাকর তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। ৬। ৭।

তৎপরে ভাস্কর উত্তাননয়ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন কশ্যপ তথায় আগমন করিয়া মৃত সন্তান দর্শনে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া সেই মৃত পুত্র বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৮।

তখন দেবগণও নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার হাহাকার করিতে লাগিলেন। সেই কালে সমস্ত জগৎ অন্ধকারাবৃত অন্ধীভূত হইল। ৯।

ঐ সময়ে ব্রহ্মার পৌত্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান পরম তপস্বী কশ্যপ স্বীয় পুত্র সূর্য্যকে নিষ্প্রভ দেখিয়া শিবকে এই রূপ শাপ প্রদান করিলেন যেমন তোমার শূলাঘাতে আমার পুত্রের বক্ষঃস্থল ছিন্ন হইয়াছে তদ্রূপ তোমার পুত্রের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে॥ ১০। ১১॥

শিবশ্চ গলিত ক্রোধঃ ক্ষণেদেবাশুতোষকঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানেন তং সূর্য্যং জীবযামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশানা মংশশ্চ ত্রিগুণাত্মকঃ।
সূর্য্যশ্চ চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ পিতুঃ পুরঃ ॥ ১৩ ॥
ননাম পিতরং ভক্ত্যা শঙ্করঞ্চ ভক্ত বৎসলঃ।
বিজ্ঞায শম্ভোঃ শাপঞ্চ কশ্যপঞ্চ চুকোপহ ॥ ১৪ ॥
বিষয়ং নৈব জগ্রাহ কোপেনৈব মুবাচ হ।
বিষয়ঞ্চ পরিত্যজ্য ভজামি কৃষ্ণমীশ্বরং ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বং তুচ্ছমনিত্যঞ্চ নশ্বরং চেশ্বরং বিনা।
বিহায় মঙ্গলং সত্যং বিদ্বানেচ্ছেদমঙ্গলং ॥ ১৬ ॥
দেবৈশ্চ প্রেরিতো ব্রহ্মা সমাগত্য স সত্ত্বরঃ।

অতঃপর আশুতোষ দেবাদিদেব ক্ষণমধ্যে বিগত ক্রোধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে সূর্য্যদেবকে পুনর্জীবিত করিলেন ॥ ১২ ॥

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অংশজাত ত্রিগুণাত্মক সূর্য্যদেব চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পিতা কশ্যপের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৩ ॥

তৎপরে সেই ভক্ত বৎসল দিবাকর ভক্তিযোগে পিতৃ চরণে প্রণাম করিয়া ভগবান্ শঙ্করের চরণে প্রণত হইলেন। প্রণতির পর কশ্যপ যে দেবাদিদেবকে শাপ প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিদিত হওয়াতে তিনি পিতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

অতঃপর ক্রোধ ভরে তিনি এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, আমি আর বিষয়ে বিলুপ্ত থাকিব না। একণে আমি বিষয়া ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব ॥ ১৫ ॥

সমস্ত জগৎ মিথ্যাময় নশ্বর ও তুচ্ছ, কেবল একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণই নিত্য বস্তু, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মঙ্গলময় নিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কখন অমঙ্গল জনক বস্তু লাভের ইচ্ছা করেন না ॥ ১৬ ॥

বোধযিত্বা রবিং তত্র যুযোজ বিষয়ে প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥
শিব স্তমাশিষং কৃত্বা ব্রহ্মাচ স্বালয়ং মুদা।
জগাম কশ্যপশ্চৈব স্বরাশিং রবি রেবচ ॥ ১৮ ॥
অথ মালী সুমালীচ ব্যাধিগ্রস্তৌ বভূবতুঃ।
শ্বিত্রৌ গলিত সর্ব্বাঙ্গৌ শক্তিহীনৌ হত প্রভৌ ॥ ১৯ ॥
তাবুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা যুবাঞ্চ ভজতাং রবিং।
সূর্য্য কোপেণ গলিতৌ যুবামেব হত প্রভৌ ॥ ২০ ॥
সূর্য্যস্য কবচ স্তোত্রং সর্ব্বং পূজা বিধিং বিধিঃ।
জগাম কথযিত্বাতৌ ব্রহ্ম লোকং সনাতনঃ ॥ ২১ ॥
ততস্তৌ পুষ্করং গত্বা শিষেবা তে রবিং মুনে।
স্নাত্বা ত্রিকালং ভক্ত্যা চ জপস্তৌ মন্ত্র মুত্তমং ॥ ২২ ॥

সূর্য্যদেব এইরূপ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সসম্ভ্রমে রবির নিকট আগমন ও প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন ॥১৭॥

তৎপরে ভগবান্ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেব ও কশ্যপ প্রীতমনে দিবাকরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিলে দিনমণি স্বীয় রাশি অবলম্বন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর মালী ও সুমালী উভয়ে ব্যাধিগ্রস্ত শ্বিত্রগাত্র গলিত সর্ব্বাঙ্গ শক্তিহীন ও হতপ্রভ হইয়া অতি ক্লেশে কালহরণ করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

তদ্দর্শনে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাদিগের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলেন দিবাকরের কোপে তোমরা গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছ, অতএব এক্ষণে তোমরা উভয়ে সূর্য্যদেবের উপাসনা কর ॥ ২০ ॥

এই বলিয়া জগদ্বিধাতা সনাতন ব্রহ্মা সূর্য্যের কবচ স্তোত্র ও পূজা বিধি তাঁহাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

তৎপরে সেই মালী ও সুমালী উভয়ে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া ত্রিকা-

ততঃ সূর্য্যাদ্বরং প্রাপ্য নিজরূপৌ বভূব তুঃ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিন্তু যঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ২৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে বিঘ্নেশ সংবিঘ্ন প্রশ্নশ্চাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

লীন স্নান পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সূর্য্য মন্ত্র জপ করত ভগবান্ সূর্য্যের উপসনা করিতে লাগিল॥ ২২॥

অতঃপর সূর্য্য হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া তাহারা পূর্ব্ববৎ দিব্য রূপ প্রাপ্ত হইল। নারদ! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর॥ ২৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে বিঘ্নেশ সংবিঘ্ন প্রশ্ন নাম অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কিং স্তোত্রং কবচং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণা চ দদৌ মুনে।
দানবাভ্যাং পুরাদত্তং সূর্য্যস্য পরমাত্মনঃ। ১।
কিং বা পূজা বিধানং বা কিং মন্ত্রং ব্যাধি নাশনং।
সর্ব্বং চাস্য মহাভাগ তন্মে ত্বং বক্তু মর্হসি। ২।

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ করুণানিধিঃ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্র মুবাচ পূজনক্রমং। ৩।

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি শ্রীসূর্য্য পূজনক্রমং।
স্তোত্রঞ্চ কবচং সর্ব্বং পাপ ব্যাধি বিমোচনং। ৪।
মালি সুমালিনৌ দৈত্যৌ ব্যাধি গ্রস্তৌ বভূবতুঃ।
বিধিং সস্মরতু স্তোতং শিব মন্ত্র প্রসাদকং। ৫।

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! পূর্ব্বে সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই মালী ও সুমালী নামক দানবদ্বয়কে পরমাত্মা সূর্য্যের কি রূপ ব্যাধি বিনাশন স্তোত্র ও কবচ, পূজা বিধি ও মন্ত্র কহিয়াছিলেন আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১। ২ ॥

সূত কহিলেন হে মহর্ষিগণ! করুণা নিধি ভগবান নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন নারদ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট ভগবান্ সূর্য্যদেবের সর্ব্বব্যাধি বিনাশন স্তোত্র কবচ পূজাবিধি ও মন্ত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩। ৪ ॥

পূর্ব্বে শিবভক্ত মালী ও সুমালী নামক দানবদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শিব মন্ত্র প্রসাদে ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা গত্বা চ বৈকুণ্ঠং পপ্রচ্ছ কমলাপতিং।
শিবং তত্রৈব গচ্ছন্তং বসন্তং হরি সন্নিধৌ। ৬।

ব্রহ্মোবাচ।

মালি সুমালিনৌ দৈত্যৌ ব্যাধিগ্রস্তৌ বভূবতুঃ।
কমুপায়ং বদ ব্রহ্মং তয়োর্ব্যাধি বিনাশনে। ৭।

বিষ্ণুরুবাচ।

কৃত্বা সূর্য্যস্য সেবাঞ্চ পুষ্করে পূর্ণ বৎসরং।
ব্যাধি হন্তুর্ম্মদংশস্য তৌচ মুক্তৌ ভবিষ্যতঃ। ৮।

শঙ্কর উবাচ।

সূর্য্যস্য স্তোত্রং কবচং মন্ত্রং কল্পতরুং পরং।
দেহিতাভ্যাং জগৎকান্ত ব্যাধিহন্তুর্ম্মহাত্মনঃ। ৯।
আরাৎ সম্পৎ প্রদাতারো সর্ব্ব দাতা হরিঃ স্বয়ং।
ব্যাধিহন্তা দিনকরো যস্য যো বিষযো বিধে। ১০।

পরে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখিলেন কমলাপতি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট দেবাদিদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন বিষ্ণুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবান্! মালী ও সুমালী নামক দানবদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া তাহাদিগের ব্যাধিনাশের উপায় নির্দ্দেশ করুন॥ ৬। ৭।

ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিধে! সেই দানবদ্বয় পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া পূর্ণ সংবৎসর আমার অংশজাত ব্যাধি হন্তা সূর্য্যদেবের উপাসনা করিলে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবে॥ ৮॥

ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন, বিধাতঃ! আপনি সেই দানবদ্বয়ের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাধি নাশক মহাত্মা সূর্য্যের কল্পতরু স্বরূপ মন্ত্র স্তোত্র ও কবচ প্রদান করুন। যদিও সর্ব্ব সম্পদ্বিধাতা সর্ব্বদাতা সনাতন হরি আমাদিগের সমীপে অবস্থিত রহিয়াছেন তথাপি যিনি যে অধিকারে নিযুক্ত আছেন তৎ কর্ত্তৃক সেই অধিকার ভুক্ত কার্য্যেই

তযোরনুমতিং প্রাপ্য যযৌ দৈত্য গৃহাং বিধিঃ।
প্রণম্য তৌ তং পৃষ্টা চ তস্মৈ দত্ত্বাববাসনং। ১১।
তামুবাচ স্বযং ব্রহ্মা গলিতৌ চ দযানিধিঃ।
শুষ্কাবাহার রহিতৌ পূয দুর্গন্ধি সংযুতৌ। ১২।

ব্রহ্মোবাচ।

গৃহীত্বা কবচং স্তোত্রং মন্ত্রং পূজা বিবিক্রমং।
গত্বাহি পুষ্করং বৎসৌ যজথঃ প্রণতৌ রবিং। ১৩।

তাব্ চতুঃ।

ভজাবঃ কেন বিধি না কেন মন্ত্রেণ বারিধে।
কিং স্তোত্রং কবচং কিং বা তদাবাভ্যাং প্রদেহি চ। ১৪।

ব্রহ্মোবাচ।

কৃত্বা ত্রিকালং স্নানঞ্চ মন্ত্রেণানেন ভাস্করং।

সম্পাদিত হওয়া উচিত। দিনকর ব্যাধি হন্তা সুতরাং তিনিই সেই দানবদ্বয়ের ব্যাধি নাশ করিবেন ॥ ৯। ১০ ॥

ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণু ও শঙ্করের নিকট এই রূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মালী ও সুমালী নামক দৈত্যদ্বয়ের আবাসে উপনীত হইলেন। আগমন মাত্র তাহারা ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশনার্থ উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥

তখন দয়ানিধি বিধি স্বয়ং সেই দানবদ্বয়কে শুষ্কীভূত আহার রহিত প্রায় দুর্গন্ধিযুক্ত ও গলিতদেহ দেখিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস দ্বয়! তোমরা সূর্য্যদেবের মন্ত্র স্তোত্র কবচ ও পূজা বিধিক্রম গ্রহণ পূর্ব্বক পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া প্রণতভাবে ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে সূর্য্যদেবের উপাসনা কর ॥ ১২। ১৩ ॥

ব্রহ্মা এই রূপ কহিলে সেই দানবদ্বয় কহিল, বিধে! কোন্ বিধি অনুসারে ও কি মন্ত্রে আমরা ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিব এবং তাহার স্তোত্র ও কবচই বা কি প্রকার, তাহা আমাদিগের নিকট কৃপা পূর্ব্বক বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করুন ॥ ১৪ ॥

সংসেব্য ভাস্করং ভক্ত্যা নিরুজশ্চ ভবিষ্যথ ॥ ১৫ ॥
ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা।
ইত্যনেন চ মন্ত্রেণ সাবধানং দিবাকরং।
সংপূজ্য ভক্ত্যা দত্বাচৈবোপহারাণি ষোড়শ।
এবং সম্বৎসরং যাবৎ ধ্রুবং মুক্তো ভবিষ্যথঃ। ১৬।
অপূর্ব্বং কবচং তস্য যুবাভ্যাং প্রদদাম্যহং।
যদ্দত্তং গুরুণা পূর্ব্ব মিন্দ্রায় প্রীতি পূর্ব্বকং। ১৭।
তং সহস্র ভগাঙ্গায় শাপেন গৌতমস্য চ।
অহল্যা হরণে নৈব পাপ যুক্তায় শঙ্কটে। ১৮।

বৃহস্পতিরুবাচ।

শৃণু প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতং।
যদ্ধৃত্বা মুনয়ঃ পুতা জীবন্মুক্তাচ ভারতে। ১৯।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া ত্রিকালীন স্নান পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তেজোময় ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিলে এই দারুণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

অতএব তোমরা ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে পুষ্করতীর্থে পূর্ণ সংবৎসর (ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা) এই মন্ত্রে সবিধানে ভগবান্ ভাস্করের ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা কর নিশ্চয় এই দারুণ রোগ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বে সুরগুরু বৃহস্পতি প্রীতিপূর্ব্বক ইন্দ্রকে যে সূর্য্যকবচ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই কবচ তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি ॥১৭॥

পূর্ব্বে দেবরাজ গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করিলে গৌতমের অভিশাপে তাহার অঙ্গে সহস্র স্ত্রী চিহ্নের আবির্ভাব হয় ইন্দ্রদেব স্বীয় দুষ্কৃতি জন্য এই রূপ ঘোর শঙ্কটে পতিত হইলে সুরগুরু তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন দেবেন্দ্র! যে সূর্য্যকবচ ধারণে মুনিগণ ভারতে পবিত্র ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন সেই পরমাদ্ভুত কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৮। ১৯ ॥

কবচং বিভ্রতোব্যাধির্নযাতি সন্নিধিং ভিয়া।
যথা দৃষ্টা বৈনতেযং পলাযন্তে ভুজঙ্গমাঃ। ২০।
শুদ্ধায গুরু ভক্তায স্বশিষ্যায প্রকাশযেৎ।
খলায পরশিষ্যায দত্বা মৃত্যু মবাপ্নুযাৎ। ২১।
জগদ্বিলক্ষণস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো দিনকরঃ স্বয়ং।
ব্যাধি প্রণাশে সৌন্দর্য্যে বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২২ ॥
সদ্যঃ পূতকরং সারং সর্ব্ব পাপ প্রনাশনং।
ওঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা মে পাতু মস্তকং ॥২৩॥
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কপালং মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা মে পাতু নাসিকাং ॥২৪॥
চক্ষুর্ম্মে পাতু সূর্য্যশ্চ তারকাঞ্চ বিকর্ত্তনঃ।
ভাস্করো মেধরং পাতু দন্তং দিনকরঃ সদা ॥ ২৫ ॥

যেমন গরুড় দর্শনে ভুজঙ্গমগণ পলায়ন করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি এই কবচ ধারণ করে, ব্যাধি, ভয়ে তাহার নিকটস্থ হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

পবিত্র চিত্ত গুরুভক্ত স্বীয় শিষ্যের নিকট এই কবচ প্রকাশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, যে ব্যক্তি, খল পর শিষ্যকে এই কবচ প্রদান করে তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় ॥ ২১ ॥

এই জগদ্বিলক্ষণ কবচের ঋষি প্রজাপতি ছন্দ গায়ত্রী ও দিবাকর স্বয়ং দেবতা রূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন। ব্যাধি নাশনে ও সৌন্দর্য্যে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ওঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা এই সর্ব্ব পাপ প্রনাশন সদ্যঃ পূতকর সার মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

আর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমার কপাল রক্ষা করুন এবং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার নাশিকা রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যদেব সর্ব্বদা আমার চক্ষু বিকর্ত্তন তারকা, ভাস্কর অধর, দিনকর

প্রচণ্ড পাতু গণ্ডং মে মার্ত্তণ্ডঃ কর্ণমে বচ।
মিহিরশ্চ সদাস্কন্ধং পাতু জঙ্ঘে চ পুষণঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ষঃ পাতু রবিঃ শশ্বন্নাভিং সূর্য্যঃ স্বয়ং সদা।
কঙ্কালং মে সদা পাতু সর্ব্ব দেব নমস্কৃতঃ ॥ ২৭ ॥
করৌ পাতু সদা ব্রধ্নঃ পাতু পাদৌ প্রভাকরঃ।
বিভাকরো মে সর্ব্বাঙ্গং পাতু সন্তত মীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং সুমনোহরং।
জগদ্বিলক্ষণং নাম ত্রিজগৎসু সুদুর্লভং ॥ ২৯ ॥
পুরাদত্তঞ্চ মনবে পুলস্ত্যঃ পুষ্করে মুদা।
ময়াদত্তঞ্চ তুভ্যঞ্চ যস্মৈ কস্মৈ ন দাস্যসি ॥ ৩০ ॥
ব্যাধিতোমুচ্যসেত্বঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ।
ভবানরোগী শ্রীমাংশ্চ ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥
লক্ষ বর্ষ হবিষ্যেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং কবচস্যাস্য ধারণাৎ ॥ ৩২ ॥

দন্ত, প্রচণ্ড গণ্ডদেশ, মার্ত্তণ্ড কর্ণ, মিহির স্কন্ধ, পূষা জঙ্ঘাদ্বয়, রবি বক্ষঃস্থল, স্বয়ংসূর্য্য নাভি, সর্ব্ব দেবনমস্কৃত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কঙ্কাল, ব্রধ্ন করদ্বয়, প্রভাকর পদ যুগল, ও ভগবান্ বিভাকর সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন ॥ ২৫। ২৬। ২৭। ২৮ ॥

বৎস! এই আমি জগদ্বিলক্ষণ নামক জগত্রয় সুদুর্লভ অতি মনোহর সূর্য্য কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বে মহর্ষি পুলস্ত্য পুষ্কর তীর্থে মহাত্মা মনুকে প্রীত মনে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি ইহা তোমাকে প্রদান করিলাম তুমি যে কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিও না। ৩০।

এই কবচ প্রসাদে তুমি ব্যাধি মুক্ত অরোগী ও শ্রীমান্ হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিবে সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৩১ ॥

মনুষ্যগণ লক্ষ বর্ষ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া তজ্জন্য যে ফল প্রাপ্ত হয়

ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা যো মূঢ়ো ভাস্করং ভজেৎ।
দশ লক্ষ প্রজপ্তোপির্ম্মন্ত্র সিদ্ধি র্নজায়তে॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সূর্য্য কবচং সমাপ্তং।

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বেদং কবচং বৎসৌ কৃত্বা চ স্তবনং রবেঃ।
যুবাং ব্যাধি বিমুক্তৌ চ নিশ্চিতস্তু ভবিষ্যথঃ॥ ৩৪॥
স্তবনং সামবেদোক্তং সূর্য্যস্য ব্যাধি মোচনং।
সর্ব্ব পাপ হরং সারং শ্রীরারোগ্য করং পরং॥ ৩৫॥

ব্রহ্মোবাচ।

তং ব্রহ্ম পরমং ধাম জ্যোতী রূপং সনাতনং।
ত্বামহং স্তোতুমিচ্ছামি ভক্তানুগ্রহকারকং॥ ৩৬॥
ত্রৈলোক লোচনং লোকনাথং পাপ প্রমোচনং।

এই কবচ ধারণে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ করিতে পারে॥ ৩২॥

যে মূঢ় ব্যক্তি এই কবচ পরিজ্ঞাত না হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করে, লক্ষ বর্ষ মন্ত্র জপ করিলেও তাহার সিদ্ধি লাভ হয় না॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীসূর্য্য কবচ সম্পূর্ণ।

——o——

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা এই কবচ ধারণ করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবের স্তব করিলে নিশ্চয়ই ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিবে॥ ৩৪॥

সামবেদে সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশন সর্ব্ব পাপ হর আরোগ্য ও সৌন্দর্য্য জনক পরমোৎকৃষ্ট সর্ব্বসার সূর্য্য স্তব উক্ত আছে॥ ৩৫॥

বৎসদ্বয়! এক্ষণে আমি পরম ধাম ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তবৎসল জ্যোতির্ম্ময় সনাতন সূর্য্যদেবের স্তব কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩৬॥

তপসাং ফল দাতারং দুঃখদং পাপিনাং সদা। ৩৭।
কর্ম্মানুরূপ ফলদং কর্ম্মবীজং দয়ানিধিং।
কর্ম্মরূপং ক্রিয়ারূপমরূপং কর্ম্মবীজকং। ৩৮।
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশানামংশঞ্চ ত্রিগুণাত্মকং।
ব্যাধিদং ব্যাধি হন্তারং শোক মোহ ভয়াপহং।
সুখদং মোক্ষদং সারং ভক্তিদং সর্ব্ব কামদং। ৩৯।
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বরূপং সাক্ষিণং সর্ব্ব কর্ম্মণাং।
প্রত্যক্ষং সর্ব্বলোকানামপ্রত্যক্ষ মনুহকং। ৪০।
শশ্বদ্রস হরং পশ্চাদ্রসদং সর্ব্ব সিদ্ধিদং।
সিদ্ধিস্বরূপং সিদ্ধেশং সিদ্ধানাং পরমং গুরুং। ৪১।
স্তব রাজ মিদং প্রোক্তং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরং।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্ব ব্যাধিঃ প্রমুচ্যতে। ৪২।

সেই ভগবান ভাস্কর ত্রিলোকের লোচন স্বরূপ লোকনাথ পাপ মোচন কারী সর্ব্বদা তপস্যার ফলদাতা ও পাপিগণের দুঃখদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন ॥ ৩৭ ॥

সেই দয়াময় সূর্য্য কর্ম্ম বীজ, কর্ম্মরূপ, ক্রিয়া রূপ ও রূপহীন কর্ম্মবীজ-স্বরূপ, তিনিই জীবগণকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অংশজাত, ত্রিগুণাত্মক, শোক মোহ ভয় নাশক ভক্ত জনের ব্যাধিহন্তা, পাপীজনের ব্যাধিপ্রদ, ভক্তি ও সুখ মোক্ষ দাতা ও সর্ব্বকাম প্রদাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপ সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী ও সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষ গোচর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন কিন্তু কালে তিনি পাপিগণের অপ্রত্যক্ষী-ভুত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করেন ॥ ৪০ ॥

নিরন্তর তৎ কর্ত্তৃক রস গৃহীত হয় কিন্তু পশ্চাৎ তিনি রস প্রদান করেন। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি স্বরূপ, সিদ্ধেশ ও সিদ্ধ গণের পরম গুরু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগঞ্চ শোকং ভয়ং কলিং।
তস্তনশ্যতি বিশ্বেশ শ্রীসূর্য্য ক্রিপয়া ধ্রুবং। ৪৩।
মহাকুষ্ঠী চ গলিতো চক্ষুর্হীনো মহাব্রণী।
যক্ষ্মাগ্রস্তো মহাশূলী নানা ব্যাধি যুতোপি বা।
মাসং কৃত্বা হবিষ্যান্নং শ্রুত্বা স মুচ্যতে ধ্রুবং।
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থানাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৪৪।
পুষ্করং গচ্ছথঃ শীঘ্রং ভাস্করং ভজথঃ সুতৌ।
ইত্যেব মুক্তা সবিধি র্জগাম স্বালয়ং মুদা। ৪৫।
তৌনিষেব্য দিনেশং তং নিরুজৌতৌ বভূবতুঃ।
ইত্যেবং কথিতং বৎস কিন্তুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ৪৬।

বৎসদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের নিকট গূঢ় হইতেও গূঢ়তর পরমোৎকৃষ্ট স্তব কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকালে এই স্তব পাঠ করেন তিনি সর্ব্ব ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হন॥ ৪২॥

বিশ্ব কর্ত্তা ভগবান্ সূর্য্য যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তৎ কৃপায় সেই ব্যক্তির অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, ভয় ও কলির দৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৪৩॥

জীব মহা কুষ্ঠী, গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, অন্ধ, মহাব্রণী, যক্ষ্মাগ্রস্ত, মহাশূলী বা নানা রোগাক্রান্ত হউক না কেন! যে কোন রোগী এক মাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই সমস্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং সে সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল লাভে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই॥ ৪৪॥

বৎসদ্বয়! এক্ষণে তোমরা শীঘ্র পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, এই বলিয়া ব্রহ্মা সানন্দমনে স্বীয় লোকে গমন করিলেন॥ ৪৫॥

তৎপরে সেই মালী ও সুমালী নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মার উপদেশানুসারে পুষ্করতীর্থে গমন পূর্ব্বক দিবাকরের অর্চ্চনা করিয়া ব্যাধিমুক্ত

সর্ব্ব বিঘ্ন হরং সারং বিঘ্নেশ বিঘ্ন কারণং।
স্তোত্রেণানেন তং স্তুত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৪৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে বিঘ্নকারণ কথনং নামোনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

হইলেন। যে ব্যক্তি বিঘ্ন বিনাশন-গণেশের বিঘ্নের কারণীভূত সর্ব্ব বিঘ্ন হর সর্ব্বসার সূর্য্যদেবকে এই স্তোত্রে স্তব করে তাহার সর্ব্ব প্রকার শঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ হয় সন্দেহ নাই। এই আমি তোমার কথিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর॥ ৪৬। ৪৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে বিঘ্ন কারণ কথন নাম উনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

হরে বংশ সমুৎপন্নো হরি তুল্যো ভবান্ ধিয়া।
তেজসা বিক্রমেণৈব মৎ প্রশ্নং শ্রোতু মর্হসি ॥ ১ ॥
বিঘ্ন নিঘ্নস্য যদ্বিঘ্নং শ্রুতং তৎ পরমাদ্ভুতং।
তদ্বিঘ্ন কারিণশ্চৈব বিশ্ব কারণ বক্তৃতঃ ॥ ২ ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি স্বাত্ম সন্দেহ ভঞ্জনং।
ত্রৈলোক্যনাথ তনযে গজাস্য যোজনা কথং ॥ ৩ ॥
স্থিতেষ্বান্যেষু সর্ব্বেষাং জন্তুনাং জন্তু সম্ভবে।
বিশিষ্টানাং স্বরূপেষু নানারূপেষু রূপিণাং ॥ ৪ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গজাস্য যোজনায়াশ্চ কারণং শৃণু নারদ।
গোপ্যং সর্ব্ব পুরাণেষু বেদেষু চ সুদুর্লভং ॥ ৫ ॥
তারণং সর্ব্ব দুঃখানাং কারণং সর্ব্ব সংপ্রদাং।
হারণং বিপদাঞ্চৈব রহস্যং পাপ মোচণং ॥ ৬ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! আপনি সনাতন হরির অংশজাত এবং বুদ্ধি তেজ ও বিক্রমে নারায়ণ তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন, অধুনা আপনার নিকট আর একটি প্রশ্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, যে কারণে বিঘ্ন বিনাশন গণেশের বিঘ্ন উপস্থিত হইল সেই বৃত্তান্ত এবং বিশ্ব কারণ ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকাশিত গণেশ বিঘ্নকারী সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য আমার বিদিত হইল কিন্তু নিখিল সংসারে বিশিষ্ট জন্তু সমুদায়ের মধ্যে অন্য অসংখ্য রূপ সম্পন্ন জন্তু বিদ্যমান থাকিতে সর্ব্ব জন্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ত্রৈলক্য-নাথ তনয় গণেশের স্কন্ধে গজ মস্তক যোজিত হইল কেন? এই বিষয়ে আমার মহৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সংশয় ভঞ্জন করুন ॥ ১। ২। ৩। ৪ ॥

মহালক্ষ্ম্যাশ্চ চরিতং সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলং।
সুখদং মোক্ষদঞ্চৈব চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদং ॥ ৭ ॥
শৃণু তাত প্রবক্ষ্যেহমিতিহাসং পুরাতনং।
রহস্যং পাদ্মকল্পস্য পুরা তাত মুখাৎ শ্রুতং ॥ ৮ ॥
একদৈব মহেন্দ্রশ্চ পুষ্পভদ্রাং নদীং যযৌ।
মহা সম্পন্মদোন্মত্তঃ কামী রাজশ্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৯ ॥
তত্তীরে চ বহু স্থানে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
অতীব দুর্গমে রণ্যে সর্ব্ব জন্তু বিবর্জ্জিতে ॥ ১০ ॥
ভ্রমর ধ্বনি সংযুক্তে পুংস্কোকিল রুত শ্রুতে।
সুগন্ধি পুষ্প সংশ্লিষ্ট বায়ুনা সুরভী কৃতে ॥ ১১ ॥
দদর্শ রম্ভাং তত্রৈব চন্দ্রলোকাৎ সমাগতাং।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! যে কারণে ভগবান্ গণেশের স্কন্ধে গজ মস্তক যোজিত হইল সেই বিষয় সমস্ত পুরাণ মধ্যে গোপনীয় ও বেদ মধ্যে সুদুর্ল্লভ। ঐ গূঢ় বিষয় শ্রবণ করিলে জীবের সমস্ত দুঃখ বিপদ ও পাপের খণ্ডন হয় এবং সর্ব্ব সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে যে সুখ মোক্ষদায়ক চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল মহালক্ষ্মী চরিত কথিত আছে সেই গূঢ় পুরাতন ইতিহাস আমি পাদ্ম কল্পের পূর্ব্বে পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫। ৬। ৭। ৮॥

একদা ঐশ্বর্য্য মদোন্মত্ত রাজশ্রী সম্পন্ন কাম পরতন্ত্র দেবরাজ পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন তৎপ্রদেশ অতি নির্জ্জন তথায় মনোহর পুষ্পোদ্যান বিদ্যমান রহিয়াছে, তীরস্থ অরণ্য অতি দুর্গম কিন্তু তথায় কোন জন্তুর সঞ্চরণ নাই, সর্ব্বদা তথায় পুংস্কোকিলগণের মধুর ধ্বনি ও মধুকরগণের গুণ গুণ স্বর শ্রুতি গোচর হইতেছে এবং নিরন্তর সুগন্ধি কুসুম সংশ্লিষ্ট বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়াতে তৎ প্রদেশ সুরভীকৃত হইয়াছে ॥ ৯। ১০। ১১।

সুরত শ্রম বিশ্রাম কামুকীং কাম কামুকীং ॥ ১২ ॥
ঈচ্ছন্তী মীপ্সিতাং ক্রীড়াং গচ্ছন্তীং মদনাশ্রমং।
একাকিনী মুন্মনস্কাং মন্মথোন্মাত্ত মানসাং ॥ ১৩ ॥
সুশ্রোণীং সুদতীং শ্যামাং বিম্বাধর রথোন্নতাং।
বৃহন্নিতম্ব ভাবার্ত্তাং গজেন্দ্র মন্দ গামিনীং ॥ ১৪ ॥
সস্মিতাস্য শরচ্চন্দ্রাং সকটাক্ষঞ্চ বিভ্রতীং।
বিভ্রতীং কবরীং রম্যাং মালতী মাল্য শোভিতাং ॥ ১৫ ॥
বহ্নি শুদ্ধাং শুকধরাং রত্ন ভূষণ ভূষিতাং।
কস্তূরী বিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূর বিন্দু মণ্ডিতাং ॥ ১৬ ॥
নীলোৎপল বিনিন্দৈক কজ্জলোজ্জ্বল লোচনাং।
মণি কুণ্ডল যুগ্মেণ গণ্ড স্থল বিরাজিতাং ॥ ১৭ ॥

ঐ সময়ে কামুক কামুকী বিদ্যাধরী রম্ভা সুরত শ্রম জন্য বিশ্রাম কামনায় চন্দ্রলোক হইতে সেই বিজন স্থানে সমাগত হইয়া তত্রত্য দেব রাজের নয়ন পথে নিপতিতা হইল ॥ ১২ ॥

তৎকালে দেবেন্দ্র তৎপ্রতি নয়নার্পণ পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন সেই নারী কন্দর্পাবিষ্ট চিত্তা ও উন্মনস্কা হইয়া অভিলষিত বিহার বাসনায় একাকিনী মদনাশ্রমে গমন করিতেছে ॥ ১৩ ॥

সেই নারী শ্যাম বর্ণা ও পরম সুন্দর বিদ্যাধরের ন্যায় সমুন্নতা। তাহার শ্রোণিদেশ সুগঠিত নিতম্ব বৃহৎ ও দশন পংক্তি মনোহর, নিতম্বের স্থূলতা প্রযুক্ত তাহার গজেন্দ্রের ন্যায় মন্দ মন্দ গতি ॥ ১৪ ॥

শারদীয় চন্দ্র জ্যোতির ন্যায় তাহার মুখ মণ্ডলে মধুর হাস্য ও নয়নে কটাক্ষ ভঙ্গি প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহার মস্তকে কবরীভার বিন্যস্ত ও তাহাতে মালতীমালা বেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

সেই বিদ্যাধরী বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ রত্ন ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছে এবং তাহার ললাটে কস্তূরী বিন্দুর সহিত সিন্দূর বিন্দু শোভা পাইতেছে ॥ ১৬ ॥

প্রত্যুন্নতং সুকঠিনং পত্ররাজি বিরাজিতাং।
সুখদং রসিকানাঞ্চ স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতীং॥ ১৮॥
সর্ব্ব শোভাঢ্য বেশাঢ্যাং সুভগাং সুরতোৎসুকাং।
প্রাণাধিকাঞ্চ দেবানাং মচ্ছাং স্বচ্ছন্দ গামিনীং॥ ১৯ ॥
বরামপ্সরসাং রম্যা মতীব স্থির যৌবনাং।
গুণ রূপবতীং শান্তাং মুনি মানস মোহিনীং॥ ২০ ॥
দৃষ্টা তামতি বেশাঢ্যাং তৎ কটাক্ষেণ পীড়িতঃ।
ইন্দ্রোঽতীন্দ্রিয় চাপল্যাৎ প্রবক্তু মুপচক্রমে॥ ২১ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

ক্ব গচ্ছসি বরারোহে ক্ব গতাসি মনোহরে।
ময়াদৃষ্টাপি সুচিরং মৎ প্রিয়াণি তবাধুনা॥ ২২ ॥
তবান্বেষণ কর্ত্তাহং শ্রুত্বা বাচিক বক্তৃতঃ।

সেই রমণীর নীলোৎপল বিনিন্দিত নয়ন যুগলে সমুজ্জ্বল কজ্জল রেখা দীপ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার শ্রুতি যুগলে মণিময় কুণ্ডল দ্বয় দোদুল্যমান হওয়াতে তদীয় গণ্ডস্থলের প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে॥ ১৭॥

তাহার স্তন যুগল সমুন্নত সুকঠিন ও পত্ররাজি বিচিত্রীকৃত, সুতরাং উহা যে রসিকগণের সুখপ্রদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ১৮॥

সেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষান্বিতা দেবগণের প্রাণাধিকা পরম রূপবতী রমণী সুরতোৎসুকা হইয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতেছে॥ ১৯॥

এইরূপ পরম রূপবতী স্থির যৌবনা সমগুণান্বিতা মুনিজন মনো-মোহিনী প্রধানা অপ্সরা দেবরাজের নয়ন পথ বর্ত্তিনী হইল॥ ২০॥

তখন দেবেন্দ্র সেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষান্বিতা নারী দর্শন মাত্র তাহার কটাক্ষবাণে নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রিয় চাপল্য বশে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মনোমোহিনি বরারোহে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ও কোথায় গমন করিবে? বহু দিন হইতে যত প্রকার প্রিয় বস্তু আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে আমি তৎসমস্ত তোমাকে দিব॥ ২১॥ ২২॥

শশ্বদ্ভবানুরক্তশ্চ কামিন্যাং গণয়ামি তে ॥ ২৩ ॥
সুবাসিত জলার্থী যঃ কিমিচ্ছেৎ পঙ্কিলং জলং।
পঙ্কং নেচ্ছেচ্চন্দনার্থী পঙ্কজার্থী নচোৎপলং ॥ ২৪ ॥
সুধার্থী ন সুরামিচ্ছেৎ দুগ্ধার্থী ন জলাবিলং।
সুগন্ধি পুষ্প শায়ী যো ন চাস্ত্রতল্প মিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥
যঃ স্বর্গী নরকং নেচ্ছেৎ সুভোগী মন্দ ভোজনং।
পণ্ডিতৈঃসহ সং বাসী নেচ্ছেৎ কামিনী সন্নিধিং।
বিহায় রত্নাভরণং কোপীচ্ছেল্লোহ ভূষণং ॥ ২৬ ॥
ত্বামাশ্লিষ্য মহাবিজ্ঞাং কো মূঢ়ো গন্তু মিচ্ছতি।
বিহায় গঙ্গাং কো বিজ্ঞো নদী মন্যাঞ্চ বাঞ্ছতি ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে! দূত মুখে তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমাকে অন্বেষণ করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইযাছি। আমি নিরন্তর তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, তোমার তুল্য রূপগুণ সম্পন্না রমণী আর কে আছে? তুমি ভিন্ন অন্য নারীতে আমার প্রয়োজন নাই॥ ২৩॥

যে ব্যক্তি সুবাসিত জল লাভের আকাঙ্ক্ষা করে তাহার কি পঙ্কিল জল লাভের বাসনা হয়? আর চন্দনার্থী কি পঙ্কাভিলাষী হইয়া থাকে? ও পঙ্কজার্থী কি উৎপল লাভের ইচ্ছা করে?। ২৪।

সুন্দরি! সুধার্থী সুরা ও দুগ্ধার্থী আবিল জল গ্রহণে কখনই ইচ্ছুক হয় না, যে ব্যক্তি সুগন্ধি পুষ্প শয্যায় শয়ন করে সে কি শস্ত্র শয্যায় শয়ন করিতে বাসনা করিয়া থাকে?। ২৫।

স্বর্গ ভোগী পুরুষ নর ভোগে, সুভোগী পুরুষ মন্দ বস্তু ভক্ষণে ও পণ্ডিত সংসর্গী পুরুষ কি কামিনী সংসর্গে বাস করিতে ইচ্ছা করে? আর রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়া কি লৌহ ভূষণ ধারণে কেহ বাঞ্ছা করিয়া থাকে?। ২৬।

সুন্দরি! তুমি সর্ব্ব জ্ঞানবতী, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া কোন্ মূঢ় ব্যক্তি অন্য নারীতে গমন করিতে অভিলাষ করে? গঙ্গা পরিত্যাগ

ইন্দ্রিয়ৈশ্চেন্দ্রিয়রতাং বর্দ্ধমানাঞ্চ সেবনৈঃ।
বরং প্রার্থয়িতারশ্চ জীবিনশ্চ সুখার্থিনঃ॥ ২৮॥
ইত্যেব মুক্তা ভগবানবরুহ্য গণেশ্বরাৎ।
ভক্তি যুক্তশ্চ পুরত স্তস্থৌ তস্যাশ্চ নারদ॥ ২৯॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং রম্ভা মহা শৃঙ্গার লোলুপা।
জহাস্য নম্র বদনা পুলকাঞ্চিত বিগ্রহা॥ ৩০॥
স্মেরানন কটাক্ষেণ স্তনোরু দর্শনে নচ।
কামাগ্ন্যাহুতি বাক্যেন জহার তস্য চেতনং॥ ৩১॥
মিতং সারং সুমধুরং সুস্নিগ্ধং কোমলং প্রিয়ং।
পুরুষাযত্ত বীজঞ্চ প্রবক্তু মুপচক্রমে॥ ৩২॥

রম্ভোবাচ।

যাস্যামি বাঞ্ছিতং যত্র প্রশ্নেন তব কিং ফলং।
নাহং সন্তোষ জননী ধূর্ত্তানাং দুষ্ট মিত্রতা॥ ৩৩॥

করিয়া অবগাহনার্থ অন্য নদীতে গমন করিতে কি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির বাসনা হয়?॥ ২৭॥

যে পরম সুখার্থী জনগণ বর প্রার্থী হয়, তাহারা কি ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র পুরুষদিগের সেবনীয় বিষয় বাসনায় আসক্ত হইতে ইচ্ছা করে?॥ ২৮॥

হে নারদ! দেবরাজ ইন্দ্র এই বলিয়া গজেন্দ্র ঐরাবত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে সেই রম্ভার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন॥ ২৯॥

তখন মহা শৃঙ্গার লোলুপা রম্ভা দেব রাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকান্বিত কলেবরে আনম্রবদনে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল॥ ৩০॥

তৎকালে সেই পরম সুন্দরী রম্ভা দেব রাজের প্রতি বারংবার সহাস্য বদনে কটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্ব্বক স্তন যুগল ও উরু দ্বয়ের সৌন্দর্য্য দর্শন করাইয়া তৎপ্রতি কামাগ্নির আহুতি স্বরূপ বাক্য সমুদায় প্রয়োগ করিতে লাগিল, তাহাতে দেবেন্দ্র একবারে হত জ্ঞান হইলেন। ৩১॥

ঐ সময়ে রম্ভা পুরুষের ধূর্ত্ততা ব্যঞ্জক পরিমিত সুস্নিগ্ধ সুকোমল

যথা মধুকরো লোভাৎ সর্ব্ব পুষ্পাসবং ভজেৎ।
স্বাদু যত্রাতিরিক্তং স তত্র তিষ্ঠতি সন্ততং॥ ৩৪ ॥
তথৈব লম্পট পুমান্ ভ্রমেদ্ ভ্রমর বৎ সদা।
ন বিবদ্ধো কিন্নঃ সেব্য বায়ুবন্ত্রসমাহরেৎ॥ ৩৫ ॥
স্ব পুমানঙ্গবৎ স্ত্রীণাং যথা শাখাশ্চ শাখিষু।
লম্পটঃ কাক বল্লোলঃ ফলং ভুক্ত্বা প্রযাতি চ ॥ ৩৬ ॥
স্বকার্য্য মুদ্ধরেদ্যাবত্তাবদ্বাস প্রয়োজনং।
স্থিতিঃ কার্য্যানুরোধেন যথা কার্য্যে হুতাশনঃ ॥ ৩৭ ॥
যাবত্তড়াগে তোযানি তাবদ্খাদাং সিতেষু চ।
শুষ্কারম্ভে চ তোয়ানাং যান্তি স্থানান্তরং পুনঃ ॥ ৩৮ ॥

সুপ্রিয় সার বাক্যে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! আমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিব, তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? যে ধূর্ত্ত পুরুষগণ কেবল দর্শনকালে মিত্রতা করে তাহাদিগের সন্তোষ সাধনে আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৩২ । ৩৩ ॥

যেমন মধুকর লোভ প্রযুক্ত সমস্ত পুষ্পাসবের স্বাদগ্রহ করিয়া যাহা অতিরিক্ত স্বাদু জ্ঞান হয় তাহাতেই নিরন্তর অবস্থান করে, তদ্রূপ লম্পট পুরুষ ভ্রমর বৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব নারীতে ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর বায়ু যেমন সমস্ত রসে সংশ্লিষ্ট হইয়াও কোন রসে লিপ্ত থাকে না, তদ্রূপ লম্পট পুরুষ সকল নারীর উপাসনা করে কিন্তু কদাচ কাহারও প্রেমে বদ্ধ হয় না ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥

যেমন বৃক্ষের শাখা বৃক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ নারীগণ সৎ পুরুষের অঙ্গ স্বরূপ হয় কিন্তু লম্পট পুরুষ কাক বৎ চঞ্চল, ফল ভোগের পর সে পলায়ন করে ॥ ৩৬ ॥

যাবৎ স্বকার্য্য সাধন না হয় তাবৎ লম্পট পুরুষের অবস্থিতির প্রয়োজন। যেমন কার্য্য কালে হুতাশন বিদ্যমান থাকে তদ্রূপ কার্য্যানুরোধেই তাহার অবস্থানের আবশ্যক হয় ॥ ৩৭ ॥

যাবৎ তড়াগে পর্য্যন্ত জলরাশি বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাতে জল

ত্বং দেবানামীশ্বরোসি কামিনীনাঞ্চ বাঞ্ছিতঃ।
পুমাং সং রসিকং শশ্বৎ বাঞ্ছন্তি রসিকাঃ সুখাৎ॥ ৩৯॥
যুবানাং রসিকং শান্তং সুবেশং সুন্দরং প্রিয়ং।
গুণিনং ধনিনং স্বচ্ছং কান্ত মিচ্ছতি কামিনী॥ ৪০॥
দুঃশীলং রোগিনং বৃদ্ধং রতিশক্তি বিহীনকং।
অদাতা ধন বিজ্ঞঞ্চ নৈব বাঞ্ছন্তি যোষিতঃ। ৪১॥
কামূঢ়া নচ বাঞ্ছন্তি ত্বামেব গুণ সাগরং।
তবাজ্ঞাকারিণীং দাসীং গৃহাণাত্র যথা সুখং॥ ৪২॥
ইতুক্তা সস্মিতা সাচ তং পপৌবক্র চক্ষুষা।
কামাগ্নি দগ্ধা বিগত লজ্জাতস্থৌ সমীপতঃ॥ ৪৩॥
জ্ঞাত্বা ভাবং স্মরার্ত্তায়া স্মরশাস্ত্র বিশারদঃ।
গৃহীত্বাতাং পুষ্পতল্পে বিজহার তযা সহ॥ ৪৪॥

জন্তুগণ বাস করে, কিন্তু জল শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে আর তাহারা সে স্থানে অবস্থান করে না॥ ৩৮॥

দেবরাজ! তুমি দেবগণের ঈশ্বর ও কামিনীগণের বাঞ্ছিত, রসিকা রমণীগণ সুখ সম্ভোগার্থে নিরন্তর সুরসিক পুরুষ লাভের বাঞ্ছা করে॥ ৩৯॥

কামিনী যুবকগণের মধ্যে সুরসিক সুবেশ সম্পন্ন শান্ত স্বভাব গুণবান্ ধনবান্ পরম সুন্দর কান্তকেই কামনা করে॥ ৪০॥

নারীগণ; দুঃশীল রোগী বৃদ্ধ রতিশক্তি হীন অদাতা ও অবিজ্ঞ পুরুষকে আশ্রয় করিতে কখনই অভিলাষিণী হয় না॥ ৪১॥

দেবেন্দ্র! তুমি গুণ সাগর, কোন্ মূঢ়া রমণী তোমাকে প্রাপ্ত হইতে অনিচ্ছা করে? আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী, এক্ষণে যথা বিধানে সুখে আমাকে গ্রহণ কর॥ ৪২॥

এই বলিয়া রম্ভা কামাগ্নি দগ্ধা বিলজ্জা হইয়া তৎ সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি বিক্ষেপে যেন তাহাকে পান করিতে লাগিল॥ ৪৩॥

কাম শাস্ত্র বিশারদ দেবরাজ সেই কামার্ত্তা নারীর অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত

সহসা রহসি প্রৌঢ়াং নগ্নাঙ্গ সুভগাং বরাং।
পক্ক বিম্বাধরৌষ্ঠীঞ্চ চুচুম্ব চুম্বিত স্তয়া॥ ৪৫॥
নানা প্রকার শৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং মুনে।
চকার কামী তত্রৈব শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব॥ ৪৬॥
তৌ কামাহিত চিত্তৌ সা বুবুধাতে দিবানিশং।
শশ্বৎ তদ্গত চিত্তৌচ কামার্ত্তৌ জ্ঞান বর্জ্জিতৌ॥ ৪৭॥
সচ কৃত্বা স্থলে ক্রীড়াং তয়া সহ সুরেশ্বরঃ।
যযৌ জল বিহারার্থং পুষ্পভদ্রানদী জলং॥ ৪৮॥
স চকার জলক্রীড়াং তয়াসহ ক্ষণং মুদা।
জলাৎ স্থলে স্থলাত্তোয়ে বিজহার পুনঃ পুনঃ॥ ৪৯॥
এতস্মিন্নন্তরে তেন বর্ত্মনা মুনি পুঙ্গবঃ।

হইয়া তাহার কর ধারণ পূর্ব্বক তৎ সমভিব্যাহারে পুষ্প শয্যায় বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥

সেইবিজন স্থানে নগ্ন বেশে অবস্থিতা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী সুভগা প্রৌঢ়া রমণী কর্ত্তৃক দেবরাজ চুম্বিত হইয়া তাহার মুখচুম্বনে আসক্ত হইলেন॥৪৫॥

তথায় কামুক ইন্দ্র সেই কামুকীর সহিত এরূপ বিপরীতাদি শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হইলেন যে বোধ হইল যেন শৃঙ্গার সেই স্থানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ৪৬॥

উভয়ে কামে মোহিত চিত্ত ও জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া তদ্গতান্তঃকরণে তথায় এরূপ বিহার করিতে লাগিলেন যে দিবা রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুভূত হইল না॥ ৪৭॥

সুরেশ্বর এই রূপে রম্ভার সহিত স্থল বিহার করিয়া জল বিহারার্থ তৎ সমভিব্যাহারে পুষ্পভদ্রা নদীর জলে অবরোহণ করিলেন॥ ৪৮॥

কিয়ৎক্ষণ তিনি তৎ সমভিব্যাহারে পরম কৌতুকে জলক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার স্থলে আরূঢ় হইলেন। এই রূপে কখন জলে ও কখন স্থলে অবাধে তাহাদিগের বিহার হইতে লাগিল॥ ৪৯॥

সশিষ্যো যাতি দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠাৎ শঙ্করালয়ে। ৫০।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রঞ্চ দেবেন্দ্র স্তম্ভ মানসঃ।
ননামাগত্য সহসা দদৌ তস্মৈ স চাশিষঃ। ৫১।
পারিজাত প্রসূনং যদ্দত্তং নারায়ণেন বৈ।
তচ্চদত্তং মহেন্দ্রায় মুনীন্দ্রেণ মহাত্মনা। ৫২।
দত্ত্বা পুষ্পং মহাভাগ স্তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
মাহাত্ম্যং তস্য যৎ কিঞ্চিদপূর্ব্বং মুনি সত্তমঃ। ৫৩।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

সর্ব্ব বিঘ্ন হরং পুষ্পং নারায়ণ নিবেদিতং।
মূর্দ্ধ্নীদং যস্য দেবেন্দ্র জয় স্তস্যৈব সর্ব্বতঃ। ৫৪।
পুরঃ পূজাচ সর্ব্বেষাং দেবানামগ্রণীর্ভবেৎ।
তচ্ছায়েব মহালক্ষ্মী র্নজহাতি কদাপি তং। ৫৫।
জ্ঞানেন তেজসা বুদ্ধ্যা বিক্রমেণ বলে নচ।
সর্ব্ব দেবাধিকঃ শ্রীমান হরি তুল্য পরাক্রমঃ। ৫৬।

ঐ সময়ে মুনিবর দুর্ব্বাসা শিষ্যগণের সহিত বৈকুণ্ঠধাম হইতে আগমন পূর্ব্বক সেই পথ দিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিতেছিলেন॥ ৫০॥

দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসার দর্শনে স্তম্ভিত চিত্ত হইয়া সহসা তৎ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে মুনিবর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন॥ ৫১॥

তৎপরে মহাভাগ মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসার সানুগ্রহে দেবেন্দ্রকে নারায়ণ নিবেদিত পারিজাত কুসুম প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই পারিজাত কুসুম নারায়ণকে নিবেদন করা হইয়াছে। এই সর্ব্ব বিঘ্নহর মঙ্গল জনক পারিজাত কুসুম তুমি স্বীয় মস্তকে ধারণ কর, কারণ যাহার মস্তকে এই কুসুম বিদ্যমান থাকে তাহার সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ হয়॥ ৫২। ৫৩। ৫৪॥

দেবেন্দ্র! যে পুরুষ মৎ প্রদত্ত এই কুসুম মস্তকে ধারণ করিবে সে

ভক্ত্যা মূর্দ্ধ্নি ন গৃহ্ণাতি যোহহঙ্কারেণ পামরঃ।
নৈবেদ্যঞ্চ হরে রেব সভ্রষ্ট শ্রীঃ সজাতিভিঃ।
ইত্যুক্তা শঙ্করাংশশ্চ জগাম শঙ্করালয়ং। ৫৭।
শক্রো রম্ভান্তিকে পুষ্পং সংস্থাপ্য গজ মস্তকে।
শক্র ভ্রষ্ট শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা সা জগাম সুরালয়ং।
পুংশ্চলী যোগ্য মিচ্ছন্তী না পরং চঞ্চলাধমাঃ। ৫৮।
দেবরাজং পরিত্যজ্য গজরাজো মহাবলী।
প্রবিবেশ মহারণ্যং তং নিক্ষিপ্য স্ব তেজসা। ৫৯।
তত্রৈব করিণীং প্রাপ্য মত্তঃ সং বুভুজেবলাং।
সা তদ্বভূব বশগা যোষিজ্জাতি সুখার্থিনী।
তযোর্ব্বভূবাপত্যানাং নিরহ স্তত্র কাননে। ৬০।

সর্ব্বদেবের অগ্রগণ্য হইয়া সর্ব্বদেবের অগ্রে পূজা গ্রহণ করিবে, মহালক্ষ্মী ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তিনী থাকেন, কখন তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না এবং সেই পুরুষ জ্ঞানে, তেজে, বুদ্ধিতে, বিক্রমে ও বলে সর্ব্ব-দেব হইতে শ্রেষ্ঠ ও হরি তুল্য প্রভাবশালী হয়॥ ৫৫। ৫৬।

আর যে পামর অহঙ্কার বশে ভক্তি যোগে এই বিষ্ণু নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ না করে সে স্বগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হয়, এই বলিয়া শঙ্করের অংশজাত দুর্ব্বাসা শঙ্করালয়ে গমন করিলেন॥ ৫৭॥

তৎপরে দেবরাজ সেই দুর্ব্বাসার প্রদত্ত পারিজাত কুসুম রম্ভার সমীপস্থ ঐরাবতের মস্তকে সংস্থাপন করিলেন। তখন রম্ভা দুর্ব্বাসার বাক্য হেলনে ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরালয়ে প্রস্থান করিল। অধমা নারী পুংশ্চলী স্বভাবতঃ চঞ্চলা, যোগ্য পুরুষ লোভেই তাহার কামনা হয়, অযোগ্য পুরুষকে আশ্রয় করে না॥ ৫৮॥

এই রূপে রম্ভা দেবরাজকে পরিত্যাগ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত গজরাজ ঐরাবতও স্বীয় তেজে শ্রীভ্রষ্ট দেবেন্দ্রকে নিক্ষেপ করিয়া মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইল॥ ৫৯॥

হরি স্তম্মস্তকং ছিত্বা যুযোজ তেন বালকো

ইত্যেবং কথিতং বৎস কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।

গজাস্য যোজনাযাশ্চ কারণং পাপ নাশনং। ৬১।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গজাস্য যোজনহেতু কথনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তৎপরে সেই গজরাজ মহারণ্যে এক করিণীকে প্রাপ্ত হইয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিল, যোষিত জাতি সুখার্থিনী সুতরাং ক্রমে করিণী তাহার বশীভূত হওয়াতে তথায় তাহাদিগের বহু অপত্য সমুৎপন্ন হইল॥ ৬০॥

বৎস! সর্ব্ব নিয়ন্তা হরি সেই ঐরাবতের মস্তক চ্ছেদন করিয়া শঙ্করাত্মজ গণেশের মস্তকে যোজিত করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট গণেশ স্কন্ধে গজ মস্তক যোজনার বিবরণ বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপের খণ্ডন হয়, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর॥ ৬১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গজাস্য যোজন হেতু কথন নাম বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

তদ্দেবা ব্রহ্ম শাপেন নিশ্রীকাঃ কেন বা প্রভো।
বভূবু স্তদ্রহস্যঞ্চ গোপনীয়ং সুদুর্লভং॥ ১॥
কথং বা প্রাপুরাতেতাং কমলাং জগতাং প্রসূং।
কিঞ্চকার মহেন্দ্রশ্চ তন্ত্বান্ বক্তু মর্হসি॥ ২॥

নারায়ণ উবাচ।

গজেন্দ্রেণ পরাভূতে রম্ভযাচ সুমন্দধীঃ।
ভ্রষ্ট শ্রী র্দ্দৈন্যযুক্তশ্চ স জগামামরাবতীং॥ ৩॥
তাং দদর্শ নিরানন্দো নিরানন্দং পুরীং মুনে।
দৈন্যগ্রস্তাং বন্ধুহীনাং বৈরিবর্গৈঃ সমাকুলাং॥ ৪॥
সর্ব্বং শ্রুত্বা দূত মুখাৎ জগাম মন্দিরং গুরোঃ।
তেন দেবগণৈঃ সার্দ্ধং জগাম ব্রহ্মণঃ সভাং॥ ৫॥

নারদ কহিলেন, ভগবান্! দেবগণ ব্রহ্মশাপে কি রূপে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন ও কি রূপেই বা তাঁহাদিগের প্রতি জগজ্জননী কমলার কৃপা হইল? এবং দেবরাজ ইন্দ্রই বা কি কার্য্য করিলেন, সেই গোপনীয় সুদুর্ল্লভ বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১। ২॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, নারদ! মন্দ বুদ্ধি দেবরাজ শ্রীভ্রষ্ট হওয়াতে রম্ভা ও ঐরাবত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দীনভাবে স্বীয় অমরাবতীতে গমন করিলেন। ৩।

তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন সমস্ত নিরানন্দময়, তাঁহার সেই অমরাবতী দৈন্যগ্রস্তা বন্ধুহীনা ও বৈরিবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছে। ৪।

এই ব্যাপার দর্শনে দেবেন্দ্র নিরানন্দ হইয়া দূত মুখে সমস্ত শ্রবণ

গত্বা ননাম তং শক্রঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং যথা গুরুঃ।
তুষ্টাব বেদ বিধিনা স্তোত্রেণ ভক্তি সংযুতঃ।
প্রবৃত্তিং কথযামাস বাকপতিং স্তুং প্রজাপতিং ॥ ৬ ॥
শ্রুত্বা ব্রহ্মা নম্র বক্ত্রু প্রবক্তু মুপ চ ক্রমে।

ব্রহ্মোবাচ।

মৎ প্রপৌত্রোসি দেবেন্দ্র শশ্বদ্রাজন্ শ্রিয়াজ্বলন্।
লক্ষ্মী সমা সচী ভর্ত্তা পরস্ত্রী লোলুপঃ সদা ॥ ৭ ॥
গৌতমস্যাভি শাপেন ভগাঙ্গঃ সুর সংসদি।
পুন র্লজ্জা বিহীন স্তুং পর স্ত্রী রতি লোলুপঃ ॥ ৮ ॥
যঃ পর স্ত্রীষু নিরত স্তস্য শ্রীর্ব্বা কুতো যশঃ।
স চ নিন্দ্যঃ পাপ যুক্তঃ শশ্বৎ সর্ব্ব সভা সু চ ॥ ৯ ॥
নৈবেদ্যং শ্রীহরে রেব দত্তং দুর্ব্বাসসা চ তে।
গজ মূর্দ্ধ্নি ত্বয়া ন্যস্তং রন্তয়া হৃত চেতসা ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বক গুরু গৃহে গমন করিলেন পরে তিনি গুরু ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইয়া বেদ বিধি অনুসারে ভক্তিযোগে ব্রহ্মা ও বৃহস্পতির স্তব করত তাঁহাদিগের নিকট আত্ম বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ৬।

তখন ব্রহ্মা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিনম্র বদনে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি আমার প্রপৌত্র, সর্ব্বদা রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় জন্য তোমার অনুপম জ্যোতি প্রকাশিত হয়, লক্ষ্মী সমা শচী তোমার পত্নী, এই রূপ সৌভাগ্যবান্ হইয়াও তুমি সর্ব্বদা পরস্ত্রীতে লোলুপ হইয়াছ? ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে গৌতমের অভিশাপে তুমি দেব সভা মধ্যে ভগাঙ্গ হইয়াছিলে, তথাপি তোমার লজ্জা নাই, তথাপি আবার পর নারীতে আসক্ত চিত্ত হইয়াছ? । ৮।

যে ব্যক্তি পর নারীতে আসক্ত, তাহার শ্রী ও যশ সমস্তই তিরোহিত হয়, সেই ব্যক্তি পাপ যুক্ত ও সর্ব্ব সভা মধ্যে নিন্দনীয়। ৯।

সাতু রম্ভা সর্ব্ব ভোগ্যা কাধুনাত্বং শ্রিয়াহতঃ।
পদ্মা ত্যক্ত্বা যন্নিমিত্তাদ্গতাত্বত্তঃ ক্ষণেন সা॥ ১১॥
বেশ্যা সশ্রীকমিচ্ছন্তী নিঃশ্রিকং নচ চঞ্চলা।
নবং নবং প্রার্থযন্তী পরিনিন্দ্য পুরাতনং॥ ১২॥
যদ্গাতং তদ্গাতং বৎস নিষেকং ন নিবর্ত্ততে।
ভজ নারায়ণং ভক্ত্যা পদ্মায়াঃ প্রাপ্তি হেতবে॥ ১৩॥
ইতুক্ত্বা তং জগৎস্রষ্টু স্তোত্রঞ্চ কবচং দদৌ।
নারায়ণস্য মন্ত্রঞ্চ নারায়ণ পরায়ণঃ॥ ১৪॥
সতৈঃ সার্দ্ধঞ্চ গুরুণা জগাম মন্ত্র মীপ্সিতং।
গৃহীত্বা কবচং তেন তুষ্টাব পুষ্করে হরিং॥ ১৫॥
বর্ষ মেকং নিরাহারো ভারতে পুণ্যদে শুভে।
সিষেব কমলাকান্তং কমলা প্রাপ্তি হেতবে॥ ১৬॥

মহর্ষি দুর্ব্বাসা হরির নিবেদিত পারিজাত পুষ্প তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হওয়াকে মূঢ়তা নিবন্ধন তাহা স্বীয় মস্তকে ধারণ না করিয়া ঐরাবত মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলে। ১০।

এক্ষণে সেই সর্ব্ব ভোগী রম্ভা কোথায় আছে এবং তুমিই বা কোথায় অবস্থান করিতেছ? যে কারণে কমলা তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই কারণে রম্ভাও ক্ষণ মধ্যে তোমাকে পরিহার করিয়াছেন। ১১।

বেশ্যা শ্রীসম্পন্ন পুরুষকেই অশ্রয় করে, শ্রীভ্রষ্টকে কখন আশ্রয় করে না। পুংশ্চলী স্বীয় চাপল্য দোষে পুরাতন পুরুষের নিন্দা করিয়া সতত নব নব পুরুষের প্রার্থনা করিয়া থাকে। ১২।

বৎস! যাহা হইবার হইয়াছে, অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। এক্ষণে তুমি কমলার কৃপা প্রাপ্তির জন্য সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন নারায়ণকে ভজনা কর॥ ১৩॥

এই বলিয়া নারায়ণ পরায়ণ কমলযোনি ব্রহ্মা তাঁহাকে জগৎ স্রষ্টা নারায়ণের স্তোত্র কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন॥ ১৪॥

আবির্ভূয় হরি স্তস্মৈ বাঞ্ছিতঞ্চ বরং দদৌ।
লক্ষ্মী স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্র মৈশ্বর্য্য বর্দ্ধনং॥ ১৭॥
দত্ত্বা জগাম বৈকুণ্ঠ মিন্দ্রঃ ক্ষীরোদ মেবচ।
গৃহীত্বা কবচং স্তুত্বা প্রাপ পদ্মালয়াং মুনে॥ ১৮॥
সবৈরিণং বিজিত্বা চ স ললাভামরাবতীং।
প্রত্যেকঞ্চ সুরাঃ সর্ব্বে স্বালয়ং প্রাপুরীপ্সিতং॥ ১৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে শক্র লক্ষ্মীপ্রাপ্তির্নামৈকবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন দেবেন্দ্র দেবগণ ও গুরুর সহিত সেই কবচ স্তোত্র ও মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কমলা প্রাপ্তির জন্য পুণ্য প্রদ মঙ্গলময় পুষ্করতীর্থে গমন পূর্ব্বক একবর্ষ নিরাহারে কমলাকান্ত ভগবান্ হরির উপাসনা ও স্তব করিলেন॥ ১৫। ১৬॥

তৎপরে ভগবান্ হরি দেবরাজের নিকট আবির্ভূত হইয়া বাঞ্ছিত বর প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে লক্ষ্মী স্তোত্র কবচ ও ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন মন্ত্র প্রদান করিলেন॥ ১৭॥

ভূতভাবন ভগবান্ হরি দেবরাজকে ঐ সমস্ত মন্ত্রাদি প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন, পরে দেবরাজ ক্ষীরোদকূলে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মীর কবচ গ্রহণ ও স্তব করিয়া পূর্ব্ব শ্রী প্রাপ্ত হইলেন॥ ১৮॥

এইরূপে দেবরাজ কমলার প্রসন্নতা লাভে শত্রু পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার অমরাবতী লাভ করিলেন এবং দেবগণও প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ১৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে শক্র লক্ষ্মী প্রাপ্তি নাম এক বিংশতি অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

আবির্ভূয় হরি স্তস্মৈ কিং স্তোত্রং কবচং দদৌ।
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ লক্ষ্মীশ স্তন্মে ব্রূহি তপোধন। ১।

নারায়ণ উবাচ।

পুষ্করে চ তপস্তপ্ত্বা বিররাম সুরেশ্বরঃ।
আবির্ব্বভূব তত্রৈব ক্লিষ্টং দৃষ্ট্বা হরিঃ স্বয়ং। ২।
তমুবাচ হৃষীকেশো বরং বৃণু যথেপ্সিতং।
স চ বব্রে বরং লক্ষ্মী মীশ স্তস্মৈ দদৌ মুদা। ৩।
বরং দত্ত্বা হৃষীকেশঃ প্রবক্তু মুপ চক্রমে।
হিতং সত্যঞ্চ সারঞ্চ পরিণাম সুখাবহং। ৪।

শ্রীমধুসূদন উবাচ।

গৃহাণ কবচং শক্র সর্ব্ব দুঃখ বিনাশনং।
পরমৈশ্বর্য্য জনকং সর্ব্ব শত্রু বিমর্দ্দনং। ৫।

নারদ কহিলেন, তপোধন! সর্ব্ব ভূতাত্মা ভগবান্ হরি দেবরাজের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কি রূপ মহালক্ষ্মীর স্তোত্র কবচ প্রদান করিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! সুরেশ্বর ইন্দ্র পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কঠোর তপঃসাধন করিলে সনাতন হরি দেবেন্দ্রকে নিতান্ত ক্লিষ্ট দর্শনে স্বয়ং তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন দেবরাজ তাঁহার নিকট লক্ষ্মীলাভের বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ প্রীত মনে তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলেন॥ ২। ৩॥

বর দানের পর ভগবান্ হরি পরিণাম সুখাবহ হিতজনক সত্য সার বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবেন্দ্র! এক্ষণে তুমি

ব্রহ্মণে চ পুরাদত্তং সংসারে চ জলপ্লুতে।
যদ্ধৃত্বা জগতাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বৈশ্বর্য্য যুতো বিধিঃ। ৬।
বভূবুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্য যুতা যতঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদস্যাস্য কবচস্য ঋষির্বিধিঃ। ৭।
পঙ্‌ক্তি শ্ছন্দশ্চ সা দেবী স্বয়ং পদ্মালয়া সুর।
সিদ্ধৈশ্বর্য্য জয়েষ্বেব বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যদ্ধৃত্বা কবচং লোকঃ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। ৮।
মস্তকং পাতু মে পদ্মা কণ্ঠং পাতু হরি প্রিয়া।
নাসিকাং পাতু মে লক্ষ্মীঃ কমলা পাতু লোচনং। ৯।
কেশান্ কেশব কান্তা চ কপালং কমলালয়া।
জগৎ প্রসূর্গণ্ডযুগ্মং স্কন্ধং সম্পৎপ্রদা সদা। ১০।
ওঁ শ্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু।
পাতু শ্রীর্ম্মমকঙ্কালং বাহু যুগ্মঞ্চ শ্রীং নমঃ। ১১।

পরমৈশ্বর্য্যজনক সর্ব্ব শত্রু বিমর্দ্দন অশেষ দুঃখনাশক কবচ গ্রহণ কর। ৪। ৫।

পূর্ব্বে সংসার জলপ্লুত হইলে আমি ব্রহ্মাকে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলাম, কমলযোনি এই কবচ ধারণে সর্ব্ব জগতের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং এই কবচের প্রভাবে মুনিগণেরও সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল। দেবরাজ! এই সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদ কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ পংক্তি ও দেবতা স্বয়ং পদ্মালয়া লক্ষ্মী, সিদ্ধি ঐশ্বর্য্য ও জয় লাভ বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হয়। এই কবচ ধারণে লোকে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে। ৬। ৭। ৮।

পদ্মাদেবী সর্ব্বদা আমার মস্তক, হরি প্রিয়া কণ্ঠ, লক্ষ্মীদেবী নাসিকা, কমলা লোচন, কেশবকান্তা কেশ সকল, কমলালয়া কপাল, জগৎ প্রসূ গণ্ডযুগ্ম, ও সম্পৎপ্রদা দেবী স্কন্ধ রক্ষা করুন। ৯। ১০।

ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ পাদৌ পাতু মে সন্ততং চিরং।
ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা পাতু নিতম্বকং। ১২।
ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং পাতু মে সদা।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা মাং পাতু সর্ব্বতঃ। ১৩।
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্ব সম্পৎ করং পরং।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং। ১৪।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ স সর্ব্ব বিজয়ী ভবেৎ। ১৫।
মহালক্ষ্মী গৃহং তস্য ন জহাতি কদাচন।
তস্যচ্ছায়েব সততং সাচ জন্মনি জন্মনি। ১৬।

ওঁ শ্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ এবং ওঁ শ্রীং পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। আর শ্রী দেবী কর্ত্তৃক আমার কঙ্কাল রক্ষিত হউক ও শ্রীং নমঃ এই মন্ত্র আমার বাহু যুগল রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার চরণ যুগল এবং ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নিতম্বদেশ, রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন, আর ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

বৎস! এই আমি সর্ব্ব সম্পত্তি কর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ পরমাদ্ভুত পরম কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বিধি পূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র বিজয়ী হয় ॥ ১৫ ॥

মহালক্ষ্মী তাহার গৃহ কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনি তদীয় জন্মে জন্মে ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা ভজেল্লক্ষ্মীং সুমন্দধীঃ।
শত লক্ষ প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ১৭।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে লক্ষ্মী কবচং সমাপ্তং।

নারায়ণ উবাচ।

দত্ত্বা তস্মৈব কবচং মন্ত্রঞ্চ ষোড়শাক্ষরং।
সন্তুষ্টশ্চ জগন্নাথো জগতাং হিত কারণং। ১৮।
ওঁ হ্রীংশ্রীংক্লীং নমো মহালক্ষ্ম্যৈ হরি প্রিয়ায়ৈ স্বাহা।
দদৌ তস্মৈচ কৃপয়া ইন্দ্রায় চ মহামুনে। ১৯।
ধ্যানঞ্চ সাম বেদোক্তং গোপনীয়ং সুদুর্ল্লভং।
সিদ্ধৈর্ম্মুনীন্দ্রৈ র্দুষ্প্রাপ্যং ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং শুভং। ২০।
শ্বেত চম্পক বর্ণাভাং শতচন্দ্র সম প্রভাং।
বহ্নি শুদ্ধাং শুকাধানাং রত্ন ভূষণ ভূষিতাং।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহ কারকাং।
সহস্রদল পদ্মাস্থাং স্বস্থাঞ্চ সুমনোহরাং।
শান্তাঞ্চ শ্রীহরেঃ কান্তাং তাং ভজে জগতাং প্রসূং। ২১।

যে মন্দ বুদ্ধি পুরুষ এই কবচ পরিজ্ঞাত না হইয়া লক্ষ্মীদেবীর ভজনা করে, লক্ষ্মী মন্ত্র শত লক্ষ জপ করিলেও তাহার সিদ্ধি লাভ হয় না। ১৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে লক্ষ্মী কবচ সম্পূর্ণ।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! জগৎকর্ত্তা সনাতন হরি মহাত্মা দেবেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই রূপে তাহাকে লক্ষ্মীদেবীর কবচ ও ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো মহালক্ষ্ম্যৈ হরি প্রিয়ায়ৈ স্বাহা, এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৮। ১৯ ॥

মন্ত্র প্রদানের পর তিনি দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র! সামবেদে সিদ্ধ মুনীন্দ্রগণের দুষ্প্রাপ্য নিশ্চিত সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ মঙ্গল জনক সুদুর্ল্লভ গোপনীয় লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান বর্ণিত আছে ॥ ২০ ॥

ধ্যানেনানেন দেবেন্দ্র ধ্যাত্বা লক্ষ্মীং মনোহরাং।
ভক্ত্যা দাস্তসি তস্যৈতাহ্যুপচারাণি ষোড়শ। ২২।
স্তুত্বানেন স্তবে নৈব বক্ষ্যমানেন বাসব।
নত্বা বরং গৃহীত্বাচ লভিষ্যসি চ নির্বৃতিং। ২৩।
স্তবনং শৃণু দেবেন্দ্র মহালক্ষ্ম্যাঃ সুখপ্রদং।
কথয়ামি সুগোপ্যঞ্চ ত্রিষুলোকেষু দুর্লভং। ২৪।

নারায়ণ উবাচ।

দেবীত্বাং স্তোতু মিচ্ছামি নক্ষমঃ স্তোতু মীশ্বরীং।
বুদ্ধেরগোচরাং সুক্ষ্মাং তেজো রূপাং সনাতনীং।
অত্যনির্ব্বচনীয়াঞ্চ কোবা নির্ব্বক্তু মীশ্বরঃ। ২৫।

ধ্যান যথা। হে দেবি! তুমি শ্বেত চম্পক বর্ণাভা, শত চন্দ্রের ন্যায় তোমার প্রভা প্রকাশিত হইতেছে, তুমি বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ রত্ন ভূষণে বিভুষিতা রহিয়াছ, তোমার মুখ মণ্ডল সুপ্রসন্ন তাহাতে ঈষৎ হাস্য বিকাশ হইতেছে, ভক্ত জনের প্রতি তোমার অপার করুণা বিদ্যমান আছে, সহস্রদল পদ্মের উপরিভাগে তুমি সুখে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছ, তোমার মনোহর রূপ দীপ্যমান ও প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে এবং তুমি হরি প্রিয়া ও জগজ্জননী বলিয়া কথিতা হইয়া থাক। আমি এবম্ভূত তোমাকে ভজনা করি॥ ২১॥

দেবরাজ! তুমি ভক্তিযোগে এই ধ্যানে মনোহরা লক্ষ্মীকে ধ্যান করিয়া যথা বিধি ক্রমে ষোড়শোপচার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবে॥ ২২॥

সুরেন্দ্র! তৎপরে বক্ষ্যমাণ স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইলে তুমি সর্ব্বতোভাবে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিবে॥ ২৩॥

সেই মহালক্ষ্মীর ত্রিলোক দুর্লভ সুখপ্রদ অতি গোপনীয় স্তব যে রূপ বর্ণিত আছে, এক্ষণে আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২৪॥

স্বেচ্ছাময়ীং নিরাকারাং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহাং।
স্তৌমি বাঙ্‌মনসোঃ পারাং কিং বাহং জগদম্বিকে। ২৬।
পারাং চতুর্ণাং বেদানাং পার বীজাং ভবার্ণবে।
সর্ব্ব শস্যাধি বীজঞ্চ সর্ব্বা সা অপি সম্পদাং। ২৭।
যোগিনাঞ্চৈব যোগানাং জ্ঞানানাং জ্ঞানিনান্তথা।
বেদানাঞ্চ বেদ বিদাং জননীং বর্ণয়ামি কিং। ২৮।
যযা বিনা জগৎ সর্ব্ব মবস্তু নিষ্ফলং ধ্রুবং।
যথা স্তনান্ধ বালানাং মাত্রা বস্তু ত্বয়া সহ। ২৯।
প্রসীদ জগতাং মাতা রক্ষস্মানতি কাতরান্।
বযং ত্বচ্চরণাম্ভোজে প্রপন্নাঃ শরণং গতাঃ। ৩০।

হে দেবি! তুমি পরমেশ্বরী বুদ্ধির অগোচরা, সূক্ষ্মা, তেজঃ স্বরূপা, সনাতনী ও অতি অনির্ব্বচনীয়া, কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারে? আমি তোমার স্তুতিবাদেঅক্ষম হইয়াও তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ২৫॥

জগদম্বিকে! তুমি স্বেচ্ছাময়ী ও নিরাকারা, কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ তোমার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়, যখন তুমি বাক্য মনের অগোচরা রহিয়াছ, তখন আমি কি বলিয়া তোমার স্তব করিব?॥ ২৬॥

কমলে! তুমি বেদ চতুষ্টয়ের অগোচরা ভবার্ণবে পার বীজস্বরূপা এবং সর্ব্ব শস্য ও সর্ব্ব সম্পদের বীজরূপা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক॥ ২৭॥

দেবি! তুমি যোগ জ্ঞান ও বেদ সমুদায়ের এবং যোগী জ্ঞানী ও বেদবেত্তাদিগের জননী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ, আমি তোমার মহিমা কি বর্ণন করিব॥ ২৮॥

যেমন স্তনান্ধ বালকগণের জননীর আশ্রয় ভিন্ন স্তন পদার্থের প্রতীতি থাকে না, তদ্রূপ তুমি ভিন্ন সমস্ত জগৎ অপদার্থ জ্ঞান হয়, কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম নিশ্চিত বস্তু রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন॥ ২৯॥

জগন্মাতঃ! আমি প্রপন্ন হইয়া সকাতরে তোমার চরণ সরোজে শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হও॥ ৩০॥

নমঃ শক্তি স্বরূপায়ৈ জগন্মাত্রে নমোনমঃ।
জ্ঞানদায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ সর্ব্বদায়ৈ নমোনমঃ। ৩১।
হরি ভক্তি প্রদায়িন্যৈ মুক্তিদায়ৈ নমোনমঃ।
সর্ব্বজ্ঞায়ৈ সর্ব্বদায়ৈ মহালক্ষ্মৈ নমোনমঃ। ৩২।
কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কুত্রচিৎ কুমাতরঃ।
কুত্র মাতা পুত্র দোষে ত্বং বিহায় ক্ব গচ্ছতি। ৩৩।
হে মাত র্দর্শনং দেহি স্তনান্ধান্ বালকানিব।
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধু প্রিয়েস্মান্ ভক্ত বৎসলে। ৩৪।
ইত্যেবং কথিতং বৎস পদ্মায়াশ্চ সুভাবহং।
সুখদং মোক্ষদং সারং শুভদং সম্পদঃ প্রদং। ৩৫।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং পূজা কালে চ যঃ পঠেৎ।
মহালক্ষ্মী গৃহং তস্য ন জহাতি কদাচন। ৩৬।

দেবি! তুমি শক্তি স্বরূপা জ্ঞান দায়িনী বুদ্ধিদাত্রী ও সর্ব্ব প্রদা বলিয়া কথিতা হইয়া থাক, আমি বারংবার তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥

পণ্ডিতগণ তোমাকে হরিভক্তি দায়িনী মুক্তিপ্রদা সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বদাত্রী মহালক্ষ্মী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি বারংবার তোমার চরণে প্রণত হইতেছি ॥ ৩২ ॥

জননি! কোন কোন স্থানে অনেক কুপুত্র থাকে, কিন্তু কুমাতা কুত্রাপি নাই, জননী কখন পুত্রের দোষ গ্রহণ করেন না, অতএব তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ ॥ ৩৩ ॥

হে মাতঃ! আমরা স্তনান্ধ বালকের ন্যায় অবস্থান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে দর্শন দাও! ভক্ত বৎসলে! তুমি কৃপাসাগর ভগবান্ হরির প্রিয়া, অতএব তুমি আমাদিগের প্রতি কৃপাবলোকন কর ॥৩৪॥

বৎস! আমি সুভাবহ সুখ মোক্ষপ্রদ সম্পত্তিকর মঙ্গলময় সারভূত কমলার স্তোত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি কমলার পুজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করে মহালক্ষ্মী তাহার গৃহ কখনই পরিত্যাগ করেন না ॥ ৩৬ ॥

ইত্যুক্তা শ্রীহরিস্তত্র তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবো জগাম ক্ষীরোদং সুরৈঃ সার্দ্ধং তদাজ্ঞয়া। ৩৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
গণপতি খণ্ডে লক্ষ্মী স্তব কবচ পূজা কথনং নাম
দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন হরি দেবেন্দ্রকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে দেবরাজ তদীয় আজ্ঞানুসারে দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদ কূলে গমন করিলেন॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে
লক্ষ্মী স্তব কবচ পূজা কথন নাম দ্বাবিংশতি অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ইন্দ্রশ্চ গুরুণা সার্দ্ধং সুরৈশ্চ হৃষ্ট মানসঃ।
জগাম শীঘ্রং পদ্মায়ৈ তীরং ক্ষীর পয়োনিধেঃ।
কবচঞ্চ গলে বদ্ধা সদ্রত্ন গুটিকান্বিতং।
মনসা স্তবনং দিব্যং স্মারং স্মারং পুনঃ পুনঃ। ১।
তে সর্ব্বে ভক্তি যুক্তাশ্চতুষ্টুবুঃ কমলালয়াং।
সাশ্রু নেত্রাতি দীনাশ্চ ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরাঃ। ২।
সা তেষাং স্তবনং শ্রুত্বা সদ্যঃ সাক্ষাদ্বভূবহ।
সহস্রদল পদ্মস্থা শত চন্দ্র সমপ্রভা। ৩।
জগদ্ব্যাপ্তং সুপ্রভয়া জগন্মাত্রাযয়া মুনে।
তানুবাচ জগদ্ধাত্রী হিতং সারং যথোচিতং। ৪।

শ্রীমহালক্ষ্মীরুবাচ।

যৎসানেচ্ছামি বো গেহান্ গন্তুং নৈবং ক্ষমাধুনা।
ভ্রষ্টানাং ব্রহ্ম শাপেণ বিভেমি ব্রহ্ম শাপতঃ। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র সেই উৎকৃষ্ট রত্ন গুটিকা পুটিত কবচ গল দেশে ধারণ পূর্ব্বক গুরু বৃহস্পতি ও দেবগণের সহিত প্রীতমনে ক্ষীরোদ কূলে উপনীত হইয়া বারংবার কমলাদেবীর সেই দিব্য স্তব স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবগণও ভক্তি বিনম্র কন্ধরে সজল নয়নে সকাতরে সেই কমলালয়ার স্তব করিতে লাগিলেন। ১। ২।

ইন্দ্রাদি দেবগণ এই রূপে মহালক্ষ্মীর স্তব করিলে যে জগজ্জননী কমলার বিমল প্রভায় সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই সহস্রদল পদ্মস্থা শতচন্দ্র সম প্রভা জগদ্বিধাত্রী দেবী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের নিকট আবির্ভূতা হইয়া হিত জনক যথোচিত সার বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বো-

প্রাণা মে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে শশ্বৎ পুত্রাধিক প্রিয়াঃ।
বিপ্র দত্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদুপজীব্যং সদৈবমঃ। ৬।
বিপ্রা ব্রুবন্তু মাং তুষ্টা যাস্যামিচ তদাজ্ঞয়া।
ন মে পূজাং ধ্রুবং কর্ত্তুং ক্ষমাস্তে চ তপস্বিনঃ। ৭।
গুরুভি র্ব্রাহ্মণৈ র্দ্দেবৈ র্ভিক্ষুভি র্বৈষ্ণবৈ স্তথা।
যদভাগ্যং ভবেদ্দেবাস্তে শপ্তাঃ সন্তি সন্ততং। ৮।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ বিভেতি ব্রহ্মশাপতঃ।
সর্ব্ববীজঞ্চ ভগবান্ সর্ব্বেশশ্চ সনাতনঃ। ৯।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণা হৃষ্ট মানসাঃ।
আজগ্মুঃ সস্মিতাঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্ম তেজসা। ১০।
অঙ্গিরাশ্চ প্রচেতাশ্চ ক্রতুশ্চ ভৃগু রেবচ।

ধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত, ব্রহ্মশাপে আমার ভয় আছে, এই জন্য এক্ষণে আমি তোমাদিগের গৃহে গমন করিতে পারিব না। ৩। ৪। ৫।

দেবগণ! ব্রাহ্মণ সমুদায় আমার পুত্রাধিক স্নেহ ভাজন ও সতত আমার প্রাণ তুল্য। ব্রাহ্মণগণ আমার উদ্দেশে যাহা প্রদান করেন, তাহাই আমার একমাত্র উপজীব্য, অতএব বিপ্রগণ প্রীতমনে যদি আমাকে আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি তোমাদিগের গৃহে গমন করিতে পারি। তাঁহাদিগের শাসন লঙ্ঘন করিলে নিশ্চয়ই সেই তপস্বিগণ আমার পূজা পরিত্যাগ করিবেন। ৬। ৭।

দৈবক্রমে যাহাদিগের গুরু ব্রাহ্মণ দেব সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধ জন্য দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয় তাহারাই অভিশপ্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৮।

অধিক কি যে সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন ভগবান্ হরি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্ববীজ স্বরূপ, তিনিও সর্ব্বদা ব্রহ্মশাপের ভয় করিয়া থাকেন। ৯।

হে নারদ! কমলা দেবী দেবগণের নিকট এই রূপ কহিতেছেন, এমন্ সময়ে ব্রহ্ম তেজে জাজ্বলামান হৃষ্টচেতা সহাস্য বদন ব্রাহ্মণ-

পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ মরীচি রত্রিরেবচ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণাত্মকঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখ স্তথা।
দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপোগস্ত্যো গৌতমঃ কর্ণ এবচ।
আবাং কাত্যায়নশ্চৈব কণাদঃ পাণিনিস্তথা।
মার্কণ্ডেযো লোমশশ্চ বশিষ্ঠো ভগবান স্বয়ং॥ ১১॥
ব্রাহ্মণা বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়ামাসুরীশ্বরীং।
দেবাশ্চারণ্য নৈবেদ্যৈঃ পরিহারেণ ভক্তিতঃ॥ ১২॥
স্তুত্বা মুনীন্দ্রাস্তাং ভক্ত্যাচক্রুরারাধনং মুদা।
আগচ্ছ দেব ভবনং মর্ত্ত্যঞ্চ জগদম্বিকে। ১৩।
তেষাং তদ্বচনংশ্রুত্বা তানুবাচ জগৎ প্রসূঃ।
পরিতুষ্টাগামুকীচ নির্ভয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া॥ ১৪॥

গণের তথায় সমাগম হইল। যথা ক্রমে অঙ্গিরা, প্রচেতা, ক্রতু, ভৃগু, পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি, অত্রি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সাক্ষাৎ নারায়ণাত্মক ভগবান্ সনৎকুমার, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, অগস্ত্য, গৌতম, কণ্ব, কাত্যায়ন, কণাদ, পাণিনি মার্কণ্ডেয়, লোমশ, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এবং তুমি ও আমি আমরা সকলেই তথায় উপনীত হইয়া বিবিধ উপহারে সেই সর্ব্বেশ্বরী কমলার পূজা করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন পরম ভক্তিযোগে দেবগণও আরণ্যক ফল-মূলাদি যুক্ত নৈবেদ্যে সেই দেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ১০। ১১। ১২।

পরে মুনীন্দ্রগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রীতমনে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন জগজ্জননি! আপনি কৃপা করিয়া দেবগণের ভবনে ও মর্ত্ত্য লোকে আগমন করুন। ১৩।

তখন জগজ্জননী মহালক্ষ্মী মুনীন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্টা

শ্রীমহালক্ষ্মীরুবাচ।

গৃহান্ যাস্যামি দেবানাং যুষ্মাকমাজ্ঞয়া দ্বিজাঃ।
যেষাং গেহং ন গচ্ছামি শৃণুধ্বং ভারতেষু চ ॥ ১৫ ॥
স্থিরা পুণ্যবতাং গেহে সুনীতি বেদিনামহং।
গৃহস্থানাং নৃপানাং বা পুত্রবৎ পালয়ামি তান্ ॥ ১৬॥
যং যং রুষ্টো গুরু র্দ্দেবো মাতা তাতশ্চ বান্ধবাঃ।
অতিথিঃ পিতৃ লোকশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ১৭ ॥
মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্ব ন্নাস্তীতি বাচকঃ সদা।
সত্ত্ব হীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্য যাম্যহং ॥ ১৮ ॥
সত্যহীনঃ স্থাপ্যহারী মিথ্যা সাক্ষী প্রদায়কঃ।
বিশ্বাসঘ্নঃ কৃতঘ্নোযো ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ১৯ ॥
চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রুগ্রস্তোতি পাতকী।
ঋণগ্রস্তোতিকৃপণো ন গেহং যামি পাপিনাং ॥ ২০ ॥

হইয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞার নির্ভয়ে দেব ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক কহিলেন বিপ্রগণ! আমি আপনাদিগের আজ্ঞায় দেব ভবনে গমন করিব, কিন্তু ভারতে আমি যাহাদিগের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইব এবং যাহাদিগের গৃহে আমার আবির্ভাব থাকিবে না তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।১৪।১৫।

আর যে গৃহস্থ ও রাজগণ পুণ্যশীল ও সুনীতিজ্ঞ হইবেন, আমি তাহাদিগের গৃহে অচলা হইয়া পুত্রবৎ তাহাদিগকে পালন করিব। ১৬।

গুরু, দেবগণ, পিতা, মাতা, বন্ধুবর্গ, অতিথি ও পিতৃলোক যাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, আমি তাহার গৃহে গমন করিব না। ১৭ ॥

যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হইবে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নাই নাই এই বাক্য প্রয়োগ করিবে, আর যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণ বর্জ্জিত ও দুঃশীল হইবে, তাহার গৃহে আমার অধিষ্ঠান থাকিবে না ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি অসত্যবাদী, স্থাপ্য ধনাপহারী, মিথ্যাসাক্ষ্য দাতা, বিশ্বাস ঘাতক বা কৃতঘ্ন হইবে, আমি তাহাদিগের গৃহে কদাচ গমন করিব না ॥১৯॥

দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্ত্তো মন্দধীঃ স্ত্রী জিতঃ সদা।
পুংশ্চলী পতি পুত্ত্রৌযৌ তদ্গেহং নৈব যাম্যহং ॥ ২১ ॥
যো দুর্ব্বাক্ কলহাবিষ্টঃ কলিঃ শশ্বদ্যদালয়ে।
স্ত্রী প্রধানা গৃহে যস্য ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ২২ ॥
যত্র নাস্তি হরেঃ পূজা তদীয় গুণ কীর্ত্তনং।
নোৎসুক স্তৎ প্রশংসায়াং ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ২৩ ॥
কন্যাত্ম বেদ বিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ।
নরকাগার সদৃশং ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ২৪ ॥
মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং সুতং।
অনাথাং ভগিনীং কন্যা মনন্যাশ্রয় বান্ধবান্ ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি চিন্তাগ্রস্ত ভয়গ্রস্ত শত্রু গ্রস্ত অতি পাতকী, ঋণ গ্রস্ত বা অতি কৃপণ হইবে সেই পাপাত্মাদিগের ভবনে আমার কদাচ আবির্ভাব থাকিবে না ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি দীক্ষাহীন, শোকার্ত্ত, মন্দ বুদ্ধি বা সর্ব্বদা স্ত্রী বশীভূত হইবে, আমি তাহাদিগের গৃহে এবং পুংশ্চলী পতি ও পুংশ্চলী পুত্ত্রের ভবনে কখনই গমন করিব না ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি কটুভাষী বা কলহাবিষ্ট হইবে, যাহার গৃহে সর্ব্বদা কলির আবির্ভাব থাকিবে, আর যাহার গৃহে স্ত্রী প্রধানা হইবে, আমি তাহাদিগের ভবনে অধিষ্ঠিতা হইব না ॥ ২২ ॥

যে যে ব্যক্তি হরির আরাধনা, হরির গুণ কীর্ত্তন বা হরির প্রশংসাবাদে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিবে, তাহাদিগের গৃহে আমি কদাচ গমন করিব না ॥ ২৩ ॥

যে যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয়, আত্ম বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, নর হত্যা বা প্রাণি হিংসা করিবে, তাহাদিগের গৃহ নরকাগার তুল্য, সেই নরাধমগণের গৃহে আমার কখনই অধিষ্ঠান থাকিবে না ॥ ২৪ ॥

মুনীন্দ্রগণ! যে নরাধম কৃপণতা প্রযুক্ত পিতা মাতা, ভার্য্যা, গুরু

কার্পণ্যাদ্যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা।
তদ্গেহান্নরকাগারান্নযামি তস্য নীশ্বরাঃ ॥ ২৬ ॥
দশনং বসনং যস্য সমলং রুক্ষ মস্তকং।
বিকৃতৌ গ্রাসহাসৌ চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ২৭ ॥
মুত্রং পুরীষ মুৎসৃজ্য যস্তৎপশ্যতি মন্দধীঃ।
যঃ শেতে স্নিগ্ধ পাদেন ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ২৮ ॥
অধৌত পাদ শায়ী যো নগ্নঃ শেতেতি নিদ্রিতঃ।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরং। ২৯।
মূর্দ্ধ্নি তৈলং পুরোদত্ত্বা যোঽন্যদঙ্গ মুপস্পৃশেৎ।
দদাতিপশ্চাদ্গাত্রে বা ন যামি তস্য মন্দিরং। ৩০।
দত্ত্বা তৈলং মূর্দ্ধ্নি গাত্রে বিণ্মুত্রং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
প্রণমেদাহরেৎ পুষ্পং ন যামি তস্য মন্দিরং। ৩১।

গুরুপত্নী, পুত্র, অনাথা ভগিনী কন্যা বা অনন্যাশ্রয় বান্ধবগণকে পোষণ না করিয়া সঞ্চয় করিবে, তাহাদিগের গৃহ নরকাগার তুল্য, আমি সেই নারকীদিগের ভবনে কদাচ গমন করিব না॥ ২৫। ২৬।

যে যে ব্যক্তির দন্ত ক্লেদযুক্ত, বস্ত্র মলিন, মস্তক রুক্ষ এবং গ্রাস ও হাস্য বিকৃত, তাহাদিগের ভবনে আমার আবির্ভাব থাকিবে না॥ ২৭ ॥

যে মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং তাহা দর্শন করিবে ও যে ব্যক্তি আর্দ্র পাদে শয়ন করিবে, তাহাদিগের গৃহে আমি কখনই অধিষ্ঠিতা হইব না॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি অধৌত পাদে শয়ন করিবে, যে ব্যক্তি নগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাশায়ী বা দিবাশায়ী হইবে তাহাদিগের গৃহে আমি কখনই গমন করিব না॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান পূর্ব্বক অন্য অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পশ্চাৎ গাত্রে তৈল ম্রক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তি উপাসনা করিলেও আমি তাহার গৃহে আবির্ভূতা হইব না॥ ৩০ ॥

তৃণং ছিনত্তি নখরৈ র্নখরৈ র্বিলিখেন্মহীং।
গাত্রে পাদে মলং যস্য ন যামি তস্য মন্দিরং। ৩২।
স্ব দত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্ম বৃত্তিং সুরস্য চ।
যোহরেজ্ জ্ঞান শীলশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং। ৩৩।
যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং কুরুতে মূঢ়ধীঃ শঠঃ।
স পাপী পুণ্য হীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং। ৩৪।
মন্ত্র বিদ্যোপজিবী চ গ্রাম যাজী চিকিৎসকঃ।
সূপকৃদ্দেবলশ্চৈব ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ৩৫ ॥
বিবাহ কর্ম্ম কার্য্যং বা যো নিহন্তি চ কোপতঃ।
দিবা মৈথুনকারী যো ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ৩৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ মহালক্ষ্মী রন্তর্দ্ধানং চকার হ।

যে ব্যক্তি মস্তকে ও গাত্রে তৈল প্রদান করিয়া বিণ্মূত্র পরিত্যাগ গুরুজনকে প্রণাম বা পুষ্পাহরণ করিবে, তাহার গৃহে আমার আবির্ভাব থাকিবে না ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ চ্ছেদন বা ভূমি খনন করিবে, আর যাহার গাত্রে ও চরণে মল রাশি বিদ্যমান থাকিবে, তাহাদিগের গৃহে আমি অধিষ্ঠান করিব না ॥ ৩২ ॥

যে জ্ঞানশীল ব্যক্তি স্ব দত্ত বা পর দত্ত ব্রহ্ম বৃত্তি কিম্বা দেব বৃত্তি অপহরণ করিবে, তাহার গৃহে আমি গমন করিব না ॥ ৩৩ ॥

যে মূঢ় বুদ্ধি শঠ পুরুষ দক্ষিণা হীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, সেই অপবিত্র পাপাত্মার গৃহে আমি অধিষ্ঠান করিব না ॥ ৩৪ ॥

যে ব্রাহ্মণ, মন্ত্র বিদ্যোপজীবী চিকিৎসক সূপকার বা দেবল হইবে, আমি তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না ॥ ৩৫ ॥

আর যে ব্যক্তি কোপ বশতঃ বিবাহ কর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইবে বা যে ব্যক্তি দিবা মৈথুন করিবে, আমি তাহাদিগের গৃহে কস্মিন্ কালে আবির্ভূতা হইব না ॥ ৩৬ ॥

দদৌ দৃষ্টিঞ্চ দেবানাং গৃহে মর্ত্যে চ নারদ ॥ ৩৭ ॥
তাং প্রণম্য সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ মুদান্বিতাঃ।
প্রজগ্মুঃ স্বালয়ং শীঘ্রং শক্রত্যক্তং সুহৃদ্যুতং ॥ ৩৮ ॥
নে দুর্দ্দুন্দু ভয়ঃ স্বর্গে বভূবুঃ পুষ্প বৃষ্টয়ঃ।
প্রাপুর্দ্দেবাঃ স্বরাজ্যঞ্চ নিশ্চলাং কমলাং মুনে ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস লক্ষ্মী চরিত মুত্তমং।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং পুনঃ শ্রোতু মিচ্ছসি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে লক্ষ্মী চরিত নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই বলিয়া মহালক্ষ্মী অন্তর্ধান পূর্ব্বক দেব ভবনে ও মর্ত্য লোকে দৃষ্টি-পাত করিলেন এবং দেব ও মুনিগণও প্রীতি যুক্ত হইয়া সেই দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক সত্বর শক্র শূন্য সুহৃদ্বর্গাবৃত স্বীয় স্বীয় আলয়ে সমাগত হইলেন, তৎকালে সুর পুরে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল, এই রূপে দেবগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইলে কমলা অচলা হইয়া তাঁহাদিগের আলয়ে অধিষ্ঠিতা হইলেন ॥ ৩৭। ৩৮। ৩৯ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট সুখ মোক্ষ প্রদ উৎকৃষ্ট সার লক্ষ্মী চরিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে লক্ষ্মী চরিত নাম ত্রয় বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ হরে রংশ সমুদ্ভব।
সর্ব্বং শ্রুতং তৎ প্রসাদাদ্‌গণেশ চরিতং শুভং ॥ ১ ॥
দন্তদ্বয় যুক্তং বক্তুং গজরাজস্য বালকে।
বিষ্ণুনা যোজিতং ব্রহ্মন্নেকদন্তঃ কথং শিশুঃ ॥ ২ ॥
কুতো গতোস্য দন্তোন্যস্তদ্ভবান্ বক্তু মর্হসি।
সর্ব্বেশ্বর স্ত্বং সর্ব্বজ্ঞঃ কৃপাবান্ ভক্ত বৎসল ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা স্মেরারুণ সরোরুহঃ।
একদন্তস্য কথনং প্রবক্তু মুপচক্রমে ॥ ৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যেহ মিতিহাসং পুরাতনং।
একদন্তস্য চরিতং সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলং ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! আপনি সনাতন নারায়ণের অংশ-জাত, আমি আপনার প্রসাদে শুভ গণেশের চরিত সমুদায় শ্রবণ করিলাম। কিন্তু যখন ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সেই বালকের স্কন্ধে গজরাজ ঐরাবতের দন্তদ্বয় যুক্ত মস্তক যোজিত হইয়াছিল তখন সেই শিশু আবার এক দন্ত হইলেন কেন? তাঁহার অন্য দন্ত কোথায় বিগত হইল তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ভক্ত বৎসল ও দয়াময়, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১। ২। ৩॥

দেবর্ষি নারদ এই রূপ কহিলে সেই নারায়ণ ঋষির মুখ কমলে মধুর হাস্য বিকাসিত হইল, তখন তিনি তাঁহার নিকট এক দন্তের বিবরণ

একদা কার্ত্তবীর্য্যশ্চ জগাম মৃগয়াং মুনে।
মৃগান্নিহত্য বহুলান্ পরিশ্রান্তো বভুব সঃ॥ ৬ ॥
নিশামুখে দিনেঽতীতে তত্রতস্থৌ বনে নৃপঃ।
জমদগ্ন্যাশ্রমাভ্যাসে উপোষ্য সৈন্য সংযুতঃ॥ ৭ ॥
প্রাতঃ সরোবরে রাজা স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ।
দত্তাত্রে যেন দত্তঞ্চ জজাপ ভক্তিতোমনুং॥ ৮ ॥
মুনির্দ্দদর্শ রাজানং শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠতালুকং।
প্রীত্যা সম্ভাষযামাস পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিঃ॥ ৯ ॥
ননাম সম্ভ্রমাদ্রাজা মুনিং সূর্য্য সমপ্রভং।
স চ তস্মৈ দদৌ প্রীত্যা প্রণতায শুভাশিষং॥ ১০ ॥
বৃত্তান্তং কথযামাস রাজাচানশনাদিকং।
সংভ্রমেণৈব মুনিনা ত্রস্তং রাজা নিমন্ত্রিতঃ॥ ১১ ॥

বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন, নারদ! এক্ষণে এক দন্তের সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল চরিতোপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ৪। ৫॥

পূর্ব্বে একদা নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ার্থ বন প্রবেশ পূর্ব্বক বহু সংখ্যক মৃগ বধ করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। ৬॥

পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রম নিকটে তাঁহাকে উপোষিত হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে কালহরণ করিতে হইল।৭।

অতঃপর রজনী প্রভাতা হইলে সেই নরপতি স্নাত শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তি যোগে দত্তাত্রের প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন॥ ৮॥

ঐ সময়ে মুনিবর জমদগ্নি তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন রাজার কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াগিয়াছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি সাদর সম্ভাষণে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৯॥

তখন নরপতি সসম্ভ্রমে সেই সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন মুনিকে প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক শুভআশীর্ব্বাদ করিলেন॥১০॥

পরে রাজা রাত্রি যোগে উপোষিত হইয়া যে রূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া-

বিজ্ঞাপ্য তং মুনি শ্রেষ্ঠঃ প্রযযৌ স্বালয়ং মুদা।
লক্ষ্মী সমাং কামধেনুং কথয়ামাস মাতরং ॥ ১২ ॥
উবাচ সা মুনিং ভীতং ভয়ং কিং তে ময়িস্থিতে।
জগদ্ভোজয়িতুং শক্তস্ত্বং ময়া কো নৃপো মুনে ॥ ১৩ ॥
রাজ ভোজন যোগ্যার্হ যদ্যদ্দ্রব্যং প্রযাচতে।
সর্ব্বং তুভ্যং প্রদাস্যামি ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভং ॥ ১৪ ॥
সৌবর্ণানি রাজতানি পাত্রাণি বিবিধানি চ।
ভোজনার্হাণ্যসংখ্যানি পাক পাত্রাণি যানি চ ॥ ১৫ ॥
পাত্রাণি সাদু পূর্ণানি প্রদদৌ মুনয়েচ সা।
নানা বিধানি স্বাদুনি পরিপক্ক ফলানি চ ॥ ১৬ ॥
পনসাম্র নারিকেল শ্রীফলানি চ নারদ।
রাশীভূতান্যসংখ্যানি স্বাদূনি লড্ডুকানি চ ॥ ১৭ ॥

ছিলেন, তদ্বিবরণ মুনির নিকট সকাতরে নিবেদন করিলে মুনিবর তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ১১ ॥

অতঃপর মুনিবর স্বীয় আলয়ে উপনীত হইয়া সভয় চিত্তে লক্ষ্মীসমা মাতা কাম ধেনুর নিকট তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১২ ॥

তখন কপিলা মুনিকে ভীত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি বিদ্যমানে তোমার ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, আমার অনুগ্রহে তুমি সমস্ত জগৎ যোজনা করিতে পার, কেবল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ ভালই হইয়াছে, তাহাতে তোমার ভয় কি? ॥ ১৩ ॥

মুনে! তুমি আমার নিকট রাজ ভোজন যোগ্যার্হ যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে ত্রিলোক মধ্যে দুর্ল্লভ হইলেও তৎ সমুদায় আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ১৪ ॥

এই বলিয়া কামধেনু বিবিধ সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত পাত্র অসংখ্য ভোজনার্হ পাক পাত্র ও সুস্বাদু দ্রব্যে পরিপূর্ণ পাত্র সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া ঋষিকে প্রদান করিলেন ॥ ১৫ । ১৬ ॥

যব গোধূম চূর্ণানাং পিষ্টকানাং বহূনি চ।
পক্কান্নানাং পর্ব্বতঞ্চ পরমান্নস্ত কন্দরং ॥ ১৮ ॥
দুগ্ধানাঞ্চ ঘৃতানাঞ্চ নদীং দধ্নাং দদৌ মুদা।
শর্করাণাং তথা রাশিং মোদকানাঞ্চ পর্ব্বতং।
পৃথুকানাং সুশালীনাং পর্ব্বতং প্রদদৌ মুদা ॥ ১৯ ॥
তাম্বূলং প্রদদৌ পূর্ণং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
নৃপ যোগ্যং কৌতুকঞ্চ সুন্দরং বস্ত্র ভূষণং ॥ ২০ ॥
মুনিঃ সম্ভৃত সম্ভারো দৃষ্টা দ্রব্যং মনোহরং।
ভোজযামাস রাজানং সসৈন্য মবলীলযা ॥ ২১ ॥
যদ্দ্রযং সুদুর্লভং বস্তু পরিপূর্ণং নৃপেশ্বরঃ।
জগাম বিস্ময়ং রাজা দৃষ্টা সর্ব্ব মুবাচ হ ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ।

দ্রব্যাণ্যেতানিসচিব দুর্লভান্যশ্রুতানি চ।
মমাসাধ্যানি সহসা ক্ক গতান্যবলোকয ॥ ২৩ ॥

অতঃপর সেই কামদুঘা পনস আম্র নারিকেল শ্রীফল প্রভৃতি পরিপক্ক নানাবিধ স্বাদু ফল রাশীকৃত অসংখ্য সুস্বাদু লড্ডুক, যব গোধূমচূর্ণ রচিত বহুবিধ পিষ্টক, পক্কান্নের পর্ব্বত, পরমান্নের কন্দর, দধি দুগ্ধ ও ঘৃতের নদী, শর্করারাশি মোদকের পর্ব্বত এবং পৃথুক ও শাল্যন্নের পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক মুনিকে অর্পণ করিলেন। ১৭। ১৮। ১৯॥

পরে কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূলরাশি এবং রাজ যোগ্য সুন্দর বসন ভূষণ ও কৌতুকার্হ দ্রব্য সমুদায় তৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ঋষির নিকট সমর্পিত হইল। ২০।

এইরূপে মুনিবর সম্ভৃত সম্ভার হইয়া মনোহর দ্রব্য রাশি দর্শন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সৈন্যগণ সমন্বিত রাজাকে ভোজন করাইলেন।২১।

নৃপবর সেই সুদুর্লভ পরিপূর্ণ বস্তু সমুদায় দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সচিবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিবর! এস্থানে আমার অপ্রাপ্য

নৃপাজ্ঞয়া চ সচিবঃ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা মুনে গৃহে।
রাজানং কথয়ামাস বৃত্তান্তং মহদদ্ভুতং॥ ২৪॥

সচিব উবাচ।

দৃষ্টং সর্ব্বং মহারাজ নিবোধং মুনি মন্দিরে।
বহ্নিকুণ্ড যজ্ঞ কাষ্ঠ কুশ পুষ্প ফলান্বিতং॥ ২৫॥
কৃষ্ণচর্ম্ম শ্রুব শ্রুগ্‌ভিঃ শিষ্য সংঘৈশ্চ সঙ্কুলং।
তৈজসাধারশস্যাদি ধনানি পরিবর্জ্জিতং॥ ২৬॥
বৃক্ষ চর্ম্ম পরিধানা দৃষ্টানি ভূষণা প্রিয়া।
বৃক্ষ চর্ম্ম পরিধানা দৃষ্টাঃ সর্ব্বে জটাধরাঃ॥ ২৭॥
গৃহৈক দেশে দৃষ্টা সা কপিলৈকা মনোহরা।
চার্ব্বঙ্গী চন্দ্র বর্ণাভা রক্ত পঙ্কজ লোচনা॥ ২৮॥
জ্বলন্তী তেজসা তত্র পূর্ণ চন্দ্র সম প্রভা।
সর্ব্ব সম্পদগুণাধারা সাক্ষাদিব হরিপ্রিয়া॥ ২৯॥

অশ্রুত পূর্ব্ব দ্রব্য সমুদায় কি রূপে সংগৃহীত হইল এবং সহসা তৎ সমুদায়ই বা কোথায় বিগত হইল, তুমি তাহার তথ্যানুসন্ধান কর। ২২।২৩।

মন্ত্রিবর রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষির আশ্রম পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক রাজার নিকট এই রূপ অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, মাহারাজ! মুনির আশ্রমে যে সমুদায় বস্তু দর্শন করিলাম, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। মুনিবরের আশ্রমে কেবল বহ্নিকুণ্ড, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, ফল পুষ্প, কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও শ্রুক্ শ্রুব বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অসংখ্য মুনি শিষ্য অবস্থান করিতেছেন। তথায় তৈজসাধার শস্য ও ধন রত্নাদি কিছুই নাই, মুনিপত্নী ভূষণ বর্জ্জিতা, তাঁহার পরিধেয় বৃক্ষের বল্কল মাত্র আর আশ্রমবাসী সকলেই জটাধারী হইয়া বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

মহারাজ! মুনির আশ্রমের একদেশে কেবল এক চন্দ্র বর্ণাভা রক্ত পঙ্কজ লোচনা তেজঃপুঞ্জ কলেবরা কপিলা দৃষ্টিগোচর হইল, তাঁহার

সদৈব বাধিতো রাজা দুর্ব্বুদ্ধিঃ সচিবাজ্ঞয়া।
মুনিং যযাচে তাং ধেনুং নিবদ্ধঃ কাল পাশতঃ॥ ৩০॥
কিং বা পুণ্যঞ্চ কা বুদ্ধি র্নিষেকঃ সর্ব্বতো বলী।
পুণ্যবান্ বুদ্ধিমান্ দৈবাদ্রাজেন্দ্রোযাচতে দ্বিজং॥ ৩১॥
পুণ্যাৎ প্রজায়তে কর্ম্ম পুণ্যরূপঞ্চ ভারতে।
পাপাৎ প্রজায়তে কর্ম্ম পাপরূপং ভয়াবহং॥ ৩২॥
পুণ্যাৎ কৃত্বা স্বর্গ ভোগং জন্ম পুণ্য স্থলে নৃণাং।
পাপাৎ ভক্তাচ নরকং কুৎসিতে জন্ম জীবিনাং॥ ৩৩॥
জীবিনাং নিষ্কৃতি র্নাস্তি স্থিতে কর্ম্মণি নারদ।
তেন কুর্ব্বন্তি সন্তশ্চ সন্ততঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ং॥ ৩৪॥

অঙ্গ হইতে পূর্ণ চন্দ্রের প্রভা প্রকাশিত হইতেছে, দৃষ্ট মাত্রেই সেই কাম ধেনুকে সর্ব্ব সম্পদাধারা সাক্ষাৎ হরি প্রিয়া বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। ২৮। ২৯।

মন্ত্রী এই সমস্ত বিষয় রাজার নিকট নিবেদন করিলে দুর্বুদ্ধি নরপতি মন্ত্রির প্রলোভনে কালপাশ নিবদ্ধ হইয়া মুনির নিকট সেই কামধেনু প্রার্থনা করিলেন। ৩০।

হে নারদ! পুণ্য ও বুদ্ধিবল সত্ত্বেও জীব কর্ম্মফল ভোগের বশীভূত হয়, কর্ম্ম ফলোৎপন্ন অবশ্যম্ভাবী বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে বলীয়ান্। এই জন্য রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য পুণ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও মুনির নিকট সেই কপিলা লাভের প্রার্থী হইলেন। ৩১।

এই ভারতে জন্মান্তরীণ পুণ্য বলে পুণ্য রূপ কর্ম্মের ও পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ হইতে ভয়াবহ পাপ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৩২॥

পুণ্য কার্য্যের ফলে জীব স্বর্গ ভোগের পর পুণ্য স্থলে জন্ম গ্রহণ ও পাপ কর্ম্মের ফলে জীব নরক ভোগের পর কুৎসিত স্থলে জন্মে॥ ৩৩॥

কর্ম্ম সত্ত্বে জীবের কোন রূপেই নিষ্কৃতি নাই, এই জন্য সাধুগণ সর্ব্বদা কর্ম্ম ক্ষয়ে যত্ন করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥

সা বিদ্যা তত্তপোজ্ঞানং স গুরুঃ সচ বান্ধবঃ।
সা মাতা স পিতা পুত্রস্তৎ ক্ষয়ং কারয়েত্তু যঃ ॥ ৩৫ ॥
জীবিনাং দারুণোরোগঃ কর্ম্ম ভোগঃ শুভাশুভঃ।
ভুক্তো বৈদ্যস্তং নিহন্তি কৃষ্ণ ভক্তি রসায়ণাৎ ॥ ৩৬ ॥
মায়া দদাতি তাং ভক্তিং প্রতিজন্মনিসেবিতা।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী ভক্তায় বুদ্ধি দায়িনী ॥ ৩৭ ॥
পরা পরম ভক্তায় মায়া মস্মৈ দদাতি চ।
মায়াং দত্ত্বা মোহয়িতুং ন বিবেকং কদাচন। ৩৮।
মায়া বিমোহিতো রাজা মুনি মানীয় যত্নতঃ।
উবাচ বিনয়ং ভক্ত্যা পুটাঞ্জলি যুতো মুদা ॥ ৩৯ ॥

যে বিদ্যা যে তপস্যা ও যে জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম বন্ধনের চ্ছেদন হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা প্রকৃত তপস্যা ও প্রকৃত জ্ঞান রূপে উক্ত আছে, আর যে পিতামাতা পুত্র বা বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় তাঁহারাই প্রকৃত রূপে তত্তৎপদ বাচ্য হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

জীব সমুদায়ের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগই দারুণ রোগ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সেই ভোগী জীবই আবার বৈদ্যরূপী হইয়া কেবল কৃষ্ণভক্তি রসায়নে সেই সুদারুণ রোগ বিনাশে সক্ষম হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

হে নারদ! যে জীব ভক্তিযোগে পরমা প্রকৃতি রূপা জগদ্বিধাত্রী বুদ্ধি দায়িনী মহামায়ার আরাধনা করেন, তাহার প্রতি সেই মহামায়া প্রসন্না হইয়া সেই পরম ভক্ত জীবকে সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন, কিন্তু এই রাজা তাঁহার সে অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছে, তিনি ইহাকে বিবেক প্রদান না করিয়া কেবল তদীয় মোহোৎপাদন জন্য মায়াই প্রদান করিয়াছেন। ৩৭। ৩৮॥

সেই মায়া বিমোহিত নরপতি যত্ন সহকারে মহর্ষি জমদগ্নিকে সমানীত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি যোগে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,

রাজোবাচ।

ভিক্ষাং দেহি কল্পতরো কামধেনুঞ্চ কামদাং।
মহ্যং ভক্তায় ভক্তেশ ভক্তানুগ্রহকারক ॥ ৪০ ॥
যুষ্মাদ্বিধানাং দাতৄণাং মদেয়ং নাস্তি ভারতে।
দধীচির্দ্দেবতাভ্যশ্চ দদৌ স্বাস্থি পুরাশ্রুতং ॥ ৪১ ॥
ভ্রূভঙ্গ লীলা মাত্রেণ তপোরাশে তপোধন।
সমূহং কামধেনূনাং স্রষ্টুং শক্তোসি ভারতে ॥ ৪২ ॥

মুনিরুবাচ।

অহো ব্যতিক্রমং রাজন্ ব্রবীষি শঠ বঞ্চক।
দানং দাস্যামি বিপ্রোহং ক্ষত্রিয়ায় নৃপাধম ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণে ন দত্তা গোলোকে ব্রহ্মণে পরমাত্মনা।
কামধেনুরিয়ং যস্মৈ ন দেয়া প্রাণতঃ প্রিয়া ॥ ৪৪ ॥
ব্রহ্মণা ভৃগবে দত্তা প্রিয় পুত্রায় ভূমিপ।
মহ্যং দত্তা চ ভৃগুণা কপিলা পৈতৃকী মম ॥ ৪৫ ॥

মুনিবর! আপনি ভক্তজনের অধীন, ভক্তানুগ্রহকারক ও দানে কল্পতরু স্বরূপ, অতএব কৃপা করিয়া আপনি আমাকে কাম দায়িনী কামধেনু ভিক্ষা প্রদান করুন। ৩৯। ৪০।

ভগবন্! শুনিয়াছি, মহাত্মা দধীচি দেবগণের উপকারার্থ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বীয় অস্থি তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ভারতে ভবাদৃশ বদান্য মহাত্মাদিগের অদেয় কিছুই নাই। ৪১।

হে তপোধন! আপনি তপোরাশি স্বরূপ, আপনার ভ্রূভঙ্গি-লীলা মাত্র ভারতে এরূপ অসংখ্য কামধেনুর সৃষ্টি করিতে আপনি সমর্থ হইতে পারেন। ৪২।

মুনিবর রাজার এই বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অরে ধূর্ত্ত বঞ্চক নৃপাধম! তুই ক্ষত্রিয় হইয়া আমার নিকট প্রতিগ্রহের বাসনা করিতেছিস্। ৪৩।

গোলোকজা কামধেনু র্দুর্ল্লভা ভুবনত্রয়ে।
লীলা মাত্রাৎ কথমহং কপিলাং স্রষ্টু মীশ্বরঃ॥ ৪৬॥
নাহং বেহালিকো মূঢ় ত্বয়া নোত্থাপিতো বুধঃ।
ক্ষণেন ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষমোহ মতিথিং বিনা॥ ৪৭॥
গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ মৎ কোপং নৈব বর্দ্ধয়।
পুত্র দারাদিকং পশ্য দেবরাধিত পামর॥ ৪৮॥
মুনে স্তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপ স নরাধিপঃ।
নত্বা মুনিং সৈন্য মধ্যং প্রযযৌ বিধি বাধিতঃ॥ ৪৯॥
গত্বা সৈন্য সকাশং সকোপ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস ধেনুমানযিতুং বলাৎ॥ ৫০॥

দুর্ব্বুদ্ধে! পূর্ব্বে পরমাত্মা কৃষ্ণ গোলোকধামে ব্রহ্মাকে এই কামধেনু প্রদান করিয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মা প্রিয় পুত্র ভৃগুকে প্রদান করেন, সেই মহাত্মা ভৃগু হইতে আমি এই কপিলা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পৈতৃক কামধেনু আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়া, আমি কখনই ইহাঁকে প্রদান করিতে পারিব না॥ ৪৪। ৪৫॥

রে মূঢ়! এই গোলোকজাতা কামধেনু ভুবনত্রয়ে সুদুর্ল্লভা, আমি কি রূপে লীলামাত্র এই কপিলার সৃষ্টি লয়ে সমর্থ হইব? তুই এরূপ বাক্যে আমার হীন প্রকৃতি ও অজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিবি না, অতিথি না হইলে আমি ক্ষণ মধ্যে তোকে ভস্মসাৎ করিতাম॥ ৪৬।৪৭॥

রে পামর! তুই শীঘ্র গৃহে গমন কর্ গৃহে গমন কর্, দেবগণ তোর প্রতি বিমুখ দেখিতেছি। তুই সত্বর গৃহে প্রতিগমন করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির মুখাবলোকন কর্। আর আমার ক্রোধ উৎপাদন করিস্ না॥ ৪৮॥

রাজা মহর্ষি জমদগ্নির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সক্রোধে মুনিকে প্রণাম করিয়া বিধি বশে স্বীয় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৪৯॥

সৈন্য মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া কোপে তাঁহার অধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন তিনি বল পূর্ব্বক সেই কপিলা আনয়নে কিঙ্করগণকে মুনির আশ্রমে প্রেরণ করিলেন॥ ৫০॥

কপিলা সন্নিধিং গত্বা রুরোদ মুনি পুঙ্গবঃ।
কথযামাস বৃত্তান্তং শোকে ন হত চেতনঃ ॥ ৫১ ॥
রুদন্তং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা সুরভি স্তমুবাচহ।
সাক্ষাল্লক্ষ্মীঃ স্বরূপা সা ভক্তানুগ্রহকাতরা ॥ ৫২ ॥

সুরভিরুবাচ।

ইন্দ্রো বা হীনকো বাপি স্ববস্তু দাতুমীশ্বরঃ।
শাস্তা পালয়িতা দাতা স্ববস্তুনাঞ্চ সন্ততং ॥ ৫৩ ॥
স্বেচ্ছয়া চেন্নৃপেন্দ্রায় মাং দদাতি তপোধন।
তেন সার্দ্ধং গমিষ্যামি স্বেচ্ছয়া চ তবাজ্ঞয়া ॥ ৫৪ ॥
অথবা ন দদাসিত্বং নাগমিষ্যামি তে গৃহাৎ।
মত্তোদত্তেন সৈন্যেন দুরীভূতং নৃপং কুরু ॥ ৫৫ ॥
কথং রোদিসি সর্ব্বজ্ঞ মায়া মোহিত চেতনঃ।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ কাল সাধ্যো নচাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥

অতঃপর রাজ দূতগণ মুনির আশ্রমে উপনীত হইল, তখন তপোধন শোক বিহ্বল চিত্তে সেই কপিলার নিকট উপনীত হইয়া রোদন করিতে করিতে তৎসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥

সাক্ষাল্লক্ষ্মী স্বরূপা ভক্তানুগ্রহ কাতরা সুরভি মুনিকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ঋষে! ইন্দ্রই হউক, বা হীন পুরুষই হউক যে ব্যক্তি যে বস্তুতে সত্ববান্‌, সেই ব্যক্তিই তাহার শাসন পালন ও দান বিষয়ে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অধিকারী। অন্যের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই ॥ ৫২। ৫৩ ॥

তপোধন! যদি তুমি রাজাকে আমায় প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমার আজ্ঞানুসারে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার সহিত গমন করিব ॥৫৪॥

অথবা যদি তুমি তাহাকে আমায় অর্পণ না কর, আমি তোমার গৃহ হইতে গমন করিব না। এক্ষণে তুমি আমার প্রদত্ত সৈন্য সহায় করিয়া সেই রাজাকে দূরীকৃত কর ॥ ৫৫ ॥

ত্বং বা কোমে তবাহং কা সম্বন্ধঃ কাল যোজিতঃ।
যাবদেব হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি॥ ৫৭॥
মনো জানাতি তদ্দ্রব্য মাত্মনশ্চাপি কেবলং।
দুঃখঞ্চ তস্য বিচ্ছেদা দ্যাবৎ স্বত্বঞ্চ তত্রবৈ॥ ৫৮॥
ইত্যুক্ত্বা কামধেনুশ্চ সুসার বিবিধানি চ।
শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি সৈন্যানি সূর্য্য তুল্য প্রভানি চ॥ ৫৯॥
নির্গতাঃ কপিলা বক্তাৎ ত্রিকোটি খড়্গাধারিণঃ।
বিনিঃসৃতা নাসিকায়াঃ শূলিনঃ পঞ্চ কোটয়ঃ। ৬০।
বিনিঃসৃতা লোচনাভ্যাং শত কোটি ধনুর্দ্ধরাঃ।
কপালান্নিঃসৃতা বীরা স্ত্রিকোটি দণ্ড ধারিণঃ। ৬১।
বক্ষঃস্থলান্নিঃসৃতাশ্চ ত্রিকোটি শক্তি ধারিণঃ।
শত কোটি গদা হস্তাঃ পৃষ্ঠ দেশাদ্বিনির্গতাঃ। ৬২।

মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মায়ামোহিত চিত্তে কেন রোদন করিতেছ? বস্তু সমুদায়ের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ কাল সাধ্য, কালেই তৎসমুদায়ের সংযোগ ও বিয়োগ সংঘটন হয়, আত্মা সততই নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমিই বা আমার কে? আমিই বা তোমার কে? কেবল কাল কর্ত্তৃক আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে। জীবের যাবৎ এই রূপ সম্বন্ধের হানি না হয়, তাবৎ মমতা বিদ্যমান থাকে, মনই কেবল সেই বস্তু আপনার বলিয়া জ্ঞান করে, সুতরাং যদবধি তাহাতে স্বত্ব লোপ না জন্মে তাবৎ তদ্বিচ্ছেদে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়॥ ৫৬। ৫৭। ৫৮॥

এই বলিয়া সুরভি সূর্য্য তুল্য প্রভা সম্পন্ন বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন॥ ৫৯॥

তখন সেই কপিলার বদন হইতে ত্রিকোটি খড়্গাধারী পুরুষ, নাসিকা হইতে পাঁচ কোটি শূলধারী পুরুষ, নয়ন যুগল হইতে শত কোটি ধনু-পুরুষ, কপাল হইতে ত্রিকোটি পরাক্রান্ত দণ্ডধারী পুরুষ, বক্ষঃস্থল

বিনিঃসৃতাঃ পাদতলাদ্বাদ্য ভাণ্ডাঃ সহস্রশঃ।
জঙ্ঘ দেশান্নিঃসৃতাশ্চ ত্রিকোটি রাজ পুত্রকঃ। ৬৩।
বিনির্গতা গুহ্যদেশাত্ত্রিকোটি ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ।
দত্ত্বা সৈন্যানি কপিলা মুনয়ে নির্ভয়ং দদৌ।
যুদ্ধং কুর্ব্বন্তু সৈন্যানি ত্বং ন যাসীত্যুবাচ হ। ৬৪।
মুনিঃ সম্ভৃত সম্ভারৈর্হর্ষ যুক্তো বভূব হ।
নৃপেণ প্রেরিতো ভৃত্যো নৃপং সর্ব্ব মুবাচ হ। ৬৫।
কপিলা সৈন্য বৃত্তান্ত মাত্ম বর্ণ পরাজয়ং।
তৎ শ্রুত্বা নৃপ শার্দ্দূল স্ত্রস্তঃ কাতর মানসঃ।
দূত দ্বারা চ সৈন্যানি চাজহার স্বদেশতঃ। ৬৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে একদন্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে যমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধে চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

হইতে ত্রিকোটি শক্তিধারী পুরুষ, পৃষ্ঠদেশ হইতে শত কোটি গদা হস্ত পুরুষ, পদতল হইতে সহস্র সহস্র বাদ্যভাণ্ড ধারী পুরুষ, জঙ্ঘাদেশ হইতে ত্রিকোটি রাজপুত্র ও গুহ্যদেশ হইতে ত্রিকোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য সমুদ্ভূত হইল। কপিলা এই সমস্ত সৈন্য মুনিকে অর্পণ পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিও না। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

মুনিবর জমদগ্নি এই রূপ সম্ভৃত সম্ভার হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তৎকালে রাজ প্রেরিত ভৃত্যও নৃপ সমীপে উপনীত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, নৃপেন্দ্র দূত মুখে কপিলার সৈন্য বৃত্তান্ত শ্রবণে আত্ম পরাজয়ের আশঙ্কায় সভয়চিত্তে সকাতরে স্বদেশ হইতে দূত দ্বারা বহু সংখ্যক সৈন্য সমানীত করিলেন। ৬৫। ৬৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে একদন্তপ্রশ্ন প্রসঙ্গে জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধ নাম চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিং স্মরন্ কার্ত্তবীর্য্যো হৃদয়েন বিদুয়তা।
দূতং প্রস্থাপযামাস কুপিতো মুনি সন্নিধিং। ১।
যুদ্ধংদেহি মুনি শ্রেষ্ঠ কিংবা ধেনুঞ্চ বাঞ্ছিতং।
মহ্যং ভৃত্যাযাতিথযে সুবিচার্য্য যথোচিতং। ২।
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনি পুঙ্গবঃ।
হিতং সত্যং নীতিসারং সর্ব্বং দূত মুবাচ হ। ৩।

মুনিরুবাচ।

দৃষ্টা নৃপো নিরাহারঃ সমানীতো মযা গৃহং।
বিবিধঞ্চ যথা শক্ত্যা ভোজিতঞ্চ যথোচিতং। ৪।
কপিলা যাচতে রাজা মম প্রাণাধিকা বলাৎ।
তাং দাতু মক্ষমো দূত যুদ্ধং দাস্যামি নিশ্চিতং। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! অতঃপর কোপাবিষ্ট কার্ত্তবীর্য্য দুঃখিত চিত্তে হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক মুনির নিকট পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১ ॥

তখন রাজ দূত, ঋষির নিকট উপনীত হইয়া কহিল, মুনিবর! আমার প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, আমি আপনার ভৃত্য বিশেষতঃ অতিথি, হয় আপনি যুদ্ধ করুন, নতুবা কপিলা প্রদান করুন, যে রূপ বিচার সিদ্ধ হয় তদনুষ্ঠানে বিলম্ব করিবেন না ॥ ২ ॥

মুনিবর দূতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া নীতিবাক্যে কহিলেন, হে রাজ দূত! আমি রাজাকে অনশনে ক্লিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক যথা শক্তি যথোচিত রূপে ভোজন করাইয়াছি, পরে তিনি বল পূর্ব্বক আমার প্রাণাধিকা কপিলা গ্রহণের প্রার্থনা করিতেছেন, আমি তাহা প্রদান করিতে পারিব না, নিশ্চয় যুদ্ধ করিব ॥ ৩। ৪। ৫ ॥

মুনে স্তদ্বচনং শ্রুত্বা দূতঃ সর্ব্ব মুবাচ হ।
নৃপেন্দ্রঞ্চ সভা মধ্যে সন্নাহ সংযুতং ভিয়া। ৬।
মুনিশ্চ কপিলা মাহ সাংপ্রতং কিঙ্করোম্যহং।
কর্ণধারং বিনা নৌকা তথা সৈন্যং ময়া বিনা। ৭।
কপিলাচ দদৌ তস্মৈ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
যুদ্ধ শাস্ত্রোপদেশঞ্চ সন্ধানমৌপযৌগিকং। ৮।
জয়ং ভবতু তে বিপ্র যুদ্ধে জেষ্যসি নিশ্চিতং।
তব মৃত্যু র্নভবিতা চাব্যর্থাস্ত্রং বিনা ধ্রুবং। ৯।
নৃপেণ সার্দ্ধং তে যুদ্ধ মযুক্তং ব্রাহ্মণস্য চ।
দত্তাত্রে যস্য শিষ্যেণৈবাব্যর্থ শক্তি ধারিণা।
ইত্যুক্ত্বা কপিলা ব্রহ্মন্ বিররাম মনস্বিনী। ১০।
মুনির্ম্মনস্বী সৈন্যঞ্চ সজ্জীভূতঞ্চকার হ।

রাজদূত মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ সভা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল নৃপেন্দ্র সভয়ে বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবরে অবস্থান করিতেছেন। তখন সেই দূত তাঁহার নিকট ঋষির অভিপ্রেত বিষয় নিবেদন করিল ॥৬॥

এ দিকে মুনিবর কপিলার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি ? আজ্ঞা করুন। যেমন কর্ণধার বিনা নৌকা চলে না, তদ্রূপ মদ্ব্যতীত সৈন্য সমুদায় চালিত হইতে পারে না॥ ৭ ॥

কপিলা, ঋষির এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধ শাস্ত্রের উপদেশ, যুদ্ধ সন্ধান ও যুদ্ধের উপযৌগিক বিষয় সমুদায় তৎসন্নিধানে বর্ণন করিয়া কহিলেন, বৎস! যুদ্ধে তোমার জয় লাভ হউক, নিশ্চয়ই তুমি সংগ্রামে জয়ী হইবে, অব্যর্থ অস্ত্র ভিন্ন কদাচ তোমার মৃত্যু হইবে না, পরন্তু এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, সেই রাজা দত্তাত্রের শিষ্য অব্যর্থ শক্তিধারী, ব্রাহ্মণ হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করা যুক্তি যুক্ত নহে। এই বলিয়া সেই মনস্বিনী কপিলা মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৮ । ৯ । ১০ ॥

গৃহীত্বা সর্ব্ব সৈন্যঞ্চ প্রজগাম রণ স্থলং। ১১।
রাজা জগাম যুদ্ধায় ননাম মুনি পুঙ্গবং।
উভয়োঃ সৈন্যযো র্যুদ্ধং বভূব বহু দুষ্করং। ১২।
রাজ সৈন্যং জিতং সর্ব্বং কপিলা সেনয়া বলাৎ।
বিচিত্রঞ্চ রথং রাজ্ঞো বভঞ্জ লীলয়া রণে। ১৩।
ধনুশ্চিচ্ছেদ সন্নাহং সা সেনা কাপিলো মুদা।
নৃপেন্দ্রঃ কাপিলে যানি সৈন্যানি জেতু মক্ষমঃ। ১৪।
সৈন্যানি তং শস্ত্র বৃষ্ট্যা ন্যস্তশস্ত্রঞ্চকার হ।
শর বৃষ্ট্যা শস্ত্র বৃষ্ট্যা রাজা মূর্চ্ছা মবাপহ। ১৫।
কিঞ্চিৎ সৈন্যং মৃতং রাজ্ঞঃ কিঞ্চিদেব পলায়িতং।
মুনীন্দ্রো মূর্চ্ছিতং দৃষ্টা নৃপেন্দ্র মতিথিং মুনে। ১৬।
কৃপানিধিশ্চ কৃপয়া তৎ সৈন্যং সং জহার চ।
গত্বা সৈন্যং বিলীনঞ্চ কপিলায়াশ্চ কৃত্রিমং। ১৭।

তখন মহাত্মা জমদগ্নি সৈন্য সমুদায় সজ্জীকৃত করিয়া সেই সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ১১ ॥

এদিকে রাজাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ঋষিকে প্রণাম করিলেন। পরে উভয় সৈন্যের অতীব দুষ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১২ ॥

তৎপরে কপিলাসৈন্য অবলীলাক্রমে বল পূর্ব্বক রাজ সৈন্য পরাজিত করিয়া রাজার বিচিত্র রথ ভগ্ন এবং তাঁহার ধনু ও বর্ম্মচ্ছেদন করিল। নৃপেন্দ্র, কপিলা সৈন্য জয়ে কোন রূপে সমর্থ হইল না ॥১৩।১৪॥

তখন কপিলা সৈন্যগণ শস্ত্র-বর্ষণে রাজাকে ন্যস্ত-শস্ত্র করিল। পরে নরপতি তাহাদিগের শস্ত্র বৃষ্টি ও অস্ত্র বৃষ্টি দ্বারা মূর্চ্ছিত হইলেন। এই যুদ্ধে রাজার কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য মৃত ও কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য পলায়িত হইল এই ব্যাপার দেখিয়া কৃপানিধি মুনীন্দ্র অতিথি নৃপেন্দ্রকে মূর্চ্ছিত দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া সৈন্য সংহার করিলে সেই কৃত্রিম সৈন্য সমুদায় কপিলার দেহে বিলীন হইল ॥ ১৫। ১৬। ১৭ ॥

নৃপায় মুনিনা শীঘ্রং দত্ত্বা চরণ রেণবঃ।
আশীর্ব্বাদং প্রদত্তঞ্চ জয়োস্তীতি কৃপালুনা।
কমণ্ডলু জলং দত্ত্বা কারয়ামাস চেতনাং। ১৮।
স রাজা চেতনাং প্রাপ্য সমুত্থায় রণাজিরে।
মূর্দ্ধ্না ননাম ভক্ত্যাচ মুনিঃ শ্রেষ্ঠং পুটাঞ্জলি। ১৯।
মুনিঃ শুভাশিষং দত্ত্বা চকারালিঙ্গনং নৃপং।
পুনস্তং স্নাপয়িত্বাচ ভোজযামাস যত্নতঃ। ২০।
নাবনীতঞ্চ হৃদয়ং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্ততং।
অন্যেষাং খুরধারাভ মসাধ্যং দারুণং সদা। ২১।
উবাচ তং মুনি শ্রেষ্ঠো গৃহং গচ্ছন্ নৃপাধিপ।
রাজোবাচ।
রণং দেহি মহাবাহো ধেনুং কিংবা মযেপ্সিতাং। ২২।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে নৃপ মুনি যুদ্ধ কথনং নাম পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন মুনিবর দয়ার্দ্র চিত্তে রাজার নিকট উপনীত হইয়া চরণ রেণু প্রদান পূর্ব্বক তোমার জয় লাভ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত কমণ্ডলু-জল ক্ষেপে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

তৎকালে রাজা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভক্তি যোগে কৃতাঞ্জলি পুটে নত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৯ ॥

নরপতি প্রণত হইলে মহর্ষি শুভ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্নান করাইয়া যত্ন সহকারে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মণগণের হৃদয় সততই নবনীতের ন্যায় কোমল আর অন্যান্য জাতির হৃদয় দারুণ খুর ধারাভ ও সাধারণের অপ্রাপ্তি জনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ২১ ॥

মুনিবর তৎকালে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর। ঋষির এই বাক্য শ্রবণে রাজা কহিলেন, মহাত্মন্! হয় আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন, নতুবা আপনার ঐ কপিলা আমাকে প্রদান করুন ॥ ২২ ॥ পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিং স্মরন্ মুনি শ্রেষ্ঠো বাক্যং শ্রুত্বা চ ভূভৃতঃ।
হিতং সত্যং নীতিসারং প্রবক্তু মুপচক্রমে॥ ১॥

মুনিরুবাচ।

গৃহং গচ্ছ মহাভাগ রক্ষ ধর্ম্মং সনাতনং।
সর্ব্ব সম্পৎ স্থিতা শশ্বৎ স্থিতে ধর্ম্মে সুনিশ্চিতং॥ ২॥
ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা নিরাহারং সমানীয় গৃহং নৃপ।
তব পূজা মকরবং যথা শক্ত্যা বিধানতঃ॥ ৩॥
সাংপ্রতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা পাদরেণুং শুভাশিষং।
অদদাং চেতনাং প্রাপ্য বক্তুমেবোচিতং ন চ॥ ৪॥
নৃপ স্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য মুনি পুঙ্গবং।
রথ মন্য মারুরোহ যুদ্ধং দেহীত্যুবাচ হ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! মুনিবর জমদগ্নি রাজার এই বাক্য শ্রবণে হরি স্মরণ করিয়া নীতিগর্ভ হিতজনক সত্যসার বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি গৃহে গমন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা কর। সতত ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে নিশ্চয় তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিবে॥ ১। ২॥

নরবর! আমি তোমাকে নিরাহার দেখিয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক যথাশক্তি যথাবিধি তোমার সৎকার করিয়াছিলাম। এক্ষণেও তোমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তোমার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। এখন এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে॥ ৩। ৪॥

রাজা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক কহিলেন, মুনে! আমি যুদ্ধার্থী, আপনি যুদ্ধ করুন॥৫॥

মুনিঃ কৃত্বা চ সন্নাহং তং যোদ্ধু মুপচক্রমে।
রাজা তং যুযুধে তত্র কোপেণাহত চেতনঃ॥ ৬॥
কপিলা দত্ত শস্ত্রেণ ন্যস্ত শস্ত্রং চকার তং।
কপিলা দত্তয়া শক্ত্যা পুনর্ম্মূর্চ্ছা মবাপ হ। ৭।
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য রাজা রাজীব লোচনঃ।
রাজা তং যুযুধে তত্র কোপেণ পুন রেবচ। ৮।
বহ্নিঞ্চ যোজয়ামাস সমরে মুনি পুঙ্গবং।
মুনি র্নির্ব্বাপয়ামাস বারুণে নাবলীলয়া। ৯।
নৃপেন্দ্রো বারুণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ সমরে নৃপঃ।
বায়ব্যাস্ত্রেণ স মুনিঃ শময়ামাসলীলয়া। ১০।
বায়ব্যাস্ত্রং নৃপ শ্রেষ্ঠ শ্চিক্ষেপ সমরে তদা।
গান্ধর্ব্বেণ মুনি শ্রেষ্ঠ শময়ামাস তৎক্ষণং। ১১।
নাগাস্ত্রঞ্চ নৃপ শ্রেষ্ঠ শ্চিক্ষেপ রণ মূর্দ্ধনি।

মুনিবর নরপতির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবরে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাও ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন॥ ৬॥

তৎপরে মহর্ষি কপিলাদত্ত শস্ত্র দ্বারা রাজাকে নস্ত্যশস্ত্র করিয়া তৎপ্রতি কপিলা প্রদত্ত শক্তি ক্ষেপণ করিলেন। সেই শক্তির আঘাতে পুনর্ব্বার তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন॥ ৭॥

পরে রাজীবলোচন নরপতি চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক পুনরায় সক্রোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বহ্নি যোজনা করিলে মুনীন্দ্র বরুণাস্ত্রে অবলীলা ক্রমে সেই বহ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন॥ ৮। ৯॥

তখন নরেন্দ্র, ঋষির প্রতি বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তপোধন অনায়াসে বায়ব্যাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন॥ ১০॥

বারুণাস্ত্র ব্যর্থ হইলে রাজা সমরে বায়ব্যাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে ঋষি বিক্ষিপ্ত গান্ধর্ব্বাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারিত হইল॥ ১১॥

মাহেশ্বরং
চিক্ষেপ নৃপতি শ্রেষ্ঠো [illegible]ং [illegible]। ১৩।
বৈষ্ণবাস্ত্রেণ দিব্যেন ত্রিলোক ব্যাপকে ন চ।
মুনি নির্ব্বাপযামাস বহু যত্নেন নারদ। ১৪।
মুনি র্নারায়ণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ মন্ত্র পূর্ব্বকং।
শস্ত্রং দৃষ্ট্বা মহারাজো ননাম শরণং যযৌ। ১৫।
উর্দ্ধঞ্চ ভ্রমণং কৃত্বা ক্ষণং দীপ্ত্বা দিশোদশ।
প্রলয়াগ্নি সমস্তত্র স্বয়মন্তর ধীয়ত। ১৬।
জৃম্ভনাস্ত্রঞ্চ স মুনি শ্চিক্ষেপ রণ মূর্দ্ধনি।
নিদ্রাং প্রাপ তেন রাজা সুস্বাপ চ মৃতো যথা। ১৭।
দৃষ্ট্বা নৃপং নিদ্রিতঞ্চ অর্দ্ধ চন্দ্রেণ তৎক্ষণং।
চিচ্ছেদ সারথিং যানং ধনুর্ব্বাণং মুনি স্তদা। ১৮।

তৎকালে রাজা সমরাগ্রে নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে মুনিবর অবিলম্বে গাৰুড়াস্ত্রে তাহার শমতা করিলেন ॥ ১২ ॥

তখন নৃপেন্দ্র শত সূর্য্য সমপ্রভ মাহেশ্বরাস্ত্র নামক মহাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে তাহার অদ্ভুত তেজে দশদিক আলোকময় হইয়া উঠিল। সেই সময়ে মুনিবর বহু যত্নে ত্রিলোক ব্যাপক দিব্য বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগে তাহা নিবারণ করিলেন ॥ ১৩। ১৪ ॥

পরে মুনিবর মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে রাজা সেই নারায়ণাস্ত্রকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার শরণার্থী হইলেন। তখন সেই প্রলয়াগ্নি স্বরূপ নারায়ণাস্ত্র কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধপথে ভ্রমণ ও দশদিক আলোকিত করিয়া স্বয়ং সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ১৫। ১৬ ॥

অতঃপর মহর্ষি সমরাগ্রে জৃম্ভনাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে রাজা তদ্দ্বারা নিদ্রাভিভূত হইয়া সমরে মৃতবৎ শয়ান হইলেন ॥ ১৭ ॥

মুনিবর রাজাকে নিদ্রিত দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধচন্দ্রবাণে

মুকুটঞ্চ ক্ষুরপ্রেণ ছত্রং সন্নাহ মেব চ।
অস্ত্রং তূণং বাজিগণং বিচ্ছেদ ন চ ভূভৃতঃ। ১৯।

নিবধ্য স্থাপয়ামাস প্রহস্য সমর স্থলে। ২০।
মুনি স্তং বোধয়ামাস সুমন্ত্রে নাবলীলয়া।
নিবন্ধান্ সচিবান্ সর্ব্বান্ দর্শয়ামাস ভূমিপং। ২১।
দর্শয়িত্বা নৃপং তাংশ্চ মোক্ষয়ামাস তৎক্ষণং।
নৃপেন্দ্র মাশিষং কৃত্বা গৃহং গচ্ছেত্যুবাচ হ। ২২।
রাজা কোপাৎ সমুত্থায় শূল মুদ্যম্য যত্নতঃ।
চিক্ষেপ তং মুনিশ্রেষ্ঠং মুনিঃ শক্ত্যা জঘানতং। ২৩।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সমাগত্য রণ স্থলং।
সুপ্রীতিকারয়ামাস সুনীত্যাচ পরস্পরং। ২৪।
মুনি র্ননাম ব্রহ্মাণং তুষ্টাব চরণ স্থলে।
রাজা নত্বা বিধিং বিপ্রং স্বালয়ং প্রযযৌ তদা। ২৫।

তাহার সারথি যান ও ধনুর্ব্বাণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মুকুট ছত্র ও বর্ম্ম এবং অন্যান্য বিবিধাস্ত্রে অবলীলাক্রমে অস্ত্র তূণ ও অশ্ব সমুদয় ছেদন পূর্ব্বক নাগাস্ত্রে তদীয় সচিবগণকে বদ্ধ করিয়া সমরস্থলে সহাস্য মুখে মন্ত্রবলে তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন। নরপতি বিনিদ্র হইলে মহর্ষি রাজাকে তদীয় মন্ত্রিগণের দুর্দ্দশা দর্শন করাইয়া সানুগ্রহে তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত করত আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে গৃহে গমন কর॥ ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২॥

তখন নরনাথ কার্ত্তবীর্য্য ক্রোধে সযত্নে শূল সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষেপণ করিলে মুনিবর শক্তি দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন॥ ২৩॥

ঐ সময়ে ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা সেই রণস্থলে আগমন করিয়া বিবিধ নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক যথাসাধ্য তাহাদিগের পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করিলেন॥ ২৪॥

মুনি র্যযৌ চ স্বগৃহং স্বগৃহং কমলোদ্ভবঃ।
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদপরং কথয়ামি তে। ২৪।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ষড়বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন মুনিবর ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। রাজাও ব্রহ্মা ও মুনির চরণে প্রণাম করিয়া স্বধামে গমন করিলেন॥ ২৫॥ অতঃপর মহর্ষি স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলে ভগবান্ কমলযোনি স্বস্থানে সমাগত হইলেন। এই আমি তোমার নিকট রাজা ও মুনিবর জমদগ্নির যুদ্ধ বিবরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। পরে এতৎ সম্বন্ধে যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ২৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ষড় বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিং স্মৃত্বা গৃহং গত্বা রাজা বিস্মিত মানসঃ।
পুন র্জ্জগামারণ্যঞ্চ যমদগ্ন্যাশ্রমং তদা।১।
রথানাঞ্চ চতুর্লক্ষং রথীনাং দশ লক্ষকং।
অশ্বেন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং পদাতীনামসংখ্যকং।২।
রাজেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ মহাবল পরাক্রমং।
মহাসমৃদ্ধি যুক্তশ্চ ত্রৈলোক্যং জেতুমীশ্বরঃ।৩।
সমৃদ্ধ্যা বেষ্টযামাস যমদগ্ন্যাশ্রমং মুদা।
রথস্থো বর্ম্ম যুক্তশ্চ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ং।৪।
সৈন্য শব্দৈ র্ব্বাদ্য শব্দৈর্ম্মহাকোলাহলৈ র্ম্মুনে।
যমদগ্ন্যাশ্রমস্থাশ্চ মূর্চ্ছামাপু র্ভয়ে ন চ।৫।
পুরীং প্রবিশ্য বলবান্ গৃহীত্বা কপিলাং শুভাং।

নরপতি গৃহে গমন করিলেন বটে কিন্তু ভগ্ন মনোরথ হওয়াতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না পুনর্ব্বার তিনি চতুর্লক্ষ রথ, দশ লক্ষ রথী, অসংখ্য উৎকৃষ্ট হস্তী অশ্ব ও পদাতি এবং মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র রাজেন্দ্র পরিবেষ্টিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে রথারোহণে অরণ্য প্রবেশ পূর্ব্বক মুনিবর জমদগ্নিকে আক্রমাণার্থ তদীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। তৎকালে সেই বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবর রথারূঢ় রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এরূপ মহা সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিলেন যে তৎ কর্ত্তৃক ত্রিলোক বিজিত হইতে পারে? এই রূপ সম্ভূত সম্ভারে তিনি সানন্দে জমদগ্নির আশ্রম আক্রমণ করিলেন॥১।২।৩।৪॥

তখন রণ বাদ্যে ও সৈনিকগণের মহা কোলাহলে জমদগ্নির আশ্রম বাসিগণ ভয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন॥৫॥

গৃহং গন্তুং মনশ্চক্রে দুর্ব্বুদ্ধি বশদারুণঃ। ৬।
সমুত্তস্থৌ মুনি শ্রেষ্ঠো গৃহীত্বা স শরং ধনুঃ।
একাকী মুক্ত গাত্রশ্চ দত্তং নত্বা হরিং স্মরন্। ৭।
আশ্রমস্থা জনান্ সর্ব্বান্ সমাশ্বাস্য চ যত্নতঃ।
আজগাম রণস্থানং নিশঃঙ্কো নৃপতেঃ পুরঃ। ৮।
চকার শর জালঞ্চ স মুনি স্মন্ত্র পূর্ব্বকং।
চচ্ছাদ স্বাশ্রমং তৈশ্চ মানবং কর্ম্মণা যথা। ৯।
অপরং শর জালঞ্চ চকার মুনি পুঙ্গবঃ।
তৈরেব বারণঞ্চক্রে সর্ব্ব সৈন্যং যথাক্রমং। ১০।
মুনিনা শরজালেন সর্ব্ব সৈন্যং সমাবৃতং।
তানি সর্ব্বাণি গোপ্তানি পত্রাণি পঞ্জরে যথা। ১১।
রাজা দৃষ্ট্বা মুনি শ্রেষ্ঠ মবরুহ্য রথাৎ পুরঃ।
সার্দ্ধং নৃপেন্দ্রৈ র্ভক্ত্যাচ প্রণনাম পুটাঞ্জলিঃ। ১২।

ঐ সময়ে পরাক্রান্ত মহীপতি দুর্ব্বুদ্ধি বশে ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কপিলা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ গমনে উদ্যত হইলে মুনিবর একাকী মুক্তগাত্রে হরি স্মরণ করিতে করিতে সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া সযত্নে আশ্রম বাসিগণকে আশ্বাসিত করত নিঃশঙ্কচিত্তে রণস্থলে রাজাগ্রে উত্তীর্ণ হইলেন॥ ৬। ৭। ৮॥

এই রূপে সমরাঙ্গনে উপনীত হইয়া তিনি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ করিলেন। তখন মানব যেমন কর্ম্মজালে ব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ সেই শরজালে তদীয় আশ্রম সমাচ্ছাদিত হইল॥ ৯॥

তৎকালে মুনিবর পুনর্ব্বার শরজাল বর্ষণে যথাক্রমে রাজ সৈন্য সমুদায় নিবারণ করিয়া উপর্য্যুপরি বাণ বৃষ্টি করিলে পঞ্জর মধ্যে পত্র সমুদায় যেমন আবৃত থাকে, তদ্রূপ শরজালে সেই সৈন্য সমুদায় সমাবৃত হইল॥ ১০। ১১॥

রাজা এই ব্যাপার দর্শনে রাজগণের সহিত রথ হইতে অবরূঢ় হইয়া

নত্বা রুরোহ যানং স মুনেঃ প্রাপ্য শুভাশিষং।
আরুরোহ নৃপেন্দ্রাশ্চ স্বরানান্ হৃষ্ট মানসঃ। ১৩।
নৃপৈঃ সার্দ্ধং নৃপ শ্রেষ্ঠ শ্চিক্ষেপ মুনি পুঙ্গবং।
অস্ত্রং শস্ত্রং গদাং শক্তি জঘান লীলয়া মুনিঃ।
মুনি শ্চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং চিচ্ছেদ লীলয়া নৃপঃ। ১৪।
শূলঞ্চিক্ষেপ নৃপতি র্জঘান তত্তদা মুনিঃ।
অপরং শরজালঞ্চ চিক্ষেপ মুনি পুঙ্গবঃ। ১৫।
শস্ত্রৌঘৈ র্দুর্নিবার্য্যৈশ্চ খণ্ড খণ্ডং নৃপাযযুঃ।
নিবদ্ধা শরজালেন নচ শক্তাঃ পলায়িতুং। ১৬।
জৃম্ভনাস্ত্রেণ মুনিনা তেচ সর্ব্বে বিজৃম্ভিতাঃ।
হস্ত্যশ্বরথ পাদাত সহিতং সর্ব্ব সৈন্যকং। ১৭।
রাজানং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা ন জঘান মুনীশ্বরঃ।

ভক্তি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে মুনিকে প্রণাম করিলেন ॥ ১২ ॥

পরে তিনি ঋষির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজগণের সহিত রথারূঢ় হইয়া মুনির প্রতি বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন মুনিবর শর বর্ষণে রাজ বিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র গদা ও শক্তি অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া রাজার প্রতি দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে নরপতি অনায়াসে তাহা নিবারণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

পরে রাজা মুনির প্রতি শূল ক্ষেপণ করিলে ঋষিবর তাহা ছেদন করিয়া অপর শরজাল বর্ষণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই দুর্নিবার্য্য শরজালে রাজগণ নিতান্ত কাতর হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বাণ সমূহে নিরুদ্ধ থাকাতে রণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না ॥ ১৬ ॥

তৎপরে মুনির জৃম্ভণাস্ত্রে রাজগণ সম্বলিত রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্য বিলক্ষণ বিপদাপন্ন হইলেন অর্থাৎ তিনি স্বয়ং এবং হস্তী অশ্ব রথ পদাতি সহিত সমস্ত সৈন্য এক কালে নিদ্রাভিভূত হইল ॥ ১৭ ॥

গৃহীত্বা কপিলাং হৃষ্টো রুদন্তীং শোক মূর্চ্ছিতাং।
বোধয়িত্বা পুরঃ কৃত্বা স্বগৃহং গন্তু মুদ্যতঃ। ১৮।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা চেতনাং প্রাপ্য নারদ।
নিবারয়ামাস মুনিং গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ। ১৯।
জগাম কপিলা ত্রস্তা স্বস্থানঞ্চ রণস্থলাৎ।
মুনিশ্চ তস্থৌ নিঃশঙ্কো গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ॥ ২০॥
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ নৃপ শ্রেষ্ঠঃ প্রচিক্ষেপ মুনিং তদা।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ মুনীন্দ্রস্য সদ্যো নির্ব্বাণ তাং গতং। ২১।
দিব্যাস্ত্রেণ মুনি শ্রেষ্ঠো নৃপস্য সশরং ধনুঃ।
রথঞ্চ সারথিঞ্চৈব চিচ্ছেদ বর্ম্ম দুর্ব্বহং। ২২।
অথ রাজা মহা ক্রুদ্ধো দদর্শ স্ব সমীপতঃ।
দত্তেন দত্তাং শক্তিং তামেক পুরুষ ঘাতিনীং। ২৩।

মুনিবর রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি আর শর ক্ষেপ করিলেন না। ঐ সময়ে কপিলা শোক মূর্চ্ছিতা হইয়া রোদন করিতেছিলেন, মুনি তাঁহাকে প্রবোধিতা ও পুরোবর্ত্তিনী করিয়া আশ্রমে আনয়ন করিতে সমুদ্যত হইলেন॥ ১৮॥

ঐ সময়ে নরপতি কার্ত্তবীর্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মুনিকে গমন করিতে নিবারণ করিলেন॥ ১৯॥

তখন কপিলা ত্রস্তা হইয়া রণ স্থল হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন, কিন্তু মুনি সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান রহিলেন॥ ২০॥

তৎকালে নৃপেন্দ্র, মুনির প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে ঋষির ব্রহ্মাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ উহা নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত হইল॥ ২১॥

পরে মুনিবর দিব্যাস্ত্র দ্বারা রাজার সশর শরাসন রথ সারথি ও বর্ম্ম চ্ছেদন করিলেন॥ ২২॥

অনন্তর নরপতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আত্ম সম্মুখে দত্তাত্রেয়

জগ্রাহ নত্বা দত্তং তং প্রণম্য শক্তি মুত্তমাং।
ঘূর্ণযামাস তত্রৈব শত সূর্য্য সম প্রভাং। ২৪।
যত্তেজঃ সর্ব্ব দেবানাং তেজো নারায়ণস্য চ।
শম্ভোশ্চ ব্রহ্মণশ্চৈব মায়ায়াশ্চৈব নারদ। ২৫।
তত্রৈবাবাহযামাস স যোগী মন্ত্র পূর্ব্বকং।
তেজসা দ্যোতযামাস গগনঞ্চ দিশোদশ। ২৬।
দৃষ্ট্বা ক্ষিপন্তীং তাং দেবা হাহাকারং চকারহ।
আকাশস্থাশ্চ সমরং পশ্যন্তো দুঃখিতা হৃদা। ২৭।
চিক্ষেপ তাং ঘূর্ণয়িত্বা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ং।
সদ্যঃ পপাত সা শক্তি জ্বলন্তী মুনি বক্ষসি। ২৮।
বিদার্য্যো বো মুনেঃ শক্তিং জগাম হরি সন্নিধিং।
দত্তায় হরিণা দত্তা দত্তে নৈব নৃপায় সা। ২৯।

প্রদত্ত এক ভয়ঙ্কর পুরুষ ঘাতিনী শক্তি দর্শন করিলেন॥ ২৩॥

দর্শন মাত্র ভূপতি গুরু দত্তাত্রেয়কে প্রণাম পূর্ব্বক সেই শত সূর্য্য সম প্রভা শক্তি ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

তৎকালে সেই শক্তি সংযোগী রাজা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও অন্যান্য দেব সমুদায়ের তেজের আবাহন করিলে সেই শক্তি তৎ সমুদায় তেজে প্রকাশমানা হইয়া আকাশ মণ্ডল ও দশ দিক্ আলোকময় করিল॥ ২৫। ২৬॥

তখন সমরদর্শী বিমানস্থ দেবগণ শক্তি দর্শনে দুঃখার্ত্তচিত্তে হাহাকার করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

অতঃপর নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বয়ং সেই শক্তি ঘূর্ণিত করিয়া ক্ষেপণ করিলে উহা প্রজ্বলিত হইয়া মুনির বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল॥ ২৮॥

পরে সেই শক্তি মুনির বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া ভগবান্ হরির নিকট গমন করিল। পূর্ব্বে ঐ শক্তি সনাতন হরি কর্ত্তৃক মহর্ষি দত্তাত্রে-

মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ্য স মুনি প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণং।
তেজোঽম্বরে ভ্রাময়িত্বা ব্রহ্মলোকং জগাম হ। ৩০।
যুদ্ধে মুনিং মৃতং দৃষ্ট্বা রুরোদ কপিলা মুহুঃ।
হে তাত তাতেত্যুচ্চার্য্য গোলোকং সা জগামহ। ৩১।
সর্ব্বং সা কথযামাস গোলোকে কৃষ্ণমীশ্বরং।
রত্ন সিংহাসনস্থং তং গোপৈ র্গোপীভিরাবৃতং। ৩২।
কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে দত্তা ব্রহ্মণা ভৃগবে পুরা।
সা প্রীতা পুষ্করে ব্রহ্মন্ ভৃগুনা যমদগ্নয়ে। ৩৩।
নত্বা তং কামধেনুনাং সমূহং সা জগাম হ।
তদশ্রু বিন্দুনা মর্ত্যে রত্ন সংহো বভূবহ। ৩৪।
অথ রাজা তং নিহত্য বোধয়িত্বা স সৈন্যকং।
প্রায়শ্চিত্তং বিনির্ব্বত্য জগাম স্বালয়ং মুদা। ৩৫।

য়কে প্রদত্ত হয়, তৎপরে দত্তাত্রেয় রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

মুনিবর জমদগ্নি তৎক্ষণেই মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তদীয় তেজ আকাশে ভ্রামিত হইয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইল ॥ ৩০ ॥

এদিকে কপিলা মুনিকে সমরে নিহত দর্শনে হা তাত! হা তাত! বলিয়া বারংবার রোদন করিয়া গোলোকধামে যাত্রা করিলেন ॥ ৩১ ॥

পরে সুরভি গোলোকধামে গোপ গোপীগণে পরিমণ্ডিত রত্ন সিংহাসনস্থ কৃষ্ণ নিকটে উপনীতা হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তৎ সমীপে নিবেদন করিলেন ॥ ৩২ ॥

প্রথমে পরমাত্মা কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই কপিলা প্রদান করেন, পরে ব্রহ্মার নিকট হইতে মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তৎপরে সেই মহাত্মা ভৃগু পুষ্কর তীর্থে জমদগ্নিকে সেই কামধেনু প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই কপিলা শোকাভিভূতা হইয়া সমস্ত কামধেনুকে প্রণাম পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করেন, গমন কালে মর্ত্যলোকে তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিপতিত হয়, তাহাতেই রত্ন সমূহের উৎপত্তি হইল ॥ ৩৪ ॥

প্রাণনাথং মৃতং শ্রুত্বা জগাম রেণুকা সতী।
মুনিং বক্ষসি সংস্থাপ্য ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ সা। ৩৬।
তদা সা চেতনাং প্রাপ্য ন রুরোদ পতিব্রতা।
এহি বৎস ভৃগোরাম রাম রামেত্যুবাচহ। ৩৭।
আজগাম ভৃগুস্তূর্ণং ক্ষণেন পুষ্করাদহো।
ননাম মাতরং ভক্ত্যা মনোযায়ী চ যোগবিৎ। ৩৮।
দৃষ্ট্বা রামো মৃতং তাতং শোকার্ত্তাং জননীং সতীং।
আকর্ণ্য রণ বৃত্তান্তং প্রযান্তীং কপিলাং শুচ। ৩৯।
বিললাপ ভৃশং তত্র হে তাত জননীতিচ।
চিতাঞ্চকার যোগীন্দ্র শ্চন্দনৈবাজ্য সংযুতাং। ৪০।

এই রূপে নরপতি কার্ত্তবীর্য্য, মুনির প্রাণ নাশের পর সৈন্য সমুদায় প্রবোধিত করিয়া ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান পূর্ব্বক সানন্দে স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন॥ ৩৫॥

এদিকে মুনিপত্নী সাধ্বী রেণুকা পতির নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ব্যাকুল হৃদয়ে সমাগতা হইয়া মৃত পতিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছাপন্না হইলেন॥ ৩৬॥

পরে সেই পতিব্রতার চৈতন্য হইলে আর তিনি রোদন করিলেন না, কেবল তৎকালে তিনি (হা বৎস রাম! হা বৎস রাম! হা রাম একবার আমার নিকট আগমন কর) এই বলিয়া প্রিয় পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন॥ ৩৭।

ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে যোগীন্দ্র ভার্গব রাম পুষ্কর তীর্থ হইতে মনের ন্যায় বেগে সমাগত হইয়া ভক্তি যোগে জননীর চরণে প্রণাম করিলেন, এবং পিতাকে নিহত ও জননীকে শোকার্ত্তা দর্শনে আর শোকার্ত্তা কপিলার গমন বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইয়া হা পিত! হা জননি! এই বলিয়া বহুক্ষণ বিলাপ পূর্ব্বক চন্দন কাষ্ঠে ঘৃতাক্ত চিতা প্রস্তুত করিলেন॥ ৩৮। ৩৯। ৪০॥

রেণুকা রামমাদায় তূর্ণং কৃত্বা স্ব বক্ষসি।
চুচুম্ব গণ্ডে শিরসি রুরোদোচ্চৈ ভৃশং মুহুঃ॥ ৪১॥
রাম রাম মহাবাহো ক্ব যামি ত্বাং বিহায় চ।
বৎস বৎসেতি কৃত্বৈবং বিললাপ ভৃশং মুহুঃ॥ ৪২॥
মৎ প্রাণাধিক হে বৎস মদীয়ং বচনং শৃণু।
পিত্রোঃ শেষং ক্রিয়াং কৃত্বা পুত্র যুদ্ধ ন যাস্যসি॥ ৪৩॥
গৃহে তিষ্ঠ সুখং বৎস তপস্যাং কুরু শাশ্বতীং।
সমরং নৈব সুখদং দারুণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ॥ ৪৪॥
সমাতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাং তাং চকার হ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বোনির্ভূপাং করিষ্যামি ধ্রুবং মহীং॥ ৪৫॥
কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যামি লীলয়া ক্ষত্রিয়াধমং।
পিতৃংশ্চ তর্পয়িষ্যামি ক্ষত্রিয় ক্ষতজে নচ॥ ৪৬॥
ইত্যুদীর্য্য পুরোমাতু র্ব্বিললাপ মুহু র্মুহুঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং বোধযামাস মাতরং॥ ৪৭॥

তখন রাম জননী রেণুকা সত্বর পুত্রকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া তাহার গণ্ড ও মস্তকে চুম্বন পূর্ব্বক বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই রূপে রোদন করিতে লাগিলেন, হা বৎস রাম! হা মহাবাহো রাম! হা বৎস! হা বৎস! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিব॥৪১।৪২॥

সাধ্বী রেণুকা এই রূপে বহু বিলাপ করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রাণাধিক বৎস রাম! আমার হিত বাক্য শ্রবণ কর, তুমি আমাদিগের দাহাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া যুদ্ধে গমন করিও না॥ ৪৩॥

বৎস রে! তুমি পরম সুখে গৃহে অবস্থিত হইয়া পরমার্থপ্রদ তপস্যা করিও। দারুণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ কখনই সুখপ্রদ নহে॥ ৪৪॥

পরশুরাম জননীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, জননি! আমি আপনার নিকট সত্য করিতেছি, আমি নিশ্চয় এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিব, ঐ ক্ষত্রিয়াধম পাপাত্মা

রাম উবাচ।

পিতুঃ শাসন হন্তারং পিতু র্ব্বধ বিধায়কং।
যো ন হন্তি মহা মূঢ়ো রৌরবং স ব্রজেৎ ধ্রুবং ॥ ৪৮ ॥
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহা।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ পিতুর্ব্বান্ধারি হিংসকঃ ॥ ৪৯ ॥
সততং মন্দকারীচ নিন্দকঃ কটু বাচকঃ।
একাদশৈতে পাপিষ্ঠা বধার্হা বেদ সম্মতাঃ ॥ ৫০ ॥
দ্বিজানাং দ্রবিণা দানং স্থানান্নির্ব্বাপনং সতি।
বপনং তাড়নঞ্চৈব বধ মাহু র্মনীষিণঃ ॥ ৫১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র আজগাম ভৃগুঃ স্বয়ং।
অতিত্রস্তোমনস্বী চ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৫২ ॥

কার্ত্তবীর্য্যকে অবলীলাক্রমে সংহার করিব এবং ক্ষত্রিয়গণের শোণিতে পিতৃগণের তর্পণ করিব। এই বলিয়া তিনি জননীর নিকট বারংবার বিলাপ পূর্ব্বক হিতজনক নীতি যুক্ত সার বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৪৫। ৪৬। ৪৭ ॥

অতঃপর তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! যে মহা মূঢ় ব্যক্তি পিতৃ শাসন লঙ্ঘনকারী পিতৃহন্তার প্রাণ বিনাশ না করে তাহাকে নিশ্চয় রৌরব নামক নরকে গমন করিতে হয় ॥ ৪৮ ॥

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, প্রাণ নাশার্থ শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ক্ষেত্রহর্ত্তা দারাপহারক, পিতৃ হিংসক, বন্ধু হিংসক, সতত মন্দকারী, নিন্দক ও কটুভাষী এই একাদশ বিধ পাপিষ্ঠ বধার্হ বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৪৯। ৫০ ॥

মাতঃ! ব্রাহ্মণ ঐ রূপ পাপে লিপ্ত হইলে তাহার ধন রত্নাদি গ্রহণ মস্তক মুণ্ডন ও তাড়ন পূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশচ্যুত করিবে। মনীষিগণ আততায়ী ব্রাহ্মণের এই রূপ দণ্ডই বধ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

পরশুরাম জননীর নিকট এই রূপ কহিতেছেন এমন সময়ে মহাত্মা ভৃগু অতিত্রস্ত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৫২ ॥

দৃষ্ট্বা চ রেণুকা রামো বিনয়ঞ্চ চকার হ।
সতাবুবাচ বেদোক্তং পরলোক হিতায় চ॥ ৫৩॥

ভৃগুরুবাচ।

মদ্বংশ জাতো জ্ঞানীত্বং কথং বিলপসে সুত।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারে চ চরাচরং॥ ৫৪॥
সত্যসারং সত্যবীজং কৃষ্ণং চিন্তয় পুত্রকং।
যদ্গতং তদ্গতং বৎস গতং মাপুনরাগতং॥ ৫৫॥
যদ্ভবেত্তদ্ভবত্যেব ভবিতা যদ্ভবিষ্যতি।
সত্যং নৈষেকিকং কর্ম্মঃ নিষেকঃ কেন বার্য্যতে॥ ৫৬॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যৎ কৃষ্ণেন নিরূপিতং।
নিরূপিতং যৎ তৎ কর্ম্ম কেন বৎস নিবার্য্যতে॥ ৫৭॥
মায়াবীজং মায়িনাঞ্চ শরীরং পাঞ্চভৌতিকং।

রেণুকা ও রাম, মহাত্মা ভৃগুকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিনীতভাবে অবস্থান করিলে মহামুনি ভৃগু শোকার্ত্ত পরশু-রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি আমার বংশে জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক জ্ঞানবান্ হইয়া বিলাপ করিতেছ কেন? চরাচর সম্বলিত সমস্ত সংসার জল বুদ্বুদ বৎ নশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে॥ ৫৩। ৫৪॥

বৎস! এই সংসারে একমাত্র সত্যবীজ স্বরূপ পরমাত্মা কৃষ্ণই সত্য ও সার বস্তু, তুমি তাঁহাকেই চিন্তা কর, যাহা গত হইবার হইয়াছে তজ্জন্য শোক করিও না, গত বস্তুর আর পুনরাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। ৫৫।

রাম! যাহা ঘটিবার হয় তাহা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, আর যাহা ঘটিবে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। বিধি কৃত কর্ম্মের নিত্যতা আছে, অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ৫৬।

সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন কৃষ্ণ যাহা যাহা নিরূপণ করিয়াছেন তত্তদ্বিষয় ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তৎকৃত কর্ম্ম নিবারণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ৫৭।

শঙ্কেত পূর্ব্বকং নাম প্রাতঃ স্বপ্ন সমং সুত ॥ ৫৮ ॥
ক্ষুধা নিদ্রা দয়া শান্তি ক্ষমা কান্ত্যাদয় স্তথা।
যান্তি প্রাণা মনোজ্ঞানং প্রযাতে পরমাত্মনি ॥ ৫৯ ॥
বুদ্ধিশ্চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রাজেন্দ্র মিব কিঙ্করাঃ।
সর্ব্বেত মনু গচ্ছন্তি তং কৃষ্ণং ভজ যত্নতঃ ॥ ৬০।
কেবা কেষাঞ্চ পিতরঃ কেবা কেষাং সুতাসুত।
কর্ম্মোর্ম্মি প্রেরিতাঃ সর্ব্বে ভবাব্ধৌ দুস্তরে পরং ॥ ৬১ ॥
জ্ঞানিনো মারুদন্ত্যেব মারোদীঃ পুত্র সাংপ্রতং।
বেদেনাশ্রু প্রপতনান্মৃতানাং নরকং ধ্রুবং ॥ ৬২ ॥
তোয়াংশঞ্চ যথা তোয়ং শূন্যাংশং গগনং স্মৃতং।
বায্বাংশঞ্চ তথা বায়ু স্তেজ স্তেজাংশকং ধ্রুবং ॥ ৬৩ ॥

বৎস! জীব সমুদায় ভগবন্মায়ায় আচ্ছন্ন, পাঞ্চভৌতিক কলেবরও মায়া বীজ স্বরূপ, কিছুই নিত্য নহে শঙ্কেত পূর্ব্বক যে যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয় তৎসমুদায়ই প্রাতঃ স্বপ্ন বৎ ক্ষণভঙ্গুর সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

জীব দেহে পরমাত্মা সাক্ষী রূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি জীব দেহ ত্যাগ করিলে কিঙ্করগণ রাজার অনুগমন করে, তদ্রূপ ক্ষুধা নিদ্রা দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ও কান্তি প্রভৃতি গুণ এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি ও প্রাণ সমুদায় তাহার অনুসরণ করে। অতএব সেই পরমাত্মা কৃষ্ণই পরম সার বস্তু, তুমি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকেই ভজনা কর। ৫৯। ৬০।

বৎস! এই সংসারে কে কাহার পিতা ও কে কাহার পুত্র? প্রত্যুত কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। কেবল জীব সমুদায় দুস্তর ভব সাগরে নিয়ত কর্ম্ম তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ৬১।

বৎস! জ্ঞানিগণ কখন শোকাভিভুত হইয়া রোদন করেন না, অতএব তুমি রোদন করিও না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, অশ্রুপাতে মৃত ব্যক্তির নিশ্চয় নরক ভোগ হইয়া থাকে। ৬২।

জীব দেহে যে সলিলাংশ শূন্যাংশ বায়ুর অংশ ও তেজের অংশ

সর্ব্বে বিলীনাঃ সর্ব্বেষু ক্ব বা যাস্যন্তি রোদনাৎ।
নাম শ্রুতি যশঃ কর্ম্ম কথা মাত্রাবশেষিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
বেদোক্তৈশ্চৈব যৎ কর্ম্ম কুরু তৎ পারলৌকিকং।
সচ বন্ধুঃ স পুত্রশ্চ পরলোক হিতায় যঃ ॥ ৬৫ ॥
ভৃগো স্তদ্বচনং শ্রুত্বা শোকং তত্যাজ তৎক্ষণং।
রেণুকাচ মহাসাধ্বী তং বক্তু মুপচক্রমে ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিদ্যমান থাকে কাল বশে তৎসমুদায় নিশ্চই তত্তৎপদার্থে বিলীন হয়, সুতরাং মৃত ব্যক্তির বন্ধুবর্গ রোদন করিয়া কি রূপে কোথায় তাহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে? বৎস! মৃত্যুর পর জীবের নাম শ্রুতি যশ কর্ম্ম ও কথা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অতএব তুমি বেদোক্ত বিধানানুসারে পিতার পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর পুত্র ও বন্ধুবর্গই লোকান্তরিত ব্যক্তির প্রকৃত পুত্র ও প্রকৃত বন্ধুবর্গ বলিযা নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬৩। ৬৪। ৬৫।

পরশুরাম মহাত্মা ভৃগুর এই রূপ সার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে মহাসাধ্বী রেণুকাও সেই মহাভাগ ভৃগুর নিকট স্বীয়াভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে সপ্ত বিংশতি অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

রেণুকোবাচ।

ব্রহ্মন্নমুগমিষ্যামি প্রাণনাথস্য সাংপ্রতং।
ঋতোশ্চতুর্থ দিবসে মৃতোষ মদ্য মানদঃ। ১।
কর্ত্তব্যা কা ব্যবস্থাত্র বদ বেদবিদাম্বর।
ত্বমাগতো মে সহসা পুণ্যেন কতি জন্মনাং। ২।

ভৃগুরুবাচ।

অহো পুণ্যবতো ভর্ত্তুরনুগচ্ছ মহাসতি।
চতুর্থ দিবসং শুদ্ধং স্বামিনঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু। ৩।
শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেহ্নি ন শুদ্ধা দৈব পৈত্রয়োঃ।
দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রেচ পঞ্চমেহ্নিবিশুদ্ধ্যতি। ৪।

তখন রেণুকা মহর্ষি ভৃগুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌! আজি আমার ঋতুর চতুর্থ দিন। অদ্য আমার পতি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আমি পতির সহগামিনী হইতে বাসনা করিতেছি, আপনি বেদ বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, আমার কত জন্মের পুণ্যবলে আপনার শুভাগমন হইয়াছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া এ বিষয়ে আমাকে ব্যবস্থা প্রদান করুন। ১। ২।

মহাত্মা ভৃগু রেণুকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাসতি! তোমার পতি পরম পুণ্যবান্‌। তুমি ভর্ত্তার অনুগামিনী হও, নারী ঋতুর চতুর্থ দিবসে ভর্ত্তার সকল কর্ম্মে শুদ্ধিলাভ করে। ৩।

ভদ্রে! নারী ঋতুর চতুর্থ দিনে ভর্ত্তার কার্য্যে পরিশুদ্ধা, কেবল দৈব পৈত্র কার্য্যে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। পঞ্চম দিনে স্ত্রী জাতির দৈব পৈত্র কার্য্যে শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৪।

ব্যাল গ্রাহি যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বৎ স্বামিন মাদায় সাধ্বী স্বর্গং প্রযাতি চ। ৫।
মোদতে স্বামিনা তত্র যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
অত উর্দ্ধং কর্ম্মভোগং ভুঙ্ক্ত সাধ্বি শুভাশুভং। ৬।
স পুত্রো ভক্তি দাতা যঃ সা চ স্ত্রী যানুগচ্ছতি।
স বন্ধু র্দান দাতা যঃ স শিষ্যো গুরু মর্চ্চয়েৎ। ৭।
সোভীষ্ট দেবোযো রক্ষেৎ স রাজা পালয়েৎ প্রজাঃ।
স চ স্বামী প্রিয়ং ধর্ম্মে মতিং দাতুমিহেশ্বরঃ। ৮।
স গুরু ধর্ম্ম দাতা যো হরি ভক্তি প্রদায়কঃ।
এতে প্রশংস্যা বেদেষু পুরাণেষু চ নিশ্চিতং। ৯।

রেণুকোবাচ।

গন্তুং স্ব স্বামিনা সার্দ্ধং কা শক্তা ভারতে মুনে।
কা বাপ্যশক্তা নার্য্যশ্চ তন্মে ব্রূহি তপোধন। ১০।

সর্প গ্রাহী পুরুষ যেমন বল পূর্ব্বক বন হইতে সর্পকে বিবর হইতে উদ্ধার করে তদ্রূপ সাধ্বীনারী স্বীয় পুণ্যবলে স্বীয় পতীকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গ গামিনী হয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগ কাল পর্য্যন্ত পতির সহিত সেই স্বর্গ লোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তুমি পতির অনুগামিনী হইয়া স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ কর। ৫। ৬।

বেদে ও পুরাণে ভক্তিদাতা পুত্রই প্রকৃত পুত্র, অনুগামিনী ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা, দান দাতা বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু, গুরু সেবক শিষ্যই প্রকৃত শিষ্য, পরিত্রাতা অভীষ্টদেবই প্রকৃত অভীষ্টদেব, প্রজাপালক নরপতিই প্রকৃত রাজা, প্রিয়কারী ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিদায়ক পতি প্রকৃত পতি, আর হরি ভক্তি প্রদায়ক ধর্ম্মদাতা গুরুই প্রকৃত গুরু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ৭। ৮। ৯।

রেণুকা কহিলেন, প্রভো! এই ভারতে কোন্ কোন্ নারী সহগামিনী হইতে পারে ও কোন্ কোন রমণী পতির অনুগমনে অশক্ত হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১০॥

ভৃগুরুবাচ।

বালাপত্যাশ্চগর্ভিণ্যোহদৃষ্ট ঋতব স্তথা।
রজস্বলা চ কুলটা গলিত ব্যাধি সংযুতা। ১১।
পতি সেবা বিহীনা যা অভক্তা কটু বাচকাঃ।
এতা গচ্ছন্তি চেদ্দৈবান্ন কান্তং প্রাপ্নু বন্তিতাঃ। ১২।
সংস্কৃতাগ্নিং পুরো দত্ত্বা চিতাসু শায়িনং পতিং।
কান্তাস্ত যদি গচ্ছন্তি কান্তশ্চেৎ প্রাপ্নু বন্তিতাঃ। ১৩।
অনুগচ্ছন্তি যাঃ কান্তং তমেব প্রাপ্নুবন্তিতাঃ।
সার্দ্ধং কৃত্বা পুণ্যভোগং প্রতি জন্মনি জন্মনি। ১৪।
ইযন্তে কথিতং সাধ্বি ব্যবস্থা গৃহিণাং ধ্রুবং।
তীর্থে জ্ঞান মৃতানাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ শ্রূয়তাং। ১৫।
যা সাধ্বী বৈষ্ণবং কান্তং যত্র যত্রানুগচ্ছতি।
প্রযাতি স্বামিনা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং হরি সন্নিধিং। ১৬।

ভৃগু কহিলেন, পতিব্রতে! শিশু সন্তান যুক্তা, গর্ব্ভিণী, অদৃষ্ট ঋতু, রজস্বলা, কুলটা, গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্তা, পতি সেবা বিমুখী, পতির প্রতি অভক্তি কারিণী ও কটুভাষিণী রমণীগণ দৈবক্রমে যদি ভর্ত্তার সহমৃতা হয়, তাহা হইলেও তাহারা লোকান্তরে পতিকে প্রাপ্ত হয় না। ১১। ১২।

তদ্ভিন্ন রমণীগণ যদি চিতাতে অগ্রে সংস্কৃতাগ্নি প্রদান পূর্ব্বক চিতা-শায়ী পতির অনুগমন করে, তাহা হইলে তাহারা পতি কর্ত্তৃক গৃহীতা হয়॥ ১৩॥

ভর্ত্তৃ সহগামিনী নারীগণ পতির সহিত স্বর্গভোগ করিয়া প্রতি জন্মে জন্মে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকট গৃহিগণের পক্ষে নারীর সহমরণ ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তীর্থমৃত ব্যক্তি ও বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৫॥

বিশেষো নাস্তি ভক্তানাং তীর্থে বান্যত্র নারদ।
মরণে চ সম ফলং মুক্তানাং কৃষ্ণ ভাবিনাং। ১৭।
তয়োঃ পাতো নাস্তি তস্মান্মহতি প্রলয়ে সতি।
নারায়ণং তং ভজেত পুমাং স্ত্রী কমলালয়াং। ১৮।
তীর্থে জ্ঞান মৃতশ্চাপি বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতং।
সভার্য্যোমোদতে তত্র যা বদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ১৯।
ইত্যুক্তা রেণুকাং তত্র পর্শুরাম মুবাচ হ।
বেদোক্ত বচনং সর্ব্বং স ভৃগুঃ সময়োচিতং॥ ২০॥
এহি বৎস মহাভাগ ত্যজ শোক মমঙ্গলং।
উত্তানং কুরু তাতঞ্চ দক্ষিণাশিরসং ভৃগো॥ ২১॥
বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নূতনং পরিধাপয়।
অনশ্রু নয়নী ভূত্বা সন্তিষ্ঠ দক্ষিণা মুখঃ॥ ২২॥

পতিব্রতা নারী যে কোন স্থানে বৈষ্ণব পতির অনুগমন করুক না কেন, সে পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া সনাতন হরির নিকট অবস্থান করিতে সমর্থা হয়। ১৬।

হরি পরায়ণ মুক্ত ভক্তবৃন্দ তীর্থে হউক বা অন্য স্থানে হউক দেহ ত্যাগ মাত্রেই বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তাহাদিগের পক্ষে তীর্থ মরণ নিবন্ধন কোন বিশেষ ফল বিদ্যমান নাই। ১৭।

সতি! মহাপ্রলয়েও কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের সেই বৈকুণ্ঠ হইতে পতন হয় না। এই জন্য পুরুষ সনাতন নারায়ণের ও নারী কমলালয়া লক্ষ্মীর আরাধনা করিবে। ১৮।

তীর্থে জ্ঞানমৃত ব্যক্তি ভার্য্যার সহিত নিশ্চয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত পরম সুখ ভোগে সক্ষম হইয়া থাকে। ১৯।

মহাত্মা ভৃগু রেণুকাকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সময়োচিত বেদোক্ত বাক্যে পরশুরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি নিকটে আইস, অমঙ্গলজনক শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে

অরণী সং ভবাগ্নিঞ্চ গৃহাণ ভক্তি পূর্ব্বকং।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্ব্বাণি স্মরণং কুরু ॥ ২৩ ॥
গয়াদীনি চ তীর্থানি যেচ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং ॥ ২৪ ॥
কৌশকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনীং।
গণ্ডকী অবকাশাঞ্চ পনসাং সরযুং তথা ॥ ২৫ ॥
পুষ্পভদ্রাঞ্চ ভদ্রাঞ্চ নর্ম্মদাঞ্চ সরস্বতীং।
গোদাবরীঞ্চ কাবেরীং স্বর্ণরেখাঞ্চ পুষ্করং ॥ ২৬ ॥
রৈবতঞ্চ বরাহঞ্চ শ্রীশৈলং গন্ধমাদনং।
হিমালয়ঞ্চ কৈলাসং সুমেরুং রত্ন পর্ব্বতং ॥ ২৭ ॥
বারাণসীং প্রযাগঞ্চ পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
হরিদ্বারঞ্চ বদরীং স্মারং স্মারং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥
চন্দনাগুরু কস্তুরীং সুগন্ধি কুসুমং তথা।
প্রদায় বাস মাচ্ছাদ্য স্থাপয়েয়ং যা চিতোপরি ॥ ২৯ ॥

তুমি তোমার পিতাকে দক্ষিণ শিরা করিয়া উত্থাপিত করত তাঁহাকে নূতন বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করাও এবং স্বয়ং তুমি অশ্রু মোচন না করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত হও। ২০। ২১। ২২।

বৎস! তৎপরে তুমি ভক্তি পূর্ব্বক অরণী কাষ্ঠ সম্ভূত অগ্নি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের স্মরণ কর। যথাক্রমে তুমি গয়াদি তীর্থ, পবিত্র পর্ব্বত সমুদায়, কুরুক্ষেত্র, সরিদ্বরা যমুনা, কৌশিকী সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনী চন্দ্রভাগা, গণ্ডকী, অবকাশা পনসা, সরযূ পুষ্পভদ্রা, ভদ্রা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, গোদাবরী কাবেরী ও স্বর্ণরেখা নদী, পুষ্কর, রৈবত বরাহ শ্রীশৈল গন্ধমাদন হিমালয় কৈলাস রত্ন পর্ব্বত সুমেরু আর বারাণসী, প্রয়াগ, পবিত্র বৃন্দাবন বন, হরিদ্বার ও বদরিকাশ্রম এই সমস্ত তীর্থ বারংবার স্মরণ পূর্ব্বক পিতৃ কলেবর অগুরু চন্দন কস্তুরী ও সুগন্ধি কুসুমে লিপ্ত ও নব বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া চিতার উপরিভাগে

কর্ণাক্ষি নাসিকাস্যেষু শলাকাঞ্চ হিরণ্ময়ীং ।
কৃত্বা নির্ম্মঞ্ছনং তাত দেহি বিপ্রায় সাদরং ॥ ৩০ ॥
সতিলং তাম্রপাত্রঞ্চ ধেনুঞ্চ রজতন্তথা ।
সদক্ষিণং সুবর্ণঞ্চ দত্ত্বাগ্নিং দেহি কাতরং ॥ ৩১ ॥
কৃত্বাতু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতাবাপ্য জানতা ।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং ॥ ৩২ ॥
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং ।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ সগচ্ছতু ॥ ৩৩ ॥
ইমং মন্ত্রং পঠিত্বাতু তাতং কৃত্বা প্রদক্ষিণং ।
মন্ত্রেণানেন জনকং দেহ্যগ্নিঞ্চ হরি স্মরন্ ॥ ৩৪ ॥
ওঁ অস্মত্ত্বমসি জাতোসি ত্বদীয়ং জায়তাং পুনঃ ।
অসৌ লোকায় স্বর্গায় স্বাহেতি বদ সাংপ্রতং ॥ ৩৫ ॥
অগ্নিং দেহি শিরঃ স্থানে হে ভৃগোঃ ভ্রাতিভিঃ সহ ।

সংস্থাপন কর এবং তদীয় কর্ণ অক্ষি ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারে সুবর্ণ শলাকা প্রদান পূর্ব্বক নির্ম্মঞ্ছনের পর সাদরে সদক্ষিণ সতিল তাম্রপাত্র ধেনু রজত ও সুবর্ণ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অকাতরে অগ্নি প্রদান কর। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

বৎস! অগ্নি প্রদান কালে এই রূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া তোমাকে পিতৃ কলেবর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে; এই নর জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, দুষ্কর্ম্মের আচরণ করিয়া কালবশে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভ মোহে সমাক্রান্ত ছিলেন, আমি ইহাঁর সর্ব্বগাত্র দগ্ধ করি, ইনি দিব্য লোকে গমন করুন। এই মন্ত্রে তুমি পিতৃ দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া হরি স্মরণ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অগ্নি প্রদান করিবে, তুমি আমাদিগের বন্ধু, অস্মৎকুলে তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে, আমি পুনর্ব্বার তোমার অস্মৎকুলে জন্ম গ্রহণের কামনা করি। এক্ষণে তোমার স্বর্গ লাভ হউক। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

তচ্চকার ভৃগুঃ সর্ব্বং সংগোত্রৈর্বহ্নিদানকং ॥ ৩৬ ॥
অথ পুত্রং রেণুকা সা কৃত্বা পুত্রং স্ববক্ষসি ।
উবাচ কিঞ্চিদ্বচনং পরিণামসুখাবহং ॥ ৩৭ ॥
অবিরোধো ভবাব্ধৌ চ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলং ।
বিরোধো নাশবীজঞ্চ সর্ব্বোপদ্রব কারণং ॥ ৩৮ ॥
অকর্ত্তব্যো বিরোধো বৈ দারুণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ ।
প্রতিজ্ঞা বৈষা কর্ত্তব্যা মদীয়ং বচনং শৃণু ॥ ৩৯ ॥
আলোক্য ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভৃগুণা দিব্য মন্ত্রিণা ।
যথোচিতঞ্চ কর্ত্তব্যং সদ্ভিরালোচনং শুভং ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্ত্বা তং পরিত্যজ্য কান্তং কৃত্বা স্ববক্ষসি ।
সাসুস্বাপ চিতায়াঞ্চ পশ্যন্তী তং হরিং স্মরন্ ॥ ৪১ ॥

বৎস! তুমি আমার উপদিষ্ট উক্ত নিয়মানুসারে পিতৃ শিরঃস্থানে অগ্নি প্রদান কর। মহাত্মা ভৃগু এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে পরশুরাম সগোত্রে তদীয় আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর রেণুকা স্বীয় পুত্র পরশুরামকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া তাহাকে এই রূপ পরিণাম সুখাবহ কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিলেন, বৎস! এই ভব সাগরে অবিরোধই সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল স্বরূপ এবং বিরোধই সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের কারণ ও নাশবীজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

বৎস রেণো! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়গণ অতি দারুণ, তাহাদিগের সহিত বিরোধ কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং যুদ্ধ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর, মহাত্মা ভৃগু তোমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তুমি তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিও সাধুগণের আলোচিত শুভ অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ । ৪০ ॥

এই বলিয়া রেণুকা পুত্রের মুখাবলোকন করিতে করিতে চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক হরি স্মরণ করত স্বীয় মৃত পতিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শয়ন করিলেন ॥ ৪১ ॥

বহ্নিং দদৌ চিতায়াঞ্চ স রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ভ্রাতৃভিঃ পিতৃ শিষ্যৈশ্চ সার্দ্ধং স বিললাপ চ॥ ৪২॥
রাম রামেতি রামেতি বাক্যমুচ্চার্য্য সা সতী।
পুরস্তং পশু রামস্ত ভস্মীভূতা বভূব সা॥ ৪৩॥
ভর্ত্তু র্নাম সমাকর্ণ্য তত্রা জগ্মু র্হরেশ্চরাঃ।
রথস্থা শ্যামবর্ণাশ্চ সর্ব্বে চারু চতুর্ভুজাঃ॥ ৪৪॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণো বনমালিনঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ পীত কৌষেয় বাসসঃ॥ ৪৫॥
রথে কৃত্বা রেণুকাং তাং গত্বা তে ব্রহ্মলোককং।
জমদগ্নিং সমাদায় প্রজগ্মু র্হরি সন্নিধিং॥ ৪৬॥
তৌ দম্পতী চ বৈকুণ্ঠে তস্থতু র্হরি সন্নিধৌ।
কৃত্বা দাস্যং হরেঃ শশ্বৎ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলং॥ ৪৭॥
অথ রামো ব্রাহ্মণৈশ্চ ভৃগুণা সহ নারদ।

তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া চিতায় অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পিতৃ শিষ্য ও ভ্রাতৃগণের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥

ঐ সময়ে সাধ্বী রেণুকা, হা বৎস রাম, হা বৎস রাম! এই রূপ বলিতে বলিতে পুত্র সমীপে ভস্মীভূতা হইলেন॥ ৪৩॥

বিপ্র দম্পতী এই রূপে দেহ ত্যাগ করিলে শ্যাম কলেবর চারু চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বনমালা বিরাজিত কিরীট কুণ্ডলবান্ পীত কৌষেয় বস্ত্রে বিভূষিত বিষ্ণু দূতগণ প্রভু নাম শ্রবণে রথারোহণে তথায় আগমন করিয়া দিব দেহ ধারিণী পতিব্রতা রেণুকা ও দিব্য মূর্ত্তি জমদগ্নিকে সেই রথে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠধামে হরির নিকট গমন করিলেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬॥

তৎপরে সেই দম্পতী বৈকুণ্ঠে হরির নিকট অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরমানন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥

পিত্রোঃ শেষক্রিয়াং কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ॥৪৮॥
গো ভূ হিরণ্য বাসাংসি দিব্যশয্যাং মনোরমাং।
সুবর্ণাধার সহিতাং জলমন্নঞ্চ চন্দনং ॥ ৪৯ ॥
রত্ন দীপং রৌপ্য শৈলং সুবর্ণাসন মুত্তমং।
সুবর্ণাধার সহিতং তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতং ॥ ৫০ ॥
ছত্রঞ্চ পাদুকাঞ্চৈব ফলং মাল্যং মনোহরং।
ফল মূলং জলঞ্চৈব মিষ্টান্নঞ্চ মনোহরং।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্বা ব্রহ্মলোকং জগাম সঃ ॥ ৫১ ॥
দদর্শ ব্রহ্মলোকং স সাত কুম্ভ বিনির্ম্মিতং।
স্বর্ণ প্রাকার সংযুক্তং স্বর্ণকুম্ভ বিভূষিতং ॥ ৫২ ॥
দদর্শ তত্র ব্রহ্মাণং জ্বলন্তং ব্রহ্ম তেজসা।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং ॥ ৫৩ ॥
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ ঋষীন্দ্রৈঃ পরিবেষ্টিতং।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর পরশুরাম মহাত্মা ভৃগু ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া জনক জননীর শ্রাদ্ধাদি অবশিষ্ট ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গো, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, সুবর্ণাধার সহিত মনোরম অপূর্ব্ব শয্যা, জল, অন্ন, চন্দন, রত্ন প্রদীপ, রৌপ্য শৈল, উত্তম সুবর্ণাসন সুবর্ণাধার সহিত সুবাসিত তাম্বূল, ছত্র, পাদুকা, ফল, মনোহর, মাল্য ও ধন রত্ন প্রদান করিলেন এবং ফল মূল জল ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দানে ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ধনদান পূর্ব্বক ব্রহ্ম লোকে যাত্রা করিলেন। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

তৎপরে সুবর্ণ বিনির্ম্মিত স্বর্ণ প্রাকার বেষ্টিত স্বর্ণ কুম্ভ বিভূষিত ব্রহ্মলোক তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। তখন তিনি তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ভগবান্ ব্রহ্মা রত্ন ভূষণে বিভূষিত হইয়া রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৫২। ৫৩॥

সঙ্গীতং শ্রুতবন্তঞ্চ পীয়মানঞ্চ গায়নৈঃ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমেন বিরাজিতং ॥ ৫৫ ॥
তপসাং ফল দাতারং দাতারং সর্ব্ব সম্পদাং।
ধাতারং সর্ব্ব জগতাং কর্ত্তারমীশ্বরং পরং ॥ ৫৬ ॥
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম জপন্তং কৃষ্ণমীশ্বরং।
গুহ্যযোগং প্ররোচন্তং প্রচ্ছন্তং শিষ্য মণ্ডলং ॥ ৫৭ ॥
দৃষ্ট্বা তমব্যয়ং ভক্ত্যা প্রণনাম ভৃগুঃ পুরঃ।
উচ্চৈশ্চ রোদনং কৃত্বা স্ববৃত্তান্ত মুবাচ হ ॥ ৫৮ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ত্বদ্বংশ জাতোহং জমদগ্নি সুতো বিধে।
পিতামহ স্ত্বমস্মাকং ত্বাং বিনা কথয়ামি কিং ॥ ৫৯ ॥
মৃগয়া মাগতং ভূপ মুপোষন্তং পিতা মম।

সিদ্ধেন্দ্র মুনীন্দ্র ও ঋষীন্দ্রগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে বিরাজিত হইয়া সহাস্য বদনে পরমানন্দে পুরোভাগে বিদ্যাধরীগণের নৃত্য ও গায়কগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৫৪ । ৫৫ ॥

এই রূপে সেই সর্ব্ব জগদ্বিধাতা সর্ব্ব সম্পত্তি দাতা তপস্যার ফলপ্রদ ভগবান্ ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ্বরের নাম জপ করিতেছেন এবং তদীয় শিষ্যগণকে তাহাদিগের গুহ্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন ॥ ৫৬। ৫৭ ॥

ভৃগু কুলোদ্ভব পরশুরাম সেই পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া ভক্তি যোগে তাঁহার পুরোভাগে প্রণত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার বংশে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি জমদগ্নির পুত্র, আপনি আমাদিগের পিতামহ, আর আমি আপনার নিকট ভিন্ন কাহার নিকটে দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিব ॥ ৫৮ । ৫৯ ॥

পারণাং কারযামাস কপিলা দত্ত বস্তুনা ॥ ৬০ ॥
সরাজা কপিলা লোভাৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ং ।
ঘাতযামাস মত্তাত মিত্যুচ্চৈশ্চেরুরোদ সঃ ॥ ৬১ ॥
নিরুধ্য বাষ্পং স পুন রুবাচ করুণা নিধিং ।
মাতা মে রেণুকা সাধ্বী মাং বিহায় জগদ্গুরো । ৬২ ।
অধুনাহমনাথশ্চ ত্বং মে মাতা পিতা গুরুঃ ।
কর্ত্তা পালয়িতা দাতা পাহিমাং শরণাগতং । ৬৩ ।
আগতোহং তব সভাং প্রমাতুর্ম্মাতুরাজ্ঞয়া ।
উপায়েন জগন্নাথ মদ্বৈরি সূদনং কুরু । ৬৪ ।
স রাজা স চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ স দয়ালুর্যশস্করঃ ।
স পূজ্যঃ স স্থির শ্রীশ্চ যো দীনং পরিপালয়েৎ । ৬৫ ।

পিতামহ! নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়া উপলক্ষে আমাদিগের আশ্রম নিকটে আগমন করিয়া ঘটনাক্রমে উপোষিত থাকাতে আমার পিতা তাঁহাকে কপিলা দত্ত বস্তু দ্বারা পারণ করাইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

তৎপরে সেই দুর্ম্মতি রাজা কপিলা লোভে স্বয়ং আমার পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছে, এই বলিয়া পরশুরাম উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন; পরে পুনর্ব্বার বাষ্প রুদ্ধ করিয়া সেই করুণানিধি কমলযোনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন জগৎ গুরো! আমার জননী সাধ্বী রেণুকাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সহমৃতা হইয়াছেন ॥ ৬১ । ৬২ ॥

প্রভো! আমি অনাথ হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার পিতা মাতা, গুরু, কর্ত্তা, পালয়িতা ও দাতা। আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

জগৎবিধাতঃ! আমি মাতা ও প্রমাতার আজ্ঞানুসারে আপনার সভায় আগমন করিলাম, আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া যে কোন উপায়ে আমার শত্রু সংহার করুন ॥ ৬৪ ॥

যিনি দীন জনে পালন করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, দয়ালু যশস্বী,

উচ্চৈর্নীচং সমং দৃষ্ট্বা যঃ প্রজাং নচ পালয়েৎ।
তদ্দেহাদ্যাতি রুষ্টা শ্রীঃ স ভবেদ্‌ভ্রষ্ট সম্পদঃ। ৬৬।
শ্রুত্বা বিপ্র বটোর্ব্বাক্যং করুণা সাগরো বিধিঃ।
দত্বা শুভাশিষং তস্মৈ বাসয়ামাস বক্ষসি। ৬৭।
শ্রুত্বা ভৃগোঃ প্রতিজ্ঞাশ্চ বিস্মিতশ্চতুরাননঃ।
অতীব দুষ্করাং ঘোরাং বহু জীবি বিঘাতিনীং। ৬৮।
নিষেকেন ভবেৎ সর্ব্ব মিতি কৃত্বা তু মানসে।
উবাচ পর্শুরামং তং পরিণাম সুখাবহং। ৬৯।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রতিজ্ঞা দুর্ল্লভা বৎস বহু জীবি বিঘাতিনী।
সৃষ্টি রেষা ভগবতঃ স ভবে দীশ্বরেচ্ছয়া। ৭০।
সৃষ্টি স্রষ্টা ময়া পুত্র ক্লেশেনৈবেশ্বরাজ্ঞয়া।

পূজ্য ও রাজা বলিয়া গণ্য এবং তাঁহার গৃহেই যে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৬৫॥

যে রাজা হীন ব্যক্তিকে উচ্চ ব্যক্তির তুল্য দর্শন করিয়া প্রজা পালনে পরাঙ্মুখ হয় কমলা রুষ্টা হইয়া তাহার গৃহ হইতে গমন করেন, সুতরাং তাহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়॥ ৬৬॥

করুণাসাগর বিধাতা বিপ্র বটু পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন॥ ৬৭॥

তখন পরশুরাম তাঁহার নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় বর্ণন করিলে চতুরানন তদীয় অতি দুষ্কর বহু জীব বিঘাতিনী ঘোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে মনে মনে (ভবিতব্যতায় সকল ঘটিয়া থাকে) এই রূপ চিন্তা করিয়া পরিণাম সুখাবহ বাক্যে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! বহু জীব বিঘাতিনী প্রতিজ্ঞা সফল হওয়া দুষ্কর। পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগতই সনাতন নারায়ণের কৃত। তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে॥ ৬৮। ৬৯। ৭০॥

সৃষ্টি লুপ্তা প্রতিজ্ঞাতে দারুণা করুণা পরা। ৭১।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নি ভূপাং কর্ত্তু মিচ্ছসি মেদিনীং।
এক ক্ষত্রিয় দোষেণ তজ্জাতিং হন্ত মিচ্ছসি। ৭২।
ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রৈ স্ত্রিভিঃ সৃষ্টিশ্চ শাশ্বতী।
আবির্ভূতা তিরোভূতা হরে রেব পুনঃ পুনঃ। ৭৩।
অন্যথা ত্বৎ প্রতিজ্ঞা চ ভবিতা প্রাক্তনে নচ।
বদ্ধায়া মেন তে কার্য্য সিদ্ধি র্ভবিতু মর্হতী। ৭৪।
শিবলোকং গচ্ছ বৎস শঙ্করং শরণং ব্রজ।
পৃথিব্যাং বহবো ভূপাঃ সন্তি শঙ্কর কিঙ্করাঃ। ৭৫।
বিনাজ্ঞয়া মহেশস্য কোবা তান্ হন্ত মীশ্বরঃ।
বিভ্রন্তঃ কবচং দিব্যং শক্তেশ্চ শঙ্করস্য চ। ৭৬।

বৎস! আমি ঈশ্বরাজ্ঞায় ক্লেশে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছি। নির্দ্দয় ভাবে সেই সৃষ্টি লোপ কারিণী দারুণ প্রতিজ্ঞা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭১ ॥

বৎস! তুমি এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে ইচ্ছা করিয়া একজন ক্ষত্রিয়ের অপরাধে তজ্জাতি মাত্র ধ্বংসকরিতে উদ্যত হইতেছ? ॥ ৭২ ॥

বৎস! ঈশ্বর নিত্য সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিও নিত্য, কেবল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই ত্রিবিধ প্রাণি সম্বলিত সেই সৃষ্টি সেই পরাৎপর পরমাত্মা হরি হইতে বারংবার আবির্ভূত ও তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

পরাৎপর পরম পুরুষ যাহা নিরূপণ করিয়াছেন তাহার কোন রূপে লঙ্ঘন হয় না, যদি ত্বদীয় প্রাক্তন কর্ম্মযোগে তোমার প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য তাঁহার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইবে নতুবা কখনই তুমি কৃত কার্য্য হইতে পারিবে না ॥ ৭৪ ॥

বৎস! এক্ষণে তুমি শিব লোকে গমন করিয়া ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হও, পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণই শঙ্করের দাস, তাহারা সকলেই

উপায়ং কুরু যত্নেন জয় বীজং শুভাবহং।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিদ্ধন্ত্যপক্রমে। ৭৭।
কৃষ্ণস্য মন্ত্রং কবচং গ্রহণং কুরু শঙ্করাৎ।
দুর্ল্লভং বৈষ্ণবং তেজঃ শৈবং শাক্তং বিজেষ্যতি। ৭৮।
গুরুস্তে জগতাং নাথঃ শিবো জন্মনি জন্মনি।
মন্ত্রো মত্তো নযুক্তস্তে যো যুক্তঃ স ভবেদ্বিধিঃ। ৭৯।
নিষেকাল্লভ্যতে মন্ত্রঃ কান্তঃ কান্তা গুরুঃ সুরঃ।
স্বয়মেবোপতিষ্ঠন্তে যে যেষাং তেষু তে ধ্রুবং। ৮০।
ত্রৈলোক্য বিজয়ং নাম গৃহীত্বা কবচং বরং।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যসি মহীং ভৃগো। ৮১।

শিবের ও শক্তির দিব্য কবচ ধারণ করিতেছে, সুতরাং মহেশের আজ্ঞা ভিন্ন কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম নহে ॥ ৭৫। ৭৬ ॥

পরশুরাম! এখন তুমি যত্ন সহকারে এক বিষয়ের শুভাবহ জয় বীজ উপায় অবলম্বন কর। প্রারম্ভে উপায় অবলম্বন করিলে সমারব্ধ কার্য্য সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

তুমি শিবলোকে গমন করিয়া সেই ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে কৃষ্ণ মন্ত্র এবং সেই ভগবানের কবচ গ্রহণ কর। দুর্লভ বৈষ্ণব তেজ, শৈব ও শাক্ত তেজকে পরাজিত করিবে ॥ ৭৮ ॥

জগৎকর্ত্তা শিবই তোমার প্রতি জন্মের গুরু, অতএব আমার নিকট তোমার মন্ত্র গ্রহণ বিহিত নহে, ভগবান্ শঙ্করের নিকটেই তোমার দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক, ইহাই তোমার পক্ষে উত্তম বিধি জানিবে ॥ ৭৯ ॥

অনতিক্রমণীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্ম ফলে সকলের দেবতা গুরু কান্ত কান্তা ও মন্ত্র প্রাপ্তি হয়, কর্ম্মফলানুসারে যাহাদিগের সহিত যাহাদিগের সংযোজন বিধিবদ্ধ থাকে, আপনা হইতেই তাহাদিগের পরস্পরের নিশ্চয় সংযোগ হয় ॥ ৮০ ॥

বৎস! তুমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে ত্রৈলোক্য বিজয় নামক

দিব্যং পাশুপতং তুভ্যং দাতা দাস্যতি শঙ্করঃ।
তেনদেয়েন মন্ত্রেণ ক্ষত্র সঙ্ঘং বিজেষ্যসি। ৮২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

উৎকৃষ্ট কবচ গ্রহণ করিয়া এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে পারিবে ॥ ৮১ ॥

দানশীল শূলপাণি তোমাকে দিব্য পাশুপতাস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি তদ্দত্ত মন্ত্র বলে সেই অস্ত্রে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য চ জগদ্গুরুং।
স্ফীত স্তস্মাদ্বরং প্রাপ্য শিবলোকং জগাম সঃ। ১।
লক্ষ যোজন মূর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকাদ্বিলক্ষণং।
অত্যনির্ব্বচনীয়ঞ্চ বায়্বাধারং মনোহরং। ২।
বৈকুণ্ঠং দক্ষিণে যস্য গৌরীলোকশ্চ বামতঃ।
যদধো ধ্রুবলোকশ্চ সর্ব্ব লোকাৎ পরঃ স্মৃতঃ। ৩।
তেষা মূর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎ কোটি যোজনং।
অত ঊর্দ্ধং ন লোকশ্চ সর্ব্বোপরি চ স স্মৃতঃ। ৪।
মনোযায়ী স যোগীন্দ্রঃ শিব লোকং দদর্শ হ।
উপমানোপমেযাভ্যাং রহিতং মহদদ্ভুতং। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরশুরাম জগদ্গুরু ব্রহ্মার উপদেশ শ্রবণ ও তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় চরণে প্রণাম করিয়া স্ফীত চিত্তে শিবলোকে যাত্রা করিলেন। বায়ুই শিবলোকের আধার সেই অতি অনির্ব্বচনীয় শিবলোক ব্রহ্মলোক হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত আছে॥ ১।২॥

দেবর্ষে! উহার দক্ষিণে বৈকুণ্ঠধাম ও বাম ভাগে গৌরীলোক বিরাজিত, আর সেই শিবলোকের নিম্নেই ধ্রুবলোক, শোভমান্, এই ধ্রুবলোক সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য আছে॥ ৩॥

এই সমস্ত লোকের ঊর্দ্ধে গোলোকধাম, উহার পরিমাণ পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন। এতদূর্দ্ধে আর কোন লোক বিদ্যমান নাই। সর্ব্বোপরি এই লোক স্থিতি করিতেছে॥ ৪॥

যোগীন্দ্র পরশুরাম যোগবলে মনের ন্যায় বেগে শিবলোকে উত্তীর্ণ

যোগীন্দ্রানাঞ্চ প্রবরৈঃ সিদ্ধ বিদ্যা বিশারদৈঃ।
কোটি কল্প তপঃ পূতৈঃ পুণ্যবদ্ভি র্নিষেবিতং। ৬।
বেষ্টিতং কল্প বৃক্ষাণাং সমূহৈর্ব্বাঞ্ছিত প্রদৈঃ।
সমূহৈঃ কামধেনূনা মসংখ্যানাং বিরাজিতং। ৭।
পারিজাত তরূণাঞ্চ বন রাজি বিরাজিতৈঃ।
পুষ্পোদ্যানাযুতৈ র্যুক্তং সদাচাতিসুশোভিতং। ৮।
মণীন্দ্র সার রচিতৈঃ শোভিতৈর্ম্মণি বেদিভিঃ।
রাজ মার্গ শতৈ র্দ্দিব্যৈরভ্যন্তর বিভূষিতং। ৯।
মণীন্দ্রসার নির্ম্মাণ শত কোটি গৃহৈ র্যুতং।
নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্যৈর্ম্মণীন্দ্র কলসোজ্জ্বলৈঃ। ১০।
তন্মধ্যদেশে রম্যে চ দদর্শ শঙ্করালয়ং।
মণীন্দ্রসার নির্ম্মাণ প্রাকারং সুমনোহরং। ১১।

হইলে সেই উপমান উপমেয় রহিত অত্যদ্ভুত শিবলোকমাধুরী সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল॥ ৫॥

তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সিদ্ধবিদ্যা বিশারদ পুণ্যবান্ পরম যোগীন্দ্রগণ কোটি কল্প তপঃ সাধনে পূতাত্মা হইয়া তথায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন॥ ৬॥

সর্ব্ব বাঞ্ছা পরিপূরক কল্প বৃক্ষ সমূহে সেই শিব লোক পরিবেষ্টিত আছে এবং তথায় অসংখ্য কামধেনু অবস্থান করিতেছেন॥ ৭॥

পারিজাত তরুর বনরাজিতে ঐ লোক বিরাজিত রহিয়াছে, আর স্থানে স্থানে মনোহর পুষ্পোদ্যান বিদ্যমান থাকাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা আবিষ্কৃত হইয়াছে॥ ৮॥

ঐ লোকের স্থানে স্থানে মণীন্দ্রসার বিনির্ম্মিত মণিবেদিকা সমূহ ও স্থানে স্থানে শত শত দিব্য রাজ পথ বিদ্যমান আছে। এই রূপ শোভা-ময় শিবলোকের মধ্যভাগ আরও সুন্দর। মণীন্দ্রসার বিনির্ম্মিত শত কোটি গৃহে উহা আবৃত। ঐ গৃহ সমুদায়ে আবার নানা বিচিত্রীকৃত সমুজ্জ্বল

অত্যূর্দ্ধ মম্বরস্পর্শী ক্ষীর নীর নিভং পরং।
ষোড়শ দ্বার সংযুক্তং শোভিতং শত মন্দিরৈঃ। ১২।
অমূল্য রত্ন রচিতৈ রত্ন সোপান ভূষিতৈঃ।
রত্ন স্তম্ভ কপাটৈশ্চ হীরকেন পরিষ্কৃতৈঃ॥ ১৩॥
মাণিক্যজাল মালাভিঃ সদ্রত্ন কলসোজ্জ্বলৈঃ।
নানা চিত্র বিচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ সুমনোহরৈঃ॥ ১৪॥
আলয়স্য পুর স্তত্র সিংহদ্বারং দদর্শ সঃ।
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণ কবাটেন বিরাজিতৈঃ॥ ১৫॥
শোভিতং বেদিকাভিশ্চ বাহ্যাভ্যন্তরতঃ সদা।
রচিতাভিঃ পদ্মরাগৈর্ম্মহা মকরতৈ গৃহং॥ ১৬॥
নানা প্রকার চিত্রেণ চিত্রিতং সুমনোহরং।
দ্বারে নিযুক্তৌ দদর্শ দ্বারপালৌ ভয়ঙ্করৌ॥ ১৭॥

উৎকৃষ্ট মণিময় কলস সকল সজ্জিত রহিয়াছে, পরশুরাম তম্মধ্যগত রমণীয় প্রদেশে ভগবান্ শঙ্করের অপূর্ব্ব আলয় দর্শন করিলেন, ঐ মনোহর অমরস্পর্শী শিবালয় মণীন্দ্রসার বিনির্ম্মিত প্রাকারে পরিশোভিত অত্যুন্নত ক্ষীরনীরবৎ ধবলাকার। ঐ ভবন শত মন্দিরে শোভমান। উহার ষোড়শ দিকে ষোড়শ দ্বার শোভা পাইতেছে। ৯। ১০। ১১। ১২॥

ঐ আলয় অমূল্য রত্ন রচিত রত্ন সোপান, হীরক পরিষ্কৃত রত্ন স্তম্ভ রত্ন কবাট, মাণিক্যজাল মালা এবং নানা চিত্র বিচিত্রীকৃত সুমনোহর সমুজ্জ্বল রত্ন কলস সমূহে বিমণ্ডিত রহিয়াছে॥ ১৩। ১৪॥

এই রূপ আলয়ের পুরোভাগে রত্নেন্দ্রসার বিনির্ম্মিত কবাটে শোভমান অপূর্ব্ব সিংহদ্বার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন তম্মধ্যভাগে বেদিকা বিমণ্ডিত পদ্মরাগ মারকত মণি মণ্ডলে বিভূষিত বিবিধ প্রকার চিত্র বিচিত্রীকৃত একটি অতি মনোহর গৃহ শোভমান হইতেছে॥ ১৫। ১৬॥

এই রূপে সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন দগ্ধ শৈল

মহা করাল দন্তাস্যৌ বিকৃতৌ রক্ত লোচনৌ।
দগ্ধ শৈল প্রতীকাশৌ মহাবল পরাক্রমৌ॥ ১৮॥
বিভূতি ভূষিতাঙ্গৌ চ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরৌ ধরৌ।
পিঙ্গলাক্ষৌ বিশালাক্ষৌ জটিলৌ চ ত্রিলোচনৌ॥ ১৯॥
ত্রিশূল পট্টিশধরৌ জ্বলন্তৌ ব্রহ্ম তেজসা।
তৌ দৃষ্ট্বা মনসা ভীত স্ত্রস্তঃ কিঞ্চিদুবাবহ॥ ২০॥
বিনয়েন বিনীতশ্চ দুর্ব্বিনীতৌ মহাবলৌ।
আত্মনঃ সর্ব্ব বৃত্তান্তং কথযামাস তৎপুরঃ॥ ২১॥
বিপ্রস্য বচনং শ্রুত্বা কৃপা যুক্তৌ বভূবতুঃ।
গৃহীত্বাজ্ঞাঞ্চ দ্বারাৎ শঙ্করস্য মহাত্মনঃ॥ ২২॥
প্রবেষ্টুমাজ্ঞাং দদতুরীশ্বরানুচরৌ রবৌ।
ভৃগু স্তদাজ্ঞা মাদায় প্রবিবেশ হরিং স্মরন্॥ ২৩॥
প্রত্যেকং ষোড়শ দ্বারন্দদর্শ সুমনোহরং।
দ্বারপালান্নিযুক্তাংশ্চ নানা চিত্র বিচিত্রিতান্॥ ২৪॥

প্রতীকাশ মহাবল পরাক্রান্ত ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী বিভূতি ভূষিতাঙ্গ ব্রহ্মতেজে আজ্জ্বল্যমান ভীষণমূর্ত্তি দ্বারপালদ্বয় শূল পটিশ ধারণ করিয়া আরক্ত নয়নে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে তাহারা উভয়েই ত্রিনয়নধারী। তাহাদিগের মুখ ও দন্ত ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মস্তকে জটাভার শোভা পাইতেছে। পরশুরাম এই রূপ মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ব্বিনীত দ্বারপালদ্বয়ের দর্শনে ত্রস্ত ও বিনয়াবনত হইয়া সভয়চিত্তে তাঁহাদিগের নিকট আত্ম বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন॥ ১৭।১৮।১৯।২০।২১॥

তখন শিবানুচর দ্বারপালদ্বয় তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া ভগবান্ শঙ্করের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবেশের আজ্ঞা প্রদান করিলেন তৎকালে ভার্গব তাঁহাদিগের আজ্ঞা গ্রহণে হরি স্মরণ পূর্ব্বক সে দ্বার অতিক্রম করিয়া পরে যথাক্রমে প্রত্যেক ষোড়শ দ্বার

দৃষ্ট্বা তাম্মহদাশ্চর্য্যং দদর্শ শূলিনঃ সভাং।
নানা সিদ্ধগণাকীর্ণাং মহর্ষিগণ সেবিতাং॥ ২৫॥
পারিজাত প্রসূনাক্ত বায়ুনা সুরভী কৃতাং।
দদর্শ তত্র দেবেশং শঙ্করং চন্দ্রশেখরং॥ ২৬॥
ত্রিশূল পট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরং।
বিভূতি ভূষিতাঙ্গং তং নাগ যজ্ঞোপবীতিনং।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং॥ ২৭॥
মহা শিবং শিবকরংশিব বীজং শিবাশ্রয়ং।
আত্মারামং পূর্ণকামং সূর্য্য কোটি সম প্রভং॥ ২৮॥
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহ কাতরং॥ ২৯॥
শশ্বজ্জ্যোতিঃ স্বরূপঞ্চ লোকানুগ্রহ বিগ্রহং।

তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল, তিনি ঐ সমস্ত দ্বারেই ঐরূপ নানা রূপধারী দ্বারপালগণকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন॥ ২২। ২৩। ২৪॥

এই রূপে তিনি দ্বারপালগণকে দর্শন ও সমস্ত দ্বার অতিক্রম করিলে ভগবান্ শঙ্করের নানা সিদ্ধগণাকীর্ণ মহর্ষিগণ সেবিত ও পারিজাত কুসুমাক্ত পবন সঞ্চালনে সুরভীকৃত অপূর্ব্ব সভা তদীয় নয়ন পথে নিপতিত হইল তখন তিনি দেখিতে পাইলেন সেই সভা মধ্যে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী দেবাদিদেব চন্দ্রশেখর ভগবান্ শঙ্কর রত্ন বিভূষণে বিভূষিত হইয়া করে ত্রিশূল পট্টিশ ধারণ পূর্ব্বক রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে বিভূতি ভূষণ, গলদেশে নাগ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে॥ ২৫। ২৬। ২৭॥

তিনি শিবাশ্রয় শিববীজ শিবকর মহাশিব ও আত্মারাম নামে বিখ্যাত, কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে॥ ২৮॥

তাঁহার মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন, তাহাতে আবার মধুর হাস্য বিকাশ হই-তেছে, তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে জ্ঞান হয় যেন তিনি ভক্ত জনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্র রহিয়াছেন॥ ২৯॥

ধৃতবন্তং জটাজালং দক্ষকন্যাস্থি ভূষিতং ॥ ৩০ ॥
তপসাং ফল দাতারং দাতারং সর্ব্ব সম্পদাং।
শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনং ॥ ৩১ ॥
গুহ্যং ব্রহ্ম প্ররোচন্তং শিষ্যেভ্য স্তত্ত্ব মুদ্রয়া।
স্তূয়মানঞ্চ যোগীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ পরিসেবিতং।
পার্ষদ প্রবরৈঃ শশ্বৎ সেবিতং শ্বেত চামরৈঃ ॥ ৩২ ॥
ধ্যায়মানং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং পরং।
স্বেচ্ছাময়ং গুণাতীতং জরা মৃত্যু হরং পরং ॥ ৩৩ ॥
জ্যোতী রূপঞ্চ সর্ব্বাদ্যং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং।
ধ্যায়ন্তং পরমানন্দং পুলকাঞ্চিত বিগ্রহং।
সুস্বরং সাশ্রু নেত্রঞ্চ উদ্গায়ন্তং গুণার্ণবং ॥ ৩৪ ॥
ভবেন্দ্রৈশ্চ রুদ্রগণৈঃ ক্ষেত্রপালৈশ্চ বেষ্টিতং।
মূর্দ্ধাননাম তং দৃষ্টা পর্শুরামোতি সাদরং ॥ ৩৫ ॥

তিনি নিরন্তর জ্যোতিঃস্বরূপ, কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে আর তাঁহার জটাভার ও গলদেশে দাক্ষায়ণীর অস্থি মালা শোভা পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তিনি শুভ্রবর্ণ। তিনি প্রীতি হইয়া তাপসগণকে তপস্যার ফল ও ভক্তগণকে সর্ব্ব সম্পত্তি প্রদান করেন। তাঁহার পঞ্চমুখ, প্রত্যেক মুখেই তিন তিনটি নয়ন শোভমান রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

তিনি তত্ত্ব মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যগণকে অতিগুহ্য বেদোপদেশ প্রদান করিতেছেন সিদ্ধেন্দ্র ও যোগীন্দ্রগণ তদীয় চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং পার্ষদ প্রবরগণ নিরন্তর শ্বেতচামর বীজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

এই রূপে সেই ভগবান্ শঙ্কর অধিষ্ঠিত হইয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে জরা মৃত্যু বিবর্জ্জিত জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাদ্য পরমানন্দ স্বরূপ স্বেচ্ছাময় নিগুর্ণ পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান পূর্ব্বক সজল

তদ্বামে কার্ত্তিকেয়ঞ্চ দক্ষিণে চ গণেশ্বরং।
নন্দীশ্বরং মহাকালং বীরভদ্রঞ্চ তৎপুরঃ।
ক্রোড়ে দদর্শ কালীং তাং গৌরীং শৈলেন্দ্র কন্যকাং॥৩৬॥
ননাম সর্ব্বাম্মূর্দ্ধা চ ভক্ত্যা চ পরয়া মুদা।
দৃষ্টা হরং পরং সারং তং স্তোতু মুপচক্রমে॥ ৩৭॥
সগদ্গদ পদং দীনং সাশ্রু নেত্রোতি কাতরঃ।
পুটাঞ্জলি যুতঃ শান্তঃ শোকার্ত্তঃ শোক নাশনঃ। ৩৮।

পরশুরাম উবাচ।

ঈষ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি সাংপ্রতং স্তোতু মক্ষমঃ।
অক্ষরাক্ষর বীজঞ্চ কিং বাস্তৌমি নিরীহবং॥ ৩৯॥
ন যোজনাং কর্ত্তু মীশো দেবেশং স্তৌমি মূঢ়ধীঃ।

নয়নে সুস্বরে তাঁহার সাগর তুল্য অসীম গুণ গান করিতেছেন॥ ৩৩।৩৪॥

পরশুরাম ঈদৃশ ভবেন্দ্র রুদ্র ও ক্ষেত্রপালগণে পরিবেষ্টিত ভগবান্ শঙ্করের চরণে সাদরে নতশিরা হইলেন আর দেখিলেন তাঁহার বাম ভাগে কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণ ভাগে গণপতি পুরোভাগে নন্দীশ্বর মহাকাল ও বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের একদেশে কালিকা ও একদেশে পার্ব্বতী দেবী অবস্থান করিতেছেন॥ ৩৫। ৩৬॥

মুনি কুমার পরশুরাম দর্শন মাত্র ভক্তি যোগে তাঁহাদিগের চরণে প্রণামকরিয়া পরম সার ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৭॥

স্তব কালে সেই শোকার্ত্ত শান্তমূর্ত্তি পরশুরাম সকাতরে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাশ্রু নয়নে গদ্গদ স্বরে দীনভাবে শোক নাশন শঙ্করকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! এক্ষণে আমি আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আমি স্তুতিবাদে সম্পূর্ণ অক্ষম, আপনি অক্ষর, অক্ষর-বীজ স্বরূপ ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত, আমি অজ্ঞান হইয়া কি রূপে আপনার স্তব করিব?॥ ৩৮। ৩৯॥

বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং কস্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥
বুদ্ধের্বাঙ্মনসোঃ পারং সারাৎসারং পরাৎপরং।
জ্ঞান বুদ্ধে রসাধ্যঞ্চ সিদ্ধং সিদ্ধৈ র্নিষেবিতং ॥ ৪১ ॥
যমাকাশ মিবাসীন মনন্ত মাদি মব্যয়ং।
বিশ্ব তন্ত্র মতন্ত্রঞ্চ স্বতন্ত্রং তন্ত্র বীজকং ॥ ৪২ ॥
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্য মতি সাধ্যং কৃপানিধিং।
ত্রাহিমাং করুণাসিন্ধো দীনবন্ধোতি দীনকং ॥ ৪৩ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
স্বপ্নাদৃষ্টঞ্চ ভক্তানাং পশ্যামি চক্ষুষাধুনা ॥ ৪৪ ॥
শক্রাদয়ঃ সুরগণাঃ কলয়া যস্য সম্ভবাঃ।
চরাচরাঃ কলাংশেন তং নমামি মহেশ্বরং ॥ ৪৫ ॥

দেব দেব! সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর ও আপনার স্তুতি যোজনায় সক্ষম নহেন, আমি মূঢ় বুদ্ধি হইয়া আপনার কি স্তব করিব, যখন বেদ সমুদায়ও আপনার স্তুতিবাদে অশক্ত, তখন কোন্‌ ব্যক্তি আপনার স্তুতিবাদ করিতে পারে? ॥ ৪০ ॥

প্রভো! আপনি বাক্য মন ও বুদ্ধির অগোচর, সারাৎসার, পরাৎপর, জ্ঞান বুদ্ধির অতীত সিদ্ধ পুরুষ, সিদ্ধগণ সেবিত, আকশ বৎ অনন্তরূপে আসীন, আদি পুরুষ, অব্যয়, বিশ্বতন্ত্র, অতন্ত্র, স্বতন্ত্র, তন্ত্রবীজ, ধ্যানের অসাধ্য, দুরারাধ্য অতি সাধ্য ও কৃপাময় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, অতএব হে করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো দয়াময়! আমি অতি দীন, আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪১। ৪২। ৪৩ ॥

আপনি ভক্তগণের স্বপ্নের অগোচর, এক্ষণে আমি যখন আপনাকে স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন আজি আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার অংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং চরাচর সম্বলিত সমস্ত জগৎ যাঁহার অশাংশ জাত, আপনি সেই মহেশ্বর, আমি আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৪৫ ॥

যং ভাস্কর স্বরূপঞ্চ শশি রূপং হুতাশনং।
জল রূপং বায়ু রূপং তং নমামি মহেশ্বরং ॥ ৪৬ ॥
অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টীনাং সংহর্ত্তারং ভয়ঙ্করং।
ক্ষণেন লীলা মাত্রেণ তং নমামি মহেশ্বরং ॥ ৪৭ ॥
যঃ কালঃ কাল কালশ্চ কাল বীজঞ্চ কালজঃ।
অজঃ প্রজশ্চ যঃ সর্ব্ব স্তং নমামি মহেশ্বরং ॥ ৪৮ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা স ভৃগুঃ পপাত চরণাম্বুজে।
আশিষঞ্চ দদৌ তস্মৈ সুপ্রসন্নো বভূব সঃ ॥ ৪৯ ॥
জামদগ্ন্য কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তি সংযুতঃ।
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫০ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

আপনি চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন জল ও বায়ু স্বরূপ মহেশ্বর, আমি আপনার চরণে প্রণিপাত করি ॥ ৪৬ ॥

যিনি ক্ষণকাল মধ্যে অবলীলাক্রমে অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি সংহারে সমর্থ, আপনি সেই ভয়ঙ্কর মহেশ্বর, আমি আপনার চরণ বন্দনা করি ॥ ৪৭ ॥

প্রভো! আপনি কাল, কালেরকাল ও কাল বীজস্বরূপ, কালে আপনার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। আপনি জন্ম বর্জ্জিত অথচ সময়ে সঞ্জাত হইয়া থাকেন; আপনিই সর্ব্বময় মহেশ্বর, আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪৮ ॥

পরশুরাম এইরূপে ভগবান শঙ্করের স্তব করিয়া তাঁহার চরণাম্বুজে নিপতিত হইলে দেবদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥৪৯॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পরায়ণ হইয়া এই জামদগ্ন্য কৃত শিবস্তোত্র পাঠ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিব লোকে গমন করিতে সমর্থ হন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ঊন ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

কস্ত্বং বটো কস্য পুত্রঃ ক বাস স্তবনং কথং।
কিং বাতেহং করিষ্যামি বাঞ্ছিতং বদ সাংপ্রতং ॥ ১ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

শোকাকুলং ত্বং পশ্যামি বিমনস্কং সুবিস্মিতং।
বয়সাতি শিশুং শান্তং গুণেন গুণিনাং বরং ॥ ২ ॥

ভৃগুরুবাচ।

যমদগ্নি সুতোহহঞ্চ ভৃগুবংশ সমুদ্ভবঃ।
মাতা মে রেণুকা সাধ্বী পর্শুরামশ্চ নামতঃ ॥ ৩ ॥
কৃপাহি মাং দয়াসিন্ধো বিদ্যা পুণ্যেন কিঙ্করং।
মদীশ শরণাপন্নং রক্ষ মাং দীন বৎসল ॥ ৪ ॥

তৎপরে ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন, বৎস। তুমি কে? তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কাহার পুত্র? কি জন্য স্তব করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব বল ॥ ১ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি অল্প বয়সে গুণবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ও শান্ত স্বভাব হইয়াছ! এক্ষণে তোমাকে সুবিস্মিত বিমনস্ক এবং শোকাকুল দেখিতেছি কেন? ব্যক্ত কর ॥ ২ ॥

পরশুরাম পার্ব্বতী সমন্বিত দেবদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দয়াময়! ভৃগু বংশে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি জমদগ্নির পুত্র, আমার নাম পরশুরাম. আর সাধ্বী রেণুকা আমার জননী, আমি বিদ্যা ও পুণ্য বলে আপনাকে প্রভুরূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম, হে দীন বৎসল! আমি আপনার কিঙ্কর, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩। ৪ ॥

মৃগয়া মাগতং ভূপ মুপোষন্তং পিতা মম।
চকারাতিথ্য মানীয় কপিলাদত্ত বস্তুনা॥ ৫॥
রাজা তং কপিলা লোভাদ্ঘাতযামাস মন্দধীঃ।
কপিলা তং মৃতং দৃষ্ট্বা গোলোকঞ্চ জগাম সা॥ ৬॥
মাতানুগমনং চক্রে অনাথোঽহঞ্চ সাংপ্রতং।
ত্বং মে পিতা শিবা মাতা রক্ষমাং পুত্ত্রবৎ প্রভো॥ ৭॥
ময়া কৃতা প্রতিজ্ঞা চ শোকে নৈবাতি দুষ্করা।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিতি॥ ৮॥
কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যামি সমরে তাত ঘাতকং।
ইত্যেবং পরিপূর্ণং মে ভগবান্ কর্ত্তু মর্হসি॥ ৯॥
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দুর্গা মুখং হরঃ।
বভূবানম্র বক্ত্রশ্চ সা চ শুষ্কোষ্ঠ তালুকা॥ ১০॥

প্রভো! ভূপতি কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়ার্থ অরণ্যে আগমন করিয়া উপোষিত থাকাতে আমার পিতা তাহাকে আশ্রমে সমানীত করিয়া কপিলাদত্ত বস্তু দ্বারা তাহার আতিথ্য করিয়াছিলেন॥ ৫॥

তৎকালে সেই মন্দবুদ্ধি রাজা কপিলা লোভে আমার পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছে, কপিলাও মৎ পিতার মৃত্যু দর্শনে শোকাকুলা হইয়া গোলোক ধামে গমন করিয়াছেন॥ ৬॥

প্রভো! আমার জননী রেণুকাও পতির সহগামিনী হইয়াছেন। এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, এখন আপনি আমার পিতা এবং পার্ব্বতী দেবী আমার জননী, অতএব আপনি পুত্ত্রবৎ আমাকে রক্ষা করুন॥ ৭॥

নাথ! আমি শোক মূর্চ্ছিত হইয়া এই রূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পৃথিবীকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিব এবং সেই পিতৃহন্তা পামর কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করিব। আপনি কৃপা করিয়া আমার এই প্রতিজ্ঞা সফল করুন॥ ৮। ৯॥

ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মণ কুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্গাদেবীর

পার্ব্বত্যুবাচ।

তপস্বিন্ বিপ্র পুত্ত্র স্ত্বং নিভূ'পাং কর্ত্তু মীচ্ছসি।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বঃ কোপেণ সাহস স্তে মহান্ বটো ॥ ১১ ॥
হন্তু মিচ্ছসি নিঃশস্ত্রঃ সহস্রার্জ্জুনমীশ্বরং।
ভ্রূভঙ্গ লীলয়া যস্য রাবণস্য পরাজয়ঃ ॥ ১২ ॥
তস্মৈ প্রদত্তং দত্তেন শ্রীহরেঃ কবচং বটো।
শক্তিরব্যর্থ রূপাচ যযাতে হিংসিতঃ পিতা ॥ ১৩ ॥
হরের্ম্মন্ত্রঞ্চ স্তবনং ধ্যায়তে তদ্দিবানিশং।
কোবাশক্লোতি তং হন্তুং ন পশ্যামীহ ভূতলে ॥ ১৪ ॥
অরে বিপ্র গৃহং গচ্ছ কিঙ্করিষ্যতি শঙ্করঃ।
অন্যে ভূপাশ্চ মদ্ ভৃত্যাঃ কাভীস্তেষাং ময়ি স্থিতে ॥১৫॥

মুখাবলোকন পূর্ব্বক অধোবদন হইলেন, হরের সেই ভাব দেখিয়া পার্ব্বতী দেবীর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ১০ ॥

তখন পার্ব্বতী পরশুরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রে তাপস ব্রাহ্মণ কুমার! তুমি ক্রোধে এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার যে অসীম সাহস দেখিতেছি ॥ ১১ ॥

বিপ্রবটো! যে মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভ্রূ ভঙ্গ লীলা মাত্র লঙ্কাধিপতি রাবণ পরাজিত হইয়াছিল, তুমি শস্ত্রহীন হইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ? মহর্ষি দত্তাত্রেয় সেই নরবরকে হরির কবচ ও অব্যর্থ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই শক্তি দ্বারা তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সেই বলীয়ান্ রাজেন্দ্র দিবানিশি হরির মন্ত্র জপ ও হরির স্তব করিতেছেন, তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে এমন বীর পৃথিবীতে কেহই নাই ॥ ১২। ১৩। ১৪ ॥

অরে বিপ্র! গৃহে গমন কর, শঙ্কর তোমার কি করিবেন? অন্যান্য রাজগণও আমার ভৃত্য, আমি বিদ্যমানে তাহাদিগের কোন ভয় নাই ॥১৫॥

ভদ্রকাল্যুবাচ।

অরে বিপ্রবটো জাল্ম নির্ভূপান্ কর্ত্তু মিচ্ছসি।
যথা হি বামনশ্চন্দ্রং করেণাহর্ত্তু মিচ্ছতি॥ ১৬॥
নানা যজ্ঞ কৃতঃ পুণ্যান্ মহাবল পরাক্রমান্।
দিগম্বর সহায়েন মদ্ ভৃত্যান্ হন্তু মিচ্ছসি॥ ১৭॥
স তযোর্ব্বচনং শ্রুত্বা রুরোদোচ্চৈশ্চ শোকতঃ।
সহসা পুরত স্তেষাং প্রাণাং স্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ॥ ১৮॥
বিপ্রস্য রোদনং দৃষ্টা শঙ্করঃ করুণা নিধিঃ।
পশ্যন্ দুর্গাঞ্চ কালীঞ্চ কৃত্বাতি বিনয়ং বিভুঃ॥ ১৯॥
তয়োরনুমতিং প্রাপ্য সর্ব্বেষাং ভক্ত বৎসলঃ।
যমদগ্নি সুতং সদ্যঃ প্রবক্তু মুপ চক্রমে॥ ২০॥

শঙ্কর উবাচ।

অদ্য প্রভৃতি হে বৎস ত্বং মে পুত্র সমো মহান্।
দাস্যামি মন্ত্রং গুহ্যং তে ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভং। ২১।

ভদ্রকালী কহিলেন, অরে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ বালক! যেমন বামন কর দ্বারা চন্দ্র ধারণের ইচ্ছা করে, তদ্রূপ তুমি পৃথিবীর রাজগণকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ? ॥ ১৬॥

রে অজ্ঞান! মহাবল পরাক্রান্ত নানা যজ্ঞানুষ্ঠান রত পুণ্যবান্ রাজগণ আমার ভৃত্য, তুমি দিগম্বর সহায়ে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ॥ ১৭॥

পরশুরাম পার্ব্বতী ও কালিকা দেবীর এই রূপ বাক্য শ্রবণে শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক সহসা তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলেন॥ ১৮॥

করুণাময় ভক্তবৎসল শঙ্কর বিপ্রের এইরূপ রোদন দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া দুর্গা ও কালিকা দেবীর মুখাবলোকন পূর্ব্বক সবিনয়ে তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ করত পরশুরামকে কহিলেন, বৎস! আজি হইতে

এবং ভূতঞ্চ কবচং দাস্যামি পরমাদ্ভুতং।
লীলয়া মৎ প্রসাদেন কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যসি। ২২।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীং দ্বিজ।
জগত্তে যশসা পূর্ণং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ২৩।
ইত্যুক্ত্বা শঙ্কর স্তস্মৈ দদৌ মন্ত্রং সুদুর্ল্লভং।
ত্রৈলোক্য বিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং। ২৪।
স্তবং পূজা বিধানঞ্চ পুরশ্চরণ পূর্ব্বকং।
মন্ত্র সিদ্ধেরনুষ্ঠানং যথা বন্নিয়ম ক্রমং। ২৫।
সিদ্ধি স্থানং কাল সংখ্যং কথযামাস নাদর।
বেদ বেদাঙ্গ নিখিলং পাঠযামাস তৎক্ষণং। ২৬।
নাগপাশং পাশুপতং ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ সুদুর্ল্লভং।
বহ্নিং নারায়ণাস্ত্রঞ্চ বায়ব্যং বারুণন্তথা। ২৭।
গান্ধর্ব্বং গারুড়ঞ্চৈব জৃম্ভণাস্ত্রং তথৈব চ।
গদাং শক্তিং তথা পাশুং শূল মব্যর্থ মুত্তমং। ২৮।

তুমি আমার পুত্র স্বরূপ হইলে। আমি তোমাকে ত্রিলোক দুর্ল্লভ গুহ্য মন্ত্র ও পরমাদ্ভুত গুহ্য কবচ প্রদান করিব। তুমি আমার প্রসাদে অবলীলা ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে এবং তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই॥ ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩॥

এই বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর পরশুরামকে সুদুর্ল্লভ মন্ত্র ও ত্রৈলোক্য বিজয় নামক পরমাদ্ভুত কবচ প্রদান করিয়া স্তব ও পূজা বিধান, পুরশ্চরণ পূর্ব্বক যথা নিয়মে ও যথা ক্রমে মন্ত্র সিদ্ধির অনুষ্ঠান, সিদ্ধি স্থান ও কাল সংখ্যা এই সমস্ত তাহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরক্ষণেই তিনি তাহাকে নিখিল বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া বিধি বিধানে সমন্ত্রক নাগপাশ পাশুপতাস্ত্র সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র,

নানা প্রকার শস্ত্রাস্ত্রং মন্ত্রঞ্চ বিধি পূর্ব্বকং।
শস্ত্রাস্ত্রাণাঞ্চ সংহারং বিক্ষেপ মক্ষয়ং ধনুঃ। ২৯।
আত্ম রক্ষণ সন্ধানং সংগ্রাম বিজয় ক্রমং।
মায়া যুদ্ধঞ্চ বিবিধং হুঙ্কারং মন্ত্র পূর্ব্বকং। ৩০।
রক্ষণঞ্চ স্বসৈন্যানাং পর সৈন্য বিমর্দ্দনং।
নানা প্রকার মতুল মুপায়ং রণ সঙ্কটে।
সংহার মোহিনীং বিদ্যাং জন্ম মৃত্যু হরাং হরেঃ। ৩১।
স্থিত্বা চিরং গুরোর্ব্বামে সর্ব্ব বিদ্যাং বিবোধ্য সঃ।
তীর্থে কৃত্বা মন্ত্র সিদ্ধিং তাংশ্চ নত্বা জগামসঃ। ৩২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, গদা, শক্তি, পাশ, অব্যর্থ শূল এবং বিবিধ শস্ত্রাস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করাইলেন আর তাঁহাকে অক্ষয় ধনু প্রদান করিয়া আত্ম রক্ষার সন্ধান সংগ্রাম বিজয়ক্রম মায়া যুদ্ধ, মন্ত্র পূর্ব্বক বিবিধ হুঙ্কার আত্ম সৈন্য রক্ষা, পর সৈন্য মর্দ্দন ও রণ সঙ্কটে নানা প্রকার অতুল উপায় শিক্ষা দিয়া সনাতন হরির সংহার মোহিনী জন্ম মৃত্যু নাশিনী বিদ্যা প্রদান করিলেন॥ ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১॥

পরশুরাম এই রূপে পরম গুরু শঙ্করের বাম ভাগে বহু দিন অবস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট সর্ব্ব বিদ্যা লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি তীর্থে মন্ত্র সিদ্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন॥ ৩২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতু মিচ্ছামি কিং মন্ত্রং ভগবান্ হরঃ।
কৃপয়া পর্শুরামায় কিং স্তোত্রং কবচং দদৌ। ১।
কো বাস্য মন্ত্রস্যারাধ্যঃ কিং ফলং কবচস্য চ।
স্তবনস্য ফলং কিম্বা তদ্ভবান্ বক্তু মর্হসি। ২।

নারায়ণ উবাচ।

মন্ত্রারাধ্যোহি ভগবান্ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ং।
গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো গোপ গোপীশ্বরঃ প্রভুঃ। ৩।
ত্রৈলোক্য বিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং।
স্তবরাজং মহাপুণ্যং বিভূতি যোগ সম্ভবং। ৪।
মন্ত্র কল্পতরুর্নাম সর্ব্ব কাম ফল প্রদঃ।
প্রদদৌ পর্শুরামায় রত্ন পর্ব্বত সন্নিধৌ। ৫।
স্বয়ং প্রভা নদী তীরে পারিজাত বনান্তরে।
আশ্রমে গোলোক দেবস্য মাধবস্য চ সন্নিধৌ। ৬।

নারদ কহিলেন, ভগবান্! ভূতভাবন্ ভগবান্ মহাদেব দয়া পরবশ হইয়া পরশুরামকে কোন্ মন্ত্র, কোন্ স্তব এবং কোন্ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? ঐ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? কবচের ও স্তবের ফল কি? এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ১। ২॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! যাঁহার অপূর্ণতা নাই, যিনি গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোপ ও গোপাঙ্গনাগণের অধীশ্বর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মন্ত্রের আরাধ্য দেবতা॥ ৩॥

যে অত্যাশ্চর্য্য কবচের কথা কহিলাম, উহার নাম ত্রৈলোক্য বিজয়; যে অতি পবিত্র, ঐশ্বর্য্য ও যোগ সাধক স্তোত্রের কথা কহিয়াছি, উহার

মহাদেব উবাচ।

বৎসাগচ্ছ মহাভাগ ভৃগু বংশ সমুদ্ভব।
পুত্রাধিকোসি প্রস্মামে কবচং গ্রহণং কুরু। ৭।
শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পরমাদ্ভুতং।
ত্রৈলোক্য বিজয়ং নাম শ্রীকৃষ্ণস্য জয়াবহঃ। ৮।
শ্রীকৃষ্ণেন পুরাদত্তং গোলোকে রাধিকাশ্রমে।
রাস মণ্ডল মধ্যে চ মহ্যং বৃন্দাবনে বনে। ৯।
অতি গুহ্যতরং তত্ত্বং সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
পুণ্যাৎ পুণ্যতরঞ্চৈব পরং স্নেহাদ্বদামি তে। ১০।

নাম স্তবরাজ; যে মন্ত্রের কথা কহিয়াছি, উহার নাম সর্ব্বাভীষ্টদায়ক মন্ত্র কল্পতরু। ঐ কবচ, ঐ স্তোত্র ও ঐ মন্ত্র ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেব যত্ন পূর্ব্বক রত্ন পর্ব্বতের অনতিদূরস্থিত স্বয়ং প্রভা নদীর তীরে পারিজাত বন মধ্যে যে আশ্রম আছে, সেই আশ্রমে, গোলোকপতি মাধবের সমক্ষেই পরশুরামকে প্রদান করেন॥ ৪। ৫। ৬॥

ভূতপতি মহাদেব, ভৃগুবংশভূষণ পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ বৎস পরশুরাম! তোমার প্রতি আমার পুত্রাপেক্ষা স্নেহবুদ্ধি আছে, অতএব আইস, এই কবচ গ্রহণ কর।। ৭ ॥

বৎস রাম! ত্রৈলোক্য বিজয় নামক কবচের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মাণ্ডে ইহার তুল্য অদ্ভুত পদার্থ আর কিছুই নাই, ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেও পরাজিত করিতে পারা যায়॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে আমি একদিন গোলোকধামে রাধিকাশ্রমে উপস্থিত আছি, ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় বৃন্দাবন বনে রাসমণ্ডলের মধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া এই কবচ প্রদান করিলেন॥ ৯ ॥

এই কবচ অতি গুহ্য; এমন কি কতকগুলি মন্ত্র দ্বারা ইহা বিগ্রহবান্ হয় এবং যাবদীয় পবিত্র বস্তু হইতেও ইহা পবিত্র। তোমার প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ আছে বলিয়াই, ইহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি॥ ১০ ॥

যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
শুম্ভং নিশুম্ভং মহিষং রক্তবীজং জঘানহ। ১১।
যদ্ধৃত্বাহঞ্চ জগতাং সংহর্ত্তা সর্ব্ব তত্ত্ব বিৎ।
অবধ্যং ত্রিপুরং পূর্ব্বং দুরন্ত মবলীলয়া। ১২।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মাসসৃজে সৃষ্টি মুত্তমাং।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ শেষো বিধত্তে বিশ্বমেবচ। ১৩।
যদ্ধৃত্বা কূর্ম্মরাজশ্চ শেষং ধত্তেঽবলীলয়া।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ বায়ু র্ব্বিশ্বাধারো বিভুঃ স্বয়ং। ১৪।
যদ্ধৃত্বা বরুণঃ সিদ্ধঃ কুবেরশ্চ ধনেশ্বরঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদিন্দ্রো দেবানামধিপঃ স্বয়ং॥ ১৫॥
যদ্ধৃত্বা ভাতি ভুবনে তেজোরাশিঃ স্বয়ং রবিঃ।

এই ত্রৈলোক্য বিজয় কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া মূল প্রকৃতি দুর্গা দেবী অবলীলাক্রমে মহাসুর শুম্ভ, নিশুম্ভ ও রক্তবিজকে নিধন করিয়াছেন॥ ১১॥

যে কবচ প্রভাবে আমি জগতের সংহর্ত্তা ও সর্ব্বতত্ত্ব বেত্তা হইয়াছি এবং অনায়াসে ত্রিলোকের অবধ্য দুরন্ত অসুর ত্রিপুরকে শরানলে ভস্মসাৎ করিয়াছি॥ ১২॥

যে কবচ ধারণ ও যাহার পঠনে কমলযোনি ব্রহ্মা অতি চমৎকারিণী সৃষ্টির বিস্তার করিয়াছেন এবং যাহার প্রভাবে ভগবান অনন্তদেব এই বিশ্ব সংসার ধারণ করিতেছেন॥ ১৩॥

আবার যাহার প্রভাবে কূর্ম্মরাজ ব্রহ্মাণ্ডধারী অনন্ত দেবকে অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন করিতেছেন। যাহার মহিমায় বিভু বায়ু স্বয়ং জগৎ প্রাণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ১৪॥

যাহা ধারণে বরুণদেব সিদ্ধিদাতা ও কুবের ধনেশ্বর হইয়াছেন এবং যাহা ধারণ ও পঠনে ইন্দ্র দেবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইন্দ্রত্ব করিতেছেন॥ ১৫॥

যদ্ধৃত্বা পঠনাচ্চন্দ্রো মহাবল পরাক্রমঃ ॥ ১৬ ॥
অগস্ত্যঃ সাগরান্ সপ্ত যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পপৌ।
চকার তেজসা পূর্ণং দৈত্যং বাতাপি সংজ্ঞকং ॥ ১৭ ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবী সর্ব্বাধারা-বসুন্ধরা।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পূতা গঙ্গা ভুবন পাবনী ॥ ১৮ ॥
যদ্ধৃত্বা জগতাং সাক্ষী ধর্ম্মোধর্ম্ম ভৃতাং বরঃ।
সর্ব্ব বিদ্যাধি দেবী সা যচ্চ ধৃত্বা সরস্বতী ॥ ১৯ ॥
যদ্ধৃত্বা জগতাং লক্ষ্মীরন্নদাত্রী পরাৎপরা।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্বেদান্ সাবিত্রী প্রসুসাব চ ॥ ২০ ॥
বেদাশ্চ ধর্ম্ম বক্তারো যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ভৃগো।
যদ্ধৃত্বা পঠনাচ্ছুদ্ধস্তেজস্বী হব্যবাহনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ যদ্ধৃত্বা জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ২১ ॥

যাহার অবলম্বনে ভাস্কর প্রভামণ্ডল বিস্তার করিয়া তেজোরাশিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন এবং যাহা ধারণ ও পঠনে ভগবান্ নিশানাথ মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

যে কবচ ধারণ ও যাহার পঠনে কুম্ভযোনি অগস্ত্য গণ্ডূষে সপ্ত সমুদ্র পান এবং বাতাপি নামক দৈত্য অদ্ভুত পরাক্রমশালী হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

যাহাকে ধারণে ও যাহার পঠনে দেবী বসুন্ধরা অবলীলাক্রমে সকলের আধার স্বরূপা হইয়া সমস্ত বহন করিতেছেন, এবং দেবী গঙ্গা স্বয়ং পূত হইয়া ভুবনত্রয় পূত করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

যে কবচ প্রভাবে ধার্ম্মিকবর ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, এবং দেবী সরস্বতী সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী হইয়া ত্রিজগতে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥

যে কবচ ধারণ করিয়া পরাৎপরা জগন্মাতা লক্ষ্মী জগন্নিবাসী জনগণের অন্নদাত্রী হইয়াছেন, এবং যাহা ধারণে ও পঠনে দেবী সাবিত্রী হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদের সমুৎপত্তি হইয়াছে

দাতব্যং কৃষ্ণ ভক্তায় সাধবে চ মহাত্মনে।
শঠায় পর শিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যু মবাপ্নুয়াৎ॥ ২২॥
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো রামেশ্বর স্বয়ং॥ ২৩॥
ত্রৈলোক্যবিজয় প্রাপ্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পরাৎপরঞ্চ কবচং ত্রিষুলোকেষু দুর্ল্লভং॥ ২৪॥
প্রণবো মে শিরঃ পাতু শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ সদা।
সদা পায়াৎ কপালং কৃষ্ণায় স্বাহেতি পঞ্চাক্ষরঃ॥ ২৫॥
কৃষ্ণেতি পাতু নেত্রে চ কৃষ্ণ স্বাহেতি তারকং।
হরায় নম ইত্যেবং ভ্রূলতাং পাতু মে সদা॥ ২৬॥

যাহার ধারণে ও পঠনে বেদ সকল ধর্ম্ম বক্তৃ রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ও হব্য বাহন পবিত্র কলেবর ধারণ করিয়া স্বীয় তেজোরাশি বিস্তার করিয়াছেন, এবং ভগবান্ সনৎকুমার যাহা ধারণ করিয়া জগতে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়া বিরাজ করিতেছেন॥ ২০। ২১॥

যে মহাত্মা সাধু ব্যক্তির চিত্ত ক্ষেত্র কৃষ্ণ প্রেমে আর্দ্র হইয়াছে, তাঁহাকেই এই ত্রৈলোক্য বিজয় কবচ প্রদান করা কর্ত্তব্য, নতুবা শঠ, ও পর শিষ্যকে প্রদান করিলে শমনের করাল করতলে নিপতিত হইতে হয়॥ ২২॥

এই ত্রৈলোক্য বিজয় কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ, গায়ত্রী, দেবতা স্বয়ং রামেশ্বর, এবং বিনিয়োগ ত্রৈলোক্য বিজয় প্রাপ্তি। এই কবচ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই, ইহা লাভ করা অতি সুকঠিন॥ ২৩। ২৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ পঙ্কজে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, এই কবচের প্রণব হইতে আমার মস্তক পরিরক্ষিত হউক! "কৃষ্ণায় স্বাহা" এই পঞ্চাক্ষর সতত আমার কপাল রক্ষা করুন। কৃষ্ণ স্বাহা, এই তারক অর্থাৎ পরিত্রাণ জনক মন্ত্র আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন। হরায় নমঃ,

ওঁ গোবিন্দায় স্বাহেতি নাসিকাং পাতু সন্ততং।
গোপালায় নমো গণ্ডৌ পাতু মে সর্ব্বতঃ সদা॥ ২৭॥
ওঁ নমো গোপাঙ্গনেশায় কর্ণৌ পাতু সদা মম।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ শশ্বৎ পাতু মেঽধর যুগ্মকং॥ ২৮॥
ওঁ গোবিন্দায় স্বাহেতি দন্তাবলিং মে সদাবতু।
ওঁ কৃষ্ণায় দন্তরন্ধ্রং দন্তোর্দ্ধং ক্লীং সদাবতু॥ ২৯॥
ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহেতি জিহ্বিকাং পাতু মে সদা।
রামেশ্বরায় স্বাহেতি তালুকং পাতু মে সদা॥ ৩০॥
রাধিকেশায় স্বাহেতি কণ্ঠং পাতু সদা মম।
নমো গোপাঙ্গনেশায় বক্ষঃ পাতু সদা মম॥ ৩১॥
ওঁ গোপেশায় স্বাহেতি স্কন্ধং পাতু সদা মম।
নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু॥ ৩২॥

এই মন্ত্র বলে আমার ভ্রূলতা পরিরক্ষিত হউক॥ ২৫। ২৬॥

ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন। গোপালায় নমঃ, এই মন্ত্র সতত আমার গণ্ডদ্বয় রক্ষা করুন। ওঁ নমঃ গোপাঙ্গনেশায়, এই মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, এই মন্ত্র নিরন্তর আমার অধর রক্ষা করুন॥ ২৭। ২৮॥

ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা, এই মন্ত্র বলে আমার দন্ত পংক্তি পরিরক্ষিত হউক, ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ এই মন্ত্র আমার দন্ত রন্ধ্র এবং ক্লীং মন্ত্র আমার দন্তের ঊর্দ্ধভাগ রক্ষা করুন॥ ২৯॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন। রামেশ্বরায় স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার তালুদেশ রক্ষা করুন। রাধিকেশায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সর্ব্বদা আমার কণ্ঠ রক্ষা হউক। গোপাঙ্গনেশায় নমঃ, এই মন্ত্র হইতে সতত আমার বক্ষঃস্থল পরিরক্ষিত হউক॥ ৩০। ৩১॥

ওঁ গোপেশায় স্বাহা, এই মন্ত্র নিরন্তর আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন।

উদরং পাতু মে নিত্যং মুকুন্দায় নমঃ সদা।
ওঁ হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহেতি করৌ পাদৌ সদা মম ॥৩৩॥
ওঁ বিষ্ণবে নমো বাহুযুগ্মং পাতু সদা মম।
ওঁ হ্রীং ভগবতে স্বাহা নখরং পাতু মে সদা ॥ ৩৪ ॥
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি নখরন্ধ্রং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং হ্রীং পদ্মনাভায় নাভিং পাতু সদা মম ॥ ৩৫ ॥
ওঁ সর্ব্বেশায় স্বাহেতি কঙ্কালং পাতু মে সদা।
ওঁ গোপীরমণায় স্বাহা নিতম্বং পাতু মে সদা ॥ ৩৬ ॥
ওঁ গোপীরমণনাথায় পাদৌ পাতু সদা মম।
ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥ ৩৭ ॥
ওঁ কেশবায় স্বাহেতি মম কেশান্ সদাবতু।
নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহেতি ব্রহ্মরন্ধ্রং সদাবতু ॥ ৩৮ ॥

নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। মুকুন্দায় নমঃ এই মন্ত্র আমার উদর রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, এই মন্ত্র আমার করদ্বয় ও পাদদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ৩২। ৩৩ ॥

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এই মন্ত্র হইতে আমার বাহু যুগল পরিরক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং ভগবতে স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার নখর সকল রক্ষা করুক। ওঁ নারায়ণায় নমং, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নখরন্ধ্র রক্ষা করুক। ও হ্রীং হ্রীং পদ্মনাভায় নমঃ, এই মন্ত্র সতত আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

ওঁ সর্ব্বেশায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কঙ্কাল রক্ষা করুক। ওঁ গোপীরমণায় স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নিতম্বদেশ রক্ষা করুক। ওঁ গোপীরমণনাথায় স্বাহা, এই মন্ত্র, সতত আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুক। ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার দেহ প্রভৃতি সমস্ত রক্ষা করুক ॥ ৩৬। ৩৭ ॥

ওঁ কেশবায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কেশ সকল রক্ষা করুন।

ওঁ মাধবায় স্বাহেতি লোমানিমে সদাবতু।
ওঁ ক্লীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥ ৩৯ ॥
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণঃ প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।
স্বয়ং গোলোকনাথো মামাগ্নেয্যাং দিশি রক্ষতু ॥ ৪০ ॥
পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপশ্চ দক্ষিণে মাং সদাবতু।
নৈঋত্যাং পাতু মাং কৃষ্ণঃ পশ্চিমে পাতুমাং হরিঃ ॥৪১॥
গোবিন্দঃ পাতুমাং শশ্বদ্বায়ব্যাং দিশি নিত্যশঃ।
উত্তরে মাং সদা পাতু রসিকানাং শিরোমণিঃ ॥ ৪২ ॥
ঐশান্যাং মাং সদা পাতু বৃন্দাবন বিহার কৃৎ।
বৃন্দাবনী প্রাণনাথঃ পাতু মামূর্দ্ধদেশতঃ ॥ ৪৩ ॥
স দৈব মাধবঃ পাতু বলিহারী মহাবলঃ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নৃসিংহঃ পাতু মাং সদা ॥ ৪৪ ॥
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ পাতু মাং মাধবঃ সদা।
সর্ব্বান্তরাত্মা নির্লিপ্তো রক্ষমাং সর্ব্বতো বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥

নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার ব্রহ্মরন্ধ্র রক্ষা করুক। ওঁ মাধবায় স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার লোম সকল রক্ষা করুক। ওঁ ক্লীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার সমস্ত রক্ষা করুক ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার পূর্ব্বদিক্, স্বয়ং গোলোকনাথ আমার অগ্নিকোন্, পূর্ণব্রহ্ম আমার দক্ষিণদিক্, কৃষ্ণ আমার নৈঋতকোন্, হরি আমার পশ্চিমদিক্ গোবিন্দ আমার বায়ুকোন্, রসিকশিরোমণি আমার উত্তরদিক্, বৃন্দাবনবিহারী আমার ঈশানকোন্ এবং বৃন্দাবনী প্রাণনাথ সতত আমার ঊর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন ॥ ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩ ॥

বলির দর্প চূর্ণকারী মহাবল পরাক্রান্ত মাধব সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। কি অপার জলরাশি, কি বিস্তীর্ণ ভূভাগ, কি অনন্ত আকাশ মণ্ডল, সর্ব্বত্রেই নৃসিংহদেব আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৪।

ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং॥ ৪৬॥
মযাশ্রুতং কৃষ্ণ বক্ত্রাৎ প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ॥ ৪৭॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।
সচ ভক্তো বসেদ্যত্র লক্ষ্মী বাণী বসেত্ততঃ॥ ৪৮॥
যদিস্যাৎ সিদ্ধি কবচো জীবন্মুক্তোভবেত্তু সঃ।
নিশ্চিতং কোটি বর্ষাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৯॥
রাজসূয় সহস্রাণি বাজপেয় শতানিচ।
অশ্বমেধাযুতান্যেব নরমেধাযুতানি চ। ৫০।
মহাদানানিযান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুব স্তথা।

কি নিদ্রিতাবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, সকল অবস্থাতেই মাধব সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। যিনি সকলের অন্তরাত্মা, যিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন সেই দয়াময় বিভু সতত সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন॥ ৪৫॥

বৎস! মন্ত্র সকল যাহার কলেবর, যাহা অপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই; এই আমি তোমার নিকট, সেই সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈলোক্য বিজয় নামক মন্ত্রের কথা কীর্ত্তন করিলাম॥ ৪৬॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবর বিনির্গত এই সুধায় আমার কর্ণ কুহর অভিষিক্ত হইয়াছে, অন্যের শ্রবণ বিবরে এ সুধানিষেক নিতান্ত নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি যথা নিয়মে গুরু পাদপদ্ম পূজা করিয়া কণ্ঠদেশে বা দক্ষিণ বাহুমধ্যে এই অদ্ভুত কবচ ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণু তুল্য সমাদরণীয় হইয়া থাকেন। সেই পরম ভক্ত যথায় অবস্থান করে লোক-মাতা লক্ষ্মী ও জ্ঞান স্বরূপা বাণী তথায় বাস করিয়া থাকেন, কবচ সিদ্ধ হইতে পারিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হয়, এবং কোটিবর্ষ পূজা করিয়া যে ফল লাভ হয়, তাহার সেই ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৪৭। ৪৮। ৪৯॥

সহস্র রাজসূয়, এক শত বাজপেয়, অযুত অশ্বমেধ, ও দশ সহস্র

ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৫১।
ব্রতোপবাস নিয়মং স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তপঃ।
স্নানঞ্চ সর্ব্ব তীর্থেষু নাস্যার্হন্তি কলামপি। ৫২।
সিদ্ধিত্ব মমরত্বঞ্চ দাস্যত্বং শ্রীহরেরপি।
যদিস্যাৎ সিদ্ধি কবচঃ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং। ৫৩।
সভবেৎ সিদ্ধি কবচো দশ লক্ষং জপেত্তু যঃ।
যো ভবেৎ সিদ্ধি কবচ সর্ব্বজ্ঞঃ স ভবেৎ ধ্রুবং। ৫৪।
ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা ভজেৎ কৃষ্ণং সুমন্দধীঃ।
কোটিকল্প প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ৫৫।
গৃহীত্বা কবচং বৎস মহীং নিঃক্ষত্রিয়াং কুরু।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নিঃশঙ্কঃ সদানন্দোহবলীলয়া। ৫৬।

নরমেধের অনুষ্ঠান ভূরি ভূরি মহাদান; এমন কি অখণ্ড মহীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিলেও ত্রৈলোক্য বিজয় নামক কবচ ধারণের ষোড়শাংশের একাংশও ফললাভ করিতে পারে না॥ ৫০। ৫১॥

সহস্র ব্রত, সহস্র উপবাস, সহস্র বেদাধ্যয়ন, সহস্র তপ, সহস্র সহস্র তীর্থে স্নান, এ সমস্ত কিছুই ত্রৈলোক্য বিজয় মন্ত্রের একাংশেরও তুল্য হইতে পারে না॥ ৫২॥

কি সিদ্ধি লাভ কি অমরত্ব লাভ, কি ভগবান্ শ্রীহরির দাস্য লাভ, এক ত্রৈলোক্য বিজয় কবচে সিদ্ধ হইতে পারিলে, এ সমস্তই লাভ হয়, তাহার আর সংশয় মাত্র নাই॥ ৫৩॥

যে ব্যক্তি দশ লক্ষবার এই ত্রৈলোক্য বিজয় কবচ, জপ করিতে পারে, সেই কবচ সিদ্ধ হয়, এবং সিদ্ধ কবচ হইলে, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই॥ ৫৪॥

এই কবচ না জানিয়া যে দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে, কোটি কোটি কল্প জপ করিলেও, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৫৫॥

অতএব হে বৎস! এই কবচ গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মহানন্দে

রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণা দেয়াশ্চ পুত্রক।
এবং ভূতঞ্চ কবচং নদেয়ং প্রাণ সঙ্কটে। ৫৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কবচ প্রদানং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অবলীলা ক্রমে একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া কর, বরং রাজ্য দান করিতে পারা যায়, বরং মস্তক অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়, বরং প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করা যায়, তথাপি সঙ্কটে, এমন কি জীবন সঙ্কটেও এই অদ্ভুত কবচ কাহাকেও দিতে পারা যায় না॥ ৫৬ ॥ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কবচ দান নাম এক ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভৃগুরুবাচ।

সংপ্রাপ্তং কবচং নাথ শশ্বৎ সর্ব্বাঙ্গ রক্ষণং।
সুখদং মোক্ষদং সারং শত্রু সংহার কারণং। ১।
অধুনা ভগবন্মন্ত্রং স্তোত্রং পূজা বিধিং প্রভো।
দেহি মহ্যমনাথায় শরণাগত পালক। ২।

মহাদেব উবাচ।

ওঁ শ্রীং নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় চ।
স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ ভজ গোপীশ্বরং বিভুং। ৩।
মন্ত্রেষু মন্ত্র রাজোয়ং মহান্ সপ্তদশাক্ষরঃ।
সিদ্ধোয়ং পঞ্চলক্ষেণ জপেন মুনি পুঙ্গব।
তদ্দশাংশঞ্চ হবনং তদ্দশাংশাভিষেচনং।
তর্পণং তদ্দশাংশঞ্চ তদ্দশাংশঞ্চ ভোজনং।
সুবর্ণানাঞ্চ শতকং পুরশ্চরণ দক্ষিণা। ৪।

ভৃগু বংশোদ্ভব পরশুরাম কহিলেন, নাথ! যে কবচে সর্ব্ব শরীর সংরক্ষিত হয়, যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দ ও মোক্ষ পদ প্রদান করে, যে কবচ শত্রু সংহারের একমাত্র কারণ, সেই সারভূত ত্রৈলোক্য বিজয় কবচ প্রাপ্ত হইলাম, এক্ষণে, হে শরণাগত প্রতিপালক! হে ভগবন্! হে প্রভো! আমি নিরাশ্রয়, আমাকে মন্ত্র, স্তোত্র ও পূজা প্রকরণ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন॥ ১। ২॥

মহাদেব কহিলেন, বৎস! ওঁ শ্রীং নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় স্বাহা, এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সপ্ত দশাক্ষর মহান্ মন্ত্ররাজ দ্বারা বিভু গোপী-শ্বরের আরাধনা কর। হে মুনিবর! এই মন্ত্র পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধি লাভ হয়। এই পঞ্চলক্ষ জপের দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ

মন্ত্র সিদ্ধস্য পুংসশ্চ বিশ্বং করতলং মুনে।
শক্তঃ পাতুং সমুদ্রাংশ্চ বিশ্বং সংহর্ত্তু মীশ্বরঃ।
পাঞ্চভৌতিক দেহেন বৈকুণ্ঠং গন্তমীশ্বরঃ। ৫।
তস্য সংস্পর্শ মাত্রেণ পদপঙ্কজ রেণুনা।
পূতানি সর্ব্বতীর্থানি সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা। ৬।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু মন্মুখতো মুনে।
সর্ব্বেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ভক্তি মুক্তি প্রদায়ি চ। ৭।
নবীন জলদ শ্যামং নীলেন্দীবর লোচনং।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্য মীষদ্ধাস্যং মনোহরং। ৮।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলা ধাম মনোহরং।
রত্ন সিংহাসনস্থং তং রত্ন ভূষণ ভূষিতং। ৯।

অভিষেচন, তাহার দশাংশ তর্পণ ও তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পাদন করিয়া শত সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিলে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়॥ ৩। ৪॥

হে মুনিবর! যে ব্যক্তি এই রূপ পুরশ্চরণ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধ হন, তিনি সমস্ত বিশ্ব করতল গত করিতে, সপ্ত সমুদ্র পান করিতে, বিশ্বসংসার সংহার করিতে এবং এই পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র অবলম্বন করিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারেন॥ ৫॥

তাঁহার চরণ পঙ্কজের রেণুমাত্র সংস্পর্শে সমস্ত তীর্থ পবিত্র এবং দেবী বসুন্ধরা পূত হন। মুনিবর! এক্ষণে আমার মুখবিবর বিনির্গত, ভক্তি ও মুক্তি দায়ক সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সামবেদোক্ত ধ্যানের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত কর॥ ৬। ৭॥

যাঁহার শরীর কান্তি নব জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাঁহার লোচন নীল পদ্মের ন্যায় স্বচ্ছ, যাঁহার মনোহর ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্যদেশ শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, যাঁহার মনোহর শরীরের সৌন্দর্য্য দর্শনে বোধ হয় যেন কোটি কন্দর্প একাধারে বিরাজ করিতেছে, যিনি রত্ন সিংহাসনের উপর আসীন রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ রত্ন ভূষণে বিভূ-

চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং পীতাম্বর ধরং বরং।
বীক্ষমানঞ্চ গোপীভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততং। ১০।
প্রফুল্ল মালতীমালা বনমালা বিভূষিতং।
দধতংকুন্দ পুষ্পাঢ্যাং চূড়াং চন্দ্রক চর্চ্চিতাং। ১১।
প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তীং নভসশ্চন্দ্র তারান্বিতস্য চ।
রত্ন ভূষণ সর্ব্বাঙ্গং রাধা বক্ষঃস্থল স্থিতং। ১২।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ দেবেন্দ্রৈঃ পরিসেবিতং।
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশৈশ্চ শ্রুতিভিশ্চ স্তুতং ভজে। ১৩।
ধ্যানেনানেন তং ধ্যাত্বা চোপচারাণি ষোড়শ।
দত্বা ভক্ত্যা চ সংপূজ্য সর্ব্বজ্ঞ ত্বং লভেৎ পুমান্। ১৪।
আদ্যং পাদ্যমাসনঞ্চ বসনং ভূষণং তথা।
গামর্ঘ্যং মধুপর্কঞ্চ যজ্ঞসূত্র মনুত্তমং। ১৫।
ধূপ দীপৌচ নৈবেদ্যং পুনরাচমনীয়কং।

ষিত, যাঁহার সর্ব্ব শরীর চন্দন রসে অভিষিক্ত, সহাস্য মুখী গোপীগণ যাঁহার বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

যাঁহার কলেবর প্রফুল্ল মালতীমালা ও অন্যান্য বনমালায় বিভুষিত, যিনি চন্দ্রক বিরাজিত কুন্দ পুষ্প শোভিত চূড়া মস্তকে ধারণ করিতেছেন বোধ হইতেছে যেন শশধর তারকাবলিপরিমণ্ডিত নভোমণ্ডলের শোভা বিস্তার করিতেছে। যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ রত্ন ভুষণে বিভুষিত, রাধিকার বক্ষঃস্থল যাঁহার বিহরণ স্থান, সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণ যাঁহাকে সেবা করিতেছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বেদগান করিয়া যাঁহার স্তব পাঠ করেন, সেই পূর্ণতম দেব শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি। ১১। ১২। ১৩॥

মানবগণ এই ধ্যান পাঠ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইলে প্রথমতঃ পাদ্য, তৎপরে আসন, তৎপরে বসন, তৎপরে ভুষণ, তৎপরে পৃথ্বী, তৎপরে অর্ঘ্য, তৎপরে মধুপর্ক তৎপরে

নানা প্রকার পুষ্পঞ্চ তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতং। ১৬।
চন্দনাগুরু কস্তূরী দিব্য তল্পং মনোহরং। ১৭।
ভক্ত্যা ভগবতে দেয়ং মাল্যং পুষ্পাঞ্জলি ত্রয়ং। ১৭।
ততঃ ষড়ঙ্গং সংপূজ্য পশ্চাৎ সংপূজয়েদ্গণং।
শ্রীদামানঞ্চ সুদামানং বসুদামান মেবচ। ১৮।
হরিভানুং চন্দ্রভানুং সূর্য্যভানুং সুভানুকং।
পার্ষদ প্রবরান্ সপ্ত পূজয়েদ্ভক্তি ভাবতঃ। ১৯।
গোপীশ্বরীং রাধিকাঞ্চ মূল প্রকৃতি মীশ্বরীং।
কৃষ্ণশক্তিং কৃষ্ণ পূজ্যাং পূজয়েদ্ভক্তি পূর্ব্বকং। ২০।
গোপ গোপীগণং শান্তং মাং ব্রহ্মাণঞ্চ পার্ব্বতীং।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং পৃথ্বীং সর্ব্ব দেবং নবগ্রহং। ২১।
দেবষট্‌কং সমভ্যর্চ্চ্য পুনঃ পঞ্চোপচারতঃ।
পশ্চাদ্দেবং ক্রমেণৈব শ্রীকৃষ্ণং পূজয়েৎ সুধীঃ। ২২।

উৎকৃষ্ট যজ্ঞসূত্র, তৎপরে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পুনরাচমনীয় এবং নানা বিধ পুষ্প, সুবাসিত তাম্বূল, চন্দন, অগুরুচন্দন, কস্তূরী, মনোহর উৎকৃষ্ট শয্যা প্রদান করিতে হয়। তাহার পর ভক্তি পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মাল্য প্রদান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় প্রদান করা কর্ত্তব্য॥ ১৪। ১৫। ১৬। ১৭॥

তৎপরে ষড়ঙ্গপূজা সমাপন করিয়া পারিষদগণকে পূজা করিবে। পারিষদগণের মধ্যে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, হরিভানু, চন্দ্রভানু, সূর্য্য-ভানু ও সুভানু এই সপ্তজনই প্রধান। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক এই সপ্ত পারিষদের পূজা করিবে। ১৮। ১৯॥

তাহার পর যিনি গোপিকাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা, যিনি মূল প্রকৃতি, যিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি স্বরূপা, যিনি শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্যা, ভক্তিপূর্ব্বক সেই সর্ব্বেশ্বরী রাধিকাকে পূজা করিবে। ২০।

অনন্তর গোপগণ, গোপীগণ, আমি, ব্রহ্মা, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পৃথিবী, এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতা ও নবগ্রহের পূজা করিবে॥ ২১॥

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সমভ্যর্চ্চ্য দেবষট্কমিষ্টদেবঞ্চ পূজয়েৎ। ২৩।
গণেশং বিঘ্ননাশায় ব্যাধিনাশায় ভাস্করং।
আত্মনঃ শুদ্ধয়ে বহ্নিং শ্রীবিষ্ণুং মুক্তি হেতবে। ২৪।
জ্ঞানায় শঙ্করং দুর্গাং পরমৈশ্বর্য্য হেতবে।
সংপূজনে ফলমিদং বিপরীত মপূজনে। ২৫।
ততঃ কৃত্বা পরীহার মিষ্টদেবঞ্চ ভক্তিতঃ।
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং পঠেদ্ভক্ত্যা চ তৎশৃণু। ২৬।

মহাদেব উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরংধাম পরং জ্যোতিঃ সনাতনং।
নির্লিপ্তং পরমাত্মানং নমামি সর্ব্ব কারণং। ২৭।

তাহার পর ধীমান জনগণ ছয় দেবকে পূজা করিয়া পরে যথাক্রমে পঞ্চোপচারে আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। অর্থাৎ গণপতি, ভাস্কর, হুতাশন, বিষ্ণু, শিব ও শিবানী এই ছয় দেবকে অর্চ্চনা করিয়া পরে অভীষ্টদেবকে পূজা করিবে॥ ২২। ২৩॥

বিঘ্ন বিনাশনের নিমিত্ত গণপতি, ব্যাধি বিনাশনের নিমিত্ত ভাস্কর, শুদ্ধি বিধানের নিমিত্ত অগ্নি, চরমে মোক্ষপদ লাভের নিমিত্ত বিষ্ণু, জ্ঞান লাভের নিমিত্ত দেব শঙ্কর এবং অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত দুর্গা এই ছয় দেবতাকে পূজা করিলে ঐ সকল ফললাভ হয়, আর না করিলে উহার বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। ২৪। ২৫।

তৎপরে ভক্তি পূর্ব্বক পরীহার করিবার পর সামবেদ বিহিত যে স্তব পাঠ করিতে হয়, তাহা কহিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২৬॥

মহাদেব কহিলেন, বৎস পরশুরাম! যিনি পরম ব্রহ্ম, যিনি শ্রেষ্ঠ নিকেতন, যিনি পরম জ্যোতিঃ, যিনি নিত্য, যিনি নির্লিপ্ত যিনি পরমাত্মা এবং যিনি সমস্ত জগতের কারণ সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ পরম দেবকে প্রণাম করি। ২৭॥

স্থূলাৎ স্থূলতমং দেবং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমং পরং।
সর্ব্ব দৃশ্য মদৃশ্যঞ্চ স্বেচ্ছাচারং নমাম্যহং। ২৮।
সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুং।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহং। ২৯।
অতীব কমনীয়ঞ্চ রূপং নিরূপমং বিভুং।
করাল রূপ মত্যন্তং বিভ্রতং প্রণমাম্যহং। ৩০।
কর্ম্মণঃ কর্ম্ম রূপং তং সাক্ষিণং সর্ব্ব কর্ম্মণঃ।
ফলঞ্চ ফলদাতারং সর্ব্ব রূপং নমাম্যহং। ৩১।
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা কলয়া মূর্ত্তি ভেদতঃ।
নানা মূর্ত্তি কলাংশেন যঃ পুমাং স্তং নমাম্যহং। ৩২।
স্বয়ং প্রকৃতি রূপশ্চ মায়য়াংশ্চ স্বয়ং পুমান্।
তয়োঃ পরং স্বয়ং শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরং। ৩৩।

যিনি স্থূল হইতেও স্থূল, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম যিনি সর্ব্বদৃশ্য হইয়াও অদৃশ্য সেই স্বেচ্ছাময় পরম দেবকে প্রণাম করি। ২৮।

যিনি সাকার ও নিরাকার যিনি সগুণ ও নির্গুণ যিনি সমস্ত বিশ্বের আধার যিনি সমস্ত বিশ্ব স্বরূপ সেই স্বেচ্ছাময় বিভুকে প্রণাম করি। ২৯।

যিনি অতীব কমনীয় রূপ ধারণ করেন; যাঁহার উপমার আধার নাই যিনি অতি ভীষণ করাল মূর্ত্তি ধারণ করেন সেই বিভুকে প্রণাম করি।৩০।

যিনি কর্ম্মরূপী, যিনি সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী, যিনি স্বয়ং সমস্ত কর্ম্মের ফল আবার যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বময় সেই পরম দেব হরিকে প্রণাম করি॥ ৩১॥

যিনি স্বীয় অংশ পৃথক করিয়া, মূর্ত্তিভেদে কখন জগৎস্রষ্টা, কখন জগতের পাতা অর্থাৎ পালক, কখন সংহর্ত্তা অর্থাৎ নাশক হইতেছেন, যিনি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, সেই স্বেচ্ছাময় দেবকে প্রণাম করি॥ ৩২॥

স্ত্রী পুং নপুংসকং রূপং যো বিভর্ত্তি স্বমায়য়া।
স্বয়ং মায়া স্বয়ং মায়ী যো দেবস্তং নমাম্যহং॥ ৩৪।
তারণং সর্ব্বদুঃখানাং সর্ব্বকারণ কারণং।
ধারণং সর্ব্ববিশ্বানাং সর্ব্ববীজং নমাম্যহং॥ ৩৫॥
তেজস্বিনাং রবির্যোহি সর্ব্বজাতিষু ব্রাহ্মণঃ।
নক্ষত্রাণাঞ্চ যশ্চন্দ্র স্তং নমামি জগৎপ্রভুং॥ ৩৬॥
রুদ্রাণাং বৈষ্ণবানাঞ্চ জ্ঞানিনাং যো হি শঙ্করঃ।
নাগানাং যো হি শেষশ্চ তং নমামি জগৎপতিং॥ ৩৭॥
প্রজাপতীনাং যো ব্রহ্মা সিদ্ধানাং কপিল স্বয়ং।
সনৎকুমারো মুনিষু তং নমামি জগদ্গুরুং॥ ৩৮॥

যিনি কখন প্রকৃতি রূপ আবার কখন মায়া প্রভাবে পুরুষ রূপ ধারণ করিতেছেন, আবার যিনি সেই প্রকৃতি পুরুষ হইতেও অতীত পদার্থ, সেই পরাৎপর দয়াময় সনাতন হরিকে প্রণাম করি॥ ৩৩॥

যিনি স্বীয় মায়াবলে কখন স্ত্রী, কখন পুরুষ, কখন নপুংসক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, যিনি স্বয়ং মায়াময় হইয়াও মায়াবী দেব বলিয়া বিখ্যাত হন সেই মায়াময় দেবকে প্রণাম করি॥ ৩৪॥

যিনি সমস্ত লোকের সর্ব্ব প্রকার দুঃখের তারণ কর্ত্তা, যিনি সর্ব্ব প্রকার জন্ম পদার্থেরও কারণ, যিনি সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিতেছেন, সেই সর্ব্ববীজ স্বরূপ দেব হরিকে প্রণাম করি॥ ৩৫॥

যিনি তেজঃ পদার্থ মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, যিনি সমস্ত জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ, যিনি নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, সেই জগৎপ্রভু দেবকে প্রণাম করি॥ ৩৬॥

যিনি একাদশ রুদ্রের মধ্যে বৈষ্ণব গণের মধ্যে ও জ্ঞানিগণের মধ্যে শঙ্কর, যিনি নাগগণের মধ্যে অনন্ত দেব, সেই দেব জগৎ পতিকে প্রণাম করি॥ ৩৭॥

যিনি দক্ষাদি প্রজাপতিগণের মধ্যে ব্রহ্মা, যিনি সিদ্ধগণের মধ্যে স্বয়ং কপিল দেব, যিনি মুনিগণের মধ্যে সনৎকুমার, সেই জগদ্গুরু দেব হরিকে প্রণাম করি॥ ৩৮॥

দেবানাং যো হি বিষ্ণুশ্চ দেবীনাং প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
স্বায়ম্ভুবো মনূনাং যো মানবেষু চ বৈষ্ণবঃ।
নারীণাং শতরূপাচ বহুরূপং নমাম্যহং ॥ ৩৯ ॥
ঋতূনাং যো বসন্তশ্চ মাসানাং মার্গ শীর্ষকঃ।
একাদশী তিথীনাঞ্চ নমামি সর্ব্ব রূপিণং ॥ ৪০ ॥
সাগরঃ সরিতাং যশ্চ পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ।
বসুন্ধরা সহিষ্ণুণাং তং সর্ব্বং প্রণমাম্যহং ॥ ৪১ ॥
পত্রাণাং তুলসী পত্রং দারু রূপেষু চন্দনং।
বৃক্ষাণাং কল্পবৃক্ষো য স্তং নমামি জগৎপতিং ॥ ৪২ ॥
পুষ্পাণাং পারিজাতশ্চ শস্যানাং ধান্যমেবচ।
অমৃতং ভক্ষ্য বস্তুণাং নানারূপং নমাম্যহং ॥ ৪৩ ॥
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং।
কামধেনুশ্চ ধেনূনাং সর্ব্বরূপং নমাম্যহং ॥ ৪৪ ॥

যিনি দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, যিনি দেবীগণের মধ্যে প্রকৃতি, যিনি চতুর্দ্দশ মনু মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, যিনি মানবগণ মধ্যে বৈষ্ণব, যিনি নারীগণের মধ্যে শতরূপা সেই বহুরূপী দেব কৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩৯ ॥

যিনি ঋতুগণ মধ্যে প্রধান ঋতু বসন্ত, যিনি দ্বাদশ মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ, যিনি তিথি মধ্যে একাদশী, সেই সর্ব্বরূপী দেবকে প্রণাম করি ॥৪০।

যিনি সরিৎ মধ্যে সাগর, যিনি পর্ব্বত মধ্যে হিমালয়, যিনি সহিষ্ণু মধ্যে সর্ব্বংসহা মেদিনী, সেই সর্ব্বময় পরম দেব হরিকে প্রণাম করি। ৪১।

যিনি পত্রের মধ্যে তুলসী পত্র, যিনি কাষ্ঠের মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ, যিনি বৃক্ষ গণের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, সেই জগৎপতি হরিকে প্রণাম করি। ৪২।

যিনি পুষ্প সমুদয়ের মধ্যে পারিজাত, যিনি সর্ব্বপ্রকার শস্য মধ্যে ধান্য, যিনি ভক্ষ্যবস্তু সমুদায়ের মধ্যে অমৃত, সেই নানারূপধারী পরম দেব দয়াময় হরিকে প্রণাম করি। ৪৩।

যিনি গজেন্দ্রদিগের মধ্যে ঐরাবত, যিনি পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতের,

তৈজসানাং সুবর্ণঞ্চ ধন্যানাং ধান্যমেবচ।
যঃ কেশরী পশূনাঞ্চ বর রূপং নমাম্যহং ॥ ৪৫ ॥
যক্ষাণাঞ্চ কুবেরো যো গ্রহাণাঞ্চ বৃহস্পতিঃ।
দিক্‌পালানাং মহেন্দ্রশ্চ তং নমামি পরং বরং ॥ ৪৬ ॥
বেদ সজ্ঘশ্চ শাস্ত্রাণাং পণ্ডিতানাং সরস্বতী।
অক্ষরাণামকারো য স্তং প্রধানং নমাম্যহং ॥ ৪৭ ॥
মন্ত্রাণাং বিষ্ণুমন্ত্রশ্চ তীর্থানাং জাহ্নবী স্বয়ং।
ইন্দ্রিয়াণাং মনো যো হি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠং নমাম্যহং ॥ ৪৮ ॥
সুদর্শনঞ্চ শস্ত্রাণাং ব্যাধিনাং বৈষ্ণবোজ্বরঃ।
তেজসাং ব্রহ্মতেজশ্চ বরেণ্যঞ্চ নমাম্যহং ॥ ৪৯ ॥
নিষেকশ্চ বলবতাং মনশ্চ শীঘ্র গামিনাং।

যিনি ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, সেই সর্ব্বময় প্রভুকে প্রণাম করি। ৪৪।

যিনি তৈজস পদার্থের মধ্যে সুবর্ণ, যিনি যাবদীয় ধনের মধ্যে ধান্য, যিনি বন্যপশুদিগের মধ্যে কেশরী, সেই প্রধান রূপধারী দয়াময় হরিকে আমি বার বার নমস্কার করি। ৪৫।

যিনি যক্ষগণের মধ্যে কুবের, যিনি গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি, যিনি দিক্‌ পালগণের মধ্যে মহেন্দ্র, সেই পরাৎপর হরিকে প্রণাম করি। ৪৬।

যিনি নানাবিধ শাস্ত্রের মধ্যে চতুর্ব্বেদ, যিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে বাগ্বাণী সরস্বতী, যিনি বর্ণমালার মধ্যে অকার, সেই শ্রেষ্ঠতম পরাৎপর পরম দেব হরিকে প্রণাম করি। ৪৭॥

যিনি মন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্র, যিনি তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে স্বয়ং ত্রিপথগামিনী পতিতপাবনী গঙ্গা, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, সেই সর্ব্বপ্রধান পরাৎপর দয়াময় পরম দেব হরিকে প্রণাম করি। ৪৮।

যিনি শস্ত্র সমুদায়ের মধ্যে সুদর্শন, যিনি ব্যাধিগণের মধ্যে বৈষ্ণব জ্বর, যিনি তেজঃপদার্থের মধ্যে ব্রহ্মতেজ, সেই বরেণ্য পরব্রহ্ম পরাৎপর দয়াময় পরম দেব হরিকে প্রণাম করি। ৪৯।

কালঃ কলয়তাং যো হি তং নমামি বিলক্ষণং ॥ ৫০ ॥
জ্ঞান দাতা গুরূণাঞ্চ মাতৃরূপশ্চ বন্ধুষু।
মিত্রেষু জন্মদাতা য স্তং সারং প্রণমাম্যহং ॥ ৫১ ॥
শিল্পিনাং বিশ্বকর্ম্মা যঃ কামদেবশ্চ রূপিণাং।
পতিব্রতা যঃ পত্নীনাং নমস্যং তং নমাম্যহং ॥ ৫২ ॥
প্রিয়েষু পুত্র রূপো যো নৃপ রূপো নরেষু চ।
শালগ্রামশ্চ যন্ত্রাণাং তং বিশিষ্টং নমাম্যহং ॥ ৫৩ ॥
ধর্ম্মঃ কল্যাণ বীজানাং বেদানাং সামবেদকঃ।
ধর্ম্মাণাং সত্য রূপো যো বিশিষ্টং তং নমাম্যহং ॥ ৫৪ ॥
জলেশৈত্য স্বরূপো যো গন্ধ রূপশ্চ ভূমিষু।
শব্দ রূপশ্চ গগনে তং প্রণম্যং নমাম্যহং ॥ ৫৫ ॥

যিনি বলবান ব্যক্তিগণের নিষেক অর্থাৎ পুরুষত্ব স্বরূপ, যিনি দ্রুত-গামী পদার্থের মধ্যে মন স্বরূপ এবং যিনি বিনাশ কারী পদার্থ সমুদায় মধ্যে কালস্বরূপ, সেই প্রধানতম পরম দেব হরিকে প্রণাম করি। ৫০।

যিনি গুরুগণের মধ্যে জ্ঞানদাতা, যিনি পরিবারগণের মধ্যে মাতা এবং মিত্রগণের মধ্যে জন্মদাতা পিতা সেই পরব্রহ্ম সারাৎসার পরম দেব দয়াময় হরিকে নমস্কার করি। ৫১।

যিনি শিল্পিগণের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা, যিনি রূপবান পুরুষদিগের মধ্যে কামদেব, যিনি পত্নীগণের মধ্যে পতিব্রতা, সেই সারাৎসার পরব্রহ্ম নমস্য দেব দয়াময় হরিকে নমস্কার করি। ৫২।

যিনি প্রিয়তম পদার্থ মধ্যে পুত্র, যিনি নরলোকের মধ্যে নরপতি, যিনি শিলাযন্ত্র মধ্যে শালগ্রাম শিলা, সেই হরিকে নমস্কার করি। ৫৩।

যিনি কল্যাণ অর্থাৎ সুখের কারণভূত সমস্ত পদার্থ মধ্যে ধর্ম্ম, যিনি বেদ মধ্যে সামবেদ, যিনি ধর্ম্ম মধ্যে সত্য স্বরূপ সেই বিশিষ্ট দেব দয়াময় হরিকে নমস্কার করি। ৫৪।

যিনি জলের শৈত্য ভূমির গন্ধ ও আকাশের শব্দ স্বরূপ, সেই প্রণম্য দেব দেবশ্রেষ্ঠ হরিকে প্রণাম করি। ৫৫।

ক্রতূনাং রাজসূয়ো যো গায়ত্রী ছন্দসাঞ্চ যঃ ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথ স্তং গরিষ্ঠং নমাম্যহং ॥ ৫৬ ॥
ক্ষীর স্বরূপো গব্যানাং পবিত্রাণাঞ্চ পাবকঃ ।
পুণ্যদানাঞ্চ য স্তোত্রং তং নমামি শুভ প্রদং ॥ ৫৭ ॥
তৃণানাং কুশরূপো যো ব্যাধি রূপশ্চ বৈরিণাং ।
গুণানাং শান্ত রূপো যশ্চিত্র রূপং নমাম্যহং ॥ ৫৮ ॥
তেজোরূপো জ্ঞান রূপঃ সর্ব্ব রূপশ্চ যো মহান্ ।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চ তং নমামি স্বয়ং বিভুং ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বাধারেষু যো বায়ু র্যথাত্মানিত্যরূপিণাং ।
আকাশোব্যাপকানাং যো ব্যাপকং তং নমাম্যহং ॥ ৬০ ॥
বেদানির্ব্বচনীয়ং যন্ন স্তোতুং পণ্ডিতঃ ক্ষমঃ ।
যদনীর্ব্বচনীয়ঞ্চ কোবা তং স্তোতু মীশ্বরঃ ॥ ৬১ ॥

যিনি যাবদীয় যজ্ঞ মধ্যে রাজসূয়, সমস্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী এবং গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সেই গরীয়ান্ দেব হরিকে প্রণাম করি। ৫৬।

যিনি যাবদীয় গব্যের মধ্যে ক্ষীর স্বরূপ, যিনি যাবদীয় পাবন দ্রব্য মধ্যে পাবক, এবং পুণ্যদায়ক পদার্থ মধ্যে স্তোত্র, সেই শুভদাতা সারাৎ-সার দেব হরিকে প্রণাম করি। ৫৭।

যিনি সর্ব্বপ্রকার তৃণের মধ্যে কুশ, যিনি শত্রুগণের মধ্যে ব্যাধি, এবং গুণগ্রাম মধ্যে শান্তগুণ, সেই বিচিত্র রূপী দেব হরিকে প্রণাম। ৫৮।

যিনি তেজঃস্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি সর্ব্বস্বরূপ, যিনি মহান্-স্বরূপ, সেই বাক্পথাতীত বিভুকে প্রণাম করি। ৫৯।

নশ্বর দেহস্থিত আত্মার ন্যায়, যিনি বায়ুরূপে সকল আধারেই বিদ্য-মান রহিয়াছেন, যিনি ব্যাপক পদার্থের মধ্যে আকাশস্বরূপ, সেই সর্ব্ব ব্যাপী পুরুষকে আমি প্রণাম করি। ৬০।

চতুর্ব্বেদ যাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেই বেদমাত্র অধ্যয়ন করিয়া কিরূপে তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ

বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং জড়ীভূতা সরস্বতী।
তঞ্চ বাঙ্মনসোঃ পারং কো বিদ্বান্ স্তোতুমীশ্বরঃ ॥ ৬২ ॥
শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ শ্যামরূপং নমাম্যহং ॥ ৬৩ ॥
দ্বিভুজং মুরলীবক্ত্রং কিশোরং সস্মিতং মুদা।
শশ্বদ্গোপাঙ্গনাভিশ্চ বীক্ষমাণং নমাম্যহং ॥ ৬৪ ॥
রাধয়া দত্ত তাম্বূলং ভুক্তবন্তং মনোহরং।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ তমীশং প্রণমাম্যহং ॥ ৬৫ ॥
রত্ন ভূষণ ভূষাঢ্যং সেবিতং শ্বেত চামরৈঃ।
পার্ষদ প্রবরৈ র্গোপ কুমারৈ স্তং নমাম্যহং ॥ ৬৬ ॥

হইবেন ? ফলতঃ যাহা অনির্ব্বচনীয়, কে সেই সারাৎসার পরব্রহ্ম দয়াময় হরির স্তব করিয়া শেষ করিবে ? । ৬১ ।

বেদচতুষ্টয় যাঁহার স্তব করিতে সমর্থ নহে, সরস্বতী যাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে জড়ীভূত হন, সেই অবাঙ্মনসগোচর পদার্থকে স্তব করিতে কোন্ বিদ্বান পারদর্শী হইবেন ? । ৬২ ।

যিনি শুদ্ধ তেজস্বরূপ, যিনি কেবল ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর ধারণ করেন, সেই অতিকমনীয় শ্যাম সুন্দর দয়াময় হরিকে প্রণাম করি । ৬৩ ।

যিনি দ্বিভুজ, যিনি মুরলী বদন যিনি কিশোর অর্থাৎ বাল্য ও যৌবন এই উভয় সীমার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, গোপাঙ্গনাগণ নয়ন-চকোর দ্বারা যাঁহার বদন সুধাকর পান করিতেছেন, সেই সর্ব্বময় দেব হরিকে প্রণাম করি ॥ ৬৪ ॥

আদ্যাপ্রকৃতি রাধার অধরের তাম্বূল যিনি ভোজন করেন, যাঁহার রূপ অতি মনোহর, যিনি সতত রত্নময় সিংহাসনে আসীন থাকেন সেই সর্ব্বময় প্রভুকে প্রণাম করি । ৬৫ ।

যিনি বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইলে পারিষদ প্রধান গোপকুমার

বৃন্দাবনান্তরে রম্যে রাসোল্লাস সমুৎসুকং।
রাস মণ্ডল মধ্যস্থং নমামি রসিকেশ্বরং ॥ ৬৭ ॥
শত শৃঙ্গে মহাশৈলে গোলোকে রত্ন পর্ব্বতে।
বিরজা পুলিনে রম্যে প্রণমামি বিহারিণং ॥ ৬৮ ॥
পরিপূর্ণতমং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরং।
সত্যং ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ নিত্যং কৃষ্ণং নমাম্যহং ॥ ৬৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য স্তোত্র মিদং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং সদাতা ভারতে ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
হরিদাস্যং হরৌ ভক্তিং লভেৎ স্তোত্র প্রসাদতঃ।
ইহলোকে জগৎ পূজ্যো বিষ্ণু তুল্য ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৭১ ॥

গণ শ্বেত চামর দ্বারা যাঁহাকে বীজন করে, সেই ভক্তবৎসল দয়াময় দেব কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। ৬৬।

যিনি রমণীয় বৃন্দাবন মধ্যে রাসক্রীড়া করিতে একান্ত উৎসুক হন, সেই রাসমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী রসিকচূড়ামণি দেব দয়াময় রাধাকান্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। ৬৭।

যিনি কখন রমণীয় মহাশৈল শতশৃঙ্গে, কখন গোলোকে, কখন রত্ন-পর্ব্বতে, কখন বা বিরজা নদীর পুলিনে বিহার করেন, সেই নানা স্থান বিহারী দেব হরিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। ৬৮।

যাঁহার অপূর্ণতা নাই, শান্তগুণ যাঁহার সর্ব্বশরীরে নৃত্য করিতেছে যিনি রাধার একান্ত কমণীয়, যাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য মানবমন আকর্ষণ করে, যিনি সত্যস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ, সেই শাশ্বত দেব দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৬৯।

এই ভারতে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিকালীন শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল দাতা হইতে এবং শ্রীকৃষ্ণের এই স্তব প্রসাদে তিনি অতিদুর্লভ হরিদাস্য ও হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন, আর ইহলোকে বিষ্ণুর

সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বরঃ শান্তোঽন্তে যাতি হরেঃ পদং।
তেজসা যশসা ভাতি যথা সূর্য্যো মহীতলে ॥ ৭২ ॥
জীবন্মুক্তঃ কৃষ্ণ ভক্তঃ সভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
অরোগী গুণবান্ বিদ্বান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সদা ॥ ৭৩ ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশ বলো মনোযাতি হরেঃ পদং।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদশ্চৈব সদাতা সর্ব্ব সম্পদাং।
কল্পবৃক্ষ সমঃ শশ্বদ্ভবেৎ কৃষ্ণ প্রসাদতঃ। ৭৪ ।
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ত্বং বৎস গচ্ছ পুষ্করং।
তত্র কৃত্বা মন্ত্র সিদ্ধিং পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি বাঞ্ছিতং। ৭৫ ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং কুরু পৃথ্বীং যথা সুখং।
মমাশিষা মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদতঃ। ৭৬ ।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে স্তব প্রদান নাম দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ন্যায় জগৎপূজ্য হন, সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধিদাতা ও শান্তরসাস্পদ হইয়াও চরমে শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার তেজঃপ্রভা ও যশঃ প্রভা প্রভাকরের প্রভার ন্যায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে। ৭০। ৭১। ৭২।

সেই কৃষ্ণ পরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার দেহে রোগের নাম মাত্র থাকে না, প্রত্যুত তিনি সতত গুণবান, বিদ্বান, পুত্রবান্ ও ধনবান্ হইয়া থাকেন। ষড়দর্শনে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মে, তিনি দশের বল প্রাপ্ত হন। তাঁহার মন হরি পাদপদ্মে বিলীন হয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকল অভীষ্টদাতা ও সর্ব্ব-সম্পদ্ দাতা হন ; এমন কি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বলে তিনি নিরন্তর কল্প-বৃক্ষ তুল্য হইয়া থাকেন। ৭৩। ৭৪।

হে বৎস! এই আমি স্তবের বৃত্তান্ত বিস্তারিত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তুমি পুষ্করতীর্থে গমন কর। তথায় গিয়া মন্ত্র সিদ্ধি করিতে পারিলে সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে। হে মুনিবর! তুমি আমার আশীর্ব্বাদে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে, অবলীলাক্রমে এই পৃথিবী, এক বিংশতিবার রাজন্য শূন্য কর ॥ ৭৫। ৭৬। দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শিবং প্রণম্য সভৃগু দুর্গাং কালীং মুদান্বিতঃ।
গত্বা পুষ্কর তীর্থঞ্চ মন্ত্র সিদ্ধিঞ্চকার হ। ১।
স বভূব নিরাহারো মাসং ভক্তি সমন্বিতঃ।
ধ্যায়ন্ কৃষ্ণ পদাম্ভোজং বায়ু বুদ্ধিঞ্চকার সঃ। ২।
দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য গগনং তেজসাবৃতং।
দিশোদশদ্যোতয়ন্তং সমাচ্ছন্ন দিবাকরং। ৩।
তেজোমণ্ডল মধ্যস্থং রত্নযানং দদর্শ হ।
দদর্শ তত্র পুরুষ মতীব সুন্দরং বরং। ৪।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যং ভক্ত নুগ্রহকারকং।
মূর্দ্ধা প্রণম্য দণ্ডবদ্বরং বব্রেত মীশ্বরং। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! ভৃগু কুলোদ্ভব পরশুরাম সানন্দচিত্তে ভগবান্ ভূতনাথ, দুর্গা ও কালীকে প্রণাম করিয়া পুষ্কর তীর্থে গমন এবং তথায় মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি ঐকান্তিকমনে একমাস কাল অনশনে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম চিন্তা করিতে করিতে বায়ুরোধ করিলেন। তৎপরে চক্ষুদ্বয় উন্মী-লিত করিয়া দেখিলেন, গগনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব তেজোমণ্ডলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, দশ দিক উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং সূর্য্য মণ্ডল সেই তেজঃ প্রভাবে প্রতিহতপ্রভ হইয়াছে ॥ ২। ৩ ॥

তৎপরে দেখিলেন, সেই তেজোমণ্ডলের মধ্যভাগে এক রত্ন বিমান বিরাজ করিতেছে, এবং সেই বিমানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অতীব রমণীয় এক পুরুষ সমাসীন রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

তাঁহার বদনে ঈষৎ হাস্য বিকাশ থাকাতে মুখমণ্ডল কেমন অনির্ব্বচ-নীয় প্রসন্নভাব প্রকাশ করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, ভক্ত-

ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিতি।
পদার বিন্দে সুদৃঢ়াং তাং ভক্তিমনপায়িনীং। ৬।
দাস্যং সুদুর্ল্লভং শশ্বৎ ত্বৎ পাদাব্জে চ দেহি মে।
কৃষ্ণ স্তস্মৈ বরং দত্বা তত্রৈবান্তর ধীয়ত। ৭।
ভৃগুঃ প্রণম্য ভবনং জগাম তৎ পরাৎপরং।
সস্পন্দ দক্ষিণাঙ্গঞ্চ পরং মঙ্গল সূচকং। ৮।
বাঞ্ছা প্রতীত জননং সুস্বপ্নঞ্চ দদর্শ হ।
মনঃ প্রসন্নং স্ফীতঞ্চ তদ্বভূব দিবানিশং।
সংভাষ্য স্বজনং সর্ব্বং গৃহে তস্থৌ মুদান্বিতঃ॥ ৯॥
স্বশিষ্যান্ পিতৃ শিষ্যাংশ্চ ভ্রাতৃবর্গাংশ্চ বান্ধবান্।
আনীয়ানীয় বিবিধান্ মন্ত্রাংশ্চ স চকারহ॥ ১০॥

দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই সতত উন্মুখ, রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়াই অবনত মস্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সেই সর্ব্বময় দেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমি যেন একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতে পারি, যেন তোমার পাদ-পদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে, যেন আমি নিরন্তর তোমার চরণো-পান্তে সুদুর্ল্লভ দাসত্ব লাভ করিতে পারি। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ' তথাস্তু ' বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন॥ ৫। ৬। ৭॥

তাহার পর ভার্গব সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলেন, গমনকালে মঙ্গল সূচক তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন হইতে লাগিল॥ ৮॥

তিনি নিদ্রিতাবস্থায় অভীষ্ট ফলদায়ক সুস্বপ্ন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নিরন্তর তাঁহার মন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া মহানন্দে স্বভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯।

পৌর্ব্বাপর্য্যং স্ববৃত্তান্তং তানেবোক্ত্বা শুভক্ষণে।
তৈরেব সার্দ্ধং বলবান্ বভূব গমনোন্মুখঃ॥ ১১॥
দদর্শ মঙ্গলং রামঃ সুশ্রাব জয় সূচকং।
বুবুধে মনসা সর্ব্বং স্ব জয়ং বৈরি সংক্ষয়ং॥ ১২॥
যাত্রা কালে চ পুরতঃ সুশ্রাব সহসা মুনিঃ।
হরি শব্দং সিংহ শব্দং ঘন্টা দুন্দুভি বাদনং॥ ১৩॥
আকাশবাণীং সঙ্গীতং জয়স্তে ভবিতেতি চ।
নরেঙ্গিং শুশ্রু কল্যাণং মেঘশব্দং জয়াবহং॥ ১৪॥
চকার যাত্রাং ভগবান্ শ্রুত্বৈবং বিবিধং শুভং।
দদর্শ পুরতো বিপ্র বন্দি দৈবজ্ঞ ভিক্ষুকান॥ ১৫॥
জ্বলৎ প্রদীপং বিভ্রস্তীং পতি পুত্রবতীং সতীং।
পুরো দদর্শ স্মেরাস্যাং নানা ভূষণ ভূষিতাং॥ ১৬॥

তিনি স্বীয় শিষ্যগণ, পিতৃ শিষ্যগণ, ভ্রাতৃগণ ও বান্ধবগণকে লইয়া নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে শুভক্ষণে তাহাদিগের সহিত রণ প্রয়াসে সমুদ্যত হইলেন। ১০। ১১।

ভার্গব যাত্রাকালে জয় সূচক নানা বিধ সুলক্ষণ সন্দর্শন ও বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনোমধ্যে স্বীয় বিজয় ও শত্রুর পরাজয় অবধারণ করিলেন॥ ১২॥

মুনিবর ভৃগু, যাত্রাকালে সহসা সম্মুখে অশ্বের হ্রেষা, সিংহের নিনাদ, ঘন্টার বাদ্য ও দুন্দুভির ধ্বনি, শ্রবণ করিতে লাগিলেন। "ভার্গব! তোমার জয় হইবে" এই রূপ আকাশবাণী ও এই রূপ সঙ্গীত তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, কল্যাণকর মেঘ সকল গর্জ্জন করিয়া যেন ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহার জয়শব্দ ঘোষণা করিতে লাগিল॥১৩।১৪॥

ভগবান্ ভার্গব এই সকল শুভ সূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া সমরে প্রয়াণ করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে বিপ্রগণ, বন্দিগণ দৈবজ্ঞগণ ও ভিক্ষুক-

শবং শিবাং পূর্ণকুম্ভাং চাসঞ্চ নকুলস্তথা।
গচ্ছন্দদর্শ রামশ্চ যাত্রা মঙ্গল সুচকং ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণসারং গজং সিংহং তুরগং গণ্ডকং দ্বিপং।
চমরীং রাজহংসঞ্চ চক্রবাকং শুকং পিকং ॥ ১৮ ॥
ময়ূরং খঞ্জনং চৈব শঙ্খচিল্লং চকোরকং।
পারাবতং বলাকাঞ্চ কারণ্ডং চাতকং চটং ॥ ১৯ ॥
সৌদামিনীং শক্রচাপং সূর্য্যং সূর্য্য সভাং শুভাং।
সদ্যোমাংসং সজীবঞ্চ মৎস্যং শঙ্খং সুবর্ণকং ॥ ২০ ॥
মাণিক্যং রজতং মুক্তাং মণীন্দ্রঞ্চ প্রবালকং।
দধি লাজং শুক্লধান্যং শুক্ল পুষ্পঞ্চ কুঙ্কুমং ॥ ২১ ॥
পর্ণং পতাকাং ছত্রঞ্চ দর্পণং শ্বেত চামরং।
ধেনুং বৎস প্রযুক্তাঞ্চ রথস্থং ভূমীপং তথা। ২২।
দুগ্ধ মাজ্যং তথা পূগং অমৃতং পায়সন্তথা।
শালগ্রামং পক্কফলং স্বস্তিকং শর্করাং মধুং ॥ ২৩ ॥

গণ উপস্থিত রহিয়াছে। বিবিধভূষণে বিভূষিত পতি পুত্রবতী সাধ্বীগণ অতি প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল হস্তে করিয়া হাস্য বদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ১৫ । ১৬ ॥

বাম ভাগে শব, শিবা, পূর্ণকুম্ভ, চাস, (স্বর্ণ চাতক পক্ষী বিশেষ) নকুল প্রভৃতি শুভসূচক পদার্থ সকল বিরাজ করিতেছে। কৃষ্ণসার, মাতঙ্গ, সিংহ, তুরঙ্গ, গণ্ডক, দ্বিপ, চমরী, রাজহংস, চক্রবাক, শুক, পিক, ময়ূর, খঞ্জন, শঙ্খচিল, চকোর, পারবত, বলাকা, কারণ্ড, চাতক, ও চটক, প্রভৃতি প্রাণী সকল অবস্থান, করিতেছে ॥ ১৭ । ১৮ । ১৯ ॥

সৌদামিনী, ইন্দ্রধনু, সূর্য্য, সূর্য্যমণ্ডল, সদ্যোমাংস, সজীব মৎস্য, শঙ্খ, সুবর্ণ, মাণিক্য, রজত, মুক্তা, প্রবাল, মণীন্দ্র, দধি, লাজ, শুক্লধান্য, শুক্ল পুষ্প, কুঙ্কুম, পর্ণ, পতাকা, ছত্র, দর্পণ, শ্বেত চামর, সবৎসা ধেনু, রথারূঢ় রাজা, দুগ্ধ, আজ্য, গুবাক, অমৃত, পায়স, শালগ্রাম, পক্ক ফল,

মার্জ্জারঞ্চ বৃষেন্দ্রঞ্চ মেষ পার্ব্বত মূষিকং।
মেঘাচ্ছন্নস্ত চ রবেরুদয়ং চন্দ্রমণ্ডলং ॥ ২৪ ॥
কস্তূরী ব্যজনং তোয়ং হরিদ্রাং তীর্থ মৃত্তিকাং।
সিদ্ধার্থং সর্ষপং দুর্ব্বাং বিপ্র বালঞ্চ বালিকাং। ২৫।
মৃগং বেশ্যাঞ্চ ভ্রমরং কর্পূরং পীত বাসসং।
গোমূত্রং গো পুরীষঞ্চ গোধূলিং গোপদাঙ্কিতং ॥ ২৬ ॥
গোষ্ঠং গবাং বর্ত্মরম্যাং গোশালাং গোরক্তিং শুভাং।
ভূষণং দেব প্রতিমাং জ্বলদগ্নিং মহোৎসবং। ২৭।
তাম্রঞ্চ স্ফটিকং বৈদ্যং সিন্দূরং মাল্য চন্দনং। ২৮।
গন্ধঞ্চ হীরকং রত্নং দদর্শ দক্ষিণে শুভং।
সুগন্ধি বায়োরাঘ্রাণং প্রাপ বিপ্রাশিষং শুভং। ২৯।
ইত্যেবং মঙ্গলং জ্ঞাত্বা প্রযযৌ স মুদান্বিতঃ।
অস্তং গতে দিনকরে নর্ম্মদাতীর সন্নিধৌ। ৩০।

স্বস্তিক, শর্করা ও মধু প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল, তাঁহার নয়ন গোচর হইল ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩॥

মার্জ্জার, বৃষেন্দ্র, মেষ, পার্ব্বতীয় মূষিক, মেঘ নির্ম্মুক্ত সূর্য্য, চন্দ্রমণ্ডল, কস্তূরী, ব্যজন, তোয়, হরিদ্রা, তীর্থ মৃত্তিকা, সিদ্ধার্থ, সর্ষপ, দূর্ব্বা, ব্রাহ্মণ বালক ও বালিকা, মৃগ, বেশ্যা, ভ্রমর, কর্পূর, পীতবস্ত্র গোমূত্র, গোময়, গোধূলি, গোপদচিহ্ন, গোষ্ঠ, গোগমন পথ, রমণীয় গো শালা, গো শৃঙ্গার, ভূষণ, দেবপ্রতিমা, প্রজ্বলিত অনল ও মহোৎসব সকল তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪। ২৫। ২৬। ২৭॥

দক্ষিণ ভাগে তাম্র, স্ফটিক, বৈদ্য, সিন্দূর, মাল্য চন্দন গন্ধ হীরক রত্ন প্রভৃতি শুভ সূচক বস্তু সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, সুগন্ধি বায়ুর আঘ্রাণ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল তিনি বিপ্রগণের শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮। ২৯॥

ভার্গব এই সকল শুভ দর্শন মঙ্গল সূচক বিবেচনা করিয়া মহা

তত্রাক্ষয় বটং দিব্যং দদর্শ সুমনোহরং।
অত্যূর্দ্ধং বিস্তৃত মতি পুণ্যাশ্রম পদং পরং। ৩১।
পৌলস্ত্য তপসঃ স্থানং সুগন্ধি বায়ুনান্বিতং।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাভ্যাসে তত্র তস্থৌ গণৈঃ সহ। ৩২।
সুস্বাপ পুষ্প শয্যায়াং কিঙ্করৈঃ পরিসেবিতঃ।
নিদ্রাং যযৌ পরিশ্রান্তঃ পরমানন্দ সংযুতঃ। ৩৩।
নিশাতীতে চ স ভৃগু শ্চারু স্বপ্নং দদর্শ হ।
ন চিন্তিতং যন্মনসা বায়ু পিত্ত কফং বিনা। ৩৪।
গজাশ্ব শৈল প্রাসাদ গো বৃক্ষ ফলিতেষু চ।
আরুহ্য মানমাত্মানং রুদন্তং ক্রমি ভক্ষিতং। ৩৫।

আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। দিনমণি অস্ত শিখরে অধিরোহণ করিলে তিনি নর্ম্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অতি মনোহর দিব্য অক্ষয় বট বিরাজ করিতেছে। ঐ অক্ষয় বট গগনমার্গ ভেদ করিয়া মস্তক উন্নত এবং চতুর্দ্দিকে অতি দূরদেশ পর্য্যন্ত শাখারূপ বাহু বিস্তার করিয়াছে। এই স্থান পরম পবিত্র পুণ্যাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌলস্ত্য এই স্থানে তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, সুগন্ধি বায়ু হিল্লোলে এই স্থান সতত সুস্নিগ্ধ। ভগবান্ ভার্গব এই স্থানে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের আশ্রমের নিকট সগণে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩১। ৩২ ॥

পরশুরাম পথশ্রমে কাতর ছিলেন সুতরাং অনুচরগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইয়া কুসুম শয্যায় শয়ন করত পরমানন্দে সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বায়ু পিত্ত ও কফের আধিক্য হইলেই সকলে স্বপ্ন দর্শন করে; কিন্তু ভার্গবের তাহার কিছুই ছিল না, তথাপি নিশার শেষে যে সকল বিষয়ের কিছুমাত্র পরিচিন্তা করেন নাই, সেই সকল আশ্চর্য্য বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

আরুহ্যমান মাত্মানং নৌকায়াং চন্দনোক্ষিতং।
ধৃতবন্তং পুষ্পমালাং শোভিতং পীতবাসসা। ৩৬।
বিণ্মূত্রোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং বশা পূয সমন্বিতং।
বীণাং বরাং বাদয়ন্ত মাত্মনঞ্চ দদর্শ হ। ৩৭।
বিস্তীর্ণ পদ্ম পত্রেশ্চ স্বং দদর্শ সরিত্তটে।
দধ্যাজ্য মধু সংযুক্তং ভুক্তবন্তঞ্চ পায়সং। ৩৮।
ভুক্তবন্তঞ্চ তাম্বূলং লভন্তং ব্রাহ্মণাশিষং।
ফল পুষ্প প্রদীপঞ্চ পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ। ৩৯।
পরিপক্ক ফলং ক্ষীর মুষ্ণান্নং শর্করান্বিতং।
স্বস্তিকং ভুক্তবন্তং স্বং দদর্শ চ পুনঃ পুনঃ। ৪০।
জলৌকসা বৃশ্চিকেন মীনেন ভুজগে নচ।
ভক্ষিতং ভীতমাত্মানং পলায়ন্তং দদর্শ সঃ। ৪১।

যেন তিনি গজে, অশ্বে, শৈলে, প্রাসাদে, বৃষে, বৃক্ষে, বা ফলবান্ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রোদন করিতেছেন এবং কৃমিগণে তাঁহাকে ভক্ষণ করিতেছে। যেন চন্দন দিগ্ধ কলেবর হইয়া গলে পুষ্পমালা ধারণ এবং পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন। যেন বিষ্ঠা মুত্র, বসা ও পুযে সর্ব্ব শরীর বিলেপিত হইয়াছে, আর তিনি উৎকৃষ্ট বীণা বাদন করিতেছেন॥ ৩৫। ৩৬। ৩৭॥

যেন তিনি বিস্তীর্ণ পদ্ম পত্র আস্তৃত করিয়া নদীতীরে দধি ঘৃত ও মধু সংযুক্ত পায়স ভোজন করিতেছেন। যেন তিনি ভোজনান্তে তাম্বূল ভক্ষণ করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে-ছেন, যেন স্তূপাকার ফল, রাশীকৃত পুষ্প ও প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল দেখিতেছেন॥ ৩৮। ৩৯॥

যেন তিনি পরিপক্ক ফল, ক্ষীর, শর্করা মিশ্রিত উষ্ণ অন্ন ও স্বস্তিক বারম্বার ভোজন করিতেছেন। যেন জলজন্তুগণে, বৃশ্চিকে, মৎস্যে ও ভুজঙ্গে তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, আর তিনি যেন ভয়ে

ততো দদর্শ চাত্মানং মণ্ডলং চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
পতি পুত্রবতীং নারীং পশ্যন্তং সস্মিতং দ্বিজং॥ ৪২।
সুবেশয়াকন্যকয়া সস্মিতেন দ্বিজেন চ।
দদর্শ শ্লিষ্টমাত্মানং তুষ্টেন পরিতুষ্টয়া। ৪৩।
ফলিতং পুষ্পিতং বৃক্ষং দেবতা প্রতিমাং নৃপং।
গজস্থঞ্চ রথস্থঞ্চ পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ। ৪৪।
পীতবস্ত্র পরিধানাং রত্নালঙ্কার ভূষিতাং।
বিশন্তীং ব্রাহ্মণীং গেহং পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ। ৪৫।
শঙ্খঞ্চ স্ফাটিকং শ্বেতমালাং মুক্তাঞ্চ চন্দনং।
সুবর্ণং রজতং রত্নং পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ। ৪৬।
গজং বৃষঞ্চ সর্পঞ্চ শ্বেতঞ্চ শ্বেত চামরং।
নীলোৎপলং দর্পণঞ্চ ভার্গবঃ স্বং দদর্শ হ। ৪৭।
রথস্থং নবরত্নস্থং মালতী মাল্য ভূষিতং।
রত্ন সিংহাসনস্থং স্বং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ। ৪৮।

অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতেছেন॥ ৪০। ৪১॥

তাহার পর দেখিলেন, যেন তিনি সূর্য্যমণ্ডল বা চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, যেন সম্মুখে পতি পুত্রবতী রমণী ও হাস্যবদন ব্রাহ্মণ সকল বিরাজ করিতেছে॥ ৪২॥

যেন সুন্দর বেশ ভূষা সংযুক্ত কুমারীগণ এবং সহাস্য আস্য ব্রাহ্মণগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। যেন তাঁহার সম্মুখে ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ ও দেবপ্রতিমা বিরাজমান রহিয়াছে। যেন তিনি গজে বা রথে আরোহণ করিয়াছেন॥ ৪৩। ৪৪॥

যেন এক ব্রাহ্মণ পত্নী পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তৎপরে তিনি শঙ্খ, শ্বেতবর্ণ স্ফটিকমালা, মুক্তা, চন্দন, সুবর্ণ, রজত, রত্ন, গজ, বৃষ, সর্প, শ্বেতবর্ণ, শ্বেতচামর, নীলোৎপল, ও দর্পণ দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৪৫।৪৬।৪৭॥

পদ্মশ্রেণীং পূর্ণকুম্ভং দধি লাজং ঘৃতং মধু ।
পর্ণ ছত্রং ছত্রিণঞ্চ ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৪৯ ।
বক পঙ্ক্তিং হংস পঙ্ক্তিং কন্যা পঙ্ক্তিং ব্রতান্বিতাং ।
পূজয়ন্তীং ঘটশুভং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৫০ ।
মণ্ডপস্থং দ্বিজগণং পূজয়ন্তং হরং হরিং ।
জয়োস্ত্বিত্যুক্ত বন্তং তং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৫১ ।
সুধাবৃষ্টিং পর্ণবৃষ্টিং ফলবৃষ্টিঞ্চ শাশ্বতীং ।
পুষ্প চন্দন বৃষ্টিঞ্চ ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৫২ ।
সদ্যোমাংসং জীব মৎস্যং ময়ূরং শ্বেত খঞ্জনং ।
সরোবরঞ্চ তীর্থানি ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৫৩ ।
পারাবতং শুকং চাসং শঙ্খ চিল্লঞ্চ চাতকং ।
ব্যাঘ্রং সিংহঞ্চ সুরভীং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৫৪ ।
গোরোচনাং হরিদ্রাঞ্চ শুক্লধান্যাচলং বরং ।
জ্বলদগ্নিং তথা দূর্ব্বাং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ । ৫৫ ।

যেন তিনি রথে, উৎকৃষ্ট নবরত্নে অবস্থান করিতেছেন। যেন তিনি মালতীমালায় বিভূষিত হইয়াছেন, যেন তিনি রত্নময় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

যেন তাঁহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ পদ্ম সকল, পূর্ণকুম্ভ, দধি, লাজ, ঘৃত, মধু, পর্ণছত্র, ছত্রী, বক পংক্তি হংস পংক্তি ঘটার্চ্চন কারিণী ব্রতবতী কন্যা পংক্তি বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৯ । ৫০ ॥

যেন দ্বিজগণ মণ্ডপ মধ্যে আসীন হইয়া হরি হরকে পূজা করিতেছেন এবং বলিতেছেন, " ভার্গব ! তোমার জয় হউক ।" ॥ ৫১ ॥

তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন নিরন্তর সুধাবৃষ্টি, পর্ণবৃষ্টি, ফলবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি ও চন্দনবৃষ্টি হইতেছে। যেন সদ্যোমাংস, জীবিত মৎস্য, ময়ূর, শ্বেত খঞ্জন, সরোবর, তীর্থ সকল, পারাবত, শুক, চাস, শঙ্খচিল, চাতক, ব্যাঘ্র, সিংহ, সুরভী, গোরোচনা, হরিদ্রা, শুক্লধান্যরাশি, প্রজ-

দেবালয় সমূহঞ্চ শিবলিঙ্গঞ্চ পূজিতং।
অর্চ্চিতাং মৃণ্ময়ীং শৈবাং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ। ৫৬।
যব গোধূম চূর্ণানাং পিষ্টানি লড্ডুকানি চ।
ভৃগুর্দ্দদর্শ স্বপ্নে চ বুভুজে চ পুনঃ পুনঃ। ৫৭।
দিব্য বস্ত্র পরীধানা রত্ন ভূষণ ভূষিতাঃ।
অগম্যা গমনং স্বপ্নে চকার ভৃগু নন্দনঃ। ৫৮।
দদর্শ নর্ত্তকীং বেশ্যাং রুধিরঞ্চ সুরাং পপৌ।
রুধিরোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গঃ স্বপ্নে চ ভৃগু নন্দনঃ। ৫৯।
পক্ষিণাং পীত বর্ণানাং মানুষাণাঞ্চ নারদ।
মাংসানি বুভুজে রামো হৃষ্টঃ স্বপ্নেঽরুণোদয়ে। ৬০।
অকস্মান্নিগড়ৈর্ব্বদ্ধং ক্ষতং শস্ত্রেণ স্বং ভৃগুং।
দৃষ্ট্বা চ বুবুধে প্রাতঃ সমুত্তস্থৌ হরিং স্মরন্। ৬১।
অতীব হৃষ্টঃ স্বপ্নে ন প্রাতঃকৃত্যঞ্চকার সঃ।
মনসা বুবুধে সর্ব্বং বিজেষ্যামিরিপুং ধ্রুবং। ৬২।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি
খণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

লিত অনল, দূর্ব্বা, দেবালয় সমূহ, পূজিত শিবলিঙ্গ, প্রতিষ্ঠিত মৃণ্ময়ী দুর্গা মূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজ করিতেছে॥ ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬॥

যেন তিনি যব ও গোধূম চূর্ণের পিষ্টক লড্ডুক সকল বারম্বার ভক্ষণ করিতেছেন! যেন তিনি দিব্যবস্ত্র পরিহিত, বিবিধ রত্ন ভূষণে বিভূষিত অগম্যা দিব্যাঙ্গনার সহিত সঙ্গম করিতেছেন॥ ৫৭। ৫৮॥

তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন নর্ত্তকী বেশ্যাগণ নৃত্য করিতেছে। যেন তিনি রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রুধির ও সুরা পান করিতেছেন, যেন তিনি অরুণোদয় কালে মহানন্দে পীতবর্ণ পক্ষিগণের ও মানুষগণের মাংস সকল ভোজন করিতেছেন॥ ৫৯। ৬০॥

যেন তিনি হঠাৎ নিগড়ে নিবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিবামাত্র তাঁহার উদ্বোধ হইল তিনি প্রাতঃকালে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। মনে মনে বুঝিলেন যে, আমি নিশ্চয়ই রিপু পরাজয় করিব॥ ৬১। ৬২॥ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

স প্রাত রাহ্নিকং কৃত্বা সমালোচ্যচতৈঃ সহ।
দূতং প্রস্থাপযামাস কার্ত্তবীর্য্যাশ্রমং ভৃগুঃ ॥ ১ ॥
সদূতঃ শীঘ্রমাগত্য বসন্তং রাজ সংসদি।
বেষ্টিতং সচিবৈঃ সার্দ্ধ মুবাচ নৃপতীশ্বরং ॥ ২ ॥

রামদূত উবাচ।

নর্ম্মদা তীর সান্নিধ্যে ন্যগ্রোধাক্ষয় মূলকে।
স ভৃগু ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং ত্বং তত্র গন্তু মর্হসি ॥ ৩ ॥
যুদ্ধং কুরু মহারাজ জাতিভি র্জ্ঞাতিভিঃ সহ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যতি মহীমিতি ॥ ৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা রামদূতশ্চ জগাম রাম সন্নিধিং।
রাজা বিধায় সন্নাহং সমরং গন্তু মুদ্যতঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অনন্তর ভগবান্ ভার্গব বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ॥১॥

সেই পরশুরাম প্রেরিত দূত, অবিলম্বে অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত রাজ সভায় সমাসীন নরপতি মণ্ডলের অধীশ্বর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ভগবান্ ভার্গব আসিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নর্ম্মদা নদীর তীরে অক্ষয় বটমূলে যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতেছেন; আপনার তথায় গমন করা উচিত। এমন কি আপনি স্বীয় দলবলের সহিত তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এই পৃথিবী এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন ॥ ২। ৩। ৪ ॥

রামদূত এই কথা বলিয়া পুনরায় পরশুরাম সমীপে সমুপস্থিত হইল, এদিকে পৃথিবীপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সমরোচিত বেশভূষা বিধান করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ৫ ॥

গচ্ছন্তং সমরং দৃষ্ট্বা প্রাণেশং সা মনোরমা।
তমেব বারযামাস বাসযামাস সন্নিধৌ ॥ ৬ ॥
রাজা মনোরমাং দৃষ্ট্বা প্রসন্ন বদনে ক্ষণঃ।
তামুবাচ সভা মধ্যে বাক্যং মানসিকং মুনে ॥ ৭ ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ।

মামেবাহ্বয়তে কান্তে জমদগ্নি সুতো মহান্।
স তিষ্ঠন্নর্ম্মদাতীরে রণায় ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৮ ॥
সংপ্রাপ্য শঙ্করাচ্ছস্ত্রং মন্ত্রঞ্চ কবচং হরেঃ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং কর্ত্তুমিচ্ছতি মেদিনীং ॥ ৯ ॥
আন্দোলয়তি মে প্রাণান্ মনঃ সংক্ষুভিতং মুহুঃ।
শশ্বং স্ফুরতি বামাঙ্গং দৃষ্টং স্বপ্নং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১০ ॥
তৈলাভ্যাঙ্গিত মাত্মান মদর্শং গর্দ্দভোপরি।
বিভ্রান্ত মোড্র পুষ্পস্য মাল্যঞ্চ রক্ত চন্দনং ॥ ১১ ॥

রাজ মহিষী মনোরমা প্রাণেশ্বরকে সমর গমনে সমুদ্যত দেখিয়া নিবারণ পূর্ব্বক স্বীয় পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন ॥ ৬ ॥

রাজা মনোরমাকে দর্শন করিবামাত্র প্রসন্ন বদনে প্রফুল্ল নয়নে সভা মধ্যে হৃদগত ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কান্তে! জমদগ্নি পুত্র মহাবল পরশুরাম যুদ্ধার্থ আসিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছেন ॥ ৭। ৮ ॥

তিনি, ভূতপতি শঙ্করের নিকট হইতে মহাস্ত্র এবং পরব্রহ্ম শ্রীহরির মন্ত্র ও কবচ প্রাপ্ত হইয়া এক বিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে অভিলাষ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

শুনিয়া অবধি আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, মন মুহুর্মুহু বিচলিত ও বামাঙ্গ নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে। প্রিয়ে! আর আমি যে সকল দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

রক্ত বস্ত্র পরীধানং লৌহালঙ্কার ভূষিতং।
হসন্তঞ্চৈব ক্রীড়ন্তং নির্ব্বাণাঙ্গার রাশিনা॥ ১২॥
ভস্মাচ্ছন্নাঞ্চ পৃথিবীং জবা পুষ্পান্বিতাং সতি।
রহিতং চন্দ্র সূর্য্যাভ্যাং রক্ত সন্ধ্যান্বিতং নভঃ॥ ১৩॥
মুক্ত কেশাঞ্চ নৃত্যন্তীং বিধবাং ছিন্ন নাসিকাং।
রক্ত বস্ত্র পরীধানা মদর্শ মট্টহাসিনীং॥ ১৪॥
স শরামগ্নি রহিতাং চিতাং ভস্ম সমন্বিতাং।
ভস্ম বৃষ্টি মসৃগ্বৃষ্টি মঙ্গার বৃষ্টি মীশ্বরি॥ ১৫॥
পক্ক তাল ফলাকীর্ণাং পৃথিবী মস্থি সংযুতাং।
অদর্শং কর্পরাশিঞ্চ ছিন্ন কেশ নখান্বিতং॥ ১৬॥
পর্ব্বতং লবণানাঞ্চ রাত্রি ভূতং কপর্দ্দকং।

আমি যেন সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়াছি, যেন আমার গলদেশে ওড্র পুষ্পের মালা দোলায়মান হইতেছে, যেন আমি অঙ্গে রক্ত চন্দন বিলেপন রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছে, যেন নির্ব্বাণ অঙ্গাররাশি লইয়া কখন হাস্য কখন বা ক্রীড়া করিতেছি॥১১।১২॥

যেন সমস্ত পৃথিবী ভস্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া রক্ত জবায় লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, চন্দ্র সূর্য্য তিরোহিত হইয়াছে, আকাশ মণ্ডল অনবরত সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে॥ ১৩॥

ছিন্নমাসা বিধবা রমণীগণ রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া নৃত্য করিতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছে, যেন চিতার উপর শব সকল শয়ান রহিয়াছে কিন্তু অগ্নির নাম মাত্র নাই, প্রত্যুত সমস্ত চিতা ভস্মে সমাচ্ছন্ন, যেন ভস্মবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি ও অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে॥ ১৪। ১৫॥

যেন পৃথিবী, পক্ক তালফলে ও অস্থি সমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ছিন্নকেশ ও নখ সমাযুক্ত কতশত শব কপাল রাশীকৃত রহিয়াছে॥ ১৬॥

চূর্ণানাঞ্চৈব তৈলানা মদর্শং কন্দরং নিশি ॥ ১৭ ॥
অদর্শং পুষ্পিতং বৃক্ষ মশোক করবীরয়োঃ ।
তাল বৃক্ষঞ্চ ফলিতং তত্র এব পতৎ ফলং ॥ ১৮ ॥
স্বকরাৎ পূর্ণ কলসঃ পপাত চ বভঞ্জ চ ।
ইত্য দর্শঞ্চ গগনাৎ সম্পতচ্চন্দ্রমণ্ডলং ॥ ১৯ ॥
অদর্শ মম্বরাৎ সূর্য্য মণ্ডলং সম্পতদ্ভুবি ।
উল্কাপাতং ধূমকেতুং গ্রহণঞ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ২০ ॥
বিকৃতাকার পুরুষং বিকটাস্যং দিগম্বরং ।
আগচ্ছন্তঞ্চাগ্রতস্তু অদর্শঞ্চ ভয়ানকং ॥ ২১ ॥
বালা দ্বাদশ বর্ষীয়া বস্ত্র ভূষণ ভূষিতা ।
সংকৃষ্টা যাতি মদ্গেহা দিত্য দর্শ মহং নিশি ॥ ২২ ॥
বিদায়ং দেহি রাজেন্দ্র তদ্গেহাদ্যামি কাননং ।
বদসি ত্বং মামিতি চ নিত্য দর্শমহং শুচা ॥ ২৩ ॥

কোন স্থানে লবণাচল, কোন স্থানে হরিদ্রাক্ত কপর্দ্দক, কোন স্থানে রাশীকৃত চূর্ণ, কোন স্থানে বা তৈল হ্রদ, বিরাজমান রহিয়াছে। ১৭ ॥

কোন স্থানে দেখিলাম অশোক ও করবীর বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছে। কোন স্থানে অপর্য্যাপ্ত তাল বৃক্ষ ফল পূর্ণ হইয়া তাহা হইতে পরিপক্ব ফল সকল বিগলিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

কখন দেখিলাম যেন পূর্ণ কুম্ভ হস্ত হইতে যেমন নিপতিত অমনি ভগ্ন হইল, যেন নভোমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল স্খলিত হইয়া ভূতলসাৎ হইল, যেন ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, চন্দ্র সূর্য্য যেন রাহু গ্রস্ত হইলেন। যেন উৎপাত ধূমকেতু গগন পথে সমুদিত হইল। ১৯। ২০।

যেন বিকটাকার, বিকটাস্য ভীষণ মূর্ত্তি এক পুরুষ উলঙ্গ হইয়া সম্মুখে আগমন করিতেছে, যেন দ্বাদশবর্ষীয়া এক বালা, রজনীযোগে রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কষ্টভাবে আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে।

রুষ্টো বিপ্রো মাংসপতি সন্ন্যাসী চ তথা গুরুঃ।
ভিত্তৌ পুত্তলিকাশ্চিত্রা নৃত্যন্তীত্য দর্শং পরং ॥ ২৪ ॥
চঞ্চলানাঞ্চ গৃধ্রানাং কাকানাং নিকরৈঃ সদা।
পীড়িতং মহিষাণাঞ্চ স্ব মদর্শ মহং নিশি ॥ ২৫ ॥
তৈলং পীড়িত যন্ত্রঞ্চ তৈলকারেণ ভ্রামিতং।
দিগম্বরান্ পাশহস্তানদর্শ মহ মীশ্বরি ॥ ২৬ ॥
নৃত্যন্তি গায়ণাঃ সর্ব্বে গায়ং গায়তি মে গৃহে।
বিবাহং পরমানন্দ মিত্য দর্শ মহং নিশি ॥ ২৭ ॥
রমণং কুর্ব্বতো লোকান্ কেশাকেশীতি কুর্ব্বতে।
অদর্শং সমরং রাত্রৌ কাকানাঞ্চ শুনামিতি ॥ ২৮ ॥
মোটকানি চ পিণ্ডানি শ্মশানং শব সংযুতং।
রক্তবস্ত্রং শুক্লবস্ত্র মদর্শং নিশি কামিনি ॥ ২৯ ॥
কৃষ্ণাম্বরা কৃষ্ণবর্ণা নগ্নাচ মুক্ত কেশিনী।
বিধবা শ্লিষ্যতি চ মা মদর্শ নিশি শোভনে ॥ ৩০ ॥

তুমি যেন আমাকে বলিতেছে, রাজেন্দ্র আমাকে বিদায় দাও আমি আর তোমার গৃহে থাকিব না, আমি বনে চলিলাম ॥ ২১। ২২। ২৩ ॥

যেন ব্রাহ্মণ, মাংসপতি, সন্ন্যাসী ও গুরু রুষ্ট হইয়াছেন, যেন ভিত্তি স্থিত চিত্রিত পুত্তলিকা সকল নৃত্য করিতেছে। যেন নিতান্ত চঞ্চল কাক ও গৃধ্রগণ এবং মহিষগণ আমাকে নিপীড়িত করিতেছে ॥ ২৪। ২৫ ॥

যেন তৈলকারগণ তৈল নিষ্পীড়ন যন্ত্র ঘূর্ণিত করিতেছে এবং কতক গুলি পুরুষ পাশাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উলঙ্গবেশে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৬ ॥

যেন আমার ভবনে মহাসমারোহে বিবাহ উপস্থিত! চতুর্দ্দিকে নর্ত্তকীরা নৃত্য এবং গায়কেরা সঙ্গীতের সমালোচন করিতেছে। লোক সকল মহানন্দে মত্ত হইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে কেশাকেশীও হইতেছে। যেন কাকগণ ও কুক্কুরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ২৭ ২৮ ॥

শ্মশানভূমি শবে পরিপূর্ণ, তথায় পিণ্ড ও মোটক সকল প্রস্তুত।

নাপিতো মুণ্ডিতো মুণ্ডং শ্মশ্রু শ্রেণীং কৃন্তিরে।
বক্ষঃস্থলঞ্চ নখর মিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩১ ॥
পাদুকা চর্ম্ম রজ্জু না মদর্শং রাশি মুল্বনং।
চক্রং ভ্রমন্তং ভূমৌ চ কুলালস্যেতি সুন্দরি ॥ ৩২ ॥
বাত্যয়া ঘূর্ণমানঞ্চ শুষ্ক বৃক্ষং তমুত্থিতং।
ঘূর্ণমানং কবন্ধঞ্চ দদর্শ নিশি সুব্রতে ॥ ৩৩ ॥
গ্রথিতাং মুণ্ডমালাঞ্চ চূর্ণমানাঞ্চ বাত্যয়া।
অতীব ঘোর দর্শানা মিত্যদর্শমহং পরে ॥ ৩৪ ॥
ভূত প্রেতা মুক্ত কেশা রমন্তশ্চ হুতাশনং।
মাং ভীষয়ন্তি সতত মিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৫ ॥
দগ্ধাজীবং দগ্ধ বৃক্ষং ব্যাধিগ্রস্তং নরং পরং।
অঙ্গহীনঞ্চ বৃষল মিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৬ ॥
গেহ পর্ব্বত বৃক্ষাণাং সহসা পতনং পরং।

রক্তাম্বর ও শুক্লাম্বরের অভাব নাই। যেন কৃষ্ণাম্বর পরিহিতা কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী বিধবা হইয়া কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া উলঙ্গাবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে ॥ ২৯। ৩০ ॥

যেন নাপিতে আমার মস্তক মুণ্ডন, শ্মশ্রুরাজি, বক্ষঃস্থল লোম ও নখর সকল কর্ত্তন করিয়াছে। পাদুকার চর্ম্ম রজ্জু সকল রাশীকৃত রহিয়াছে, কুম্ভকারের চক্র ভূতলে ঘূর্ণিত হইতেছে, শুষ্ক বৃক্ষ উত্থিত হইয়া বাতাসে ঘূর্ণায়মাণ ও কবন্ধ সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১। ৩২। ৩৩ ॥

যেন একত্র গ্রথিত ভীষণ দর্শন নরমুণ্ডমালা বায়ুবশে ঘূর্ণিত হইয়া চূর্ণিত হইতেছে। যেন ভীষণমূর্ত্তি ভূত প্রেত সকল কেশ কলাপ আলুলায়িত করিয়া অগ্নিউদ্গার করতঃ আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ৩৪। ৩৫।

যে দিকে যাই, সেই দিকেই দগ্ধ জীব, দগ্ধবৃক্ষ, ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য, অঙ্গহীন মনুষ্য ও বৃষল অর্থাৎ পাপাত্মা লোকের সন্দর্শন পাই। ৩৬।

মুহুর্মুহু র্ব্বজ্রপাত মিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৭ ॥
কুক্কুরাণাং শৃগালানাং রোদনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
গৃহে গৃহে চ নিয়ত মিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৮ ॥
অধোমস্ত মূর্দ্ধ পাদং মুক্ত কেশং দিগম্বরং।
ভূমৌ ভ্রমন্তং গচ্ছন্ত মিত্যদর্শমহং নরং ॥ ৩৯ ॥
বিকৃতাকার শব্দঞ্চ গ্রামাধিদেব রোদনং।
প্রাতঃ শ্রুত্বাবরোধঞ্চ কমুপায়ং বদাধুনা ॥ ৪০ ॥
নৃপতের্ব্বচনং শ্রুত্বা হৃদয়েন বিদূয়তা।
রুদন্তি তং সগদ্গদ মুবাচ সা নৃপেশ্বরং ॥ ৪১ ॥

মনোরমা উবাচ।

হে নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ব মহীভৃতাং।
প্রাণোঽতিরেক প্রাণেশ শৃণু বাক্যং শুভাবহং ॥ ৪২ ॥
নারায়ণাংশো ভগবান্ জামদগ্ন্যো মহাবলী।

যেন মুহু র্মুহু বজ্রপতনে উন্নত গৃহ, পর্ব্বত ও বনস্পতি সকল চূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে, যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রতি গৃহে কুক্কুর ও শৃগালগণ রোদন করিতেছে। যেন মানবগণ উলঙ্গ হইয়া আলুলায়িতকেশে ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে ইতস্ততঃ ভূতলে পরিভ্রমণ করিতেছে। ৩৭।৩৮।৩৯।

তৎপরে প্রত্যূষে যখন গ্রামাধিদেবের বিকটাকার রোদন শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অমনি জাগরিত হইয়া দেখি, প্রাতঃকাল হইয়াছে। এই ত আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে কি উপায় করি, বল ?। ৪০।

নৃপতির বচন শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া মনোরমা রোদন করিতে করিতে গদ্ গদ স্বরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে প্রাণনাথ! হে রমণোত্তম! হে প্রাণপ্রিয়! হে প্রাণেশ্বর! আপনি নরপতি মণ্ডলে সর্ব্ব প্রধান, তথাপি আমি যে হিত কথা কহি শ্রবণ করুন। ৪১। ৪২।

সৃষ্টি সংহর্ত্তুরীশস্থ শিষ্যোয়ং জগতঃ প্রভোঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বো নিভূ´পাং করিষ্যামি মহীমিতি।
প্রতিজ্ঞা যস্থ রামস্থ তেন সার্দ্ধং রণং ত্যজ ॥ ৪৪ ॥
পাপিণং রাবণং জিত্বা শূরং স্বমপি মন্যসে।
স ত্বয়া ন জিতো নাথ স্ব পাপেন পরাজিতঃ ॥ ৪৫ ॥
যো ন রক্ষতি ধর্ম্মঞ্চ তস্থ কো রক্ষিতাং ভুবি।
স নশ্যতি স্বয়ং মূঢ়ো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ ॥ ৪৬ ॥
শুভাশুভস্থ সততং সাক্ষী ধর্ম্মস্থ কর্ম্মণঃ।
আত্মারামঃ স্থিতঃ স্বান্তঃ মূঢ়স্ত্বং নহি পশ্যতি ॥ ৪৭ ॥
পুত্র দারাদিকং যদ্যৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সধর্ম্মবিৎ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্ব মনিত্যং নশ্বরং নৃপ ॥ ৪৮ ॥

জমদগ্নি তনয় ভগবান ভার্গব নারায়ণের অংশ হইতে সমস্তূত ও মহাবল পরাক্রান্ত। যিনি জগৎ সংসার সংহার করিতে সমর্থ, তিনি সেই ভগবান্ ভূতেশ্বরের শিষ্য। অতএব তিনি যখন "এক বিংশতি-বার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিব" প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত সংগ্রামাভিলাষ পরিত্যাগ কর ॥ ৪৩। ৪৪ ॥

পাপাত্মা রাবণকে পরাজিত করিয়া আপনি আপনাকে বীর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন; কিন্তু সে আপনার ভ্রম, নাথ! সে দুরাত্মা আপনা দ্বারা পরাজিত হয় নাই, সে স্বীয় পাপাচরণ দ্বারাই পরাজিত হইয়াছে। ৪৫।

যে স্বয়ং ধর্ম্ম রক্ষা না করে এই ভূমণ্ডলে কে তাহার রক্ষক হইবে? অধার্ম্মিক মূর্খেরা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। তাহারা জীবিত থাকিলেও জগতে জীবন্মৃত বলিয়া গণ্য। স্বীয় হৃৎপিণ্ড মধ্যে যে আত্মারাম সতত বিরাজমান রহিয়াছেন তিনিই মানবের শুভাশুভ কর্ম্ম ফলের সাক্ষী কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি কখনই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অর্থাৎ একবারও তাহা মনোমধ্যে চিন্তা করে না। ৪৬। ৪৭।

সংসারং স্বপ্ন সদৃশং মত্বাসন্তোত্র ভারতে।
ধ্যায়তে শততং ধর্ম্মং তপঃ কুর্ব্বন্তি ভক্তিতঃ॥ ৪৯ ॥
দত্তেন দত্তং যজ্‌জ্ঞানং তৎ সর্ব্বং বিস্মৃতং ত্বয়া।
অস্তিচেৎ বিপ্র হিংসায়াং কুবুদ্ধে ত্বম্মনঃ কথং। ৫০।
সুখার্থে মৃগয়াং গত্বা তত্রোপোষ্য দ্বিজাশ্রমে।
ভুক্ত্বা মিষ্ট মপূর্ব্বঞ্চ হতো বিপ্র নিরর্থকঃ। ৫১।
গুরু বিপ্র সুরাণাঞ্চ যঃ করোতি পরাভবং।
অভীষ্ট দেব স্তং রুষ্টো বিপত্তি স্তস্য সন্নিধৌ। ৫২।
স্মরণং কুরু রাজেন্দ্র দত্তাত্রেয় পদাম্বুজং।
গুরৌ ভক্তিশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশিনী। ৫৩।
গুরু দেবং সমভ্যর্চ্চ্য তং ভৃগুং শরণং ব্রজ।
বিপ্রে দেবে প্রসন্নে চ ক্ষত্রিয়াণাং ন হি ক্ষতিঃ। ৫৪।

হে নরপতে! অধার্ম্মিক স্ত্রী, পুত্র, ও ধনজন ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই জলবিম্বের ন্যায় নিতান্ত অসার ও একান্ত অনিত্য। সংসার স্বপ্ন সদৃশ অসার, এই ভাবিয়া সাধু ব্যক্তিরা ভারতে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ভক্তি পূর্ব্বক সতত তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন। ৪৮। ৪৯।

ভগবান দত্তাত্রেয় যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, আপনি সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। নতুবা হে দুর্ব্বুদ্ধে! ধর্ম্ম বহির্গত লোক গর্হিত ব্রাহ্মণ হিংসায় আপনার মতি হইবে কেন? ॥৫০॥

স্বীয় সুখ ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক, তথায় উপবাস করিয়া তৎপরে ব্রাহ্মণাশ্রমে অপূর্ব্ব মিষ্ট ভোজন করত পশ্চাৎ অনর্থক ব্রহ্মহত্যা করা হইয়াছে॥ ৫১॥

যিনি গুরু, ব্রাহ্মণ ও দেবগণের পরাভব করেন, অভীষ্টদেব নিশ্চয়ই তাঁহার উপর রুষ্ট হন এবং পদে পদে তাহার বিপদ ঘটে। অতএব হে রাজেন্দ্র! দত্তাত্রেয়ের পাদপদ্ম স্মরণ কর। গুরু পাদপদ্মে ভক্তি থাকিলে কখনই কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না॥ ৫২। ৫৩॥

বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপো বৈশ্যো ভূপস্য ভূমিপঃ।
সর্ব্বেষাং কিঙ্করাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। ৫৫।
অযশঃ শরণং শশ্বৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ক্ষত্রিয়ে।
মহদ্যশ স্তচ্ছরণং গুরুদেব দ্বিজেষু চ। ৫৬।
ব্রাহ্মণং ভজ রাজেন্দ্র গরীয়াং সংসুরাদপি।
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্ব দেবতা। ৫৭।
ইত্যেব মুক্তা রাজেন্দ্রং ক্রোড়ে কৃত্বা মহাসতী।
মুহুর্মুহুর্ম্মুখং দৃষ্ট্বা বিললাপ রুরোদ চ। ৫৮।
ক্ষণং তিষ্ঠ মহারাজ পুন রেব মুবাচ সা।
স্নানং কুরু মহারাজ ভোজয়িষ্যামি বাঞ্ছিতং। ৫৯।

এক্ষণে আপনি গুরুদেবের অর্চনা করিয়া সেই নারায়ণাংশ সম্ভূত ভার্গবের শরণাপন্ন হউন, দেবতা ব্রাহ্মণ প্রসন্ন থাকিলে ক্ষত্রিয়দিগের কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৫৪ ॥

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের দাস, আবার বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের দাস, কিন্তু শূদ্র সকলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দাস, অতএব বিপ্রের শরণাপন্ন হওয়ায় ক্ষত্রিয়ের অমর্য্যাদা নাই। বরং ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ের শরণাপন্ন হইলে ক্ষত্রিয়ের অযশ ঘোষণার কথা দূরে থাক্, প্রত্যুত মহৎ যশো-লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৫। ৫৬ ॥

অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ব্রাহ্মণের চরণে শরণাপন্ন হউন। ব্রাহ্মণ দেবতা অপেক্ষা গরীয়ান্। বিপ্র পরিতুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট হন। ৫৭।

পতি পরায়ণা মনোরমা নরপতিমণ্ডলের অধীশ্বর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে এই রূপ কহিয়া তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইয়া বারম্বার তাঁহার মুখারবিন্দ পর্য্যবেক্ষণ এবং করুণস্বরে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৮।

অনন্তর মনোরমা পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষণকাল

চন্দনাগুরুকস্তুরী কুঙ্কুমাবীর মুত্তমং।
অনুলেপং করিষ্যামি সর্ব্বাঙ্গে তব সুন্দরে। ৬০।
ক্ষণং সিংহাসনে তিষ্ঠ ক্ষণং বক্ষসি মে প্রভো।
সভায়াং রচিতে তল্পে পশ্যামি জন্ম শোধনং। ৬১।
শত পুত্রাধিকঃ প্রেম্না সতীনাঞ্চ পতি র্নৃপ।
নিরূপিতো ভগবতা বেদেষু হরিণা স্বয়ং। ৬২।
মনোরমা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরম পণ্ডিতঃ।
বোধযামাস তাং রাজ্ঞীং দদৌ প্রত্যুত্তরং পুনঃ। ৬৩।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ।

শৃণু কান্তে প্রবক্ষ্যামি শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়োদিতং।
শোকাপ বচনং শ্রুত্বা ন প্রকাশ্যং সভা সু চ। ৬৪।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ কলহঃ প্রাপ্তিরেবচ।
কর্ম্মভোগার্হ কালেন সর্ব্বং ভবতি সুন্দরি। ৬৫।

অপেক্ষা করুন। আপনি স্নান করুন, আমি আশা পূর্ণ করিয়া আপনাকে সুসজ্জিত করিব। ৫৯।

নাথ! আপনার এই সুন্দর অঙ্গে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, ও উৎকৃষ্ট আবীর অনুলেপন করিব। প্রভো! আপনি ক্ষণকাল সিংহাসনে, ক্ষণকাল আমার বক্ষস্থলে অবস্থান করুন। আমি এ জন্মের মত আপনাকে এই সভার বিরচিত শয্যায় সন্দর্শন করিয়া লই। রাজন্! ভক্ত বৎসল ভগবান্ শ্রীহরি বেদে, পতি পরায়ণা সতীদিগের পক্ষে পতি শত পুত্রাপেক্ষাও প্রেমাস্পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৬০।৬১।৬২।

পরম পণ্ডিত রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রিয়তমা মনোরমার বচন শ্রবণ পূর্ব্বক প্রবোধ বচনে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, কান্তে! তুমি যাহা বলিলে সমস্তই শুনিলাম, এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শোকাপনোদন বচন সভামধ্যে অপ্রকাশ্য। ৬৩। ৬৪।

সুন্দরি! কর্ম্ম ভোগের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই সুখ, দুঃখ,

কালোদদাতি রাজত্বং মালোমৃত্যুং পুনর্ভবং।
কালঃ সৃজতি সংসারং কালঃ সংহরতে পুনঃ॥ ৬৬॥
করোতি পালনং কালঃ কালরূপী জনার্দ্দনঃ।
কালস্য কালঃ শ্রীকৃষ্ণো বিধাতু র্বিধিরেবচ॥ ৬৭॥
সংহর্ত্তু র্ব্বাপি সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা নিষেক কৃৎ।
স নিষেকো নিষেকেন দদাতি তপসাং ফলং।
কঃ কেন হন্যতে জন্তু র্নিষেকেন বিনা সতি॥ ৬৮॥
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ সংহর্ত্তা সংহরেৎ পুনঃ।
পাতা পাতি চ ভূতানি যস্যাজ্ঞাং পরিপালয়েৎ॥ ৬৯॥
যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সন্ততং ভয় বিহ্বলঃ।
শশ্বৎ সঞ্চরতে মৃত্যুঃ সূর্য্য স্তপতি সন্ততং॥ ৭০॥

ভয়, শোক, কলহ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। কাল কাহাকে বা রাজত্ব প্রদান করিতেছে, কাহাকে বা শমন ভবনে প্রেরণ করিতেছে, কাহার বা পুনর্জন্ম বিধান করিতেছে। কাল হইতেই এই সংসারের সৃষ্টি হইতেছে, কাল হইতেই এ সংসারের লয় হইতেছে আবার কাল হইতেই এ সংসার পালিত হইতেছে। যে কাল হইতে এই সমস্ত ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে, ভগবান্ জনার্দ্দন সেই কাল স্বরূপ। বীজ-কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কালেরও কাল, বিধাতারও বিধাতা, সংহর্ত্তারও সংহর্ত্তা এবং পালন কর্ত্তারও পালয়িতা। সেই আদি কারণ শ্রীকৃষ্ণ কারণ গুণে তপস্যাদি কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। হে পতিব্রতে! সেই আদি-কারণ ভিন্ন কাহার সাধ্য কে কাহাকে বিনাশ করে। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

সেই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্রষ্টা সৃষ্টি করিতেছেন, আবার পালন কর্ত্তা তাহার পালন করিতেছে এবং সংহর্ত্তা আবার তাহার সংহার করিতে-ছেন। ফলতঃ সকলেই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন। ৬৯।

যাহার আজ্ঞায় বায়ু ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে। মৃত্যু ভয়ে ভয়ে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সূর্য্য ভয়ে ভয়ে সতত তাপ প্রদান করিতেছে। ৭০।

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিঃ কালো ভ্রমতি ভীত বৎ।
তিষ্ঠন্তি স্থাবরাঃ সর্ব্বে চরন্তি সন্ততং চরাঃ॥ ৭১॥
বৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ কালে ফলিতা পল্লবান্বিতাঃ।
শুষ্যন্তি কালতঃ কালে বর্দ্ধন্তে চ তদাজ্ঞয়া॥ ৭২॥
আবির্ভূতাস্তিরোভূতা সৃষ্টিরেব তদাজ্ঞয়া।
তস্যাজ্ঞয়া ভবেৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছয়ানৃণাং॥ ৭৩॥
নারায়ণাংশো ভগবান্ পর্শুরামো মহাবলঃ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যতি মহীমিতি॥ ৭৪॥
প্রতিজ্ঞা বিফলাতস্য ন ভবেত্তু কদাচন।
নিশ্চিতং তস্য বধ্যোহ মিতি জানামি সুব্রতে॥ ৭৫॥
জ্ঞাত্বা সর্ব্বং ভবিষ্যঞ্চ শরণং যামি তৎ কথং।
প্রতিষ্ঠিতানাং চা কীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৭৬॥

দেবরাজ ভয়ে ভয়ে বারি বর্ষণ করিতেছেন, হুতাশন ভয়ে ভয়ে সমস্ত দহন করিতেছেন এবং কাল ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহার আজ্ঞায় স্থাবর পদার্থ সকল জীবিত রহিয়াছে দয়াময় হরির আজ্ঞায় জঙ্গম পদার্থ সকল সতত পরিভ্রমণ করিতেছে। ৭১।

তাঁহার আজ্ঞায় বৃক্ষ সকল যথা সময়ে পুষ্পিত ও ফল পল্লবে সুশোভিত হইতেছে। আবার সেই পরব্রহ্ম দয়াময় হরির আজ্ঞায় যথা সময়ে শুষ্ক এবং পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ৭২।

এই জগতের কি আবির্ভাব, কি তিরোভাব, কি সৃষ্টি যাহা কিছু ঘটনা হইতেছে, সমস্তই তাঁহার আজ্ঞায়। নতুবা মানবগণের স্বেচ্ছায় কিছুই হইতেছে না। ৭৩।

অতএব নারয়ণের অংশ সম্ভূত মহাবল ভগবান্ পরশুরাম, এক বিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব, এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কখনই তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। হে সুব্রতে! আমি নিশ্চয় জানি যে, আমি অবশ্যই তাঁহার বধ্য হইব। ৭৪। ৭৫।

ইত্যেব মুক্ত্বা রাজেন্দ্রঃ সমরং গন্তু মুদ্যতঃ ।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং ॥ ৭৭ ॥
শতকোটি নৃপানাঞ্চ রাজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষকং ।
অক্ষৌহিণীনাং শতকং মহাবল পরাক্রমং ॥ ৭৮ ॥
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ পদাতীনাং তথৈবচ ।
অসংখ্যকং রথানাঞ্চ গৃহীত্বা গন্তু মুদ্যতঃ ॥ ৭৯ ॥
বভূব স্তম্ভিতা সাধ্বী দৃষ্ট্বা তং গমনোন্মুখং ।
ধৃতবন্তঞ্চ সন্নাহ মক্ষয়ং স শরং ধনুঃ ॥ ৮০ ॥
ক্রীড়াগারে ক্ষণং তস্থৌ কৃত্বা রক্ষং স্ব বক্ষসি ।
পশ্যন্তি তন্মুখাম্ভোজং চুচুম্ব চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮১ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

সমস্ত ভবিষ্য তত্ত্ব জানিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইব ? জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পুনরায় অপযশ ভাজন হওয়া মৃত্যু হইতেও ক্লেশকর জানিবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ৭৬ ।

নরপতি মণ্ডলের অধীশ্বর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এই কথা বলিয়া সমর গমনে সমুদ্যত হইলেন । রণবাদ্য বাদিত করিতে এবং মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন । ৭৭ ।

শত কোটি ভূপাল, তিন লক্ষ রাজেন্দ্র, মহাবল পরাক্রান্ত একশত অক্ষৌহিণী, এবং অসংখ্য তুরঙ্গ, অসংখ্য মাতঙ্গ, অসংখ্য পদাতি, ও অসংখ্য রথ লইয়া রণ প্রয়াণে উদ্যত হইলেন । ৭৮ । ৭৯ ।

কার্ত্তবীর্য্যও স্বয়ং অক্ষয় সন্নাহ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন, তদ্দর্শনে পতি পরায়ণা মনোরমা অস্পন্দ হইয়া রহিলেন, তৎপরে ক্রীড়াগারে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল তাঁহাকে বক্ষোপরি ধারণ, অনিমিষ নয়নে তাঁহার মুখারবিন্দ পর্য্যবেক্ষণ এবং বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন । ৮০ । ৮১ ।   চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মনোরমা প্রাণনাথং ক্ষণং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
ভবিষ্যং মনসা-চক্রে যদযৎ স্বামি মুখাৎ শ্রুতং। ১।
পুত্রাংশ্চ পুরতঃ কৃত্বা বান্ধবাংশ্চ স্বকিঙ্করান্।
সাসস্মার হরিপদং মেনে সত্যং ভবং মুনে। ২।
যোগেন ভিত্বা ষট্‌চক্রং বায়ুং সংস্থাপ্য মূর্দ্ধনি।
ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ কমলে সহস্রদল সংযুতে। ৩।
স্বান্তমাকৃষ্য বিষয়া জ্জল বুদ্বুদ সন্নিভাৎ।
সংস্থাপ্য বদ্ধা জ্ঞানেন লোলং ব্রহ্মণি নিষ্কলে। ৪।
ত্রিবিধং কর্ম্ম সংন্যস্য নির্ম্মূল মপুনর্ভবং।
তত্র প্রাণাংশ্চ তত্যাজ নচ প্রাণাধিকং প্রিয়ং। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, অনন্তর মনোরমা ক্ষণকাল পতিকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া স্বামিমুখে যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন সেই সকল ভবিষ্য বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১।

হে মুনিবর নারদ! তৎপরে তিনি পুত্রগণ, বান্ধবগণ ও কিঙ্করগণকে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক সংসারের সার হরিপাদ পদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে যোগবলে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক জলবিম্ব সদৃশ একান্ত অনিত্য বিষয় হইতে মন আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলে স্থাপন করত সেই লোল মনকে জ্ঞানরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া পূর্ণব্রহ্মে অর্পণ করিলেন। তৎপরে অনাদি নিধন পরম ব্রহ্মে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ, কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তথায় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পতিকে তদবস্থায় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন॥ ২। ৩। ৪। ৫॥

স রাজা তাং মৃতাং দৃষ্ট্বা বিললাপ রুরোদ চ।
সন্নাহং সং পরিত্যজ্য কৃত্বা বক্ষস্যুবাচতাং। ৬।

রাজোবাচ।

মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ন যাস্যামি রণাজিরে।
পশ্য মাং চেতনাং প্রাপ্য বিলপন্তং মুহুর্মুহুঃ। ৭।
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ মযাসার্দ্ধং গৃহং ব্রজ।
ন করিষ্যামি সমরং ভৃগুণা সহ ভাবিনি। ৮।
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ শ্রীশৈলং ব্রজ সুন্দরি।
তত্র ক্রীড়াঙ্করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা। ৯।
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ব্রজ গোদাবরীং প্রিয়ে।
জলক্রীয়াঙ্করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা। ১০।
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ নন্দনং ব্রজ সুন্দরি।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বিহরিষ্যামি নির্জ্জনে। ১১।

রাজা কার্ত্তবীর্য্য প্রিয়তমা মনোরমার তদবস্থা বিলোকন করিয়া সন্নাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

মনোরমে! আর আমি রণভূমিতে গমন করিব না। তুমি গাত্রো-খান কর। সচেতন হইয়া দেখ দেখি, আমাকে কত বিলাপ ও কত পরিতাপ করিতে হইতেছে। ৭ ॥

মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, চল গৃহে যাই, ভাবিনি! আর আমি ভার্গবের সহিত সংগ্রাম করিব না। সুন্দরি! গাত্রোত্থান কর, চল ক্রীড়া পর্ব্বত শ্রীশৈলে গমন করি, চল তথায় গিয়া পূর্ব্বের মত তোমার সহিত ক্রীড়া করি ॥ ৮। ৯ ॥

প্রিয়ে মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, চল গোদাবরী নদীতে গমন করি, তথায় তোমার সহিত পূর্ব্বমত জল বিহার করিব। সুন্দরি! গাত্রোত্থান কর, চল নন্দন কাননে গমন করি, তথায় বনের মাঝে পুষ্প-

মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ মলয়ং ব্রজ সুন্দরি।
ত্বয়াসার্দ্ধং রমিষ্যামি তত্র চন্দন কাননে। ১২।
শীতেন গন্ধ যুক্তেন বায়ুনা সুরভী কৃতে।
ভ্রমর ধ্বনি সংযুক্তে পুংস্কোকিল রুত শ্রুতে। ১৩।
চন্দনাগুরু কস্তূরী মমাঙ্গে লেপনং কুরু।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং পশ্যমাং সস্মিতে সতি। ১৪।
সুধা তুল্যং সুমধুরং বচনং বচয় প্রিয়ে।
কুটিল ভ্রূ বিকারঞ্চ কথং ন কুরুষেধুনা। ১৫।
নৃপস্য রোদনং শ্রুত্বা বাগ্বভূব শরীরিণী।
স্থিরোভব মহারজ করোসি রোদনং কথং। ১৬।
ত্বং মহাজ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়ে প্রসাদতঃ।
জল বুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারং পশ্য শোভনং। ১৭।

ভদ্রা নদীতীরে নির্জ্জনে বিহার করিয়া বেড়াইব॥ ১০। ১১॥

সুন্দরি! গাত্রোত্থান কর, চল মলয় পর্ব্বতে গমন করি। তথায় মনের সুখে চন্দন কাননে ভ্রমণ করিব। সুশীতল সুগন্ধি বায়ু হিল্লোলে সে স্থান সতত কেমন সুবাসিত? তথায় পুংস্কোকিলগণ কেমন কলরব করিতেছে, ভ্রমরগণ কেমন গুণ্ গুণ্ করিয়া বেড়াইতেছে। সতি! চল তথায় যাই, তথায় গিয়া আমার অঙ্গে চন্দন, অগুরু ও কস্তূরী বিলেপন করিবে। এবং সহাস্যবদনে আমার চন্দন স্নিগ্ধ কলেবর বিলোকন করিবে॥ ১২। ১৩। ১৪॥

প্রিয়ে! তোমার সুধা তুল্য সুমধুর বচন শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইতেছি। অতএব একবার বাঙ নিষ্পত্তি কর, কেন আর সে রূপ ভ্রূভঙ্গি করিতেছ না? ॥ ১৫॥

নৃপবর কার্ত্তবীর্য্যের সেই রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এইরূপ দৈববাণী হইল, যে, "মহারাজ! স্থির হও কেন বৃথা রোদন করিতেছ? তুমি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলে যাবতীয় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। এই সুশোভন

কমলাংশাচ সা সাধ্বী জগাম কমলালয়ং।
ত্বমেব গচ্ছ বৈকুণ্ঠং রণং কৃত্বা রণাজিরে। ১৮।
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা জহৌ শোকং নরাধিপঃ।
ততশ্চন্দন কাষ্ঠেন চিতাং দিব্যাঞ্চকারহ॥ ১৯॥
সংস্কারাগ্নিং কারয়িত্বা পুত্র দ্বারা দদাহ তাং।
নানাবিধানি রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা॥ ২০॥
নানাবিধানি দানানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
মনোরমায়াঃ পুণ্যেন ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা॥ ২১॥
ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং শশ্বদ্দীয়তাং দীয়তামিতি।
শব্দো বভূব সর্ব্বত্র কার্ত্তবীর্য্যাশ্রমে মুনে। ২২।
কোষেষু স্বাধিকারেষু স্থিতং যদ্যদ্ধনং তদা।
মনোরমায়াঃ পুণ্যেন ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা॥ ২৩॥
রাজা জগাম সমরং হৃদয়েন বিদূয়তা।

সংসার জল বিম্বের ন্যায় নিতান্ত অসার। তোমার পতিব্রতা পত্নী মনোরমা লক্ষ্মীর অংশ হইতে সম্ভূত। সুতরাং তিনি কমলালয়ে গমন করিয়াছেন, তুমিও এক্ষণে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠধামে গমন কর"। ১৬। ১৭। ১৮॥

নৃপশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র শোক পরিত্যাগ করিয়া চন্দনকাষ্ঠ দিয়া মনোরমার জন্য দিব্য চিতা প্রস্তুত করিলেন, অনন্তর স্বীয় তনয় দ্বারা তাঁহার অগ্নি সংস্কার করাইয়া পরে স্বয়ং দহন কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। পরমানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন, মনোরমার পুণ্যার্থ নানাবিধ দান ও বিবিধ বস্ত্র ব্রাহ্মণসাৎ হইতে লাগিল। হে মুনিবর নারদ! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের গৃহে কেবল "দীয়তাং, ভুজ্যতাং" কথা ভিন্ন কিছুই শ্রুতি গোচর হইল না। ধনাগারে যাবদীয় ধন ছিল, মনোরমার পুণ্যার্থ সমস্তই ব্যয়িত হইল॥ ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।

সার্দ্ধং সৈন্য সমূহৈশ্চ বাদ্য ভাণ্ডৈর সংখ্যকৈঃ ॥ ২৪ ॥
দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরোবর্ত্মনি বর্ত্মনি।
যযৌ তথাপি সমরং নাজগাম গৃহং পুনঃ ॥ ২৫ ॥
মুক্তকেশীং ছিন্ন নাশাং রুদন্তীঞ্চ দিগম্বরাং।
কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানা মপরাং বিধবামপি ॥ ২৬ ॥
মুখদুষ্টাং যোনিদুষ্টাং ব্যাধিযুক্তাঞ্চ কুট্টনীং।
পতি পুত্র বিহীনাঞ্চ ডাকিনীং পুংশ্চলী মহে ॥ ২৭ ॥
কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং।
কুচেল মতি রুক্ষাঙ্গং নগ্নং কষায় বাসিনং ॥ ২৮ ॥
বসা বিক্রয়িনশ্চৈব কন্যাবিক্রয়িনস্তথা।
চিতাং দগ্ধশবং ভস্ম নির্ব্বাণাঙ্গারমেবচ ॥ ২৯ ॥
সর্প ক্ষত নরং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষং।
শ্রাদ্ধ পাকঞ্চ পিণ্ডঞ্চ মোটকঞ্চ তিলাং স্তথা ॥ ৩০ ॥

অনন্তর রাজা কার্ত্তবীর্য্য দুঃখিত মনে সমরে গমন করিলেন। অগণ্য সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল, অসংখ্য বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। পথে পথে সম্মুখে নানা বিধ অমঙ্গল দর্শন করিতে লাগিলেন; তথাপি আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না॥ ২৪। ২৫॥

দেখিলেন, কোন স্থানে মুক্তকেশী ছিন্ন নাসা উলঙ্গিনী কামিনী রোদন করিতেছে, কোন স্থানে বা বিধবা নারী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোন স্থানে মুখদুষ্টা, কোন স্থানে যোনি দুষ্টা, কোন স্থানে কুট্টনী, কোন স্থানে বা পতি পুত্র বিহীনা ডাকিনী স্বরূপা পুংশ্চলী অর্থাৎ কুলটা বিরাজমান রহিয়াছে। ২৬। ২৭।

কোন স্থানে কুম্ভকার, কোন স্থানে তৈলকার, কোন স্থানে ব্যাধ, কোন স্থানে সর্পজীবী, কোন স্থানে কুৎসিত বস্ত্রধারী, কোন স্থানে অতি রুক্ষাঙ্গ, কোন স্থানে উলঙ্গ, কোন স্থানে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধায়ী, কোন স্থানে বসা বিক্রয়ী, কোন স্থানে কন্যা বিক্রয়ী, কোন স্থানে চিতা, কোন

দেবলং বৃষবাহঞ্চ শূদ্র শ্রাদ্ধান্ন ভোজিনং।
শূদ্রান্ন পাচকং শূদ্র যাজকং গ্রাম যাজকং ॥ ৩১ ॥
কুশ পুত্তলিকাঞ্চৈব শব দাহন কারিণং।
শূন্য কুম্ভং ভগ্ন কুম্ভং তৈলং লবণ মস্থি চ ॥ ৩২ ॥
কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণং কুক্কুরং শব্দ কারিণং।
দক্ষিণে চ শৃগালঞ্চ কুর্ব্বন্তং ভৈরবং রবং ॥ ৩৩ ॥
কপর্দ্দকঞ্চ ক্ষৌরঞ্চ ছিন্নকেশং নখং মলং।
কলহঞ্চ বিলাপঞ্চ বিলাপ কারিণং জনং। ৩৪।
অমঙ্গলং রুদন্তঞ্চ রুদন্তং শোক কারিণং। ৩৫।

স্থানে দগ্ধ শব, কোন স্থানে ভস্ম, কোন স্থানে নির্ব্বাণ অঙ্গার, কোন স্থানে সর্পদষ্ট মনুষ্য, কোন স্থানে সর্প, কোন স্থানে গোসাপ, কোন স্থানে শশক, কোন স্থানে বিষ, কোন স্থানে শ্রাদ্ধান্ন, কোন স্থানে পিণ্ড, কোন স্থানে মোটক, কোন স্থানে তিল, কোন স্থানে দেবল ব্রাহ্মণ, কোন স্থানে বৃষারোহী ব্রাহ্মণ, কোন স্থানে শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন-ভোজী ব্রাহ্মণ, কোন স্থানে শূদ্রের পাচক ব্রাহ্মণ, কোন স্থলে শূদ্রযাজক বা কোন স্থলে গ্রাম্য যাজক ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছে ॥২৮।২৯।৩০।৩১॥

স্থানে স্থানে কুশ পুত্তলিকা শবদাহকারী, শূন্য কলস, ভগ্ন কুম্ভ, তৈল, লবণ, অস্থি, কার্পাস, কচ্ছপ, চূর্ণ, চীৎকারকারী কুক্কুর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। কোন স্থানে দক্ষিণ ভাগে শিবা সকল অতি উচ্চৈঃস্বরে ভীষণ চীৎকার করিতেছে ॥ ৩২। ৩৩॥

কোন স্থলে রাশীকৃত কপর্দ্দক রহিয়াছে, কোন স্থলে বা ক্ষৌরকর্ম্ম চলিতেছে, কোন স্থলে ছিন্ন কেশ, ছিন্ন নখ ও মল নিপতিত রহিয়াছে। কোন স্থলে কলহশব্দ কোন স্থানে বা বিলাপশব্দ শ্রবণ গোচর হইতেছে। কোন স্থলে কেহ বিলাপ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

কোন স্থলে কেহ অমঙ্গলকর রোদন করিতেছে, কেহ শুদ্ধ রোদন করিতেছে, কেহ বা শোক প্রকাশ করিতেছে। ৩৫ ॥

মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদাতারং চৌরঞ্চ নর ঘাতিনং।
পুংশ্চলী পতি পুত্রৌ চ পুংশ্চল্যোদন ভোজিনং। ৩৬।
দেবতা গুরু বিপ্রাণাং বস্তু বিত্তাপহারিণং।
দত্তাপহারিণং দস্যুং হিংসকং সূচকং খলং। ৩৭।
পিতৃ মাতৃ বিরক্তঞ্চ দ্বিজাশ্বত্থ বিঘাতিনীং।
সত্যঘ্নঞ্চ কৃতঘ্নঞ্চ স্থাপ্যাপহারিণং জনং। ৩৮।
বিপ্রদ্রোহং মিত্রদ্রোহং ক্ষতং বিশ্বাস ঘাতকং। ৩৯।
গুরুদেবং দ্বিজানাঞ্চ নিন্দকং স্বাঙ্গ ঘাতকং।
জীবানাং ঘাতকঞ্চৈব স্বাঙ্গহীনঞ্চ নির্দ্দয়ং। ৪০।
ব্রতোপবাসহীনঞ্চ দীক্ষা হীনং নপুংসকং।
গলিত ব্যাধি গাত্রঞ্চ কাণং বধির মেবচ। ৪১।
পুক্কসং ছিন্নলিঙ্গঞ্চ সুরা মত্তং সুরাং তথা।
ক্ষিপ্তং বমন্তং রুধিরং মহিষং গর্দ্দভং তথা।
মূত্রং পুরীষং শ্লেষ্মানং কঙ্কিনং নৃকপালকং। ৪২।

স্থানে স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দাতা, তস্কর, নরঘাতক, কুলটার পতি পুত্র ও বেশ্যান্নভোজী জন সকল অবস্থান করিতেছে। ৩৬॥

কোন স্থানে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর দ্রব্য ও বিত্তহারী কোন স্থানে দত্তাপহারক, ও দস্যু, কোন স্থানে হিংসক, কোন স্থানে সূচক অর্থাৎ সুচি, এবং কোন স্থানে বা পিশুন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে। ৩৭॥

কোন স্থানে পিতৃ মাতৃদ্বেষ, কোন স্থানে ব্রাহ্মণঘাতী, কোন স্থানে অশ্বত্থঘাতী, কোন স্থানে সত্যঘ্ন, কোন স্থানে কৃতঘ্ন, কোন স্থানে বা স্থাপ্যধনের অপহারক বিদ্যমান রহিয়াছে। ৩৮॥

স্থানে স্থানে বিপ্রদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বিক্ষত কলেবর, বিশ্বাসঘাতক, গুরু নিন্দক, দেব নিন্দক, ব্রাহ্মণ নিন্দক, স্বীয় অঙ্গঘাতক, জীবঘাতক, অঙ্গবিহীন নির্দ্দয় লোক সকল অবস্থান করিতেছে। ৩৯। ৪০॥

কোন স্থানে ব্রত বিহীন, উপবাস বিহীন, দীক্ষা বিহীন, নপুংসক,

ঝঞ্ঝাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাদ্যঞ্চ বৃক্ষপাতনং।
শুকঞ্চ শূকরং গৃধ্রং শ্যেনং কঙ্কঞ্চ ভল্লুকং॥ ৪৩॥
পাশঞ্চ শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ বায়সং গন্ধকং তথা॥ ৪৪॥
অগ্রদানি ব্রাহ্মণঞ্চ তন্ত্র মন্ত্রোপজীবিনাং।
বৈদ্যঞ্চ রক্ত পুষ্পঞ্চ ঔষধং তুষমেবচ॥ ৪৫॥
কুবার্ত্তাং মৃতবার্ত্তাঞ্চ বিপ্র শাপঞ্চ দারুণং।
দুর্গন্ধিবাতং দুঃশব্দং রাজা সংপ্রাপ বর্ত্মনি॥ ৪৬॥
মনশ্চ কুৎসিতং প্রাণাঃ ক্ষুভিতাশ্চ নিরন্তরং।
বামাঙ্গ স্পন্দনং দেহ জাড্যো রাজ্ঞোবভূবহ॥ ৪৭॥

গলিত কুষ্ঠ গাত্র, অন্ধ, বধির, চণ্ডাল, ছিন্ন লিঙ্গ, সুরামত্ত, সুরা, ক্ষিপ্ত, রুধির বমনকারী, মহিষ ও গর্দ্দভ, অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে মূত্র, কোন স্থানে পুরীষ, কোন স্থানে শ্লেষ্মা, কোন স্থানে বা অচিক্কণ নৃকপাল অর্থাৎ মনুষ্যের মাথার খুলি নিপতিত রহিয়াছে। ৪১। ৪২।

পথি মধ্যে কোন স্থানে ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত ও বৃক্ষ পতিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে রক্তবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে আরম্ভ হইল। কোন স্থানে শুক, শূকর, গৃধ্র, শ্যেন, কঙ্ক অর্থাৎ আমিষ প্রিয় পক্ষী ও ভল্লুক সকল দৃষ্টি পথে নিপতিত হইল। ৪৩॥

কোন স্থানে রজ্জু কোন স্থানে শুষ্ক কাষ্ঠ, কোন স্থানে বায়স, কোন স্থানে গন্ধক, কোন স্থানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কোন স্থানে তন্ত্রমন্ত্রোপজীবী কোন স্থানে বৈদ্য, কোন স্থানে রক্তপুষ্প, কোন স্থানে ঔষধ এবং কোন স্থানে বা তুষ সকল দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। ৪৪। ৪৫।

পথি মধ্যে কোন স্থানে কুসংবাদ, কোন স্থানে মৃতবার্ত্তা, কোন স্থানে নিদারুণ ব্রহ্মশাপ, কোন স্থানে দুর্গন্ধি বায়ু, কোন স্থানে বা দুর্নিমিত্তক সূচক শব্দ, নরপতি গোচরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ৪৬।

কার্ত্তবীর্য্যের মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন প্রাণ একান্ত ক্ষুভিত বামাঙ্গ স্পন্দিত এবং দেহ অবসন্নতাদোষে জড়িত হইয়া উঠিল। ৪৭।

তথাপি রাজা নিঃশঙ্কো দদর্শ যুদ্ধমঙ্গলং।
সর্ব্বসৈন্য সমাযুক্তঃ প্রবিবেশ রণাজিরং॥ ৪৮॥
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং দৃষ্ট্বাচ পুরতো ভৃগুং।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ রাজেন্দ্রৈঃ সহ ভক্তিতঃ॥ ৪৯॥
আশিষং যুযুজে রাম স্বর্গং যাহীতি বাঞ্ছিতং।
তেষাং সত্যস্তদ্বভূব দুর্লঙ্ঘ্যা ব্রাহ্মণাশিষঃ॥ ৫০॥
ভৃগুং প্রণম্য রাজেন্দ্রো রাজেন্দ্রৈঃ সহ তৎক্ষণাৎ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং নানা সজ্জ সমন্বিতং। ৫১।
নানা প্রকার বাদ্যঞ্চ দুন্দুভিং মুরজাদিকং।
বাদয়ামাস সহসা ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌধনং॥ ৫২॥
উবাচ রামো রাজেন্দ্রং রাজেন্দ্রাণাঞ্চ সংসদি।
হিতং সত্যং নীতিসারং বাক্যং বেদবিদাং বরঃ॥ ৫৩॥

যুদ্ধ গমন কালে রাজা যদিও এইরূপে নানাবিধ অমঙ্গল দর্শন করিলেন, তথাপি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। প্রত্যুতঃ সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। ৪৮॥

অনন্তর সম্মুখে পরশুরামকে অবলোকন করিবা মাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি পুর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণও সেইরূপে ভার্গবকে প্রণাম করিলেন। ৪৯॥

তখন ভৃগুকুলতিলক পরশুরামও তোমার অভিলষিত স্বর্গ লাভ হউক বলিয়া, আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অবশেষে তাঁহার সেই আশীর্ব্বচন সার্থক হইল, না হইবে কেন? ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বৃথা হইবার নহে। অনন্তর রাজা কার্ত্তবীর্য্য সত্বর সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণও তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব রথে আরূঢ় হইলেন। ৫০। ৫১॥

দুন্দুভি, ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ রণবাদ্য সহসা বাদিত হইয়া উঠিল। কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। ৫২॥

পরশুরাম উবাচ।

অয়ে রাজেন্দ্র ধর্ম্মিষ্ঠ চন্দ্র বংশ সমুদ্ভব।
বিষ্ণোর্ব্বংশস্য শিষ্যস্ত্বং দত্তাত্রেয়স্য ধীমতঃ ॥ ৫৪ ॥
স্বয়ং বিদ্বাংশ্চ বেদাংশ্চ শ্রুত্বা বেদ বিদোমুখাৎ।
কথং দুর্ব্বুদ্ধি রধুনা সজ্জনানাং বিড়ম্বনা ॥ ৫৫ ॥
অহনঃ কপিলা লোভান্নিরীহং ব্রাহ্মণং কথং।
ব্রাহ্মণী শোক সন্তপ্তা ভর্ত্রা সার্দ্ধং গতা সতী ॥ ৫৬ ॥
কিঙ্করিষ্যতি তে ভূপ পরত্রৈবানযোর্ব্বধাৎ।
সর্ব্বং মিথ্যৈব সংসারং পদ্ম পত্রে যথা জলং ॥ ৫৭ ॥
সংকীর্ত্তিশ্চাথ দুষ্কীর্ত্তিঃ কথা মাত্রাব শেষিতা।
বিড়ম্বনাং বা কি মতো দুষ্কীর্ত্তিশ্চ তথা মহো ॥ ৫৮ ॥

তখন বেদ বেত্তার অগ্রগণ্য পরশুরাম, সেই রাজেন্দ্রগণের সমক্ষে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া নীতিগর্ভ সত্য ও হিত বাক্যে কহিলেন, অরে চন্দ্রবংশ সমুদ্ভূত ধার্ম্মিক প্রধান রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য! তুমি বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুদ্ভূত ধীমান দত্তাত্রেয়ের শিষ্য। তুমি সেই বেদ বেত্তার প্রমুখাৎ বেদ শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে তোমার এই সজ্জন বিনিন্দিত দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

তুমি কি নিমিত্ত কপিলা লোভে নিরীহ ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে? তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও পতিশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ৫৬ ॥

এই ব্রাহ্মণ দম্পতীর বিনাশে তোমার পরকালে কি উপায় হইবে? বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সংসার পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় নিতান্ত অসার। ৫৭ ॥

কেবল সৎকীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তি এই কথা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতএব সৎকীর্ত্তি ঘোষণা না হইয়া যদি অপকীর্ত্তিই ঘোষণা হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ৫৮ ॥

ক্ব গতা কপিলা ত্বং ক্ব ক্ব বিবাদো মুনিঃ কুতঃ।
যৎ কৃতং বিদুষা রাজ্ঞা ন কৃতং হানি কেন তৎ ॥ ৫৯ ॥
ত্বামুপোষন্ত মীশন্তং দৃষ্ট্বা তাতো হি ধার্ম্মিকঃ।
পারণং কারয়ামাস দত্তং তস্য ফলং ত্বয়া ॥ ৬০ ॥
অধীতং বিধিবদ্দত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে।
জগতে যশসা পূর্ণ মযশো বার্দ্ধকে কথং ॥ ৬১ ॥
দাতাবরিষ্ঠো ধর্ম্মিষ্ঠো যশস্বান্ পুণ্যবান্ সুধীঃ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সমো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥
পুরাতনা বদন্তীতি বন্দিনো ধরণীতলে।
যো বিখ্যাতঃ পুরাণেষু তস্য দুষ্কীর্ত্তি রিদৃশী ॥ ৬৩ ॥
দুর্ব্বাক্যং দুঃসহং রাজং তীক্ষ্ণাস্ত্রাদপি জীবিনাং।

দেখ দেখি সেই কপিলাই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায়? সেই মুনিই বা কোথায় রহিল, আর বিবাদই বা কোথা গেল? তুমি বিদ্বান জ্ঞানবান হইয়া যেকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এমন কার্য্য হানি হইলেও কেহ করিতে অগ্রসর হয় না। ৫৯।

তুমি রাজা, অনশনে রহিয়াছ দেখিয়া সেই পূজ্যপাদ ধার্ম্মিক মুনিবর তোমাকে পারণা করাইলেন, তুমি কি তাহার এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার অর্থাৎ প্রতিফল প্রদান করিলে?। ৬০॥

তুমি আমূলতঃ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছ, নিত্য ব্রাহ্মণদিগকে অজস্র ধন দানও করিয়াছ, তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তবে বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ অকীর্ত্তি সঞ্চয়ের কারণ কি? ।৬১।

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য দাতা, ধার্ম্মিক, যশস্বী, পুন্যবান, সুধী, ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ভূমণ্ডলে কেহ হয় নাই হইবেও না" এই বলিয়া পূর্ব্বতন স্তুতিপাঠকগণ স্তব পাঠ করিয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি প্রাচীন কীর্ত্তিশালীদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া বিখ্যাত, তাহার এরূপ অযশে লিপ্ত হওয়া কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে?। ৬২। ৬৩॥

সঙ্কটেপি সতাং বক্ত্রা দ্বিরুক্তি র্ন বিনির্গতা ॥ ৬৪ ॥
ন দদামি দ্বিরুক্তিন্তে প্রকৃতং কথয়া ম্যহং।
উত্তরং দেহি রাজেন্দ্র মহ্য রাজেন্দ্র সংসদি ॥ ৬৫ ॥
সূর্য্য চন্দ্র মনূনাঞ্চ বংশাঃ সন্ত্যত্র সংসদি।
সত্যং বদ সভায়াঞ্চ শৃণ্বন্তু পিতরঃ সুরাঃ ॥ ৬৬ ॥
শৃণ্বন্তু সর্ব্বে রাজেন্দ্রাঃ সদসদ্বক্তু মীশ্বরাঃ।
পশ্যন্তো হি সমং সন্তঃ পাক্ষিকং ন বদন্তি চ ॥ ৬৭ ॥
ইত্যুক্তা পরশুরামশ্চ বিররাম রণস্থলে।
রাজা বৃহস্পতি সমঃ প্রবক্তু মুপচক্রমে ॥ ৬৮ ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ।
অয়ে রাম হরেরংশো হরি ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

মানবগণের পক্ষে দুর্ব্বাক্য নিতান্ত দুঃসহ, এমন কি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র হইতেও দুঃসহ। সঙ্কট উপস্থিত অর্থাৎ রাগাদি কারণ উপস্থিত হইলেও কখনও সাধু ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য বিনির্গত হয় না। ৬৪ ॥

এই কারণে আমি তোমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলাম না। যাহা প্রকৃত কথা তাহাই বলিলাম, এক্ষণে এই নরপতিসমাজ মধ্যে যে প্রত্যুত্তর প্রদান কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, আমাকে তাহাই প্রদান কর। আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না। ৬৫ ॥

এই ক্ষেত্রে সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় ও মনুবংশীয় রাজন্যগণ বিদ্যমান আছেন। যাহা বলিবে, সত্য বলিও। পিতৃগণ, সুরগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। রাজেন্দ্রগণ! আপনারা সদসৎ বিচারের কর্ত্তা অতএব আপনারাও সকলে শ্রবণ করুন। সাধু ব্যক্তিরা সমদর্শিতা গুণে বিভূষিত, তাঁহারা কখন পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়া বাক্য বিন্যাস করেন না। অতএব সাবধান! এই বলিয়া পরশুরাম রণস্থলে বিরত হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তুল্য ধীমান রাজা কার্ত্তবীর্য্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৬। ৬৭। ৬৮ ॥

শ্রুতোধর্ম্মমুখাদ্যেষাং ত্বঞ্চ তেষাং গুরোর্গুরুঃ॥ ৬৯॥
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্ম ভাবনং।
স্বধর্ম্ম নিরতঃ শুদ্ধ স্তস্মাদ্ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৭০॥
অন্তর্ব্বহিশ্চ মনসাৎ করোতি কর্ম্ম জন্মনি।
মৌনী শশ্বদ্বদেৎ কালে যোহি স মুনি রুচ্যতে॥ ৭১॥
স্বর্ণে লোষ্টে গৃহে রণ্যে পঙ্কে স্নুস্নিগ্ধ চন্দনে।
সমতা ভাবনা যস্য সযোগী পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭২॥
সর্ব্ব জীবেষু যো বিষ্ণুং ভাবয়েৎ সমতা ধিয়া।
হরৌ করোতি ভক্তিঞ্চ হরি ভক্তঃ সচ স্মৃতঃ॥ ৭৩॥
তপোধনং ব্রাহ্মণানাং তপঃ কল্পতরুর্যথা।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কহিলেন, অরে পরশুরাম! তুমি হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তুমি একজন যথার্থ হরিভক্ত ও জিতেন্দ্রিয়। তুমি যাহাদিগের মুখ হইতে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছ, তুমি তাহাদিগের পক্ষে গুরুরও গুরু। ৬৯॥

তুমি কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্ম ভাবনা করিয়া থাক। তুমি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ও বিশুদ্ধ স্বভাব, সেই নিমিত্ত তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। ৭০॥

যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কি বাহ্যে কি অন্তরে একান্ত যত্ন সহকারে কার্য্য করেন যিনি নিরন্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, কেবল সময়ে সময়ে বাঙ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তিনিই মুনি পদবাচ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ৭১॥

যাহার পক্ষে স্বর্ণ ও লোষ্ট্র, গৃহ অরণ্য, পঙ্ক ও সুস্নিগ্ধ চন্দন তুল্যাতুল্য সেই ব্যক্তিই যোগী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৭২॥

যে ব্যক্তি সকল জীবে সমভাবে বিষ্ণুর সত্তা ভাবনা করে, এবং শ্রীহরির চরণ পঙ্কজে চিত্তভ্রমরকে একান্ত বিলীন করিয়া রাখেন তিনিই যথার্থ হরি ভক্ত। ৭৩॥

তপস্তা কামধেনুশ্চ সন্ততং তপসি স্পৃহা॥ ৭৪॥
ঐশ্বর্য্যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বাণিজ্যে চ তথা বিশাং।
শূদ্রাণাং বিপ্র সেবৈব স্পৃহা বেদে বিনিন্দিতা॥ ৭৫॥
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ তপসি স্পৃহাতীবা প্রশংসিতা।
ব্রাহ্মণানাং বিবাদে চ স্পৃহাতীব বিনিন্দিতা॥ ৭৬॥
রাগী রাজসিকং স্বর্গং কুরুতে কর্ম্ম রাগতঃ।
রাগান্ধশ্চ রাজসিক স্তেন রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৭৭॥
রাগতঃ কামধেনুশ্চ ময়া ভিক্ষা কৃতা মুনে।
কো দোষ এব মে জাতঃ ক্ষত্রিয়স্যানুরাগিনঃ॥ ৭৮॥
কুতঃ কস্য মুনে রক্তি কামধেনু স্ত্বয়া বিনা।
স্পৃহা রণে বা ভোগে বা যুষ্মাকঞ্চ ব্যতিক্রমঃ॥ ৭৯॥

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তপস্যাই ধন, তপস্যাই কল্পতরু এবং তপস্যাই কামধেনু। তাঁহারা নিরন্তর তপশ্চরণে একান্ত স্পৃহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৭৪॥

যেমন ঐশ্বর্য্যে ক্ষত্রিয়ের, বাণিজ্যে বৈশ্যের, বিপ্রসেবার শূদ্রের বাঞ্ছা একান্ত প্রশংসনীয়, তদ্রূপ বেদে শূদ্রের, তপস্যায় ক্ষত্রিয়ের এবং বিবাদে ব্রাহ্মণের স্পৃহা থাকা একান্ত বেদ বিরুদ্ধ ও অসমাজে সিন্তান্ত নিন্দিত। ৭৫। ৭৬॥

রাগী অর্থাৎ অনুরাগবান্ ব্যক্তিরা স্বীয় অনুরাগবলে রাজসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং অনুরাগবান্ ব্যক্তিকেই রাজসিক ব্যক্তি কহে, সেই নিমিত্ত রাজসিক ব্যক্তিই রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৭৭॥

কামধেনু গ্রহণে আমার একান্ত অনুরাগ অর্থাৎ স্পৃহা হইয়াছিল বলিয়াই আমি প্রথমে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যখন আমি ক্ষত্রিয়, অনুরাগী অর্থাৎ ভোগাসক্ত, তখন কামধেনু প্রার্থনা করায় আমার কি দোষ হইয়াছে? ॥ ৭৮॥

ত্রিংশদক্ষৌহিণীং সেনাং রাজেন্দ্রাণাং ত্রিকোটিকাং।
নিহত্যয়াস্ত মেকো মাং ন হন্তুং সহনং মুনে॥ ৮০ ॥
আত্মানং হন্তু মায়ান্ত মপি বেদাঙ্গ পারগং।
ন দোষো হননে তস্য ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৮১ ॥
প্রায়শ্চিত্তং হিংসকানাং ন বেদেষু নিরূপিতং।
বধে সমুচিতে তেষা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৮২ ॥
পিত্রাতে নিহতা ভূপা মহাবল পরাক্রমাঃ।
ইদানীং রাজপুত্রাশ্চ শিশবোত্র সমাগতাঃ ॥ ৮৩ ॥
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং কৃৎস্নাং কর্ত্তু মহীমিতি।
ত্বয়া কৃতা প্রতিজ্ঞায়া তস্যাশ্চ পালনং কুরু ॥ ৮৪ ॥

বল দেখি, তুমি ভিন্ন আর কোথায় কোন্ মুনি কামধেনু পালন করিয়াছে? আর কোন্ মুনিই বা যুদ্ধে ও ভোগ সুখে অভিলাষ করিয়াছে? কেবল তোমার নিকটে সমস্তই বিপরীত? ॥ ৭৯ ॥

ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সৈন্য তিনকোটি রাজেন্দ্রকে বিনাশ করিলেও যখন আমি সমরে প্রবৃত্ত হইব, তখন কিছুতেই আমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছ না ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, সে ব্যক্তি বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার বিনাশে দোষ স্পর্শ হয় না, এমন কি ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ৮১ ॥

যাহারা হিংসক অর্থাৎ বধোদ্যত, বেদে তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, বরং কমলযোনি ব্রহ্মা তাহাদিগের নিধন বিহিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

তোমার পিতা মহাবল পরাক্রান্ত নরপতিগণকে নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে কেবল শৈশব রাজকুমারগণকে লইয়া এই যুদ্ধ ভূমিতে সমাগত হইয়াছি ॥ ৮৩ ॥

যাহাই হউক, তুমি যে একবিংশতিবার সমস্ত পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিব

ক্ষত্রিয়াণাং রণোধর্ম্মো রণে মৃত্যু র্নগর্হিতঃ।
রণে স্পৃহা ব্রাহ্মণানাং লোকে বেদে বিড়ম্বনা ॥ ৮৫ ॥
তপোধনানাং বিপ্রাণাং বাগ্বলানাং যুগে যুগে।
শান্তি স্বস্ত্যয়নং কর্ম্ম বিপ্র ধর্ম্মো ন সঙ্গরঃ ॥ ৮৬ ॥
ক্ষত্রিয়াণাং বলং যুদ্ধং ব্যপারশ্চ বলং বিশাং।
ভিক্ষা বলং ভিক্ষুকানাং শূদ্রাণাং বিপ্র সেবনং। ৮৭।
হরৌ ভক্তি র্হরে র্দাস্যং বৈষ্ণবানাং বলং হরিঃ।
হিংসা বলং খলানাঞ্চ তপস্যাশ্চ তপস্বিনাং। ৮৮।
বলং বেশশ্চ বেশ্যানাং যোষিতাং যৌবনং বলং।
বলং প্রতাপো ভূপানাং বালানাং রোদনং বলং। ৮৯।
সতাং সত্যং বলং মিথ্যা বল মেবা সতাং সদা।
অনুরাগানামনুরাগঃ স্বল্পাস্বানাঞ্চ সঞ্চয়ঃ। ৯০।
বিদ্যা বলং পণ্ডিতানাং বাণিজ্যং বণিজাং বলং।
শশ্বৎ কুকর্ম্মশীলানাং গাম্ভীর্য্যং সাহসং বলং। ৯১।

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিপালন কর, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়-দিগের প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং রণমৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দূষণীয় নহে। বরং রণ ইচ্ছুক ব্রাহ্মণ পক্ষে বেদ নিন্দিত ও লোক বিগর্হিত ॥ ৮৪। ৮৫॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর প্রভৃতি সকল যুগেই বাগ্‌ বিতণ্ডায় সুনিপুণ তপোধন ব্রাহ্মণগণের শান্তিপ্রদ স্বস্ত্যয়নই প্রধান কর্ম্ম, সংগ্রাম কিছু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে ॥ ৮৬ ॥

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের, ব্যবসা বৈশ্যের, ভিক্ষা ভিক্ষুকের, ব্রাহ্মণ সেবা শূদ্রের, হরিভক্তি হরিদাস্য অর্থাৎ শ্রীহরিই বৈষ্ণবদিগের, হিংসা খলের, তপস্যা তপস্বীদিগের, বেশ বিন্যাস বেশ্যাদিগের, যৌবন যোষাদিগের, পরাক্রম নরপতিদিগের, রোদন বালকদিগের, সত্য সাধু ব্যক্তিদিগের, মিথ্যা অসাধুদিগের, অনুরাগ অনুরাগীদিগের, সঞ্চয় নির্দ্ধনদিগের, বিদ্যা পণ্ডিতদিগের, বাণিজ্য বণিকদিগের, গাম্ভীর্য্য ও সাহস কুকর্ম্মকারী-

ধনং বলঞ্চ ধনিনাং শুচীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
বলং বিবেকঃ শান্তানাং গুণিনাং বল মেকতাং। ৯২।
গুণো বলঞ্চ গুণিনাং চৌরাণাং চৌর্য্য মেবচ।
প্রিয় বাক্যঞ্চ কাপট্য মধর্ম্মঃ পুংশ্চলী বলং। ৯৩।
হিংসাচ হিংস্র জন্তুণাং সতীনাং পতি সেবনং।
বলং সৎ পুরুষাণাঞ্চ শিষ্যাণাং গুরু সেবনং।
বলং ধর্ম্মো গৃহস্থানাং ভৃত্যানাং রাজ সেবনং।
বলং স্তবঃ স্তাবকানাং ব্রহ্মশ্চ ব্রহ্ম চারিণাং। ৯৫।
যতীনাঞ্চ সদাচারো ন্যাসঃ সন্যাসীনাং বলং।
পাপ বলং পাতকীনা মশক্তানাং হরির্ব্বলং। ৯৬।
পুণ্যং বলং পুণ্যরতাং প্রজানা নৃপতির্ব্বলং।
ফলং বলঞ্চ বৃক্ষাণাং জলাধীনাং জলং বলং। ৯৭।
জলং বলঞ্চ শস্যানাং মৎস্যানাঞ্চ জলং বলং।
শান্তির্ব্বলঞ্চ ভূপানাং বিপ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ। ৯৮।
বিপ্রোশান্তোরণোদ্যোগী নৈব দৃষ্টো নচ শ্রুতঃ।

দিগের, ধন ধনীদিগের, বিশেষতঃ শুদ্ধাচার ধনবানদিগের, বিবেক অর্থাৎ বিবেচনা শান্ত স্বভাবদিগের, একতা গুণবান ব্যক্তিদিগের, গুণ গুণিগণের, চৌর্য্য তস্করদিগের, প্রিয়বাক্য কথন ও কপটতাদি অধর্ম্ম পুংশ্চলী অর্থাৎ বেশ্যাদিগের, হিংসা হিংস্র জন্তুদিগের, পতি সেবা সতীদিগের, গুরু সেবা সুজন সৎশিষ্যদিগের, ধর্ম্ম গৃহস্থদিগের প্রভু-সেবা ভৃত্যদিগের, স্তুতিপাঠ স্তাবকদিগের, ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মচারীদিগের সদাচার যতীদিগের, সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্ব পরিত্যাগ সন্ন্যাসীদিগের, পাপ পাপীদিগের, হরি অশক্ত ব্যক্তিদিগের, পুণ্য পুণ্যবান ব্যক্তি-গণের, নৃপতি প্রজাগণের, ফল বৃক্ষগণের, জল জলাধি নিচয়ের ও শস্য সমূহের এবং মৎস্যগণের, শান্তি নরপতি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেপ্রধান॥ ৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭।৯৮॥

স্থিতে নারায়ণে দেবে বভূবাদ্য বিপর্য্যয়ঃ॥৯৯॥
ইত্যেব মুক্ত্বা রাজেন্দ্রো বিররাম রণাজিরে।
তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বস্তূষ্ণীং বভূবহ। ১০০।
রামস্য ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র পাণয়ঃ।
আরেভিরে রণং কর্ত্তুং মহাবীরাস্তদাজ্ঞয়া॥ ১০১॥
রণোন্মুখাংশ্চতান্দৃষ্ট্বা মৎস্য রাজো মহাবলঃ।
সমারেভে রণং কর্ত্তুং মঙ্গলো মঙ্গলাশয়ঃ॥ ১০২॥
শর জালেন রাজেন্দ্রো বারযামাস তানপি।
চিচ্ছিদুঃ শরজালঞ্চ জমদগ্নি সুতাস্তদা॥ ১০৩॥
রাজা চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং শত সূর্য্য প্রভং মুনে।
মাহেশ্বরেণ মুনয় শ্চিচ্ছিদুশ্চাবলীলয়া॥ ১০৪॥

বিপ্রগণ শান্ত স্বভাবই হইয়া থাকেন; কিন্তু তোমার মত সমরোদ্যত ব্রাহ্মণ কেহ কখন দেখে নাই বা শুনে নাই। দেব নারায়ণ বিদ্যমান থাকিতে আজি এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিল! ॥ ৯৯॥

পরশুরামকে এই কথা বলিয়া রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য বিরত হইলেন। সমরাঙ্গনস্থিত সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন॥১০০॥

পরশুরামের মহাবীর ভ্রাতৃগণ সকলেই তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উদারচেতা, পুণ্যাত্মা মহাবল মৎস্যরাজ ভার্গব সহোদরদিগকে রণোন্মুখ দেখিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১০১। ১০২॥

এবং শরজাল নিক্ষেপ করিয়া পরশুরাম সহোদরদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, এদিকে জমদগ্নি তনয়গণও সেই মৎস্যরাজ নিক্ষিপ্ত শরজাল অবলীলাক্রমে ছেদ করিলেন। ১০৩॥

হে মুনিবর নারদ! তখন মৎস্যরাজ শত সূর্য্যের প্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন, জমদগ্নি তনয়গণ এক মহেশ্বরের অস্ত্র প্রভাবে তাহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ১০৪॥

দিব্যাস্ত্রেণৈব মুনয় শ্চিচ্ছিদুঃ সশরং ধনুঃ।
রথঞ্চ সারথিঞ্চৈব রাজ্ঞঃ সন্নাহ মেবচ ॥ ১০৫ ॥
ন্যস্ত শস্ত্রং নৃপং দৃষ্টা মুনয়ো হর্ষ বিহ্বলাঃ।
দধাব শূলিনঃ শূলং মৎস্য রাজ জিঘাংসয়া ॥ ১০৬ ॥
শূল নিঃক্ষেপ সময়ে বাগ্বভূবা শরীরিণী।
শূলং ত্যজত বিপ্রেন্দ্রাঃ শিবস্যাব্যর্থ মেবচ ॥ ১০৭ ॥
শিবস্য কবচং দিব্যং দত্তং দুর্ব্বাসসা পুরা।
মৎস্য রাজগলেঽস্তীতি সর্ব্বাবয়ব রক্ষণং ॥ ১০৮ ॥
প্রাণানাঞ্চ প্রদাতারং কবচং যাচতং নৃপং।
তদা নিক্ষিপ্য শূলঞ্চ জঘান নৃপতীশ্বরং ॥ ১০৯ ॥
তচ্ছূলং তং নৃপং প্রাপ্য শত খণ্ডং গতং মুনে।
শ্রুত্বৈবাকাশবাণীঞ্চ শৃঙ্গী সন্ন্যাস বেশ কৃৎ ॥ ১১০ ॥

তৎপরে তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্র প্রভাবে মৎস্যরাজের শর শরাসন, রথ, সারথি ও সন্নাহ পর্য্যন্ত খণ্ডিত হইয়া গেল, রাজাকে অস্ত্র বিহীন দেখিয়া ভার্গবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তাঁহারা মৎস্য রাজের বিনাশ বাসনায় ভগবান্ শূলপাণির শূলাস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ১০৫ । ১০৬ ॥

তৎপরে যখন সেই শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করেন, তখন এইরূপ আকাশ-বাণী হইল, যে, "হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তোমরা মহেশ্বরের এই অব্যর্থ শূলাস্ত্র, এখন প্রয়োগ করিও না। পূর্ব্বে মুনিবর দুর্ব্বাসা শিব দত্ত যে অক্ষয় কবচ মৎস্যরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখনও মৎস্যরাজের গলদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কবচ প্রভাবে উঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিরক্ষিত হইতেছে, অতএব অগ্রে তোমরা উঁহার নিকট ঐ প্রাণপ্রদ অক্ষয় কবচ প্রার্থনা কর, তাহার পর শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিও ॥ ১০৭ । ১০৮ । ১০৯ ॥

হে নারদ! এইরূপ আকাশবাণী হইবার সময় শূলাস্ত্র নিঃক্ষিপ্ত হই-

যযাচে কবচং ভূপং জমদগ্নি সুতো মহান্।
রাজা দদৌ চ কবচং ব্রহ্মাণ্ডে বিজয়ং পরং॥ ১১১॥
গৃহীত্বা কবচং তচ্চ শূলেনৈব জঘান হ।
পপাত মৎস্য রাজশ্চ শত চন্দ্র সমাননঃ।
মহা বলিষ্ঠো গুণবান্ চন্দ্রবংশ সমুদ্ভবঃ॥ ১১২॥

নারদ উবাচ।

শিবস্য কবচং ব্রূহি মৎস্য রাজেন যদ্ধৃতং।
নারায়ণ মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥ ১১৩॥

নারায়ণ উবাচ।

কবচং শৃণু বিপ্রেন্দ্র শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ং নাম সর্ব্বাবয়ব রক্ষণং॥ ১১৪॥

য়াছিল, কিন্তু সেই শূল মৎস্যরাজের অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র শত ভাগে খণ্ডিত হইল। তখন জমদগ্নির অন্যতর তনয় শৃঙ্গী ঐ আকাশবাণী শ্রবণে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া রাজার নিকট সেই কবচ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কবচ প্রার্থনা করিবামাত্র সেই ব্রহ্মাণ্ডবিজয় উৎকৃষ্ট কবচ তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গীকে সমর্পণ করিলেন, কবচ আত্মসাৎ করিবার পর, তিনি সেই শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া মৎস্যরাজকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। যাঁহার আননে শত পূর্ণচন্দ্র বিকাসমান সেই মহাবল পরাক্রান্ত অশেষ গুণশালী চন্দ্রবংশ সমুদ্ভূত মৎস্যরাজ ধরাশয্যায় শয়ান করিলেন। ১১০। ১১১। ১১২॥

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ দেব নারায়ণ! মৎস্যরাজ যে শিব কবচ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কবচের বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে, অতএব আপনি আদ্যোপান্ত তাহা কীর্ত্তন করুন॥ ১১৩॥

নারায়ণ কহিলেন, বিপ্রবর নারদ! যে কবচ ধারণ করিলে সর্ব্ব শরীর পরিরক্ষিত হয়, মহাত্মা মহাদেব প্রদত্ত সেই ব্রহ্মাণ্ড বিজয় কবচের বিষয় বর্ণন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১১৪॥

পুরা দুর্ব্বাসসা দত্তং মৎস্য রাজায় ধীমতে।
দত্ত্বা ষড়ক্ষরং মন্ত্রং সর্ব্ব পাপ প্রণাশনং ॥ ১১৫ ॥
স্থিতে চ কবচে দেহে নাস্তি মৃত্যুশ্চ জীবিনাং।
অস্ত্রে শস্ত্রে জলে বহ্নৌ সিদ্ধিশ্চে ন্নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ১১৬ ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্বাণঃ শিবত্বং প্রাপ লীলয়া।
বভূব শিবতুল্যশ্চ যদ্ধৃত্বা নন্দিকেশ্বরঃ ॥ ১১৭ ॥
বীর শ্রেষ্ঠো বীরভদ্রো বভূব ধারণাদ্যতঃ।
ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাজা হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ং ॥ ১১৮ ॥
হিরণ্যাক্ষাশ্চ বিজয়ী বভূব ধারণাদ্যতঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ সিদ্ধো দুর্ব্বাসা বিশ্ব পূজিতঃ ॥ ১১৯ ॥
জৈগীষব্যো মহাযোগী পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
যদ্ধৃত্বা বামদেবশ্চ দেবলশ্চ্যবনঃ স্বয়ং।
অগস্ত্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বভূব বিশ্ব পূজিতঃ ॥ ১২০ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ দুর্ব্বাসা ষড়ক্ষর মন্ত্র সহিত পাপ বিনাশন এই কবচ ধীমান মৎস্যরাজকে প্রদান করেন, এই কবচ দেহে বিদ্যমান থাকিলে অস্ত্রে, শস্ত্রে, জলে বা অনলে কিছুতেই মৃত্যু নাই, প্রত্যুত: সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার আর সংশয় মাত্র নাই ॥ ১১৫। ১১৬॥

রাজা বাণ যে কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া অবলীলাক্রমে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন এবং নন্দিকেশ্বর শিব তুল্য ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, যে কবচ ধারণে বীরভদ্র বীরশ্রেষ্ঠ এবং হিরণ্যকশিপু ত্রৈলোক্য বিজয়ী হইয়াছেন। ১১৭। ১১৮।

যাহা ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছেন। যে কবচ ধারণ এবং পাঠে সিদ্ধ হইয়া জগদ্বিখ্যাত দুর্ব্বাসামুনি বিশ্ব সংসারের পূজ্যতম হইয়াছেন। ১১৯॥

যে কবচ ধারণে ও যাহার পাঠনে জৈগীষব্য মহাযোগী, এবং বামদেব,

ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ মস্তকং মে সদাবতু।
ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ স্বাহা ভালং সদাবতু॥ ১২১॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শিবায়েতি স্বাহা নেত্রে সদাবতু।
ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং শিবায়েতিনমো মে পাতু নাসিকাং।১২২।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় স্বাহা কণ্ঠং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং সংহার কর্ত্রে স্বাহা কর্ণৌ সদাবতু।১২৩।
ওঁ হ্রীং শ্রীং পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা দন্তং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং মহেশায় স্বাহা চাধরং পাতু মে সদা। ১২৪।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ত্রিনেত্রায় স্বাহা কেশান্ সদাবতু।
ওঁ হ্রীং ঐং মহাদেবায় স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু। ১২৫।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীংঐং রুদ্রায় স্বাহা নাভিং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং ঐং শ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু। ১২৬।

দেবল, চ্যবন, অগস্ত্য ও পুলস্ত্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পূজা লাভ করিয়াছেন সেই কবচ বৃত্তান্ত কহিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর॥ ১২০॥

ওঁ নমঃ শিবায়, এই মন্ত্রে সর্ব্বদা আমার মস্তক রক্ষিত হউক। ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা, এই মন্ত্রে আমার কপাল পরিরক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শিবায় স্বাহা, এই মন্ত্রে আমার নেত্রদ্বয় রক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং শিবায় নমঃ, এই মন্ত্রে আমার নাসিকা রক্ষিত হউক্। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় স্বাহা, এই মন্ত্রে আমার কণ্ঠ সতত রক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং সংহার কর্ত্রে স্বাহা, এই মন্ত্রে আমার কর্ণদ্বয় সতত রক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং শ্রীং পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সর্ব্বদা আমার দন্ত সকল পরিরক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং মহেশায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সর্ব্বদা অধর পরিরক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ত্রিনেত্রায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার কেশ সকল রক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং ঐং মহাদেবায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার বক্ষঃস্থল পরিরক্ষিত হউক্। ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং রুদ্রায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার নাভিদেশ রক্ষিত হউক্।

ওঁ শ্রীং ক্লীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা ভ্রুশ্চ সদাবতু।
ওঁ হ্রূং শ্রীং ক্লীং ঈশানায় স্বাহা পার্শ্বং সদাবতু।১২৭।
ওঁ হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা উদরং পাতু মে সদা।
ওঁ শ্রীং ক্লীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা বাহূ সদাবতু।১২৮।
ওঁ হ্রূং শ্রীং ক্লীং ঈশ্বরায় স্বাহা পাতু করৌ মম।
ওঁ মহেশ্বরায় রুদ্রায় নিতম্বং পাতু মে সদা।১২৯।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ভূতনাথায় স্বাহা পাদৌ সদাবতু।
ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু।১৩০।
প্রাচ্যাং মাং পাতু ভূতেশ আগ্নেয্যাং পাতু শঙ্করঃ।
দক্ষিণে পাতুমাং রুদ্রো নৈঋত্যাং স্থাণুরেবচ।১৩১।
পশ্চিমে খণ্ড পরশু বায়ব্যাং চন্দ্রশেখরঃ।
উত্তরে গিরিশঃ পাতু ঐশান্যা মীশ্বরঃ স্বয়ং।১৩২।

ওঁ হ্রীং ঐং শ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার পৃষ্ঠদেশ পরিরক্ষিত হউক॥ ১২১। ১২২। ১২৩। ১২৪। ১২৫। ১২৬॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার ভ্রু যুগল রক্ষা করুক। ওঁ হ্রূং শ্রীং ক্লীং ঈশানায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পার্শ্ব রক্ষা করুক। ওঁ হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার উদর রক্ষা করুক। ওঁ শ্রীং ক্লীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার বাহু যুগল রক্ষা করুক। ওঁ হ্রূং শ্রীং ক্লীং ঈশ্বরায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার করদ্বয় রক্ষা করুক। ওঁ মহেশ্বরায় রুদ্রায় নমঃ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নিতম্বদেশ রক্ষা করুক। ওঁ হ্রীং শ্রীং ভূতনাথায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুক। ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সমস্ত দেহ রক্ষা করুক॥ ১২৭। ১২৮। ১২৯। ১৩০।

ভূতেশ আমার পূর্ব্বদিকে, শঙ্কর আমার অগ্নিকোণে, রুদ্র আমার দক্ষিণদিকে, স্থাণু আমার নৈঋতে, খণ্ডপরশু আমার পশ্চিমদিকে, চন্দ্রশেখর আমার বায়ুকোণে, গিরিশ আমার উত্তরদিকে, ঈশ্বর স্বয়ং

ঊর্দ্ধে মৃড়ঃ সদাপাতু অধো মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ং।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্নে জাগরণে সদা। ১৩৩।
পিণাকী পাতুমাং প্রীত্যা ভক্তঞ্চ ভক্ত বৎসলঃ। ১৩৪।
ইতিতে কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতং।
দশলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধি র্ভবতি নিশ্চিতং। ১৩৫।
যদিস্যাৎ সিদ্ধি কবচো রুদ্রতুল্যো ভবেৎ ধ্রুবং।
তব স্নেহান্ময়া খ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ। ১৩৬।
কবচং কাণ্ব শাখোক্ত মতি গোপ্যং সুদুর্ল্লভং।
অশ্বমেধ সহস্রাণি রাজসূয় শতানি চ। ১৩৭।
সর্ব্বাণি কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ১৩৮।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব সিদ্ধীশো মনোযায়ী ভবেৎ ধ্রুবং।

আমার ঈশান কোণে, মৃড় আমার ঊর্দ্ধদিকে, মৃত্যুঞ্জয় স্বয়ং আমার অধো দিকে এবং ভক্তবৎসল পিণাকী পরম প্রীতি সহকারে একান্ত অনুগত আমাকে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, স্বপ্নে জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ১৩১। ১৩২। ১৩৩। ১৩৪ ॥

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট অদ্ভুত কবচের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এই কবচ দশলক্ষ বার জপ করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। ১৩৫।

যিনি এই কবচে সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি নিশ্চয়ই রুদ্র তুল্য ক্ষমতাশালী হইয়া থাকেন। তোমার প্রতি একান্ত স্নেহ আছে বলিয়াই বলিলাম, কিন্তু তুমি ইহা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। এই সুদুর্ল্লভ কবচ বেদের কাণ্ব শাখায় উক্ত হইয়াছে, ইহা অতি গোপনীয় বিষয়, সহস্র অশ্বমেধ, বা শত রাজসূয় যজ্ঞ, অথবা সমস্ত সমবেত হইলেও এই কবচের ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারে না। এই কবচ প্রসাদে লোক জীবন্মুক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে এবং সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধির

ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা ভজেদ্যঃ শঙ্করং প্রভুং।
শত লক্ষ প্রজপ্তোপি ন মন্ত্র সিদ্ধি দায়ক। ১৩৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে শঙ্কর কবচ প্রকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অধীশ্বর হইয়া থাকে, এমন কি মনন করিলে যথা ইচ্ছা গমন করিতে যে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই কবচ না জানিয়া যিনি ভগবান্ ভূত ভাবনকে ভজনা করেন, তিনি শত লক্ষবার জপ করিলেও সে মন্ত্র ফলদায়ক হয় না॥ ১৩৬। ১৩৭। ১৩৮। ১৩৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে শঙ্কর কবচ প্রকথনং নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মৎস্য রাজে নিপতিতে রাজা যুদ্ধ বিশারদঃ।
রাজেন্দ্রান্ প্রেষযামাস যুদ্ধ শাস্ত্র বিশারদঃ। ১।
বৃহদ্বলং সোমদত্তং বিদর্ভং মিথিলেশ্বরং।
নিষদাধিপতিঞ্চৈব মগধাধিপতিন্তথা। ২।
আযযুঃ সমরং যুদ্ধং পর্শুরামং মহারথাঃ।
ত্রিভিরক্ষৌহিণীভিশ্চ সেনাভিঃ সহ নারদ। ৩।
রামস্য ভ্রাতরঃ সর্ব্বে বীরাস্তীক্ষ্ণাস্ত্র পাণয়ঃ।
বারযামাসুরস্ত্রৈশ্চ তানেব রণ মূর্দ্ধনি। ৪।
তে বীরাঃ শরজালেন দিব্যাস্ত্রেণ প্রযত্নতঃ।
বারযামাসুরেকৈকং ভ্রাতৃবর্গান্ ভৃগো স্তথা। ৫।
আযযৌ সমরং শীঘ্রং দৃষ্ট্বাতাংশ্চ পরাজিতান।
পিণাক হস্তঃ স ভৃগু র্জ্বলদগ্নি শিখোপমঃ॥ ৬॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! মৎস্যরাজ সমরশয্যায় শয়ন করিলে রণবিশারদ কার্ত্তবীর্য্য, যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ বৃহদ্বল, সোমদত্ত, বিদর্ভ, মিথিলেশ্বর, নিষদাধিপতি ও মগধাধিপতি এই সকল রাজেন্দ্রগণকে সমরে প্রেরণ করিলেন। ১। ২।

ঐ সকল মহারথগণ ও তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া পরশুরামের সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। ৩।

তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী পরশুরামের ভ্রাতৃগণ অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃহদ্বল ও সোমদত্ত প্রভৃতি বীরগণ প্রাণপণে শরজাল বিস্তার ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল নিঃক্ষেপ করিয়া একাদিক্রমে রামের ভ্রাতৃগণকে নিবারণ করিলেন। ৪। ৫।

চিক্ষেপ নাগপাশঞ্চ পর্শুরামো মহাবলঃ।
চিচ্ছেদ তং গারুড়েন সোমদত্তো মহাবলঃ॥ ৭॥
ভৃগুঃ শঙ্কর শূলেন সোমদত্তং জঘানহ।
বৃহদ্বলঞ্চ গদয়া বিদর্ভং মুষ্টিভি স্তথা॥ ৮॥
মৈথিলং মুদ্গরেণৈব শক্ত্যাচ নৈষধং তথা।
মাগধং চরনোদ্‌ঘাতৈ রস্ত্র জালেন সৈনিকাং। ৯॥
নিহত্য নিখিলান্ ভূপান্ সংহারাগ্নি সমোরণে।
দুদ্রাব কার্ত্তবীর্য্যঞ্চ পর্শুরামো মহাবলঃ। ১০॥
দৃষ্টা তং যোদ্ধু মায়ান্তং রাজানশ্চ মহারথাঃ।
আযযুঃ সমরং কর্ত্তুং কার্ত্তবীর্য্যং নিবার্য্য চ। ১১॥
কান্যকুব্জাশ্চ শতশঃ সৌরাষ্ট্রঃ শতশ স্তথা।
রাঢ়ীয়া শতশশ্চৈব বারেন্দ্রাঃ শতশ স্তথা। ১২॥
সৌহ্মা বঙ্গশ্চ শতশো মহারাষ্ট্রা স্তথা দশ।
কতিধা গুর্জ্জরাতীয়াঃ কালিঙ্গাঃ শতশ স্তথা। ১৩॥

তখন ভ্রাতৃগণকে সমর পরাজিত সন্দর্শন করিয়া মহাবল ভৃগুনন্দন পরশুরাম শূল হস্তে করিয়া জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় বেগে সমরাঙ্গনে সমাগত হইলেন, এবং এক নাগপাশ নিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মহাবল সোমদত্ত কর্ত্তৃক গরুড়াস্ত্র নিঃক্ষিপ্ত হইবা মাত্র নাগপাশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ৬। ৭।

অনন্তর ভার্গব পরশুরাম ভগবান শঙ্করের প্রদত্ত শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া সোমদত্তকে, গদা প্রহারে বৃহদ্বলকে, মুষ্টি প্রহারে বিদর্ভরাজকে, মুদ্গর প্রহারে মিথিলেশ্বরকে, শক্তি প্রহারে নিষধপতিকে, পদাঘাতে মগধেশ্বরকে এবং শরজালে সৈন্যদিগকে নিপাতিত করিয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় বেগে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। ৮। ৯। ১০॥

তদ্দর্শনে মহারথ নরপতিগণ কার্ত্তবীর্য্যকে নিবারণ করিয়া আপনারা যুদ্ধার্থ সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ, সৌরাষ্ট্র, রাঢ়,

কৃত্বা তে শর জালঞ্চ ভৃগু শ্চিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ।
তং ছিত্বাভ্যুথিতো রামো নিহার মিব ভাস্করঃ। ১৪ ॥
ত্রিরাত্রং যুযুধে রামস্তৈঃ সার্দ্ধং সমরাজিরে।
দ্বাদশাক্ষৌহিণীং সেনাং তত শ্চিচ্ছেদ পর্শুনা। ১৫ ॥
রম্ভা স্তম্ভ সমূহঞ্চ যথা খড়্গেন লীলয়া।
ছিত্বা সেনাং ভূপবর্গাং জঘান শিব শূলতঃ। ১৬ ॥
সর্ব্বাংস্তান্নিহতাং দৃষ্টা সূর্য্য বংশ সমুদ্ভবঃ।
আজগাম সুচন্দ্রশ্চ লক্ষ রাজেন্দ্র সংযুতঃ। ১৭ ॥
দ্বাদশাক্ষৌহিণীভিশ্চ সেনাভিঃ সহ সংযুগে।
কোপেণ যুযুধে রামং সিংহং সিংহো যথারণে। ১৮ ॥
ভৃগুঃ শঙ্কর শূলেন নৃপ লক্ষং নিহত্য চ।
দ্বাদশাক্ষৌহিণীং সেনাং জঘান পর্শুনা বলী। ১৯ ॥

বরেন্দ্র, সুক্ষ্ম শরীর বঙ্গের শত শত রাজা এবং মহারাষ্ট্রের দশ, গুর্জ্জরের কয়েকটী ও কলিঙ্গের শত শত, ইহারা সকলে শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। পরশুরাম সে সমস্ত ছেদন করিয়া নীহার বিনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় শোভমান হইলেন। ১১। ১২। ১৩। ১৪ ॥

সমরাঙ্গণে ক্রমাগত তিনদিন যুদ্ধ চলিল। ভার্গবের কুঠারাস্ত্র প্রভাবে দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরশয্যায় শয়ন করিল। ১৫ ॥

ভার্গব, খড়্গাঘাতে কদলীবন নিপাতনের ন্যায় অবলীলাক্রমে এইরূপে দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতনের পর শিবদত্ত শূল দ্বারা ভূপালবর্গকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। ১৬ ॥

সমর প্রবৃত্ত নৃপতিগণ নিহত হইল দেখিয়া সূর্য্যবংশসম্ভূত রাজা সুচন্দ্র লক্ষরাজেন্দ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন। ১৭ ॥

দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তাঁহার অনুগমন করিল। সিংহ যেমন ক্রোধ ভরে অন্য সিংহের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি রোষ ভরে ভার্গবের প্রতি ধাবমান হইলেন। ১৮ ॥

নিহত্য সর্ব্বাঃ সেনাশ্চ সুচন্দ্রং যুযুধে বলী।
নাগাস্ত্রং প্রেরযামাস নিহন্তুং তং ভৃগুঃ স্বয়ং। ২০ ॥
নাগপাশঞ্চ চিচ্ছেদ গারুড়েন নৃপেশ্বরঃ।
জহাস চ ভৃগুং রাজা সমরে চ পুনঃ পুনঃ। ২১ ॥
ভৃগু র্নারায়ণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ রণ মূর্দ্ধণি।
অস্ত্রং যযৌ তং নিহন্তুং শত সূর্য্য সমপ্রভং। ২২ ॥
দৃষ্ট্বাস্ত্রং নৃপশার্দ্দূলশ্চাব রুহ্য রথাৎক্ষণাৎ।
ন্যস্ত শস্ত্র প্রণনামস্তুত্বা নারায়ণং শিবং। ২৩ ॥
তমেব প্রণতং ত্যক্ত্বা যযৌ নারায়ণান্তিকং।
অস্ত্র রাজো ভগবতো রামঃ সংপ্রাপ বিস্ময়ং। ২৪ ॥

কিন্তু ভৃগু নন্দন শঙ্করলব্ধ শূল প্রহারে লক্ষ নৃপতিকে নিহত করিয়া কুঠার প্রহারে সেই দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ভূমি সাৎ করিলেন। ১৯।

এইরূপে সমরাগত সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিয়া পরিশেষে নরপতি সুচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দিকপাল সদৃশ সেই নরপতির প্রতি নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ২০।

তখন নৃপবর সুচন্দ্র গরুড়াস্ত্র প্রয়োগে পরশুরামের নাগপাশ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে লক্ষ করিয়া বারম্বার হাস্য করিতে লাগিলেন। ২১।

অনন্তর ভার্গব নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। শত সূর্য্যের প্রভা সদৃশ দীপ্যমান সেই নারায়ণাস্ত্র সুচন্দ্রকে নিপাত করিবার নিমিত্ত বেগে তাঁহার দিকে গমন করিতে লাগিল। ২২।

সেই নৃপ শার্দ্দূল সুচন্দ্র নারায়ণাস্ত্র সমাগত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই শান্তিদায়ক অস্ত্রকে স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ২৩।

তখন ভগবান নারায়ণের সেই অস্ত্র সুচন্দ্রকে প্রণত সন্দর্শন করিয়া আর তাঁহার নিকট সমাগত হইল না। প্রত্যুত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভার্গবের নিকটে না যাইয়া নারায়ণের সমীপে গমন করিল। তদ্দর্শনে পরশুরাম যৎপরোনাস্তিবিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ২৪ ॥

ভৃগুঃ শক্তিঞ্চ মুষলং তোমরং পট্টিশং তথা।
গদাং পরশুঞ্চ কোপেণ চিক্ষেপ নৃপ হিংসয়া। ২৫॥
জগ্রাহ কালী তান্ সর্ব্বাংশ্চন্দস্যন্দন মাস্থিতা।
চিক্ষেপ শিব শূলং স নৃপমালা বভূব তৎ। ২৬॥
দদর্শ পুরতো রামো ভদ্রকালীং জগৎ প্রসূং।
বহন্তীং মুণ্ডমালাঞ্চ বিকটাস্যাং ভয়ঙ্করীং। ২৭॥
বিহায় শস্ত্রমস্ত্রঞ্চ পিণাকঞ্চ ভৃগু স্তদা।
তুষ্টাব তাং মহামায়াং ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ। ২৮॥

পরশুরাম উবাচ।

নমঃ শঙ্কর কান্তায়ৈ সারায়ৈ তে নমো নমঃ।
নমো দুর্গতি নাশিনৈ মায়ায়ৈ তে নমোনমঃ। ২৯॥

ক্ষণ বিলম্বে পুনরায় কোপান্বিত হইয়া সুচন্দ্রের নিধন বাসনায় একেবারে উপর্য্যুপরি শক্তি, মুষল, শাবল, কুঠার, গদা ও পরশু অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। ২৫॥

ভগবতী কালী সুচন্দ্রের রথে অবস্থান পূর্ব্বক পরশুরাম নিঃক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্র সংহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যে শিবদত্ত শূলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহা মুণ্ডমালা হইয়া বিস্তারিতাননা কালীর মুণ্ডমালা হইয়া গলদেশ সংলগ্ন হইল। ২৬॥

তখন পরশুরাম দেখিলেন, সম্মুখে বিকট বদনা ভীষণ মূর্ত্তি জগন্মাতা ভদ্রকালী অবস্থান করিতেছেন এবং শূলাস্ত্র তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা হইয়া দোদুল্যমান হইতেছে। ২৭॥

দর্শন করিবা মাত্র অমনি তিনি শূল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এবং প্রবলতর ভক্তি তাঁহার হৃৎপদ্ম আকর্ষণ করিল, তখন তাঁহার স্কন্ধদেশ নম্রীভূত হইল। অনন্তর তিনি ভাবে গদ্গদ হইয়া সেই মহামায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২৮॥

পরশুরাম কহিলেন, মাতঃ ভদ্রকালি! তুমি শঙ্করের কান্তা, তুমি

নমো নমো জগদ্ধাত্র্যৈ জগৎকর্ত্র্যৈ নমোনমঃ।
নমোস্তু তে জগন্মাত্রে কারণায়ৈ নমোনমঃ। ৩০ ॥
প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টি সংহার কারিণি।
ত্বৎ পাদে শরণং যামি প্রতিজ্ঞাং সার্থকং কুরু। ৩১ ॥
ত্বয়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাং রক্ষিতুমীশ্বরঃ।
ত্বং প্রসন্নাভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে। ৩২ ॥
যুষ্মাভিঃ শিব লোকেচ মহ্যং দত্তোবরঃ পুরা।
ত্বং বরং সফলং কর্ত্তুং ত্বমর্হসি বরাননে। ৩৩ ॥
পর্শুরাম স্তবং শ্রুত্বা প্রসন্নাভবদম্বিকা।
মাভৈ রিত্যেব মুক্ত্বাতু তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৩৪ ॥

সারাৎসারা তোমাকে নমস্কার। তুমি বিপন্নব্যক্তিদিগের দুর্গতি নাশ করিয়া থাক। তুমি মায়াময়ী, অর্থাৎ তোমার মায়ায় কি না হয়; অতএব তোমাকে আমি সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করি। ২৯।

মাতঃ! তুমিই জগৎ সংসার ধারণ করিতেছ, তুমিই জগতের কর্ত্রী, অতএব তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার, তুমি জগতের জননী, তুমি জগতের কারণ; অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ৩০ ॥

হে জগৎ জননি! হে সৃষ্টি সংহার কারিণি! হে ভদ্রকালি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমার চরণে শরণাগত। আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ কর। ৩১ ॥

মাতঃ! তুমি বিমুখ হইলে আর কে আমায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? অতএব হে শুভে! হে ভক্তবৎসলে! আমি তোমার একান্ত অনুগত ভক্ত; অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। ৩২ ॥

মাতঃ! পূর্ব্বে শিবলোকে তুমিই আমাকে বর প্রদান করিয়াছ, অতএব বরাননে! তুমি ভিন্ন এক্ষণে আর কে সে বর সফল করিবে? ।৩৩ ॥

জগদম্বিকা ভদ্রকালী পরশুরামের সেই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হইলেন এবং "ভয় নাই" এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৩৪ ॥

এতদ্ ভৃগু কৃতং স্তোত্রং ভক্তি যুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ ।
মহা ভয়াৎ সমুত্তীর্ণ সভবেদবলীলয়া । ৩৫ ॥
স পূজিতশ্চ ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ ।
জ্ঞাতি শ্রেষ্ঠো ভবেচ্চৈব বৈরি পক্ষ বিমর্দ্দকঃ । ৩৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ভৃগু কৃতং কালী স্তোত্রং ।

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা ভৃগুং ধর্ম্ম ভৃতাং বরঃ ।
আগত্য কথযামাস রহস্যং রাম মেবচ । ৩৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু রাম মহাভাগ রহস্যং পূর্ব্ব মেবচ ।
সুচন্দ্র জয় হেতুঞ্চ প্রতিজ্ঞা সার্থকায় চ । ৩৮ ॥
দশাক্ষরী মহাবিদ্যা দত্তা দুর্ব্বাসসা পুরা ।
সুচন্দ্রায়ৈব কবচং ভদ্রকাল্যাঃ সুদুর্ল্লভং । ৩৯ ॥
কবচং ভদ্রকাল্যাশ্চ দেবানাঞ্চ সুদুর্ল্লভং ।
কবচং তদ্গলে তস্য সর্ব্ব শত্রু বিমর্দ্দকং । ৪০ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে পরশুরাম কৃত এই কালী স্তোত্র পাঠ করে, সে অনায়াসে মহাভয় হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে তাহার সম্মানের অবধি থাকে না, প্রত্যুত সে ত্রিলোক বিজয়ী জ্ঞাতি-বর্গ মধ্যে প্রধান ও বিপক্ষ বিমর্দ্দক হইয়া থাকে । ৩৫ । ৩৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ভৃগু কৃত কালী স্তোত্র ।

ইত্যবসরে ধার্ম্মিক চূড়ামণী ভগবান ব্রহ্মা পরশুরামের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ রাম ! রাজা সুচন্দ্রকে পরাজিত এবং তোমার প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিদানভূত পূর্ব্বের এক রহস্য আছে, বিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর । ৩৭ । ৩৮ ॥

পূর্ব্বে ঋষিবর দুর্ব্বাসা সুচন্দ্রকে দশাক্ষরী এক মহাবিদ্যা প্রদান করেন । ঐ মহাবিদ্যা আর কিছুই নহে কেবল ভদ্রকালীর এক কবচ ।

অতীব পূজ্যং শস্তঞ্চ ত্রৈলোক্য জয় কারণং।
তস্মিন্ স্থিতেচ কবচে কস্তং জেতুমলং ভুবি। ৪১ ॥
ভৃগো গচ্ছতু ভিক্ষার্থং করোতু প্রার্থনাং নৃপ।
সূর্য্য বংশোদ্ভবো রাজা দাতা পরম ধার্ম্মিকঃ। ৪২ ॥
প্রাণাংশ্চ কবচং মন্ত্রং সর্ব্বং দাস্যতি নিশ্চিতং। ৪৩ ॥
ভৃগুঃ সন্ন্যাসি বেশেন গত্বা রাজান্তিকং মুনে।
ভিক্ষাঞ্চকার মন্ত্রঞ্চ কবচং পরমাদ্ভুতং। ৪৪ ॥
রাজা দদৌচ মন্ত্রঞ্চ কবচং পরমাদরং।
ততঃ শঙ্কর শূলেন জঘান তং নৃপং ভৃগুঃ। ৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

এমন কি ঐ কবচ, অন্যের কথা দূরে থাক, দেবতারাও লাভ করিতে সমর্থ নহেন। ঐ কবচ প্রভাবে শত্রু বিমর্দ্দনের কথা কি বলিব, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় পর্য্যন্ত পরাজিত হয়। সেই অতীব পূজ্য সুপ্রশস্ত কবচ সুচন্দ্রের গলদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐকবচ সত্ত্বে ভুবনে এমন কেহই নাই যে, উহাকে জয় করিতে পারে!। ৩৯। ৪০। ৪১ ॥

অতএব ভৃগুনন্দন! তুমি যাও, গিয়া সুচন্দ্রের নিকট ঐ কবচ ভিক্ষা প্রার্থনা কর, সুচন্দ্র সূর্য্যবংশীয় রাজা, সুতরাং পরম ধার্ম্মিক ও দাতা, তুমি প্রার্থণা করিলে, মন্ত্র ও কবচের কথা দূরে থাক, নিশ্চয়ই স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবেন। ৪২। ৪৩ ॥

ব্রহ্মার বচন শ্রবণে ভার্গব সন্ন্যাসি বেশে রাজা সুচন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মন্ত্র সহিত সেই আশ্চর্য্য কবচ প্রার্থণা করিলেন। ৪৪ ॥

প্রার্থণা মাত্র রাজা পরম সমাদরে সেই দশাক্ষরী মন্ত্র ও কবচ প্রদান করিলেন। তখন পরশুরাম শঙ্কর দত্ত শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া নরপতি সুচন্দ্রের প্রাণ সংহার করিলেন। ৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ষটত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কবচং শ্রোতু মিচ্ছামি তাঞ্চ বিদ্যা দশাক্ষরীং।
নাথ ত্বত্তোহি সর্ব্বজ্ঞ ভদ্রকাল্যাশ্চ সাংপ্রতং। ১॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মহাবিদ্যাং দশাক্ষরীং।
গোপনীয়ঞ্চ কবচং ত্রিষুলোকেষু দুর্লভং। ২॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহেতি চ মহামন্ত্রং।
দুর্ব্বাসা হি দদৌ রাজ্ঞে পুষ্করে সূর্য্য পর্ব্বণি। ৩॥
দশলক্ষ জপেনৈব মন্ত্র সিদ্ধিঃ কৃতা পুরা।
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব রাজ্ঞা কবচ মুত্তমং। ৪॥
বভূব সিদ্ধ কবচোপ্যযোধ্যামাজগাম সঃ।
কৃৎস্নাং হি পৃথিবীং জিগ্যে কবচস্য প্রসাদতঃ। ৫॥

নারদ কহিলেন, নাথ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব এক্ষণে আপনার নিকট হইতে ভদ্রকালীর সেই দশাক্ষরী মহাবিদ্যা ও কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন। ১॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! দশাক্ষরী মহাবিদ্যা ও কবচের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। এই কবচ ত্রিলোক দুর্লভ ও অতি গোপনীয়। ২॥

"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা" এই দশাক্ষরী মহামন্ত্র পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা একদিন পুষ্করতীর্থে সূর্য্যগ্রহণ সময়ে রাজা সুচন্দ্রকে প্রদান করেন। ৩॥

রাজাও তৎকালে দশ লক্ষ বার জপ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করেন। তৎপরে কবচ পঞ্চ লক্ষ বার জপ করিয়া সিদ্ধ কবচ হন। কবচে সিদ্ধি লাভ হইলে তিনি পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিয়া ঐ কবচ প্রভাবে সসাগরা পৃথিবী সমস্ত পরাজয় করেন। ৪। ৫॥

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বা দশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিষুলোকেষু দুর্লভা।
অধুনা শ্রোতু মিচ্ছামি কবচং ব্রূহিমে প্রভো। ৬॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন যদ্দত্তং কৃপয়া শূলিনে পুরা। ৭॥
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে শিবস্য বিজয়ায় চ।
তদেব শূলিনাদত্তং দুর্ব্বাসসে পুরা মুনে। ৮॥
দুর্ব্বাসসা চ যদ্দত্তং সুচন্দ্রায় মহাত্মনে।
অতি গুহ্যতরং তত্ত্বং সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং। ৯॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা মে পাতু মস্তকং।
ক্লীং কপালং সদা পাতু হ্রীংহ্রীংহ্রীং ইতি লোচনে।১০॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! আপনি যে ত্রিলোক দুর্লভ দশাক্ষরী মহাবিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি কৃপা করিয়া কীর্ত্তন করুন। ৬।

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! পূর্ব্বে নারায়ণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া শূলীকে যে পরমাদ্ভুত রাজেন্দ্র কবচ প্রদান করিয়াছেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি তুমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৭॥

পুরাকালে ঘোরতর ত্রিপুরাসুর সংগ্রাম সমুপস্থিত হয়। সেই সময়ে শিবের জয় লাভ হইবার নিমিত্ত নারায়ণ শিবকে ঐ কবচ প্রদান করেন, তাহার কিছুকাল পরে ভগবান শূলী, ঋষিবর দুর্ব্বাসাকে ঐ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে দুর্ব্বাসাও আবার মহাত্মা সুচন্দ্রকে উহা প্রদান করেন, এই মন্ত্র তত্ত্ব অতি গূঢ়। এমন কি সমস্ত মন্ত্রের সার হইতে এই কবচ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ৮। ৯।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার মস্তক এবং ক্লীং এই মন্ত্রে সর্ব্বদা আমার কপাল পরিরক্ষিত হউক। হ্রীং হ্রীং হ্রী

ওঁ ক্রীং ত্রিলোচনে স্বাহা নাসিকাং মে সদাবতু।
ক্রীং কালিকে রক্ষ রক্ষ স্বাহা দন্তং সদাবতু। ১১॥
হ্রীং ভদ্রকালিকে স্বাহা পাতু মেধর যুগ্মকং।
ওঁ হ্রীং হ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা কণ্ঠং সদাবতু।১২॥
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা কর্ণ যুগ্মং সদাবতু।
ওঁ ক্রীংক্রীংক্রীংকাল্যৈ স্বাহা স্কন্ধং পাতু সদাবতু।১৩॥
ওঁ ক্রীং ভদ্রকাল্যৈ স্বহা মম বক্ষঃ সদাবতু।
ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা নাভিং পাতু সদাবতু। ১৪॥
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা মম পৃষ্ঠং সদাবতু।
রক্তবীজ বিনাসিনৈ্য স্বাহা হস্তৌ সদাবতু। ১৫॥
ওঁ হ্রীং ক্লীং মুণ্ডমালিনৈ্য স্বাহা পাদৌ সদাবতু।
ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু। ১৬॥

এই মন্ত্রে সর্ব্বদা নেত্রদ্বয় পরিরক্ষিত হউক। ওঁ ক্রীং ত্রিলোচনে স্বাহা এই মন্ত্র বলে সতত আমার নাসিকা পরিরক্ষিত হউক। ক্রীং কালিকে রক্ষ রক্ষ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার দন্ত সকল রক্ষা করুক।১০।১১॥

হ্রীং ভদ্রকালিকে স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার অধর যুগল রক্ষা করুক। ওঁ হ্রীং হ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র বলে সতত আমার কণ্ঠদেশ পরিরক্ষিত হউক। ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্রে সর্ব্বদা আমার কর্ণদ্বয় পরিরক্ষিত হউক। ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং কাল্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে আমার স্কন্ধদেশ পরিরক্ষিত হউক। ওঁ ক্রীং ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার বক্ষঃস্থল পরিরক্ষিত হউক। ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্রেসর্ব্বদা আমার নাভিস্থান পরিরক্ষিত হউক। ১২।১৩।১৪।

ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার পৃষ্ঠদেশ পরিরক্ষিত হউক। রক্তবীজ বিনাসিনৈ্য স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার হস্তদ্বয় রক্ষা করুক। ওঁ হ্রীং ক্লীং মুণ্ডমালিনৈ্য স্বাহা, এই মন্ত্রে

প্রাচ্যাং পাতু মহাকালী আগ্নেয্যাং রক্তদন্তিকা।
দক্ষিণে পাতু চামুণ্ডা নৈঋত্যাং পাতু কালিকা। ১৭॥
শ্যামা চ বারুণে পাতু বায়ব্যাং পাতু চণ্ডিকা।
উত্তরে বিকটাস্যা চ ঐশান্যাং সাট্টহাসিনী। ১৮॥
ঊর্দ্ধং পাতু লোলজিহ্বা মায়াদ্যা পাত্বধঃ সদা।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পাতু বিশ্ব প্রসূঃ সদা। ১৯॥
ইতিতে কথিতং বৎস সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতং পরাৎপরং। ২০॥
সপ্তদ্বীপেশ্বরো রাজা সুচন্দ্রোঽস্য প্রসাদতঃ।
কবচস্য প্রসাদেন মান্ধাতা পৃথিবী পতিঃ। ২১॥
প্রচেতা লোমসশ্চৈব যতঃ সিদ্ধো বভূবহ।
যতো হি যোগিনাং শ্রেষ্ঠঃ সৌভরি পিপ্পলায়নঃ। ২২॥

সর্ব্বদা আমার চরণদ্বয় পরিরক্ষিত হউক। ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্রবলে সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ পরিরক্ষিত হউক। ১৫। ১৬॥

মহাকালী আমার পূর্ব্বদিক, রক্তদন্তিকা আমার অগ্নিকোণ, চামুণ্ডা আমার দক্ষিণভাগ, কালিকা আমার নৈঋতকোণ, শ্যামা আমার পশ্চিমদিক, চণ্ডিকা আমার বায়ু কোণ, বিকটাস্যা আমার উত্তরদিক, অট্টহাসিনী আমার ঈশান কোণ, লোলজিহ্বা আমার ঊর্দ্ধভাগ, মায়া প্রভৃতি সকলে আমার অধোভাগ, এবং বিশ্বপ্রসবিনী আমায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে রক্ষা করুন। ১৭। ১৮। ১৯।

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্ব মন্ত্রবিগ্রহ অর্থাৎ সমস্ত মন্ত্রের সার হইতে সঙ্কলিত এবং সমস্ত কবচের সারভূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই কবচ কীর্ত্তন করিলাম। ২০।

রাজা সুচন্দ্র এই কবচ বলে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছেন, মান্ধাতা এই কবচ প্রসাদে পৃথিবীপতি হইয়াছেন, প্রচেতা ও লোমস এই কবচ বলে সিদ্ধ হইয়াছেন, এবং কবচ প্রভাবে সৌভরি, পিপ্পলায়ন যোগী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ২১। ২২॥

যদিস্যাৎ সিদ্ধ[illegible]ভবেৎ।

মহাদানানি সর্ব্বাণি তপাংসি চ ব্রতানি চ।

নিশ্চিতং কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ২৩॥

ইদং কবচ ম জ্ঞাত্বা ভজেৎ কালীং জগৎ প্রসূং।

শত লক্ষ প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ২৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে সপ্তত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি এই কবচ সিদ্ধ হইতে পারেন, সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি তাঁহার হস্তগত। কি সর্ব্ব প্রকার মহাদান, কি সর্ব্ব প্রকার তপস্যা, কি সর্ব্ব প্রকার ব্রত কিছুই এই কবচের ষোড়শাংসের একাংশেরও তুলা হইতে পারে না। ২৩॥

এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি জগজ্জননী কালীকে ভজনা করেন, তিনি শত লক্ষবার মন্ত্র জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র জপে সিদ্ধি লাভ হয় না অর্থাৎ সেই জপ কোন ফলোপদায়ক হয় না। ২৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সুচন্দ্রে পতিতে ব্রহ্মন্ রাজেন্দ্রাণাং শিরোমণৌ।
আজগাম পুষ্করাক্ষঃ সেনাত্র্যক্ষৌহিণী যুতঃ। ১ ॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা সুচন্দ্র তনয়ো মহান্।
মহালক্ষ্মীঃ সেবকশ্চ লক্ষ্মীমান্ সূর্য্য সন্নিভঃ। ২ ॥
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং গলে যস্য মনোহরং।
পরমৈশ্বর্য্য সংযুক্ত স্ত্রৈলোক্য বিজয়ী ততঃ। ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে পর্শুরামস্য ধীমতঃ।
আযযুঃ সমরং কর্ত্তুং নানা শস্ত্রাস্ত্র পাণয়ঃ। ৪ ॥
রাজেন্দ্রঃ শরজালেন ছেদয়ামাসলীলয়া।
চিচ্ছেদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাশ্চাবলীলয়া। ৫ ॥
চিচ্ছেদুঃস্যন্দনং রাজ্ঞস্তে বীরাঃ পঞ্চবাণতঃ।

নারায়ণ কহিলেন, বিপ্রবর নারদ! রাজকুল চূড়ামণি সুচন্দ্র সমর শয্যায় শয়ন করিলে, রাজা পুষ্করাক্ষ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া রণস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। ১ ॥

এই মহাবীর পুষ্করাক্ষ সূর্য্যবংশসম্ভূত, রাজা সুচন্দ্রের তনয়, ইনি মহালক্ষ্মীর সেবক এবং তাঁহার শরীর কান্তি সূর্য্যের প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলদেশে মনোহর মহালক্ষ্মী কবচ বিরাজমান ছিল তিনি পিতা অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ও ত্রিলোক বিজয়ী। ২। ৩ ॥

তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্র ধীমান পরশুরামের ভ্রাতৃগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। নরেন্দ্র পুষ্করাক্ষ শরজাল বিস্তার করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহারাও অনায়াসে তন্নিক্ষিপ্ত বাণজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৪। ৫ ॥

সারথিং পঞ্চবাণেন রথাশ্বং দশ বাণতঃ। তাং
তদ্ধনুঃ সপ্তবাণেন তূণঞ্চ পঞ্চবাণতঃ।
চিচ্ছেদুস্তদ্‌ ভ্রাতৃবর্গান্‌ বিপ্রাঃ শঙ্কর শূলতঃ। ৭।
তেচ অক্ষৌহিণীং সেনাং নিজঘ্নুশ্চাবলীলয়া।
হন্তুং নৃপেন্দ্রং তে বীরাঃ শিব শূলং নিচিক্ষিপুঃ।
গলে বভূব তং শূলং রাজ্ঞঃ পুষ্কর মালিকা। ৮ ॥
শক্তিঞ্চ পরিঘঞ্চৈব ভুষুণ্ডী মুদ্গরস্তথা।
গদাঞ্চ চিক্ষিপু র্বিপ্রাঃ কোপেন জ্বলদগ্নয়ঃ। ৯ ॥
তানি শস্ত্রাণি চূর্ণানি নৃপেন্দ্র দেহযোগতঃ।
বিস্মিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে ভৃগোরেব মহামুনে। ১০ ॥
রথং ধনুশ্চ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
সেনাং প্রস্থাপয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ং। ১১ ॥

অনন্তর পাঁচ শরে তাঁহার রথ, পাঁচ বাণে তাঁহার সারথি এবং দশ বাণে তাঁহার রথাশ্ব সকল ছেদন করিলেন। সপ্ত শরে তাঁহার শরাসন, পঞ্চ বাণে তাঁহার তূণীর এবং শঙ্কর দত্ত শূল প্রহারে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলেন। ৬। ৭ ॥

পরশুরামের মহাবীর ভ্রাতৃগণ অবলীলাক্রমে পুষ্করাক্ষের তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে নিপাত করিবার নিমিত্ত শিবদত্ত শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন কিন্তু সেই শূলাস্ত্র পুষ্করাক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র পদ্মমালার ন্যায় তাঁহার গলদেশে দোলায়মান হইতে লাগিল। ৮ ॥

তখন বিপ্রগণ কোপে অনলবৎ প্রজ্বলিত হইয়া শক্তি, পরিঘ, ভুষুণ্ডী মুদ্গর ও গদাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অস্ত্র সকল পুষ্করাক্ষের গাত্রস্পর্শ করিবা মাত্র চূর্ণিত হইল। তখন ভার্গবের ভ্রাতৃগণ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ৯। ১০ ॥

এদিকে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তৎক্ষণাৎ পুনরায় রথ, শরাসন, বিবিধ

রাজা স্যন্দনমারুহ্য পুষ্করাক্ষো মহাবলঃ।
চকার শরজালঞ্চ মহা ঘোরতরং যুধে। ১২॥
চিচ্ছেদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
রাজা প্রস্বাপনেনৈব নিদ্রিতাংস্তাংশ্চকার হ। ১৩॥
ভ্রাতৃংশ্চ নিদ্রিতান্দৃষ্টা পর্শুরামো মহাবলঃ।
ক্ষত বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গান্ বোধয়ামাস তত্ত্বতঃ। ১৪॥
বোধয়িত্বা তান্নিবার্য্য জগাম রণ মূর্দ্ধনি।
চিক্ষেপ পর্শু কোপেন শীঘ্রং রাজ জিঘাংসয়া। ১৫॥
ছিত্বা রাজ্ঞঃ কিরীটঞ্চ পর্শু ভূমৌ পপাত হ।
জগ্রাহ পর্শুং শীঘ্রঞ্চ পর্শুরামো মহাবলঃ। ১৬॥
তদা শঙ্কর শূলঞ্চ চিক্ষেপ মন্ত্র পূর্ব্বকং।
নৃপস্য কুণ্ডলং ছিত্বা জগাম শিব সন্নিধিং। ১৭॥

অস্ত্র, শস্ত্র, ও সৈন্য সকল পুষ্করাক্ষের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাজা সেই রথে আরোহণ করিয়া ঘোরতর শর বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১। ১২॥

অস্ত্রধারী বিপ্রগণ প্রাণপণে সেই নরেন্দ্র নিক্ষিপ্ত শর বৃষ্টি নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা পুষ্করাক্ষ প্রস্থাপনাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলে ভার্গবগণ একেবারে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ১৩॥

মহাবল পরশুরাম ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সেই ভ্রাতৃগণকে নিদ্রিত বিলোকন করিয়া যোগবলে তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং সমরাঙ্গণে গমন পূর্ব্বক পুষ্করাক্ষের নিধন বাসনায় রোষ ভরে সহসা পরশু অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। ১৪। ১৫॥

কুঠারাঘাতে নরেন্দ্রের কিরীট বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবল পরশুরাম বেগে গিয়া সেই কুঠার পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত শিবদত্ত শূলাস্ত্র নিঃক্ষিপ্ত হইলে সেই শূল, পুষ্করাক্ষের কুণ্ডল ভূষণ ছেদন করিয়া ভগবান্ ভূত ভাবনের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ১৬। ১৭॥

রাজা নিহন্তুং তং রামং শরজালঞ্চকারহ।
চিচ্ছেদ শরজালঞ্চ পর্শুরামশ্চ লীলয়া। ১৮॥
ক্রমেণ রাজা নানাস্ত্রং চিক্ষেপ মন্ত্র পূর্ব্বকং।
তাং শ্চিচ্ছেদ ক্রমেণৈব ভৃগুঃ শস্ত্র ভৃতাংবরঃ। ১৯॥
ভৃগু শ্চিক্ষেপ নানাস্ত্রং মহাসন্ধান পূর্ব্বকং।
তাং শ্চিচ্ছেদ মহারাজঃ সন্ধানেনাবলীলয়া। ২০॥
রামশ্চিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্রং সন্ধান মন্ত্র পূর্ব্বকং।
রাজা নির্ব্বাপণঞ্চক্রে সন্ধানেনাবলীলয়া। ২১॥
সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি শস্ত্রাণি রামঃ পাশুপতং বিনা।
চিক্ষেপ কোপ বিভ্রান্তো ভূপশ্চিচ্ছেদতানি চ। ২২॥
রামঃ স্নাত্বা শিবং নত্বা ক্ষিপ্তুং পাশুপতং মুনে।
নারায়ণশ্চ ভগবানুবাচ বিপ্র রূপধৃক। ২৩॥

অনন্তর পুষ্করাক্ষ পরশুরামের বিনাশ বাসনায় শরজাল বিস্তার করিলে, ভার্গব অবলীলাক্রমে সে শরজাল ছেদন করিলেন। ১৮॥

সুচন্দ্র তনয় মন্ত্রপূত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভার্গব একাদিক্রমে সমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৯॥

তৎপরে ভৃগুবর বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক নানা প্রকার অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু রাজা পুষ্করাক্ষের অনুন্ধান বলে সহজেই সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ২০॥

তখন পরশুরাম মন্ত্রপূত করিয়া সন্ধান পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু রাজা পুষ্করাক্ষের অস্ত্র নিঃক্ষেপ বলে সহজেই তাহা নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিল। ২১॥

পাশুপত অস্ত্র ভিন্ন আর সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র শস্ত্রই পরশুরাম কর্ত্তৃক রোষ ভরে পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু পুষ্করাক্ষ সে সমস্তই ছেদন করিলেন। সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভার্গব স্নানান্তে শিবকে প্রণাম পূর্ব্বক পাশুপত অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় ভগবান

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিঙ্করোষি ভৃগো বৎস ত্বমেব জ্ঞানিনাং বরঃ।
নরং হন্তুং পাশুপতং কোপাৎ কিং ক্ষিপসি ভ্রমাৎ। ২৪ ॥
বিশ্বং পাশুপতেনৈব ভবেদ্ভস্ম চ সত্বরং।
সর্ব্বঘ্নঞ্চ শস্ত্রমিদং বিনা শ্রীকৃষ্ণমীশ্বরং। ২৫ ॥
অহং পাশুপতং জেতু মনন্যেব সুদর্শনং।
হরেঃ সুদর্শনঞ্চৈব সর্ব্বাস্ত্র পরিমর্দ্দকং। ২৬ ॥
পাশুপতং পশুপতের্হরে রেব সুদর্শনং।
এতে প্রধানে সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাঞ্চ জগত্ত্রয়ে। ২৭ ॥
ত্যজ পাশুপতং ব্রহ্মন্মদীয়ং বচনং শৃণু।
যথা জেষ্যসি রাজানং পুষ্করাক্ষং মহাবলং। ২৮ ॥
কার্ত্তবীর্য্য মজেতারং যথা জেষ্যসি সাংপ্রতং।
শ্রূয়তাং সাবধানেন তৎ সর্ব্বং কথয়ামিতে। ২৯ ॥

নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া পরশুরামকে কহিলেন। ২২। ২৩ ॥

বৎস ভৃগো! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়া কি করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমার এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইল কেন? তুমি একজন সামান্য মনুষ্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত পাশুপত অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিতেছ? ২৪।

পাশুপত অস্ত্র নিঃক্ষেপিত করিলে অবিলম্বে সমস্ত বিশ্বসংসার ভস্মসাৎ হয়। কেবল সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ইহাতে বিধ্বংসিত না হয়, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই দেখিতে পাই না। ২৫ ॥

কেবল এক মাত্র আমিই পাশুপত ও সুদর্শনাস্ত্র নিবারণ করিতে সমর্থ। শ্রীহরির সুদর্শনাস্ত্রে সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র বিমর্দ্দিত হয়। পশুপতির পাশুপত, এবং শ্রীহরির সুদর্শন এই উভয় ত্রিজগতে সমস্ত অস্ত্র মধ্যে প্রধান। অতএব ব্রাহ্মণ! পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমার বচনে মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত কর। সংপ্রতি যে উপায় অবলম্বন করিলে মহাবল পরাক্রান্ত পুষ্করাক্ষ এবং দুর্জ্জয় কার্ত্তবীর্য্যকে জয়

মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং।
ভক্ত্যাচ পুষ্করাক্ষেণ ধৃতং কণ্ঠে বিধানতঃ। ৩০॥
পরং দুর্গতিনাশিন্যাঃ কবচং পরমাদ্ভুতং।
ধৃতঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ পুষ্করাক্ষ সুতেন চ। ৩১॥
কবচস্য প্রসাদেন বিশ্বং জেতুং ক্ষমৌচ তৌ।
কো জেতা চ ত্রিভুবনে দেহে চ কবচে স্থিতে। ৩২॥
অহং যাস্যামি ভিক্ষার্থং সন্নিধানে তয়োর্মুনে।
করিষ্যামি চ তদ্ভিক্ষাং প্রতিজ্ঞা সফলাস্তুতে। ৩৩॥
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সম্ভ্রান্ত মানসঃ।
উবাচ ব্রাহ্মণং বৃদ্ধং হৃদয়েন বিদূয়তা। ৩৪॥

পরশুরাম উবাচ।

ন জানামি মহাপ্রাজ্ঞ কস্তং ব্রাহ্মণ রূপ ধৃক্।
শীঘ্রঞ্চ ব্রূহিমাং মূঢ়ং তদা গচ্ছ নৃপান্তিকং। ৩৫॥

করিতে পারিবে, তাহা বিশেষ রূপে বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর॥ ২৬। ২৭। ২৮। ২৯॥

মহালক্ষ্মীকবচ ত্রিলোক দুর্লভ। পুষ্করাক্ষ ভক্তি পূর্ব্বক সেই ত্রিলোক দুর্লভ কবচ যথাবিধি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে। আর দুর্গতি নাশিনী দুর্গার কবচও অতি অদ্ভুত। ঐ অদ্ভুত কবচ পুষ্করাক্ষের পুত্রও দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়াছে। ৩০। ৩১॥

এই কবচ প্রসাদে কি পিতা, কি পুত্র উভয়েই বিশ্ব বিজয় করিতে সমর্থ। এই কবচ দেহে বিদ্যমান থাকিতে ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে ঐ কবচধারীকে পরাজিত করে। ৩২॥

হে মুনিবর! অতএব আমি সেই কবচ ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাদিগের নিকট গমন করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ উহাদিগের নিকট কবচ প্রার্থনা করিব। ৩৩॥

পরশুরাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বচন শ্রবণ করিবামাত্র ভয় চকিত হইয়া

পশুরাম বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য ব্রাহ্মণঃ স্বয়ং।
অহং বিষ্ণুরেব মুক্ত্বা যযৌ ভিক্ষিতুমীশ্বরঃ। ৩৬॥
গত্বা তয়োঃ সন্নিধানং যযাচে কবচঞ্চ তৌ।
দদতুস্তৌ চ কবচে বিষ্ণবে বিষ্ণুমায়য়া।
গৃহীত্বা কবচে বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠং প্রজগাম সঃ। ৩৭॥

নারদ উবাচ।

মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং কেন দত্তং মহামুনে।
পুষ্করাক্ষায় ভূপায় শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ৩৮॥
কবচঞ্চাপি দুর্গায়াঃ পুষ্করাক্ষসুতায় চ।
দুর্লভং কেন বা দত্তং তদ্ভবান্ বক্তুমর্হসি। ৩৯॥
কবচঞ্চাপি কিন্তুতং তয়োশ্চ তস্য কিং ফলং।
মন্ত্রৌচ তৌ কিংপ্রকারৌ তন্মে ব্রূহি জগদ্গুরো। ৪০॥

উঠিলেন, এবং দুঃখিতান্তঃকরণে সেই বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শ্রীমন্! আপনি ব্রাহ্মণ বেশে কে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আমি কিছুই জ্ঞাত নহি। অতএব সত্বর এই মূঢ়ের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া রাজা পুষ্করাক্ষের নিকট গমন করুন। ৩৪। ৩৫॥

তখন বিপ্রবর পরশুরামের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য এবং "আমি বিষ্ণু" এই মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কবচ ভিক্ষার্থ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং ভিক্ষা করিবামাত্র তাহারা উভয়েই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবচ প্রদান করিল। ভগবান্ বিষ্ণু তখন কবচ গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৩৬। ৩৭॥

নারদ কহিলেন, মহামুনে! এই আপনি যে মহালক্ষ্মী কবচের কথা উল্লেখ করিলেন, রাজা পুষ্করাক্ষকে ঐ কবচ কে প্রদান করিয়াছিলেন? আর তাঁহার পুত্রই বা কাহার নিকট হইতে দুর্লভ দুর্গা কবচ প্রাপ্ত হইলেন? ঐ উভয়ের কবচ কি প্রকার? কবচের ফল কি? এবং ঐ উভয়বিধ কবচের মন্ত্রই বা কি ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত

নারায়ণ উবাচ।

দত্তং সনৎকুমারেণ পুষ্করাক্ষায় ধীমতে ।
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং মন্ত্রশ্চাপি দশাক্ষরঃ । ৪১ ॥
স্তবনঞ্চাপি গোপ্যঞ্চে বোক্তং তচ্চরিতঞ্চ যৎ ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং পূজা বিধি মনোহরং । ৪২ ॥
দুর্গায়াশ্চাপি কবচং দত্তং দুর্ব্বাসসা পুরা ।
স্তবনঞ্চাপি গোপ্যঞ্চ মন্ত্রঞ্চাপি দশাক্ষরঃ । ৪৩ ॥
পশ্চাৎ শ্রোষ্যসিতৎ সর্ব্বং দেব্যাশ্চ পরমাদ্ভুতং ।
মহা যুদ্ধ সমারম্ভে দত্তং প্রার্থনয়া চ যৎ । ৪৪ ॥
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ মন্ত্রঞ্চ শৃণু তং কথয়ামি তে ।
ওঁ শ্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহেতি পরমাদ্ভুতং । ৪৫ ॥
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু পূজা বিধিং মুনে ।
দত্তং তস্মৈ কুমারেণ পুষ্করাক্ষায় ধীমতে । ৪৬ ॥

কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে জগদ্গুরো! আপনি যথাযথ সমস্ত বর্ণন করুন । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! পূর্ব্বে এই মহালক্ষ্মী কবচ ও ইহার দশাক্ষর মন্ত্র, এ উভয়ই সনৎকুমার, ধীমান পুষ্করাক্ষকে প্রদান করেন। ইহার স্তব, মাহাত্ম্য, সামবেদোক্ত ধ্যান ও মনোহর পূজা প্রকরণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি গোপনীয় । ৪১ । ৪২ ॥

আর এই যে দুর্গা কবচের কথা কহিলে, ইহাতেও স্তব ও দশাক্ষর মন্ত্র আছে, তাহাও অতি গোপনীয়। উহা ঋষিবর দুর্ব্বাসা পুষ্করাক্ষের পুত্রকে প্রদান করিয়াছেন । ৪৩ ॥

সে যাহা হউক, ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভগবতী দুর্গা কাহার প্রার্থনা ক্রমে যেরূপে স্বীয় কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, সে অদ্ভুত কবচ পরে শ্রবণ করিবে; সংপ্রতি মহালক্ষ্মীর মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। "ওঁ শ্রীং কমলাবাসিন্যৈ স্বাহা" ইহাই মহালক্ষ্মীর পরমাদ্ভুত মন্ত্র । ৪৪ । ৪৫ ॥

সহস্রদল পদ্মস্থাং পদ্মনাভ প্রিয়াং সতীং।
পদ্মালয়াং পদ্মবক্ত্রাং পদ্ম পত্রাভলোচনাং। ৪৭॥
পদ্ম পুষ্প প্রিয়াং পদ্ম পুষ্পতল্পবিশায়িনীং।
পদ্মিনীং পদ্ম হস্তাঞ্চ পদ্মমালা বিভূষিতাং। ৪৮॥
পদ্ম ভূষণ ভূষাঢ্যাং পদ্মশোভা বিবর্দ্ধিনীং।
পদ্ম কানন পশ্যন্তীং সস্মিতাং তাং ভজে মুদা। ৪৯॥
চন্দনাষ্টদলে পদ্মে পদ্ম পুষ্পেণ পুজয়েৎ।
গণং সংপূজ্য দত্বাচ ষোড়শোপচারাণি ষোড়শ। ৫০॥
তত স্তুত্বা চ প্রণমেৎ সাধকো ভক্তি পূর্ব্বকং।
কবচং শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সর্ব্ব সারং বদামি তে। ৫১॥

এক্ষণে সামবেদোক্ত ধ্যান ও পূজা বিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সনৎকুমার এই ধ্যান ও পূজাবিধি ধীমান পুষ্করাক্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৬।

দেবী কমলে! সহস্রদল পদ্মে তোমার আবাসস্থান, তোমার বদন, পদ্মের ন্যায় অতি মনোহর। তোমার লোচন পদ্ম পত্রের ন্যায় আয়ত। ৪৭।

পুষ্পের মধ্যে পদ্মই তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি পদ্ম পুষ্পের শয্যায় শয়ন করিয়া থাক, তুমি রমণী মধ্যে পদ্মিনী, পদ্মপুষ্প সতত তোমার কর-পদ্ম সুশোভিত করে। তুমি সর্ব্বদা পদ্ম মালায় বিভূষিত হইয়া থাক। ৪৮।

তোমার সর্ব্বাঙ্গ পদ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত, তুমিই পদ্মের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাক। পদ্ম কানন নিয়ত তোমার নয়নের আনন্দ সম্পাদন করে। হে হাস্যাননি! আমি পরমোল্লাসে তোমাকে ভজনা করি। ৪৯।

বৎস নারদ! এই ধ্যান পাঠ করিয়া পদ্মপুষ্প দ্বারা সচন্দন অষ্টদল পদ্মে কমলাকে পূজা করিবে। অনন্তর দেবীর পারিষদগণকে পূজা করিয়া যথাক্রমে দেবীকে ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ৫০।

অনন্তর সাধকবর দেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ব্রহ্মন্! সারভূত মহালক্ষ্মী কবচ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বিপ্রেন্দ্র পদ্মায়াঃ কবচং পরমং শুভং।
পদ্ম নাভেন যদ্দত্তং নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মণে। ৫২॥
সংপ্রাপ্য কবচং ব্রহ্মা তৎ পদ্মে সসৃজে জগৎ।
পদ্মালয়া প্রসাদেন স লক্ষ্মী কো বভূব সঃ। ৫৩॥
পদ্মালয়াবরং প্রাপ্য পাদ্মশ্চ জগতাং প্রভুঃ।
পাদ্মেন পদ্ম কল্পেচ কবচং পরমাদ্ভুতং। ৫৪॥
দত্তং সনৎকুমারায় প্রিয় পুত্রায় ধীমতে।
কুমারেণ চ যদ্দত্তং পুষ্করায় চ নারদ। ৫৫॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বরো মহান্।
পরমৈশ্বর্য্য সংযুক্তঃ সর্ব্ব সম্পৎ সমন্বিতঃ। ৫৬॥
যদ্ধৃত্বা চ ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরশ্চ ধনাধিপঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ শ্রীমান্ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ। ৫৭॥

বলিয়া নারায়ণ কহিলেন, বিপ্রবর! কমলার কবচ অতি শুভ ফল প্রদ। পূর্ব্বে ভগবান্ পদ্মনাভ কমলযোনি ব্রহ্মার নাভি পদ্মে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। ৫১। ৫২॥

কমলযোনি ব্রহ্মা ঐ কবচ প্রাপ্ত হইয়া তাহার বলে তাঁহার নাভিকমলে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন। দেবী কমলার প্রসাদে তিনি লক্ষ্মী যুক্ত হন। ফলতঃ পদ্মালয়া লক্ষ্মীর নিকট বর লাভ করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা জগৎ প্রভু হইয়াছেন। ভগবান পদ্মযোনি পদ্ম কল্প সময়ে স্বীয় প্রিয়কুমার ধীমান সনৎকুমারকে এই অদ্ভুত কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। সনৎকুমার আবার ঐ কবচ পুষ্করকে প্রদান করেন। ৫৩। ৫৪। ৫৫॥

সে যাহাই হউক যে কবচ ধারণ ও যাহার পাঠে ভগবান কমলযোনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির অধীশ্বরত্ব ও পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিরও অধীশ্বর হইয়াছেন। যে কবচ ধারণে ধনাধিপতি কুবের ধনা-

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ লক্ষ্মীবন্তৌ যতো মুনে।
পৃথুঃ পৃথ্বীপতিঃ সদ্যো বভূব ধারণাদ্যতঃ। ৫৮॥
কবচস্য প্রসাদেন স্বয়ং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী পাতা যস্য প্রসাদতঃ। ৫৯॥
যদ্ধর্ত্তে দক্ষিণে বাহৌ বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়কঃ।
ভক্ত্যা বিধর্ত্তে কণ্ঠে চ শেষো নারায়ণাংশকঃ। ৬০॥
যদ্ধৃত্বা বামনং লেভে কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
সর্ব্ব দেবাধিপঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রো ধারণাদ্যতঃ। ৬১॥
রাজা মরুত্তো ভগবান্ বভূব ধারণাদ্যতঃ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শ্রীমান্নহুশো যস্য ধারণাৎ। ৬২॥
বিশ্বং বিজিগ্যে খট্টাঙ্গঃ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
মুচুকুন্দো যতঃ শ্রীমান্মান্ধাতৃতনয়ো মহান্। ৬৩॥

ধ্যক্ষ হইয়াছেন। যাহার ধারণে ও পাঠে সায়ম্ভুব মনু শ্রীমান হইয়াছেন, যাহার বলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ লক্ষ্মীশ্রী ধারণ করিয়াছেন, এবং যে কবচ ধারণ করিয়া পৃথু অনায়াসে পৃথ্বীশ্বর হইয়াছেন। ৫৬। ৫৭। ৫৮॥

এই কবচবলেই দক্ষ স্বয়ং প্রজাপতি হইয়াছেন। এবং যাহার প্রসাদে ধর্ম্ম সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী ও সকলের রক্ষক স্বরূপ হইয়াছেন। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণু যাহা দক্ষিণ ভুজে ধারণ করিয়াছেন, নারায়ণের অংশ স্বরূপ অনন্তদেব ভক্তি পূর্ব্বক যাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন. যাহা ধারণ করিয়া বামন বামনত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কশ্যপ প্রজাপতি হইয়াছেন, যে কবচের বলে মহেন্দ্র সমস্ত দেবতার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ভগবান মরুত্ত যাহা ধারণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, শ্রীমান নহুশ যাহা ধারণ করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, খট্টাঙ্গ যাহার ধারণে ও পঠনে বিশ্বসংসার জয় করিয়াছেন, এবং মান্ধাতৃ তনয় মুচুকুন্দ যাহার বলে লক্ষ্মীবান্ ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

ইতিতে কথিতং বৎস সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং। ৭৬॥
সুবর্ণ পর্ব্বতং দত্ত্বা মেরুতুল্যং দ্বিজাতয়ে।
যৎ ফলং লভতে ধর্ম্মী কবচেন ততোধিকং। ৭৭॥
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধি বৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ স শ্রীমান প্রতি জন্মনি। ৭৮॥
অস্তি লক্ষ্মী গৃহে তস্য নিশ্চলা শত পুরুষং।
দেবেন্দ্রৈশ্চা সুরেন্দ্রৈশ্চ সোঽবধ্যো নিশ্চিতং ভবেৎ।৭৯॥
স সর্ব্ব পুণ্যবান্ধীমান্ সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সস্নাতঃ সর্ব্ব তীর্থেষু যস্যেদং কবচং গলে। ৮০॥
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং লোভ মোহ ভয়ৈরপি।
গুরু ভক্তায় শিষ্যায় শরণায় প্রকাশয়েৎ। ৮১॥

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্ব মন্ত্রাত্মক সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদ পরমাদ্ভুত এই মহালক্ষ্মী কবচের কথা কহিলাম, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ধর্ম্মাচরণ করিয়া সুমেরুতুল্য সুবর্ণপর্ব্বত ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল লাভ হয়, এ কবচে তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭৬। ৭৭॥

যে ব্যক্তি যথাবিধি গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ ভুজে এই কবচ ধারণ করেন, তিনি প্রতি জন্মেই শ্রীমান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকেন। এমন কি ক্রমাগত অধস্তন শত পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা থাকেন, শত দেবেন্দ্রে বা শত অসুরেন্দ্রেও তাহাকে যে পরাজিত করিতে পারে না তাহার আর সন্দেহ নাই। ৭৮। ৭৯॥

যাহার গলদেশে এই মহালক্ষ্মী কবচ বিদ্যমান থাকে, তিনি ধীমান, পুণ্যবান ও সর্ব্ববিধ যজ্ঞের ফলভোগী হন, এবং তাঁহার কোন তীর্থে স্নানের অপেক্ষা থাকে না। ৮০॥

লোভ, মোহ বা ভয়ের বশীভুত হইয়া এই কবচ কাহাকেও প্রদান

ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা ভজেল্লক্ষ্মীং জগৎ প্রসূং।
কোটি সংখ্য প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ৮২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

করা উচিত নহে। ইহা নিতান্ত গুরুভক্ত ও একান্ত শরণাগত শিষ্যকেই এই অতি দুর্ল্লভ কবচ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৮১ ॥

যিনি এই কবচ না জানিয়া জগৎপ্রসবিত্রী মহালক্ষ্মীকে ভজনা করেন, তিনি কোটি সংখ্যক জপ করিলেও কখনই তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৮২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে অষ্টা ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কবচং কথিতং ব্রহ্মন্ পদ্মায়াশ্চ মনোহরং।
পরং দুর্গতি নাশিন্যাঃ কবচং কথয় প্রভো। ১ ॥
পদ্মাক্ষ প্রাণ তুল্যঞ্চ জীবনং বল কারণং।
কবচানাঞ্চ যৎ সারং দুর্গা সেবন কারণং। ২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি দুর্গায়াঃ কবচং শুভং।
শ্রীকৃষ্ণে নৈব যদ্দত্তং গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা। ৩ ॥
ব্রহ্মা ত্রিপুর সংগ্রামে শঙ্করায় দদৌ পুরা।
জঘান ত্রিপুরং রুদ্রো যদ্দত্বা ভক্তি পূর্ব্বকং। ৪ ॥
হরো দদৌ গোতমায় পদ্মাক্ষায় চ গোতমঃ।
যাতা বভূব পদ্মাক্ষঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো জয়ী। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি কমলার যে মনোহর কবচের কথা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম, প্রভো! এক্ষণে দুর্গতিনাশিনী ভগবতী দুর্গার কবচ কীর্ত্তন করুন। আমি জানি, এই দুর্গাকবচ রাজেন্দ্র পদ্মাক্ষের প্রাণ, জীবন ও বল স্বরূপ ছিল। এবং এই কবচ সমুদায় কবচের সার ও ইহা দ্বারাই দেবী দুর্গার আরাধনা হয়। ১। ২॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! এক্ষণে দুর্গা কবচের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে অবস্থান করিয়া এই কবচ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, তাহার পর ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধ সময়ে ব্রহ্মা শঙ্করকে প্রদান করিলে ভগবান ভুতভাবন আশুতোষ ভক্তি পূর্ব্বক ইহা ধারণ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। ৩। ৪॥

তৎপরে ভগবান মহাদেব গোতমকে এবং গোতম রাজেন্দ্র পদ্মাক্ষকে

যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা জ্ঞানবান্ শক্তিমান্ ভুবি।
শিবো বভূব সর্ব্বজ্ঞো যোগীনাঞ্চ গুরুর্যতঃ।
শিব তুল্যো গোতমশ্চ বভূব মুনি সত্তমঃ। ৬॥
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবী দুর্গতি নাশিনী। ৭॥
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়স্যৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পুণ্য তীর্থঞ্চ মহতাং কবচং পরমাদ্ভুতং। ৮॥
ওঁ হ্রীঁং দুর্গতি নাশিন্যৈ স্বাহা মে পাতু মস্তকং।
ওঁ হ্রীঁং মে পাতু কপালঞ্চ ওঁ হ্রীঁং শ্রীমিতি লোচনে।৯॥
পাতু মে কর্ণ যুগ্মঞ্চ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ সদা।
ওঁ হ্রীঁং শ্রীমিতি নাসাং মে সদা পাতু চ সর্ব্বতঃ। ১০।

প্রদান করেন, পদ্মাক্ষ ঐ কবচ বলে দিগ্বিজয়ী হইয়া সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া গিয়াছেন। ৫॥

এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ব্রহ্মা জগন্মণ্ডলে একজন জ্ঞানবান ও শক্তিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভগবান শঙ্কর যাহার বলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং যোগি সমাজে গুরু বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং মুনিবর গৌতমও ঐ কবচ প্রভাবে শিবের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। ৬॥

এই ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী কবচের ঋষি প্রজাপতি; ছন্দ গায়ত্রী, এবং দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী কবচের বিনিয়োগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই পরমাদ্ভুত কবচ মহাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্য তীর্থ স্বরূপ। ৭। ৮॥

ওঁ হ্রীঁং দুর্গতিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে আমার মস্তক পরিরক্ষিত হউক। ওঁ হ্রীঁং এই বীজদ্বয়ে আমার কপাল রক্ষা করুক। ওঁ হ্রীঁং শ্রীং এই বীজত্রয়ে আমার লোচনদ্বয় পরিরক্ষিত হউক। ৯॥

ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্র সতত আমার কর্ণযুগল রক্ষা করুক। ওঁ

হ্রীং শ্রীং হ্রুং মিতি দন্তানিং পাতু ক্লীমোষ্ঠ যুগ্মকং ।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং পাতু কণ্ঠঞ্চ দুর্গে রক্ষতু গণ্ডকং । ১১ ॥
স্কন্ধং দুর্গ বিনাশিন্যৈ স্বাহা পাতু নিরন্তরং ।
বক্ষো বিপদ্বিনাশিন্যৈ স্বাহা মে পাতু সর্ব্বতঃ । ১২ ॥
দুর্গে দুর্গে রক্ষণী স্বাহা মম নাভিং সদাবতু ।
দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ পৃষ্ঠং মে পাতু সর্ব্বতঃ । ১৩ ॥
ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা চ হস্তৌ পাদৌ সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু । ১৪ ॥
প্রাচ্যাং পাতু মহামায়া আগ্নেয্যাং পাতু কালিকা ।
দক্ষিণে দক্ষকন্যা চ নৈঋত্যাং শিব সুন্দরী । ১৫ ॥
পশ্চিমে পার্ব্বতী পাতু বারাহী বারুণে সদা ।
কুবের মাতা কৌবের্য্যাং ঐশান্যামীশ্বরী সদা । ১৬ ॥
ঊর্দ্ধে নারায়ণী পাতু অম্বিকাধঃ সদাবতু ।
জ্ঞানে জ্ঞানপ্রদা পাতু স্বপ্নে নিদ্রা সদাবতু । ১৭ ॥

হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় সতত সর্ব্বদিক হইতে আমার নাসিকা রক্ষা করুক। হ্রীং শ্রীং হ্রুং এই বীজে আমার দন্ত সকল পরিরক্ষিত হউক। ক্লীং এই বীজ আমার ওষ্ঠদ্বয় রক্ষা করুক। ক্রীং ক্রীং ক্রীং এই বীজত্রয় আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুক। হে দুর্গে! তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার গণ্ডদেশ রক্ষা কর। ১০। ১১ ॥

দুর্গবিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে নিরন্তর আমার স্কন্ধদেশ পরিরক্ষিত হউক। বিপদ্বিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে সর্ব্বতোভাবে আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুক। দুর্গে দুর্গে রক্ষণী স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুক। দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ এই মন্ত্রে সর্ব্বতোভাবে আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুক। ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় পরিরক্ষিত হউক। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুক। ১২। ১৩। ১৪ ॥

মহামায়া আমার পূর্ব্বদিকে, কালিকা আমার অগ্নিকোণে, দক্ষ কন্যা আমার দক্ষিণে, শিবসুন্দরী আমার নৈঋতে, পার্ব্বতী আমার পশ্চিম-

ইতিতে কথিতং বৎস সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং। ১৮ ॥
সস্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলং।
সর্ব্ব ব্রতোপবাসে চ তৎ ফলং লভতে নরঃ। ১৯ ॥
গুরু মভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচং ধারয়েত্তু যঃ। ২০ ॥
স চ ত্রৈলোক্য বিজয়ী সর্ব্ব শত্রু প্রমর্দ্দকঃ।
ইদং কবচ ম জ্ঞাত্বা ভজেদ্দুর্গতি নাশিনীং। ২১ ॥
শত লক্ষ প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ২২ ॥
কবচং কাণ্বশাখোক্তং মুক্তং নারদ সুন্দরং।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীয়ং সুদুর্ল্লভং। ২৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দিকে, বারাহী আমার বায়ুকোণে, কুবের মাতা আমার কুবের পালিত উত্তরদিকে, ঈশ্বরী আমার ঈশানকোণে, নারায়ণী আমার ঊর্দ্ধদিকে, অম্বিকা আমার অধোদিকে, এবং জ্ঞানদায়িনী আমার জাগ্রদবস্থা ও নিদ্রারূপিণী আমার সুপ্তাবস্থায় রক্ষা করুন। ১৫। ১৬। ১৭ ॥

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বমন্ত্রাত্মক পরমাদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড বিজয় নামক কবচের কথা কীর্ত্তন করিলাম। সমুদায় তীর্থে স্নান করিলে, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যাবতীয় ব্রতের ও যাবদীয় উপবাসের বিধান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই কবচ শ্রবণ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৮। ১৯ ॥

বিশেষতঃ বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দন দিয়া ভক্তি পূর্ব্বক যথাবিধি গুরু পূজা করিয়া কণ্ঠেই হউক বা দক্ষিণ বাহুমূলেই হউক এই কবচ ধারণ করিলে ত্রিভুবন বিজয়ী ও অরাতিকুলমর্দ্দক হইতে পারা যায়। এই কবচ না জানিয়া যিনি দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে ভজনা করেন, তিনি শত লক্ষবার মন্ত্র জপ করিলেও কথনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। বৎস নারদ! এই আমি কাণ্বশাখোক্ত অতীব সুন্দর কবচের কথা কীর্ত্তন করিলাম; কিন্তু এ কবচ অতি দুর্ল্লভ ও একান্ত গোপনীয়; অতএব ইহা যাহাকে ইচ্ছা, প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ২০। ২১। ২২। ২৩ ॥

একোন চত্বারিংশৎ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

তে গৃহীত্বা চ বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠঞ্চ গতে সতি।
সপুত্রঞ্চ সহস্রাক্ষং জঘান ভৃগুনন্দনঃ। ১ ॥
কৃত্বা যুদ্ধন্তু সপ্তাহং ব্রহ্মাস্ত্রেণ প্রযত্নতঃ।
রাজা কবচহীনোপি সপুত্রশ্চ পপাতহ। ২ ॥
পতিতেতু সহস্রাক্ষে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ং।
আজগাম মহাবীরো দ্বিলক্ষাক্ষৌহিণীযুতঃ। ৩ ॥
সুবর্ণরথমারুহ্য রত্নসার পরিচ্ছদং।
নানাস্ত্রং পরিতঃ কৃত্বা তস্থৌ সমরমূর্দ্ধনি। ৪ ॥
পরশুরামশ্চ সমরে তং রাজেন্দ্রং দদর্শ হ।
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যে রাজেন্দ্রকোটিভিঃ সহ। ৫ ॥

ব্রাহ্মণরূপী বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরি সহস্রাক্ষের নিকট হইতে মহালক্ষ্মী কবচ এবং তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে দুর্গা কবচ, এই উভয় গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলে ভৃগুনন্দন পরশুরাম সপুত্র সহস্রাক্ষকে নিপাতিত করিলেন। ১ ॥

রাজা ও রাজপুত্র উভয়ে কবচহীন হইয়াও ক্রমাগত সপ্তাহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে ভার্গবের নিরতিশয় যত্নে ও ব্রহ্মাস্ত্র বিক্ষেপে নিপাতিত হইলেন। ২ ॥

সহস্রাক্ষ সমরে নিপতিত হইল দেখিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বয়ং দুই লক্ষ অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া উৎকৃষ্ট রত্নখচিত ও বিবিধ অস্ত্র সমন্বিত স্বর্ণময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ৩। ৪ ॥

পরশুরাম দেখিলেন রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য বিবিধ রত্নালঙ্কারভূষিত কোটি

রত্নাতপত্রভূষাঢ্যং রত্নালঙ্কারভূষিতং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সস্মিতং সুমনোহরং। ৬॥
রাজা দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রং তমবরুহ্য রথাদহো।
প্রণম্য রথমারুহ্য তস্থৌ নৃপগণৈঃ সহ। ৭॥
দদৌ শুভাশিষং তস্মৈ রামশ্চ সময়োচিতং।
প্রত্যাবধি গতার্থঞ্চ স্বর্গং গচ্ছেতি সানুগঃ। ৮॥
উভয়োঃ সেনয়ো যুদ্ধং বভূব তত্র নারদ।
পলায়িতা রামশিষ্যা ভ্রাতরশ্চ মহাবলাঃ।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গাঃ কার্ত্তবীর্য্য প্রপীড়িতাঃ। ৯॥
নৃপস্য শরজালেন রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
ন দদর্শ স্বসৈন্যঞ্চ রাজসৈন্যং স্বমেবচ। ১০।
চিক্ষেপ বহ্নিং রামশ্চ বভূবাগ্নিময়ং রণে।

কোটি রাজেন্দ্রে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং সমরে সমুপস্থিত হইলেন, তাঁহার মস্তকে রত্নখচিত আতপত্র রত্নাভরণ বিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন, আস্যে হাস্য বিরাজমান, ও শরীর অতি মনোহর। ৫। ৬॥

রাজাও মুনিবরকে দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় রথে আরোহণ পূর্ব্বক নরপতিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭॥

তখন পরশুরাম তাঁহাকে সময়োচিত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি সানুচরবর্গে অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গে গমন কর। ৮॥

বৎস নারদ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনতিবিলম্বে পরশুরামের শিষ্যগণ ও মহাবল ভ্রাতৃগণ পলায়ন করিল। কার্ত্তবীর্য্যের শর নিপাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। ৯॥

তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পরশুরাম, দেখিলেন, নৃপবরের শরজালে স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আত্মপক্ষে কেবল এক মাত্র তিনি এবং বিপক্ষ দলে সমস্ত সৈন্যই সমরে অবস্থান করিতেছে। ১০॥

নির্ব্বাপয়ামাস রাজা বারুণেনাবলীলয়া । ১১ ॥
চিক্ষেপ রামো গান্ধর্ব্বং শৈলসর্পসমন্বিতং।
বায়ব্যেন মহারাজঃ প্রেরয়ামাস লীলয়া। ১২ ॥
চিক্ষেপ রামো নাগাস্ত্রং দুর্নিবার্য্যং ভয়ঙ্করং।
গারুড়েন মহারাজঃ প্রেরয়ামাস লীলয়া। ১৩ ॥
মাহেশ্বরঞ্চ ভগবাং শ্চিক্ষেপ ভৃগুনন্দনঃ।
নির্ব্বাপয়ামাস রাজা বৈষ্ণবাস্ত্রেণ লীলয়া। ১৪ ॥
ভৃগু শ্চিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্রং নৃপনাশায় নারদ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ ভূপস্য প্রাপ নির্ব্বাপণং রণে। ১৫ ॥
দত্তদত্তঞ্চ যচ্ছূল মব্যর্থং মন্ত্রপূর্ব্বকং।
জগ্রাহ রাজা সমরে পর্শুরামবধায় চ । ১৬।
শূলং দদর্শ রামশ্চ শতসূর্য্য সমপ্রভং।
প্রলয়াগ্নিশিখোদ্রিক্তং দুর্নিবার্য্যং সুরৈরপি। ১৭ ॥

তদ্দর্শনে ভৃগুনন্দন আগ্নেয়াস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন, রণ ভূমি অগ্নি সমাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজা কার্ত্তবীর্য্য মুহূর্ত্ত মধ্যে বারুণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া অনায়াসে আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। ১১ ॥

তখন পরশুরাম শৈল ও সর্প সমন্বিত গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্যের বায়ব্যাস্ত্র বলে সচ্ছন্দেই তাহা প্রশমিত হইল। ১২ ॥

অনন্তর রাম অতি ভীষণ দুর্নিবার নাগাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের গারুড়াস্ত্র বিক্ষেপে তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না। তৎপরে পরশুরাম কর্ত্তৃক মাহেশ্বরাস্ত্র বিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু নৃপবরের বৈষ্ণবাস্ত্র অবলীলাক্রমে তাহা নিবারণ করিল। ১৩। ১৪ ॥

তখন ভার্গব কার্ত্তবীর্য্যের বিনাশ বাসনায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রের ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিল। ১৫ ॥

অনন্তর নরপতি কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের বধ বাসনায় দত্তাত্রেয় প্রদত্ত

পপাত শূলং সমরে রামস্যোপরি নারদ।
মূর্চ্ছা মবাপ স ভৃগুঃ পপাত চ হরিং স্মরন্। ১৮॥
পতিতে পশু রামে চ সর্ব্বে দেবা ভয়াকুলাঃ।
আজগ্মুঃ সমরং তত্র ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ১৯॥
শঙ্করশ্চ মহাজ্ঞানী মহাজ্ঞানেন লীলয়া।
ব্রাহ্মণং জীবযামাস তূর্ণং নারায়ণাজ্ঞয়া। ২০॥
ভৃগুশ্চ চেতনাং প্রাপ্য দদর্শ পুরতঃ সুরান্।
প্রণনাম পরং ভক্ত্যা লজ্জা নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ২১॥
রাজা দৃষ্টা সুরেশাংশ্চ ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ।
প্রণম্য শিরসা মূর্দ্ধা তুষ্টাব পরমেশ্বরান্। ২২॥

অব্যর্থ শূলাস্ত্র গ্রহণ করিলেন ঐ শূলাস্ত্রের প্রভা শত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল। দেখিলে বোধ হয় যেন, প্রলয়াগ্নির শিখা উদ্গত হইয়াছে, এমন কি দেবতারাও উহা নিবারণ করিতে পারেন না। ১৬। ১৭॥

দেখিতে দেখিতে সেই শূলাস্ত্র পরশুরামের উপর নিপতিত হইল, রাম অমনি মূর্চ্ছিত এবং পরাৎপর দয়াময় হরি নাম স্মরণ করিতে করিতে নিপতিত হইলেন। ১৮॥

তদ্দর্শনে দেবগণের শঙ্কার পরিসীমা রহিল না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই সমর স্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর আদেশানুসারে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য শঙ্কর স্বীয় জ্ঞান বলে অবলীলাক্রমে শীঘ্র পরশুরামকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। ১৯। ২০॥

তিনি চেতনা লাভ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ব্রহ্মাদি সুরগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দর্শন মাত্র পরম ভক্তি সহকারে লজ্জাবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ২১॥

এদিকে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবা মাত্র রাজা কার্ত্তবীর্য্যেরও মস্তক ভক্তিভাবে অবনত হইল। তিনিও অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২২॥

তত্রাজগাম ভগবান্দত্তাত্রেয়ো রণস্থলং।
শিষ্যরক্ষা নিমিত্তেন কৃপালু র্ভক্তবৎসলঃ। ২৩॥
ভৃগুঃ পাশুপতাস্ত্রঞ্চ জগ্রাহ কোপসংযুতঃ।
দত্তদত্তেন দৃষ্টেন বভূব স্তম্ভিতো রণে। ২৪॥
দদর্শ স্তম্ভিতো রামো রাজানং রণমূর্দ্ধনি।
নানা পার্শ্বদযুক্তেন কৃষ্ণেণ রক্ষিতং রণে। ২৫॥
সুদর্শনং প্রজ্বলন্তং ভ্রমণং কুর্ব্বতাং সদা।
সস্মিতেন স্তুতেনৈবব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ। ২৬॥
গোপালশতযুক্তেন গোপ বেশ বিধারিণা।
নবীন জলদাভেন বংশী হস্তেন বাদয়ন্। ২৭॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবাশরীরিণী।
দত্তেন দত্তং কবচং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ২৮॥
রাজ্ঞোস্তি দক্ষিণে বাহৌ সদ্রত্ন গুটিকান্বিতং।
গৃহীত কবচে শম্ভৌ ভিক্ষয়া যোগিনাং গুরৌ। ২৯॥

ঐ সময় ভক্ত বৎসল পরম কৃপালু ভগবান দত্তাত্রেয়ও শিষ্যের রক্ষণার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান ভার্গব রোষ ভরে পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু দত্তাত্রেয়ের দৃষ্টি বিক্ষেপে পরশুরাম স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অর্থাৎ কিছুতেই আর অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ২৩। ২৪॥

প্রত্যুতঃ দেখিলেন পারিষদগণে পরিবেষ্টিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমরাঙ্গণে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। সকলেই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, তন্মধ্যে সুদর্শনাস্ত্র স্বীয় প্রভাজাল বিকীর্ণ করিতেছে। এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই হাস্য বদন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন। শত শত গোপ বালক তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং গোপ বেশে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার বর্ণ নবজলধরের ন্যায় এবং হস্তে মুরলী ধারণ করিয়া বাদন করিতেছেন। ২৫। ২৬। ২৭॥

তদাহস্তং নৃপং শম্ভো ভৃগুশ্চেতি চ নারদ।
শ্রুত্বাশরীরিণীং বাণীং শঙ্করোদ্বিজ রূপধৃক। ৩০ ॥
ভিক্ষাং কৃত্বা তু কবচ মানীয় চ নৃপস্য চ।
শম্ভুনা ভৃগবে দত্তং কৃষ্ণস্য কবচঞ্চ যৎ। ৩১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবা জগ্মুঃ স্বস্থানমুত্তমং।
উবাচ পশুরামশ্চ রাজানং সমরং প্রতি। ৩২ ॥

পরশুরাম উবাচ।

রাজেন্দ্রোত্তিষ্ঠ সমরং কুরু সাহসপূর্ব্বকং।
কালভেদে জয়োনৃণাং কালভেদে পরাজয়ঃ। ৩৩ ॥
অধীতং বিধিবদ্দত্তং কৃৎস্না পৃথ্বী সুশাসিতা।
যশঃ কৃতঞ্চ সংগ্রামোত্বয়াহং মূর্চ্ছিতোঽধুনা। ৩৪ ॥
জিতাঃ সর্ব্বে চ রাজেন্দ্রা লীলয়া রাবণোজিতঃ।
জিতোঽহং দত্ত শূলেন শম্ভুনা জীবিতঃ পুনঃ। ৩৫ ॥

ঐ সময় এই আকাশবাণী হইল যে, " ভার্গব ! রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দক্ষিণ বাহুমূলে, সুবর্ণ গুটিকা মধ্যস্থিত দত্তাত্রেয় প্রদত্ত কৃষ্ণ কবচ বিদ্যমান রহিয়াছে, যোগি গুরু মহাদেব ঐ কবচ ভিক্ষা করিয়া না লইলে তুমি উহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না " এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিবা মাত্র ভূতভাবন শঙ্কর ব্রাহ্মণ বেশে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণ কবচ লইয়া পরশুরামকে প্রদান করিলেন। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১ ॥

অনন্তর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পরশুরাম যুদ্ধার্থ রাজা কার্ত্তবীর্য্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! আর কেন গাত্রোত্থান কর, সাহস পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হও। জয়লক্ষ্মী কখন একস্থান স্থায়িনী নহেন, মানবগণ কখন জয় কখন বা পরাজয় লাভ করিয়া থাকে। ৩২। ৩৩ ॥

এক সময় তুমি যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়াছ, এবং দান করিয়াছ সমস্ত

রামস্থ বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
মূর্দ্ধ্না প্রণম্য তং ভক্ত্যা যথার্থোক্তি মুবাচ হ। ৩৬॥

রাজোবাচ।

কিমধীতং কিংবা দত্তং কাবা পৃথ্বী সুশাসিতা।
গতাঃ কতি বিপ্র ভূপা মাদৃশা ধরণীতলে। ৩৭॥
বুদ্ধিস্তেজো বিক্রমশ্চ বিবিধা রণ মন্ত্রণা।
শ্রীরৈশ্বর্য্যং তথা জ্ঞানং দান শক্তিশ্চ লৌকিকং। ৩৮।
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা পরমং তপঃ।
সর্ব্বং মনোরমা সঙ্গে গত মেব মম প্রভো। ৩৯॥
সাচ স্ত্রী প্রাণতুল্যামে সাধ্বী পদ্মাংশসম্ভবা।
যজ্ঞেষু পত্নী মাতেব স্নেহে ক্রীড়তি সঙ্গিনী। ৪০॥

পৃথিবী সুশাসনে রাখিয়াছ; সংগ্রামে আমায় মূর্চ্ছিত করিয়া যশস্বী হইয়াছ, রাজন্যবর্গকে ও দশগ্রীব রাবণকে পরাজিত করিয়াছ, দত্তাত্রেয় দত্ত শূলাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলে বলিয়াই আমাকে হত চৈতন্য করিয়াছ; কিন্তু দেখ, ভগবান ভূতভাবনের প্রসাদবলে আমি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি অতএব কালে সমস্তই হয়। ৩৪। ৩৫॥

পরম ধার্ম্মিক রাজা কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের বচন শ্রবণে ভক্তি পূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কিবা অধ্যয়ন করিয়াছি, কিবা দান করিয়াছি, এবং পৃথিবীই বা কি শাসন করিয়াছি এই পৃথিবীতে মাদৃশ কতশত রাজা বিলয় প্রাপ্ত হইলেন।৩৬।৩৭॥

প্রভো! আমার বুদ্ধি, তেজ, পরাক্রম, বিবিধ রণ মন্ত্রণা, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, দানশক্তি, লৌকিকতা, সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ও পরম তপস্যা এ সমস্তই মনোরমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছে। ৩৮। ৩৯॥

সেই পতিপরায়ণা পদ্মাংশসম্ভবা মনোরমা আমার প্রাণ তুল্যা প্রিয় ছিলেন। তিনি যজ্ঞে যজ্ঞপত্নী, স্নেহ বিষয়ে মাতার ন্যায় ও ক্রীড় বিষয়ে ক্রীড়া সহচরী হইয়াছিলেন। ৪০॥

আবাল্যাৎ সঙ্গিনী শশ্বৎ শয়নে ভোজনে রণে।
তাং বিনা প্রাণহীনোহহং বিষহীনো যথোরগঃ। ৪১॥
ত্বয়া ন দৃষ্টং যুদ্ধং মে পুরেয়ং শোচনা স্থিতা।
দ্বিতীয়শোচনা বিপ্র হতোঽহং ব্রাহ্মণেন চ। ৪২॥
কালে সিংহঃ শৃগালঞ্চ শৃগালঃ সিংহ মেবচ।
কালে ব্যাঘ্রংহন্তি মৃগো গজেন্দ্রং হরিণ স্তথা। ৪৩॥
মহিষং মক্ষিকা কালে গরুড়ঞ্চ তথোরগঃ।
কিঙ্করস্তৌতি রাজেন্দ্রং কালে রাজা চ কিঙ্করং। ৪৪॥
ইন্দ্রশ্চ মানবঃ কালে কালে ব্রহ্মা মরিষ্যতি।
তিরোভূত্বা চ প্রকৃতিঃ কালে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে। ৪৫॥
মরিষ্যন্তি সুরাঃ সর্ব্বে ত্রিলোকস্থাশ্চরাচরাঃ।
সর্ব্বে কালে লয়ং যান্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ। ৪৬॥

তিনি বাল্যাবধি নিরন্তর কি শয়ন, কি ভোজন, কি সংগ্রাম, সকল স্থলেই সহচরী থাকিতেন তাঁহাকে হারাইয়া আমি বিষহীন সর্পের ন্যায় শূন্য প্রাণ হইয়াছি। ৪১॥

প্রথমতঃ আমার মনে এই ক্ষোভ রহিল, যে আমি আপনাকে আমার পূর্ব্বকৃত সংগ্রাম প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়তঃ আমাকে ব্রাহ্মণ হস্তে নিহত হইতে হইল। ৪২॥

সময়ে সিংহ শৃগালকে এবং শৃগাল সিংহকে নিহত করে। কাল উপস্থিত হইলে মৃগ ও সিংহ শার্দ্দূলকে, মক্ষিকা মহিষকে এবং সর্প গরুড়কে বিনাশ করে। সময়ে ভৃত্য রাজাকে এবং রাজা আবার ভৃত্যকে স্তব করিয়া থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কি দেবেন্দ্র, কি মানব, কি ব্রহ্মা সকলকেই শমন সদনে গমন করিতে হইবে। সময়ে প্রকৃতি দেবীকেও তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শরীরে বিলীন হইতে হইবে। ৪৩। ৪৪। ৪৫॥

সময়ে কি দেবতা, কি স্থাবর, কি জঙ্গম ত্রিলোক সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত

কালস্য কালঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্রষ্টুঃ স্রষ্টা যথেচ্ছয়া।
সংহর্ত্তাচৈব সংহর্ত্তুঃ পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ। ৪৭ ॥
মহান্ স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতমঃ কৃশঃ।
পরমাণু পরঃ কালঃ কালশ্চ কালভেদকঃ। ৪৮ ॥
যস্য লোমানি বিশ্বানি স পুমাংশ্চ মহাবিরাট।
তেজসা ষোড়শাংশশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৪৯ ॥
ততঃ ক্ষুদ্র বিরাড্ জাতঃ সর্ব্বেষাং কারণং পরং।
যঃ স্রষ্টাচ স্বয়ং ব্রহ্মা যন্নাভি কমলোদ্ভবঃ ৫০ ॥
নাভেঃ কমল দণ্ডস্য যোহন্তং ন প্রাপযত্নতঃ।
ভ্রমণাল্লক্ষবর্ষঞ্চ ততঃ স্বস্থান সংস্থিতিঃ। ৫১ ॥
তপশ্চক্রে তত স্তত্র লক্ষবর্ষঞ্চ বায়ু ভুক্।
ততো দদর্শ গোলোকং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ সপার্ষদং। ৫২ ॥

হইবে। কাল উপস্থিত হইলে সমস্তই বিলীন হয়, অতএব কালকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ৪৬ ॥

কিন্তু এক মাত্র পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণই সেই সর্ব্ব সংহর্ত্তা কালেরও কাল স্রষ্টার স্রষ্টা, সংহর্ত্তারও সংহর্ত্তা, এবং পালয়িতারও পালয়িতা, তিনিই মহৎ হইতেও মহান, স্থূল হইতেও স্থূল, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, তিনিই কৃশ, তিনিই পরমাণু প্রধান কাল, এবং তিনিই কাল বিভাগ কর্ত্তা কাল। ৪৭। ৪৮ ॥

যাঁহার প্রতিলোমকূপে এক এক বিশ্ব বিরাজমান রহিয়াছে, তিনিই পুরুষ নামধারী মহাবিরাট, ঐ মহাবিরাট পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ স্বরূপ। ঐ মহাপুরুষ হইতে সর্ব্ব কারণ ক্ষুদ্র বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। অধিক কি, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তিনি সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাভি-কমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ৪৯। ৫০ ॥

ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমলের মৃণাল দণ্ডোপরি লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পরম যত্ন সহকারে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার

গোপগোপী পরিবৃতং দ্বিভুজং মুররীকরং।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতং। ৫৩ ॥
দৃষ্টানুজ্ঞাং গৃহীত্বাচ প্রণম্যচ পুনঃ পুনঃ।
ঈশ্বরেচ্ছাঞ্চ বিজ্ঞায় স্রষ্টুং সৃষ্টিং মনোদধে। ৫৪ ॥
যঃ শিবঃ সৃষ্টি সংহর্ত্তা স চ স্রষ্টু র্ললাটজঃ।
বিষ্ণুঃ পাতাক্ষুদ্র বিরাট শ্বেত দ্বীপনিবাস কৃৎ। ৫৫ ॥
সৃষ্টি কারণ ভূতাশ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
সন্তি বিশ্বেষু সর্ব্বেষু শ্রীকৃষ্ণস্য কলোদ্ভবাঃ। ৫৬ ॥
তেপি দেবাঃ প্রাকৃতিকাঃ প্রাকৃতশ্চ মহা বিরাট্।
সর্ব্ব প্রসূতা প্রকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ৫৭ ॥

ন্ত পান নাই। পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিলেন। তৎপরে লক্ষ বৎসরকাল বায়ু মাত্র সেবন করিয়া তথায় তপশ্চরণ করেন। তপশ্চরণের পর গোলোক পারিষদ্গণ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভে সমর্থ হন। ৫১। ৫২ ॥

তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন, রত্ন সিংহাসনের উপর শ্রীরাধার বক্ষস্থলে দ্বিভুজমূর্ত্তি মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। ৫৩।

দর্শন মাত্র ব্রহ্মা তাঁহার নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তঁহার হৃদগত ভ বুঝিতে পারিয়া অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি আবশ্যক জানিতে পারিয়া সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ৫৪।

যে শিব, সৃষ্টির সংহার কর্ত্তা তিনি সেই সৃষ্টিকর্ত্তার ললাট হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। যিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু, তিনিও ক্ষুদ্র বিরাট স্বরূপ, ঐ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে বসতি করিয়া থাকেন। ৫৫ ॥

সৃষ্টির নিদানভূত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রতি বিশ্বেই বিরাজ করিতেছেন। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর,

ন শক্তঃ পরমেশোপি তাং শক্তিং প্রকৃতিং বিনা।
সৃষ্টিং বিধাতুং মায়েশো ন সৃষ্টির্মায়য়া বিনা। ৫৮ ॥
সা চ কৃষ্ণে তিরোভূত্বা সৃষ্টি সংহার পালকে।
সাবির্ভূতা সৃষ্টিকালে সাচ নিত্যা মহেশ্বরী। ৫৯ ॥
কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং যথা শক্তোমৃদং বিনা।
স্বর্ণং বিনা স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ। ৬০ ॥
সাচ শক্তিঃ সৃষ্টিকালে পঞ্চধাচেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধাপদ্মাচ সাবিত্রী দুর্গাদেবী সরস্বতী। ৬১ ॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ যা দেবী কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
প্রাণাধিক প্রিয়তমা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা। ৬২ ॥
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী সর্ব্ব মঙ্গল কারিণী।
পরমানন্দরূপাচ সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা। ৬৩ ॥

কি মহাবিরাট সকলেই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অর্থাৎ দেবী আদ্যা প্রকৃতি সকলের প্রসূতি, কেবল এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত পদার্থ। ৫৬। ৫৭ ॥

মায়াময় পরমেশও প্রকৃতি শক্তি ভিন্ন কখন সৃষ্টি করিতে পারেন না। ফলতঃ মায়া ভিন্ন সৃষ্টি করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই, ঐ মায়া প্রলয়কালে, সৃষ্টি সংহার লয় কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণে তিরোভূত হইয়া আবার যখন সৃষ্টি কার্য্যের আবশ্যক হয়, তখনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন কিন্তু সেই মহেশ্বরী প্রকৃতিও নিত্য পদার্থ। ৫৮। ৫৯ ॥

যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা ভিন্ন কুম্ভ প্রস্তুত করিতে পারে না; যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতি ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইবার উপায় নাই। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ মূল প্রকৃতি রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা সরস্বতী এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হন। ৬০। ৬১ ॥

তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি তাঁহার

বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী যা পরমেশস্য দুর্ল্লভা।
বেদ শাস্ত্র যোগ মাতা সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা। ৬৪ ॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃ যা দেবী সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।
সর্ব্ব জ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী। ৬৫ ॥
বাগাধিষ্ঠাতৃ যা দেবী শাস্ত্র জ্ঞান প্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা সা চ যাচ দেবী সরস্বতী। ৬৬ ॥
পঞ্চধাদৌ স্বয়ং দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
ততঃ সৃষ্টি ক্রমেণৈব বহুধা কলয়া চ সা। ৬৭ ॥
যোষিতঃ প্রকৃতেরংশাঃ পুমাং সঃ পুরুষস্য চ।
মায়য়া সৃষ্টিকালে চ তদ্বিনা ন ভবেদ্ভবঃ। ৬৮ ॥

প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, তিনিই রাধা নামে উল্লিখিত হন, যিনি ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করেন, যিনি পরমানন্দ রূপিণী, তিনিই লক্ষ্মী নামে অভিহিত হন, যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমেশও যাঁহাকে অতি কষ্টে লাভ করেন, যিনি বেদ মাতা ও যোগ মাতা, তিনিই সাবিত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সকলের শক্তি স্বরূপিণী, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যিনি সকলের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করেন, তিনিই দুর্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বদা সকলের শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারই নাম দেবী সরস্বতী। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬॥

সেই মূল প্রকৃতি সর্ব্বাদৌ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া পরিশেষে যেমন সৃষ্টির বাহুল্য হয়, অমনি ক্রমশঃ তাঁহারও প্রকার ভেদ হইতে থাকে ।৬৭॥

যোষাগণ প্রকৃতির অংশ হইতে, পুরুষগণ পুরুষের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন এই মায়াময় সৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন মায়া ভিন্ন সংসার গঠনের উপায়ান্তর নাই। ৬৮ ॥

সৃষ্টিশ্চ প্রতি বিশ্বেষু ব্রহ্মন্ ব্রহ্মোদ্ভবা সদা।
পাতা বিষ্ণুশ্চ সংহর্ত্তা শিবঃ শশ্বৎ শিবপ্রদঃ। ৬৯ ॥
দত্ত দত্ত জ্ঞান মিদং রাম মহ্যঞ্চ পুষ্করে।
দীক্ষাকালে চ মাঘ্যাঞ্চ মুনি প্রবর সন্নিধৌ। ৭০ ॥
ইত্যুক্ত্বা কার্ত্তবীর্য্যশ্চ রামং নত্বা চ সস্মিতঃ।
আরুরোহ রথং শীঘ্রং গৃহীত্বা স শরং ধনুঃ। ৭১ ॥
রাম স্ততো রাজসৈন্যং ব্রহ্মাস্ত্রেণ জঘান হ।
নৃপং পাশুপতে নৈব লীলয়া শ্রীহরিং স্মরন্। ৭২ ॥
এবং ত্রিঃসপ্ত কৃত্বশ্চ ক্রমেণ চ বসুন্ধরাং।
রামশ্চকার নির্ভূপাং লীলয়া চ শিবং স্মরন্। ৭৩ ॥
গর্ভস্থং মাতৃ ক্রোড়স্থং শিশুং বৃদ্ধঞ্চ মধ্যমং।
জঘান ক্ষত্রিয়ং রাম প্রতিজ্ঞা পালনায বৈ। ৭৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! সকল বিশ্বেই সৃষ্টি সর্ব্বদা ব্রহ্মা হইতে, পালন বিষ্ণু হইতে এবং সংহার নিরন্তর শান্তি দাতা শিব হইতে সম্পন্ন হইতেছে। ৬৯ ॥

"হে ব্রহ্মন! ভগবান দত্তাত্রেয় মাঘীপূর্ণিমায পুষ্করতীর্থে দীক্ষাকালে আমাকে এই জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন" এই কথা বলিয়া মুনিবর পরশুরামকে প্রণাম করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাস্যবদনে সত্বর রথে আরোহণ করিলেন। ৭০। ৭১ ॥

অনন্তর পরশুরাম ব্রহ্মাস্ত্র নিঃক্ষেপে সমস্ত রাজ সৈন্য সংহার করিয়া পরিশেষে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে অবলীলাক্রমে পাশুপতাস্ত্র পাতে কার্ত্তবীর্য্যকে নিপতিত করিলেন। ৭২ ॥

বৎস নারদ! পরশুরাম এইরূপে শিব নাম স্মরণ করিয়া এক বিংশতি বার অবলীলাক্রমে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, কি গর্ভস্থ বালক কি মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশু, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, পরশুরামের হস্তে কাহারও নিস্তার ছিল না। ফলতঃ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৭৩। ৭৪ ॥

কার্ত্তবীর্য্যশ্চ গোলোকং জগাম কৃষ্ণ সন্নিধিং।
জগাম পরশুরামশ্চ স্বালয়ং শ্রীহরিং স্মরন্। ৭৫ ॥
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং মহীং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরঃ।
পর্শুনা রমনং দৃষ্ট্বা পর্শুরামঞ্চকার তং। ৭৬ ॥
দেবাশ্চ মুনয়ো দেব্যঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পুষ্পবৃষ্টিং রাম মুর্দ্ধ্নি চ নারদ। ৭৭ ॥
স্বর্গে দুন্দুভয়ো নেদু র্হরি শব্দো বভূব হ।
পরশুরামস্য যশসা গুণেন পুরিতং জগৎ। ৭৮ ॥
ব্রহ্মা ভৃগুশ্চ শুক্রশ্চ চ্যবনো বাল্মিকি স্তথা।
জমদগ্নি র্ব্রহ্মলোকা দাজগাম প্রহর্ষিতঃ। ৭৯ ॥
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গাঃ সানন্দাশ্রু সমন্বিতাঃ।
দুর্ব্বা পুষ্প করাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তো মঙ্গলাশিষং। ৮০ ॥

এদিকে কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের হস্তে নিহত হইয়া গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন। ওদিকে ক্ষত্রিয় কূল উন্মূলিত করিয়া শ্রীহরির চরণ কমল অনুধ্যান করিতে করিতে ভার্গবও স্বভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৭৫ ॥

ঐ সময়ে মহেশ্বর, ভার্গব কর্ত্তৃক পৃথিবী এক বিংশতিবার নির্ভূপ হইল এবং পরশু অস্ত্রই ভার্গবের একান্ত প্রিয় দেখিয়া তাঁহার "পরশুরাম" এই নামকরণ করিলেন। ৭৬ ॥

দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ সকলেই চতুর্দ্দিক হইতে, পরশুরামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, স্বর্গে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল, সর্ব্বত্র হরি হরি শব্দ সমুত্থিত হইল। পরশুরামের যশঃ সৌরভ ও গুন গৌরব একেবারে দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল। ৭৭। ৭৮ ॥

ব্রহ্মা, ভৃগু, শুক্রাচার্য্য, চ্যবন, বাল্মীকি ও জমদগ্নি প্রভৃতি সকলে মহানন্দে পরশুরামের নিকট আগমন করিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই

প্রণনাম চ তান্ দ্যো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি।
ক্রোড়ে চকার ব্রহ্মাদৌ ক্রমাত্তাভেতি সংবদন্। ৮১ ॥
তামুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা পর্শুরামং জগদ্গুরুং।
হিতং নীতং বেদ সার পরিণাম সুখাবহং। ৮২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি সর্ব্ব সম্পৎ করং পরং।
কাণ্বশাখোক্ত বচনং সত্যঞ্চ সর্ব্ব সম্মতং। ৮৩ ॥
পূজ্যা না মেব সর্ব্বেষা মিষ্টঃ পূজ্যতমঃ পরঃ।
জনকো জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ। ৮৪ ॥
গরীয়ান জন্মদাতুশ্চ সোন্ন দাতা পিতা মুনে।
বিনান্নং নশ্বরোদেহো নিত্যঞ্চাপিতুরুদ্ভবঃ। ৮৫ ॥

লোমাঞ্চিত গাত্রে, আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে দূর্ব্বা ও পুষ্প লইয়া পরশুরামকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ৭৯। ৮০ ॥

পরশুরাম তাঁহাদিগের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মাদি সকলেই "বৎস! ক্রোড়ে আইস" বলিয়া ক্রমান্বয়ে ক্রোড়ে করিতে লাগিলেন। ৮১ ॥

তন্মধ্যে ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে জগদ্ গুরু পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া হিতগর্ভ নীতগর্ভ বেদগর্ভ ও পরিণাম সুখাবহ বাক্যে কহিলেন, বৎস পরশুরাম! আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। আমি যাহা বলিতেছি, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি লাভ হয়। ইহা বেদের কাণ্বশাখায় কথিত হইয়াছে এবং ইহা সত্য ও সর্ব্ববাদি সম্মত। ৮২। ৮৩ ॥

জগতে যাবতীয় পূজ্য ব্যক্তির মধ্যে পিতা পূজ্যতম ব্যক্তি। ইনি জন্ম প্রদান করেন বলিয়া ইঁহার নাম জনক এবং পালন করেন বলিয়া ইহার নাম পিতা হইয়াছে। কিন্তু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা অন্নদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্ন ব্যতীত দেহ ধারণ হইতে পারে না; কিন্তু পিতা হইতে উৎপত্তি নৈসর্গিক। ৮৪। ৮৫ ॥

তয়োঃ শত গুণে মাতা পূজ্যামান্যাচ বন্দিতা।
গর্ভ ধারণ পোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী। ৮৬ ॥
তেভ্যঃ শত গুণে পূজ্যোভীষ্ট দেব শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
জ্ঞান বিদ্যা মন্ত্র দাতাঽভীষ্ট দেবাৎ পুরো গুরু। ৮৭ ॥
গুরুবদ্ গুরুপুত্রশ্চ গুরুপত্নী ততোঽধিকা।
দেবেরুষ্টে গুরুরক্ষেদ্ গুরৌ রুষ্টেন কশ্চন। ৮৮ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়ঃ পরঃ। ৮৯ ॥
গুরু র্জ্ঞানং দদাত্যেব জ্ঞানঞ্চ হরি ভক্তিদং।
হরি ভক্তিপ্রদাতায়ঃ কোবা বন্ধু স্তুতঃ পরঃ। ৯০ ॥

পক্ষান্তরে কি জন্মদাতা কি অন্নদাতা উভয়বিধ পিতা হইতে মাতা শত গুণে পূজ্যা মান্যা ও বন্দনীয়া। কারণ তিনি গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য-দান দ্বারা পোষণ করিয়া থাকেন, সুতরাং পিতা হইতে পূজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি ?। ৮৬ ॥

বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, কি জন্মদাতা, কি অন্নদাতা, কি গর্ভ-ধারিণী, এ সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট দেব শত গুণে পূজ্য, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা, ও মন্ত্রদাতা, ইহাঁরা ইষ্টদেব অপেক্ষা প্রধান তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৮৭ ॥

গুরুদেব যেমন পূজ্য, গুরুপুত্রও তদনুরূপ। বিশেষতঃ গুরুপত্নী অধিক পূজ্যা, অর্থাৎ কি গুরুদেব কি গুরুপুত্র, এ উভয় অপেক্ষাও পূজ্য পদার্থ। দেবতা রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে আর কাহারও রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। ৮৮ ॥

গুরু ব্রহ্মা স্বরূপ, গুরু বিষ্ণু স্বরূপ, এবং গুরুই মহেশ্বর স্বরূপ, গুরুই পরম ব্রহ্ম এবং গুরুই ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা প্রিয় বন্ধু অর্থাৎ যার পর নাই পরম পূজ্য পদার্থ। ৮৯ ॥

গুরু যে, জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান হইতেই উত্তমাভক্তি উপস্থিত

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ।
লব্ধা চ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কোবা বন্ধু স্তুতঃ পরং। ৯১ ॥
গুরুদত্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা জ্ঞানং ততো লভেৎ।
সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ। ৯২ ॥
সুখং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া।
যয়া পুজ্যোপি জগতি কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ। ৯৩ ॥
বিদ্যান্ধো বা ধনান্ধো বা যো মূঢ়ো ন ভজেদ্ গুরুং।
ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৯৪ ॥
দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নরবুদ্ধ্যাচরেদ্গুরুং।
সোঽশুচিস্তীর্থস্নাতোপি নাধিকারীচ কর্ম্মসু। ৯৫ ॥

হয়। যিনি হরি ভক্তি প্রদান করেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম প্রিয় বন্ধু জগতে আর কে আছে ? । ৯০ ।

ফলতঃ তিনি জ্ঞান প্রদীপ স্বরূপ হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু আর কে হইতে পারে ? । ৯১ ॥

যে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিলে জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু জগতে আর কে আছে। ৯২ ॥

গুরুদত্ত বিদ্যা প্রভাবে অনায়াসে সর্ব্বত্র সমস্ত বিষয়ে জয় লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহা দ্বারা জগৎ পূজ্য হইতে পারা যায়, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই। ৯৩ ॥

বিদ্যান্ধ বা ধনান্ধ হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুকে ভজনা না করে, সে ইহলোকে ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাতকে লিপ্ত হয়, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ৯৪ ॥

যে ব্যক্তি গুরুকে সামান্য, পতিত ও দরিদ্র দেখিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক মনুষ্যবৎ গণনা করে, তাহাকে একান্তই অশুচি হইতে হয়, এমন কি পুষ্করাদিতীর্থে স্নান করিলেও তাহার পবিত্রতা সাধন হয় না ; প্রত্যুতঃ সে সকল কর্ম্মেই অনধিকারী হয়। ৯৫ ॥

অভীষ্ট দেবঃ শ্রীকৃষ্ণো গুরুস্তে শঙ্করঃস্বয়ং।
শরণং গচ্ছ হে পুত্র দেবাৎ পূজ্যতমং গুরুং। ৯৬ ॥
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বো নিভূ´পা ত্বয়া পৃথ্বী কৃতা যতঃ।
প্রাপ্তা ত্বয়া হরের্ভক্তি স্তং শিবং শরণং ব্রজ। ৯৭ ॥
শিবঞ্চ শিবরূপঞ্চ শিবদং শিব কারণং।
শিবাবাক্যং শিবেশন্তং গুরুং ত্বং শরণং ব্রজ। ৯৮ ॥
গোলোকনাথো ভগবানংশেন শিবরূপধৃক্।
য ইষ্টদেবঃ স গুরু স্তমেব শরণং ব্রজ। ৯৯ ॥
আত্মা কৃষ্ণঃ শিবোজ্ঞানং মনোহহং সর্ব্বজীবিষু।
প্রাণা বিষ্ণোশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিযুতাসৃতা। ১০০ ॥
জ্ঞানদং জ্ঞানরূপঞ্চ জ্ঞান বীজং সনাতনং।
মৃত্যুঞ্জয়ং কালকালং তং গুরুং শরণং ব্রজ। ১০১ ॥

বৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার ইষ্টদেব এবং শঙ্কর স্বয়ং তোমার গুরু। অতএব পুত্র! তুমি ইষ্টদেব অপেক্ষা পূজ্যতম গুরুর শরণাগত হও। তুমি গুরু বলেই একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রির করিয়াছ, বিশেষতঃ তুমি শিব হইতে হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব এক্ষণে শিবের শরণাপন্ন হওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য। ৯৬। ৯৭ ॥

যিনি মঙ্গলময়, যিনি মঙ্গলময়রূপী, যিনি মঙ্গল দাতা, যিনি মঙ্গলের কারণ; যিনি শিবানীর বাক্যস্বরূপ, যিনি শিবানীর পতি; তুমি সেই গুরুদেবের শরণাগত হও। ৯৮ ॥

গোলোকনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং স্বীয় অংশে শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং যিনিই তোমার ইষ্টদেব, তিনিই তোমার গুরু, অতএব তুমি সেই গুরুর শরণাপন্ন হও। ৯৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের আত্মা-স্বরূপ, ও শান্তিদাতা শিব সকল জীবের জ্ঞান স্বরূপ, আমিই সকল জীবের মনঃস্বরূপ; এবং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা বিষ্ণুর শক্তিই সকল জীবের প্রাণস্বরূপ। ১০০ ॥

ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপং তং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
শরণং ব্রজ সর্ব্বজ্ঞং ভগবন্তং সনাতনং। ১০২ ॥
প্রকৃতি র্লক্ষবর্ষঞ্চ তপস্তপ্তায় মীশ্বরং।
কান্তং প্রিয়পতিং লেভে তং গুরুং শরণং ব্রজ। ১০৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা মুনিভিঃ সার্দ্ধং জগাম কমলোদ্ভবঃ।
রামশ্চ গন্তুং কৈলাসং মনশ্চক্রে চ নারদ। ১০৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

যিনি জ্ঞানদাতা, যিনি জ্ঞানরূপী, যিনি জ্ঞাননিদান, যিনি নিত্য, স্বরূপ যিনি মৃত্যুবিজয়ী বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় নামে অভিহিত, যিনি কালেরও কাল স্বরূপ; তুমি সেই গুরু মহাকালের শরণাগত হও। ১০১ ॥

যিনি ব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ, যিনি ভক্তদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার নিমিত্তই বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ ধারণ করেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ সনাতন ভগবান্ ভূতভাবনের শরণাপন্ন হও। ১০২ ॥

বৎস পরশুরাম! দেবী প্রকৃতি লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া একান্ত কমনীয় মহাদেবকে মনোমত পতি লাভ করিয়াছেন, তুমি সেই গুরুদেব ভূতপতির শরণাগত হও। ১০৩ ॥

দেবর্ষে! কমলযোনি ব্রহ্মা পরশুরামকে এই কথা বলিয়া মুনিগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ভার্গবও কৈলাস নিবাসে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। ১০৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে চত্বারিংশৎ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরেশ্চ কবচং ধৃত্বা কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং।
রামো জগাম কৈলাসং নমস্কর্ত্তুং শিবং গুরুং। ১॥
গুরুং পত্নীং শিবামম্বাং দ্রষ্টুং গুরুসুতৌচ তৌ।
গুণৈ র্নারায়ণ সমৌ কার্ত্তিকেয় গণেশ্বরৌ। ২॥
মনোযায়ী মহাত্মাচ শীঘ্রং সংপ্রাপ্য তৎক্ষণং।
দদর্শ নগরং রম্যং মতীব সুমনোহরং। ৩॥
শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশৈর্ম্মণিভিঃ সুমনোহরৈঃ।
সুবর্ণ ভূমি সদৃশৈ রাজমার্গৈ র্ব্বিরাজিতং। ৪॥
সিন্দুরাকার বর্ণৈশ্চ বেষ্টিতং মণিবেদিভিঃ।
সংযুক্তং মুক্তা নিলয়ৈঃ পূরিতং মণিমণ্ডপৈঃ। ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! ভৃগুনন্দন পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণ কবচ ধারণ পূর্ব্বক এক বিংশতিবার বসুন্ধরা ভূপশূন্য করিয়া পরিশেষে গুরুদেব মহাদেব গুরুপত্নি মাতা শিবানী এবং শ্রীহরি তুল্য গুণবান গুরু পুত্রদ্বয় কার্ত্তিক ও গণেশের সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিবার নিমিত্ত কৈলাস শিখরে গমন করিলেন। ১। ২॥

মনোযায়ী মহাত্মা পরশুরাম সংকল্প মাত্রেই তৎক্ষণাৎ কৈলাস পুরীতে সমুপস্থিত হইয়া, তত্রত্য অতি রমণীয় মনোহর সৌন্দর্য্য সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩॥

প্রথমতঃ দেখিলেন চতুর্দ্দিকে স্বর্ণভূমি সদৃশ রাজ পথ সকল বিরাজমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ স্ফাটিকবর্ণ প্রস্তর সকল রাজ পথের উভয় পার্শ্বে বিন্যস্ত হওয়াতে অতি মনোহর হইয়াছে। ৪॥

রাজ পথের উভয় পার্শ্বে সিন্দূরবর্ণ প্রস্তরময় বেদি সকল পুরী

যক্ষাণামালয়ৈর্দ্দিব্যৈঃ সংযুক্তং শতকোটিভিঃ।
কপাট স্তম্ভ সোপানৈঃ শোভিতৈর্ম্মণি নির্ম্মিতৈঃ। ৬ ॥
সুবর্ণ কলসৈর্দ্দিব্যৈ রাজিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ।
রত্ন কাঞ্চন পূর্ণৈশ্চ যক্ষেন্দ্রগণ বেষ্টিতৈঃ। ৭ ॥
রত্ন ভূষণ ভূষাঢ্যৈ দীপিতৈঃ সুন্দরীগণৈঃ।
বালিকাভির্ব্বালকৈশ্চ চিত্রপুত্তলিকা করৈঃ। ৮ ॥
ক্রীড়দ্ভিঃ সস্মিতৈঃ শশ্বৎ স্বচ্ছন্দঞ্চ বিরাজিতৈঃ।
পারিজাত দ্রুমগণৈঃ স্বর্ণদী তীর নীরজৈঃ। ৯ ॥
আকীর্ণং পুষ্পজালৈশ্চ পুষ্পিতৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
কল্পবৃক্ষাশ্রিতৈঃ সিদ্ধৈঃ কামধেনু পুরস্কৃতৈঃ। ১০ ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধি নিপুণৈঃ পুণ্যবদ্ভি র্নিষেবিতং।
বট বৃক্ষৈ রক্ষয়েশ্চ ত্রিলক্ষ যোজনোচ্ছিতৈঃ। ১১ ॥

পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল মণিবেদির পশ্চাদ্ভাগেই স্থানে স্থানে মুক্তা খচিত গৃহ সকল এবং স্থানে স্থানে মণি মণ্ডল সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ৫ ॥

পুরী মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট শত কোটি যক্ষালয় বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ সকল আলয়ের বহির্দ্বারে প্রস্তরময় সোপান, প্রস্তরময় স্তম্ভ এবং প্রস্তরময় কপাট সকল বিরাজমান থাকাতে শোভার সীমা নাই। ৬।

প্রতি গৃহেই স্বর্ণ কলস ও শ্বেত চামর সকল শোভমান। প্রতি গৃহই রত্ন ও কাঞ্চনে পরিপূর্ণ। সকল গৃহেই যক্ষেন্দ্রগণ অবস্থান করিতেছে, বিশেষতঃ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত সুন্দরী রমণীগণ ঐ সকল গৃহে অবস্থান করাতে গৃহ আলোকময় হইয়াছে। প্রতি ভবনেই বালক বালিকাগণ চিত্রপুত্তলিকা হস্তে করিয়া হাস্যবদনে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। সুরনদী তীরস্থিত পারিজাত পাদপ সকল বিকসিত সুগন্ধি কুসুম জালে সমাকীর্ণ হইয়াছে। কল্পবৃক্ষ মূলে সিদ্ধবিদ্য পুণ্যবান সিদ্ধগণ অবস্থান করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে কামধেনু সকল প্রতি-

শত যোজন বিস্তীর্ণৈঃ শতস্কন্ধ সমন্বিতৈঃ।
অসংখ্যশাখা নিকরৈরসংখ্য ফল সংযুতৈঃ। ১২ ॥
নানা পক্ষিগণাকীর্ণৈঃ সুমনোহর শব্দিতৈঃ।
কম্পিতৈ শীতবাতেন মণ্ডিতঞ্চ সুগন্ধিনা। ১৩ ॥
পুষ্পোদ্যান সহস্রেণ সরসাঞ্চ শতেন চ।
সিদ্ধেন্দ্রালয় লক্ষৈশ্চ মণি রত্ন বিকারজৈঃ। ১৪ ॥
রামশ্চ দৃষ্টা নগর মতীব হৃষ্ট মানসঃ।
দদর্শ পুরতোরম্যং শ্রীযুক্তং শঙ্করাশ্রমং। ১৫ ॥
সুবর্ণ মূল শতকৈর্ম্মণিভিঃ স্বর্ণবর্ণ কৈঃ।
খচিতং রত্নসারেণ রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা। ১৬ ॥
চতুর্যোজন বিস্তীর্ণং ত্রিপঞ্চ যোজন স্থিতং।
চতুরস্রং চতুষ্কোণংপ্রাকারং সুমনোহরং। ১৭ ॥
দ্বারং রত্ন কপাটেন নানা চিত্রান্বিতে নচ।
যুক্তং মণীন্দ্র বেদিভির্ম্মণিস্তম্ভ বিরাজিতৈঃ। ১৮ ॥

বদ্ধ রহিয়াছে। তিন লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধ শত যোজন বিস্তীর্ণ শতস্কন্ধ সমন্বিত অক্ষয় বট সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ বট বৃক্ষের শাখার ইয়ত্তা নাই, ফলের ও সংখ্যা নাই। কত শত পক্ষী উহাতে অবস্থান করিতেছে, পক্ষিগণের মনোহর কূজনে বটবৃক্ষ সকল মুখরিত হইতেছে। সুশীতল সুগন্ধি বায়ুহিল্লোলে শাখা প্রশাখা সকল দোলায়মান হইতেছে। উহার কোন স্থানে সহস্র পুষ্পোদ্যান, কোন স্থানে শত সরোবর, কোন স্থানে বা মণিরত্নখচিত লক্ষ লক্ষ সিদ্ধেন্দ্রদিগের ভবন বিরাজমান রহিয়াছে। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪ ॥

পরশুরাম, নগরের শোভা সন্দর্শনে অতীব আনন্দিত হইলেন, তৎপরেই দেখিলেন, শোভার এক মাত্র আধার অতি মনোহর শঙ্করাশ্রম সম্মুখে বিরাজমান, বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং শত সুবর্ণভিত্তি, সুবর্ণ বর্ণ প্রস্তর ও

তদ্দক্ষিণে বৃষেন্দ্রঞ্চ বামে সিংহঞ্চ নারদ।
নন্দীশ্বরং মহাকালং পিঙ্গলাক্ষং ভয়ঙ্করং। ১৯ ॥
বিশালাক্ষঞ্চ বাণঞ্চ বিরূপাক্ষং মহাবলং।
বিকটাক্ষং ভাস্করাক্ষং রক্তাক্ষং বিকটোদরং। ২০ ॥
সংহারভৈরবং কালভৈরবঞ্চ ভয়ঙ্করং।
রুরুভৈরব মীশাভং মহাভৈরব মেবচ। ২১ ॥
কৃষ্ণাঙ্গভৈরবঞ্চৈব ক্রোধভৈরব মুল্বনং।
কপালভৈরবঞ্চৈব রুদ্রভৈরব মেবচ। ২২ ॥
সিদ্ধেন্দ্রাংশ্চ রুদ্রগণান্ বিদ্যাধরাংশ্চ গুহ্যকান্।
ভূতান্ প্রেতান্ পিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।২৩॥
বেতালান্দানবাংশ্চৈব যোগীন্দ্রাংশ্চ জটাধরান্।
যক্ষান্ কিং পুরুষাংশ্চৈব কিন্নরাংশ্চ দদর্শহ। ২৪ ॥

উৎকৃষ্ট রত্ন সকল দিয়া ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ ভবনের বিস্তার চারি যোজন, ঊর্দ্ধ পঞ্চদশ যোজন, কোণ চারি, এবং প্রাচীর সকল অতি মনোহর চতুষ্কোণ। উহার দ্বারে বিবিধ চিত্রবিচিত্রিত রত্নময় কপাট সম্মুখে উৎকৃষ্ট মণিময় বেদি, ও মণিময় স্তম্ভ বিরাজমান।১৫।১৬।১৭।১৮॥

ঐ দ্বারের দক্ষিণ ভাগে এক বৃষেন্দ্র এবং বাম ভাগে এক সিংহ তদ্ভিন্ন নন্দীশ্বর, মহাকাল, ভয়ঙ্কর পিঙ্গলাক্ষ, বিশালাক্ষ, বাণ, মহাবল বিরূপাক্ষ, বিকটাক্ষ, ভাস্করাক্ষ, বিকটোদর, সংহার ভৈরব, ভয়ঙ্কর কালভৈরব, রুরু ভৈরব, ঈশাভ মহাভৈরব, কৃষ্ণাঙ্গ ভৈরব, বিনাশনকারী ক্রোধভৈরব, কপালভৈরব, ও রুদ্রভৈরব, এই সকল বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৯। ২০। ২১। ২২॥

তৎপরেই দেখিলেন, সিদ্ধেন্দ্রগণ, রুদ্রগণ বিদ্যাধরগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ, বেতালগণ, দানবগণ, যোগীন্দ্রগণ, জটাধরগণ, যক্ষগণ, কিম্পুরুষগণ, ও কিন্নরগণ সকল অবস্থান করিতেছে। ২৩। ২৪॥

তান্দৃষ্ট্বা নন্দীকেশাজ্ঞাং গৃহীত্বা ভৃগুনন্দনঃ।
তাং সংভাষ্যাভ্যন্তরঞ্চ জগামানন্দ মানসঃ। ২৫ ॥
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণং দদর্শ শত মন্দিরং।
অমূল্য রত্নকলসৈজ্জ্বলদ্ভিশ্চ বিরাজিতং। ২৬ ॥
অমূল্য রত্ন রচিতৈর্ম্মুক্তা নির্ম্মল দর্পণৈঃ।
হীরাসার বিকারৈশ্চ কপাটৈশ্চ বিরাজিতং। ২৭ ॥
গোরোচনাভির্ম্মণিভির্যুতং স্তম্ভ সহস্রকৈঃ।
মণিসার বিকারৈশ্চ সোপানৈঃ পরিসেবিতং। ২৮ ॥
দদর্শাভ্যন্তরং দ্বারং নানা চিত্রেণ চিত্রিতং।
মুক্তামাণিক্য গ্রথিতৈর্ম্মালাজালৈ র্ব্বিরাজিতং। ২৯ ॥
দদর্শ কার্ত্তিকং বামে দক্ষিণে চ গণেশ্বরং।
বীরভদ্রং মহাকায়ং শিবতুল্য পরাক্রমং। ৩০ ॥
প্রধান পার্ষদগণান্ ক্ষেত্রপালাংশ্চ নারদ।
রত্ন সিংহাসনস্থাংশ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতান্। ৩১ ॥

ভৃগুনন্দন তাঁহাদিগের সকলের সহিত সাক্ষাৎকার ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক নন্দীকেশ্বরের অনুমতিক্রমে আনন্দমনে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।২৫।

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র দেখিলেন, উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত শত মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে। তথায় অমূল্য রত্ন কলস সকল উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। অমূল্য রত্ন বিরচিত মুক্তাময় নির্ম্মল দর্পণযুক্ত উৎকৃষ্ট হীরক খচিত কপাট দেদীপ্যমান হইতেছে। গোরোচনাঙ্কিত মণিময় সহস্র স্তম্ভ মন্দিরে বিরাজমান। মন্দিরের সোপান সকল দিব্য প্রস্তরে বিরচিত। ভার্গব, বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত এবং মুক্তা ও মাণিক্য গ্রন্থিত মালা জাল বিরাজিত অভ্যন্তর দ্বার অবলোকন করিলেন। তৎ-পরে দেখিলেন শিবসদৃশ পরাক্রান্ত মহাকায় বীরভদ্র আসীন রহিয়াছেন, আর তাঁহার বাম পার্শ্বে কার্ত্তিক ও দক্ষিণ পার্শ্বে গণপতি বিরাজ করিতেছেন। ২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।

তান্ সংভাষ্য ভৃগুঃ শীঘ্রং মহাবল পরাক্রমঃ।
পর্শু হস্তঃ পর্শুরামো গমনঙ্কর্ত্তু মুদ্যতঃ। ৩২ ॥
গচ্ছন্তং তং গণেশশ্চ ক্ষণং তিষ্ঠত্ব্যবাচহ।
নিদ্রিতো নিদ্রয়াযুক্তো মহাদেবোঽধুনেতি চ। ৩৩ ॥
ঈশ্বরাজ্ঞাং গৃহীত্বাহ মত্রাগত্য ক্ষণান্তরে।
ত্বয়া সার্দ্ধং গমিষ্যামি ভ্রাত স্তিষ্ঠেতি সাংপ্রতং। ৩৪ ॥
শ্রুত্বা গণেশ বচনং পর্শুরামো মহাবলঃ।
বৃহস্পতি সমো বক্তা প্রবক্তু মুপচক্রমে। ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কৈলাস বর্ণনং নামৈকচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

তৎপরে দেখিলেন মহাদেবের প্রধানতম পরিষদ ক্ষেত্রপালগণ বিবিধ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত হইয়া রত্নময় সিংহাসনের উপর আসীন রহিয়াছেন। ৩১ ॥

দেবঋষে! মহাবল পরাক্রান্ত ভৃগুনন্দন পরশুরাম মহাদেবের সেই সকল অনুচরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া দ্রুতপদে কুঠার হস্তে মহাদেব মন্দিরে গমনোদ্যত হইলেন, গণপতি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ভার্গব! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। মহাদেব এক্ষণে নিদ্রাভিভূত রহিয়াছেন। ক্ষণবিলম্বেই আমি তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া আসিতেছি, তৎপরেই তোমার সহিত একত্র প্রবেশ করিব। ৩২। ৩৩। ৩৪ ॥

বৃহস্পতি তুল্য বক্তা মহাবল পরশুরাম গণপতির বচন শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে কৈলাস বর্ণন নাম এক চত্বারিংশৎ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরশুরাম উবাচ।

যাস্যাম্যন্তঃপুরং ভ্রাতঃ প্রণামং কর্ত্তুমীশ্বরং।
প্রণম্য মাতরং ভক্ত্যা যাস্যামি ত্বরিতং গৃহং। ১॥
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বো নির্ভূপাং কৃতা পৃথ্বী চ লীলয়া।
কার্ত্তবীর্য্যঃ সুচন্দ্রশ্চ হতোযস্য প্রসাদতঃ। ২॥
নানা বিদ্যা যতো লব্ধা নানা শাস্ত্রং সুদুর্ল্লভং।
তং গুরুং জগতাং নাথং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সাংপ্রতং। ৩॥
সগুণং নির্গুণঞ্চৈব ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
সত্যং সত্য স্বরূপঞ্চ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং। ৪॥
স্বেচ্ছাময়ং দয়াসিন্ধুং দীনবন্ধুং মুনীশ্বরং।
আত্মারামং পূর্ণ কামং ব্যক্তাব্যক্তং পরাৎপরং। ৫॥

পরশুরাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! গণপতে! আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইষ্টদেব ঈশ্বর ও মাতা শিবানীকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া সত্বর স্বভবনে গমন করিব। ১॥

আমি যাঁহার প্রসাদবলে অবলীলাক্রমে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছি, যাঁহার প্রসাদবলে রাজা কার্ত্তবীর্য্য ও সুচন্দ্র নিহত হইয়াছে, যাঁহার নিকট হইতে আমি বিবিধ বিদ্যা ও নানাবিধ দুর্ল্লভ শাস্ত্র লাভ করিয়াছি, সংপ্রতি একবার সেই গুরুদেব জগন্নাথ ভূতপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। ২। ৩॥

তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ, তিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি সত্যময়, সত্য স্বরূপ, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি, তিনি সনাতন, তিনি স্বেচ্ছাময়, তিনি দয়াসিন্ধু, তিনি দীনবন্ধু, তিনি যোগীশ্বর, তিনি আত্মারাম, তাঁহার কোন কাম-

পরাপরাণাং স্রষ্টারং পুরুহূতং পুরস্কৃতং।
পুরাণং পরমাত্মান মীশান মাদি মব্যয়ং। ৬॥
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যং সর্ব্ব মঙ্গল কারণং।
সর্ব্ব মঙ্গলদং শান্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং বরং। ৭॥
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং শরণাগত বৎসলং।
ভক্তাভয়প্রদং ভক্ত বৎসলং সমদর্শনং। ৮॥
ইত্যুক্তা পর্শুরামশ্চ তস্থৌ গণপতেঃ পুরঃ।
বাচা মধুরয়া তত্র তমুবাচ গণেশ্বরঃ। ৯॥
শ্রীগণেশ্বর উবাচ।
ক্ষণং তিষ্ঠ ক্ষণং তিষ্ঠ শৃণু ভ্রাত রিদং বচঃ।
রহস্থল নিযুক্তশ্চ ন দৃষ্টঃ স্ত্রী যুতঃ পুমান্। ১০॥
স্ত্রী সংযুক্ত পুরুষং যঃ পশ্যতি নরাধমঃ।

নাই অপূর্ণ নাই, তিনি ব্যক্ত, তিনি অব্যক্ত, তিনি পরাৎপর, তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতমগণের স্রষ্টা, তিনি অগ্রে আহুতি গ্রহণ করেন, তিনি সকলের অগ্রগণ্য, তিনি পুরাণ, তিনি পরমাত্মা, তিনি ঈশান, তিনি অনাদি, তিনি অব্যয়, তিনি সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলের বিধাতা, তিনি সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলের আদিকারণ, তিনি সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল প্রদান করেন, তিনি শান্ত স্বভাব, তিনি সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, তিনি সর্ব্ব প্রধান, তিনি আশুতোষ, তিনি সদা প্রসন্নবদন, তিনি শরণাগত বৎসল, তিনি ভক্তগণের অভয়দাতা, তিনি ভক্তবৎসল, এবং তিনি সমদর্শিতাগুণে বিভূষিত। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮॥

পরশুরাম গণপতির সম্মুখে এইপ্রকার বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে গণেশ্বর মধুর বাক্যে তথায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহচর হইয়া নির্জ্জনস্থানে অবস্থান করে, তাহার সহিত সাক্ষাত করা কর্ত্তব্য নহে। ৯। ১০॥

করোতি রসভঙ্গং যা কাল সূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবং। ১১।
তত্র তিষ্ঠতি পাপীয়ান্ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ১১।
বিশেষতশ্চ পিতরং গুরুং ভূতপতিং দ্বিজ। ১২॥
রহঃ সুরতি সংসক্তং নহি পশ্যে বিচক্ষণঃ। ১২।
কামতঃ কোপতোবাপিষঃ পশ্যেৎ সুরতোন্মুখং। ১৩॥
স্ত্রী বিচ্ছেদো ভবেত্তস্য ধ্রুবং সপ্তসুজন্মসু। ১৩।
শ্রোণীবক্ষঃস্থলং বক্ত্রং যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ।
কামতোপি বিমূঢ়শ্চ সোহন্ধো ভবতি নিশ্চিতং। ১৪॥
গণেশস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য ভৃগুনন্দনঃ।
তমুবাচ মহা কোপান্নিষ্ঠুরং বচনং মুনে। ১৫॥

পরশুরাম উবাচ।

আহা শ্রুতং কিং বচন মপূর্ব্ব নীতি মুত্তমং।
ইদমেবময়ং নৈবং শ্রুতমীশ্বর বক্ত্রতঃ। ১৬॥

যে নরাধম স্ত্রী সংযুক্ত বিজনস্থিত পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের রস ভঙ্গ করে তাহাকে কালসূত্র অর্থাৎ নরকে গমন করিতে হয় এবং যাবৎ জগতে চন্দ্র সূর্য্য অবস্থান করিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই পাপাত্মাকে সেই কালসূত্র নামক নরকে অবস্থান করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মন্! পিতা, গুরু, ভূতপতি নির্জ্জনে রতি সংযুক্ত রহিয়াছেন, এসময় সাক্ষাত করিতে যাওয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অনুরাগ বশতই হউক আর বিরাগ বশতই হউক যিনি সুরথোন্মুখ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন নিশ্চয়ই তাঁহাকে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত স্ত্রী বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। যে মূঢ় ইচ্ছা পূর্ব্বক পর স্ত্রীর নিতম্বদেশ, বক্ষঃস্থল ও মুখমণ্ডল অবলোকন করেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই অন্ধ হইতে হয়। ১১। ১২। ১৩। ১৪॥

বৎস নারদ! ভৃগুনন্দন পরশুরাম, গণেশের বচন শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া রোষভরে কর্কশবচনে তাঁহাকে কহিলেন, গণপতে! কি

শ্রুতং শ্রুতৌ বাক্যমিদং কামিনাঞ্চ বিকারিণাং।
নির্ব্বিকারস্য চ শিশো ন দোষঃ কশ্চিদেবহি।
যাস্যাম্যন্তঃপুরং ভ্রাতস্তব কিং তিষ্ঠ বালক। ১৭॥
যথা দৃষ্টিং করিষ্যামি কার্য্যঞ্চ সময়োচিতং।
তবৈব তাতো মাতাচ এবমেব নিরূপিতং। ১৮॥
জগতাং পিতরৌ তৌচ পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ।
পার্ব্বতী স্ত্রী পুমান্ শম্ভু রিতিকৈ র্ন নিরূপিতঃ। ১৯॥
সর্ব্বরূপঃ শঙ্করশ্চ সর্ব্বারূপা চ পার্ব্বতী।
গুণাতীতস্য কা ক্রীড়া তদ্ভঙ্গো বা কুতো বিভো। ২০॥
ক্রীড়া লজ্জাভীতি ভঙ্গো গ্রাম্যস্য নেশ্বরস্য চ।
স্তনান্ধং বালকং দৃষ্ট্বা পিত্রোর্লজ্জা কুতো ভবেৎ। ২১॥

অপূর্ব্ব নীতি সঙ্গত কথাটাই শ্রবণ করাইলেন? আমি তো কখনই ঈশ্বর প্রমুখাৎ এরূপ নীতি শ্রবণ করি নাই? আমি শুনিয়াছি, যাহারা কামুক এবং যাহাদিগের চিত্তবিকার জন্মিয়াছে, বেদে তাহাদিগের নিমিত্তই এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নির্ব্বিকার শিশুর পক্ষে কখনও এরূপ নিয়মে দোষ স্পর্শে না। অতএব ভ্রাতঃ আমি অন্তঃপুরে যাইব, তাহাতে তোমার হানি কি? তুমি বালক, তুমি স্থির হও। ১৫।১৬।১৭॥

আমি যেমন দেখিব, যেমন বুঝিব, সেই রূপ করিব। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর কি কেবল তোমারই পিতা মাতা এই রূপ স্থির করিয়াছ? তাঁহারা কেবল তোমারই নহেন, তাঁহারা জগতের পিতা মাতা, পার্ব্বতী স্ত্রী এবং শম্ভু পুরুষ স্বরূপ; ইহা জগতে কে না বিদিত আছে? ।১৮।১৯॥

শঙ্কর সর্ব্ব স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত পুরুষ স্বরূপ এবং পার্ব্বতী সর্ব্বাস্বরূপা অর্থাৎ সমস্ত স্ত্রী স্বরূপা, বিভো! যিনি ত্রিগুণাতীত তাঁহার আবার ক্রীড়াই বা কি এবং তাহার আবার ভঙ্গই বা কি? ক্রীড়া, লজ্জা, ভীতি, ও রসভঙ্গ এ সমস্তই মানবের ধর্ম্ম, ঈশ্বরের নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, স্তনান্ধ অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য বালককে দর্শন করিয়া কি, কখন পিতা

লজ্জায়াশ্চ কুতো লজ্জা লজ্জেশস্য চ তৎ কুতঃ।
লজ্জা লজ্জামবাপ্নোতি তাপং কিম্বা হুতাশনঃ। ২২ ॥
শীতং শীতমহো বিপ্র নিদাঘোদাহ এবচ।
ভীতির্ভীতি মবাপ্নোতি মৃত্যোর্মৃত্যুর্বিভেতিকিং। ২৩ ॥
কুতো জ্বরোজ্বরং হন্তি ব্যাধিং ব্যাধিশ্চ জীর্য্যতি।
সংহর্ত্তানাঞ্চ সংহর্ত্তা কালঃ কালা দ্বিভেতি চ। ২৪ ॥
স্রষ্টা সৃজতি স্রষ্টারং পাতা স্বং পাতিত্বম্মতঃ।
ক্ষুৎক্ষুদ্রং সমবাপ্নোতি তৃষ্ণাতৃষ্ণাং প্রয়াতি কিং। ২৫ ॥
নিদ্রানিদ্রাঞ্চ শ্রীঃ শোভাং শান্তিঃ শান্তিঞ্চ তন্মতঃ।
পুষ্টিঃ পুষ্টি মবাপ্নোতি তুষ্টিস্তুষ্টিং ক্ষমা ক্ষমাং।
আত্মানঃ পরমাত্মাস্তি শক্তিঃ শক্ত্যাবিভেতিকিং। ২৬ ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধাঃ স্বাত্মনা নহি বাধিতাঃ।
দয়া ন বদ্ধা দয়য়া নেচ্ছা বদ্ধেচ্ছয়া প্রভো। ২৭ ॥

মাতার কোন কার্য্যে লজ্জা সঞ্চার হইয়া থাকে? । ২০ । ২১ ॥

লজ্জার আবার লজ্জা কি? যাঁহারা স্বয়ং লজ্জারূপী তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি? লজ্জা কি কখন লজ্জিত, হুতাশন কি কখন উত্তপ্ত, শৈত্য কি কখন শীতল, নিদাঘ কি কখন দগ্ধ, ভীতি কি কখন ভীত এবং মৃত্যু কি কখন নাশ প্রাপ্ত হয়? । ২২ । ২৩ ॥

জ্বর কি কখন জ্বরকে এবং ব্যাধি কি কখন ব্যাধিকে জীর্ণ করিতে পারে? তোমার মতে তবে সংহর্ত্তারও সংহর্ত্তা, কালেরও কাল, স্রষ্টারও স্রষ্টা, পাতারও পাতা, ক্ষুধারও ক্ষুধা, তৃষ্ণারও তৃষ্ণা, নিদ্রারও নিদ্রা, শোভারও শোভা, শান্তিরও শান্তি, পুষ্টিরও পুষ্টি, তুষ্টিরও তুষ্টি, ক্ষমারও ক্ষমা, আত্মারও আত্মা এবং শক্তিরও শক্তি আছে? । ২৪ । ২৫ । ২৬ ॥

কি লোভ, কি মোহ, কি কাম, কি ক্রোধ, ইহারা কখন পরস্পর পরস্পরকে বাধা দেয় না। প্রভো! দয়া কি কখন দয়া দ্বারা এবং

জ্ঞান বুদ্ধ্যোঃ কো বিকারো জরামারাধতে জরাং।
চিন্তা ন চিন্তয়া গ্রস্তা চক্ষুঃ স্বঞ্চ ন পশ্যতি। ২৮॥
হর্ষোমুদং কিং প্রাপ্নোতি শোকং শোকো ন বাধতে।
কা বিপত্তি র্বিপত্তেশ্চ সম্পত্তিঃ সম্পদঃ কুতঃ। ২৯॥
মেধাযা ধারণাশক্তিঃ স্মৃতির্ব্বা স্মরণং কুতঃ।
ন দগ্ধঃ স্ব প্রতাপেন বিবস্বানিব সম্মতঃ। ৩০॥
বিপরীত মতো ভ্রাতা স্বয়ৈবা চরিতোহধুনা।
ন শ্রুতোয়ং গুরু মুখান্ন দদর্শ শ্রুতৌশ্রুতঃ। ৩১॥
ইতুক্ত্বা পরশুরামশ্চ প্রহস্য চ পুনঃ পুনঃ।
শীঘ্রং গন্তুং মনশ্চক্রে গুরোরভ্যন্তরং মুদা। ৩২॥
পর্শুরাম বচঃ শ্রুত্বা জিত ক্রোধো গণেশ্বরঃ।
শুদ্ধ সত্ব স্বরূপশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ। ৩৩॥

ইচ্ছা কি কখন ইচ্ছা দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে? জ্ঞান ও বুদ্ধি এ উভয়ের আবার প্রভেদ কি? জরা কি কখন জরাকে বাধা দিয়া থাকে? না চিন্তা কি কখন চিন্তাকে গ্রাস করে? না চক্ষু কখন চক্ষুকে দর্শন করে। ২৭। ২৮।

হর্ষ কখন হর্ষ সুখ অনুভব করে না। শোক কখন শোকে অভিভূত হয় না, বিপদের আবার বিপদ, এবং সম্পদের আবার সম্পত্তি কি? মেধার কখন ধারণাশক্তি, এবং স্মৃতির কখন স্মরণশক্তি সম্ভব হইতে পারে না। সূর্য্য কি কখন স্বীয় তেজে দগ্ধ হইয়া থাকেন। ২৯। ৩০॥

অতএব ভ্রাতঃ! এক্ষণে কেবল তোমারই নিকট বিপরীতাচরণ দেখিতেছি। আমি কখন গুরু মুখে এরূপ কথা শ্রবণ করি নাই বা বেদের কুত্রাপি দেখি নাই। ৩১॥

পরশুরাম এইরূপ বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া হর্ষভরে দ্রুতপদে অন্তঃপুরে গুরুর নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ৩২।

ঐ সময় জিতক্রোধ শুদ্ধ সত্বস্বরূপ গণপতি পরশুরামের বচন শ্রবণে

গণপতিখণ্ডম্।

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানং প্রাপ্নোতি জ্ঞানিনঃ।
পিতু র্মাতুর্ম্মুখাজ্ জ্ঞানং দুর্লভং ভাগ্যবান্ লভেৎ। ৩৪॥
শ্রুতং জ্ঞানং বিশিষ্টঞ্চ জ্ঞানিনা হ্যপি দুর্লভং।
কিঞ্চিন্মম মন্দবুদ্ধেঃ শৃণু ভ্রাত র্নিবেদনং। ৩৫॥
যো নির্গুণঃ সো নির্লিপ্তঃ শক্তিভ্যো ন হি সংযুক্তঃ।
সিসৃক্ষুরাশ্রিতো শক্তৌ নির্গুণঃ সগুণো ভবেৎ। ৩৬॥
যাবন্তিচ শরীরাণি ভোগার্হাণি মহামুনে।
প্রাকৃতানি চ সর্ব্বাণি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহং বিনা। ৩৭॥
ধ্যায়ন্তে যোগিন স্তঞ্চ শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপিণং।
হস্ত পাদাদি রহিতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং। ৩৮॥

হাস্য করিয়া কহিলেন, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা জ্ঞানিগণের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি ভাগ্যবান, তিনি পিতা ও মাতার নিকট হইতে দুর্লভ জ্ঞান লাভ করেন। ৩৩। ৩৪॥

ভ্রাতঃ! তুমি ত বিশিষ্ট জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পরম দুর্লভ অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিযাছ, সংপ্রতি, আমি অতি মন্দবুদ্ধি, তথাপি কিছু বলিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৩৫॥

যিনি নির্গুণ, অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম হইতে অতীত তিনি কখন কোন শক্তিতে লিপ্ত নহেন অর্থাৎ শক্তির সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু সেই নির্গুণ পুরুষ যখন সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ হন, তখনি শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সগুণ হইয়া থাকেন। ৩৬॥

হে মুনিবর পরশুরাম! জগৎ সংসারে যাবতীয় ভোগার্হ শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ শরীর ভিন্ন, আর সমস্তই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন। ৩৭॥

যোগীগণ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ জ্যোতি স্বরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় তাঁহার হস্ত নাই, পদও নাই। তিনি গুণাতীত,

বৈষ্ণবাস্তং নমস্যন্তি ভক্তানুগ্রহকারকং।
কুতো বভূব জ্যোতিরহো তেজস্বিনং বিনা। ৩৯॥
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যং শরীরং শ্যাম সুন্দরং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং স্মিতং পীত বাসসং। ৪০॥
অতীবামূল্য রত্নস্থ ভূষণেন বিভূষিতং।
জ্যোতিরভ্যন্তরে মূর্ত্তিং পশ্যন্তি কৃপয়া বিভো। ৪১॥
তদা দাস্যে নিযুক্তাস্তে ভবন্ত্যেবেশ্বরেচ্ছয়া।
যোগস্তপো বা দাস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৪২॥
যদা সৃষ্ট্যুন্মুখঃ কৃষ্ণঃ সসৃজে প্রকৃতিং মুদা।
তদ্যোনীমর্পয়েদ্বীর্য্যং বীর্য্যাড্ভীম্বো বভূব হ। ৪৩॥
দিব্যেন লক্ষবর্ষেণ গর্ভাড্ভীম্বো বিনির্গতঃ।

তিনি যে প্রকৃতি হইতে অতীত পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। ৩৮॥

বিষ্ণু পরায়ণ ব্যক্তিরা সেই ভক্ত বৎসল পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করেন এবং বলিয়া থাকেন তেজঃ পদার্থ ভিন্ন কোথা হইতে জ্যোতির সমুৎপত্তি হইবে?। ৩৯॥

অবশ্যই ঐ জ্যোতির অভ্যন্তর ভাগে তেজঃ পদার্থ বিদ্যমান আছে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সেই তেজঃ পদার্থই দ্বিভুজ, মুরলীধর হাস্যবদন পীতাম্বর নিত্য বিগ্রহধারী ভগবান, শ্যামসুন্দর। ৪০॥

তাঁহার সেই অনুপম দেহ অতীব উৎকৃষ্ট অতীব সুন্দর, রত্ন ভূষণে বিভূষিত, বৈষ্ণবগণ তাঁহার কৃপায় যখন সেই তেজোরাশি মধ্যস্থিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন, তখনই তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে দাস্যে নিযুক্ত হন। কি যোগ, কি তপস্যা কিছুই হরিদাস্যের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহে। ৪১। ৪২॥

যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হন, তখনই পরমানন্দে প্রথমতঃ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন, তৎপরে সেই প্রকৃতি যোনিতে বীর্য্য-নিষেক করিয়া থাকেন, ঐ বীর্য্য হইতে এক ডিম্ব সমুৎপন্ন হয়। ৪৩॥

তদা চকার নিশ্বাসং ততো বায়ুর্ব্বভূব হ। ৪৪ ॥
নিশ্বাসেন সমং জাত ম্মুখবিন্দু বিনির্গতঃ।
ততো বভূব সহসা জলরাশি হরেঃ পুরঃ। ৪৫ ॥
তজ্জলে চ স্থিতো ডিম্বো দিব্য বর্ষঞ্চ লক্ষকং।
ততো বভূব সহসা বিশ্বাধারো মহাবিরাট্। ৪৬ ॥
যাবন্তি গাত্রোলোমানি তস্য সন্তি মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মাণ্ডানি চ তাবন্তি বিদ্যমানানি নিশ্চিতং। ৪৭ ॥
তত্রৈব প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব বিদ্যমানাশ্চরাচরা। ৪৮ ॥
মহাবিরাড়াশ্রয়শ্চ সর্ব্বস্য চ জনস্য চ।
নিশ্বাস বায়ু র্ভগবান্ বভূব শ্রীহরের্ম্মুনে। ৪৯ ॥
মহদ্বিষ্ণুশ্চ কলয়া ততঃ ক্ষুদ্র বিরাড়ভূৎ।
তন্নাভি কমলে ব্রহ্মা শঙ্কর স্তন্ললাটজঃ। ৫০ ॥

তৎপরে দেবমানের লক্ষ বৎসর গত হইলে গর্ত্ত হইতে এক ডিম্ব বিনির্গত হয়, ঐ সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতেই বায়ুর উৎপত্তি হয়। ৪৪ ॥

ঐ নিশ্বাস পরিত্যাগ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে যে জলবিন্দু বিনির্গত হয়, তাহাই জলরাশি রূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ জলরাশির উপর দেবমানের লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ডিম্ব ভাসমান হইয়াছিল, তাহার পর ঐ ডিম্ব হইতে বিশ্বের আধারভূত মহাবিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। ৪৫। ৪৬ ॥

ঐ মহাবিরাটের শরীর মধ্যে যত পরিমাণে লোম বিদ্যমান আছে, ব্রহ্মাণ্ডেরও পরিমাণ তত, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজমান আছেন এবং প্রতি বিশ্বেই দেবগণ, মুনিগণ ও স্থাবর জঙ্গম সকল বিদ্যমান আছে। ৪৭। ৪৮ ॥

মহাবিরাট্ সমস্ত লোকের আশ্রয় স্থান। ভগবান্ সমীরণ শ্রীহরির

বিষ্ণুস্তদংশঃ পাতা যঃ শ্বেতদ্বীপ নিবাস কৃৎ।
এবন্তে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ৫১॥
স্বয়ঞ্চ স্বাংশ কলয়া নানা মূর্ত্তি ধরো হরিঃ।
তদা ভবশ্চ সগুণঃ সর্ব্বশক্তি যুত স্তদা ৫২॥
কথং লজ্জাদি রহিতঃ সচ স্বেচ্ছাময়ো মহান্।
সর্ব্বদা সর্ব্বভোগার্হঃ সর্ব্বশক্তি সমন্বিতঃ। ৫৩॥
লজ্জা নাস্ত্যেব লজ্জায়া মতোয়ং সর্ব্ব সম্মতঃ।
যাচ লজ্জাবতী দেবী তস্য লজ্জা কুতো গতা। ৫৪॥
সর্ব্বশক্তি মতী দুর্গা প্রকৃত্যা সাচ শৈলজা।
তস্যাং লজ্জাদয়ঃ সন্তি সর্ব্বদা সর্ব্ব সম্মতা। ৫৫॥

নিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন, যাঁহা বিষ্ণু ও ক্ষুদ্র বিরাটও তাঁহার অংশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাভি কমল হইতে এবং শঙ্কর তাঁহার ললাট হইতে সমুৎপন্ন, যে বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিও সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, সুতরাং এই রূপেপ্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন। ৪৯। ৫০। ৫১॥

অতএব যখন ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং স্বীয় অংশে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখনই মহাদেব সর্ব্বপ্রকার শক্তি সংযুত ও সগুণ হন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ৫২॥

যিনি সর্ব্বদা বিবিধ ভোগে সমাসক্ত, যিনি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত সমাযুক্ত, যিনি সতত স্বেচ্ছাময়, সেই মহান্ পুরুষ কিরূপে লজ্জা বিরহিত হইবেন ?। ৫৩॥

লজ্জার লজ্জা নাই, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বটে; কিন্তু যিনি স্বয়ং লজ্জাবতী দেবী, তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে ? যিনি দুর্গা, তিনি স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি সমাযুক্ত, তিনি শৈলজা অর্থাৎ হিমালয়ের দুহিতা, সুতরাং তাঁহার যে লজ্জাদি গুণ বিদ্যমান থাকিবে, ইহা কে না স্বীকার করিবে ?। ৫৪। ৫৫॥

পঞ্চধা যাচ প্রকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বভূব হ।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী সরস্বতী। ৫৬॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ যা দেবী কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
প্রাণাধিকা প্রিয়া সাচ রাধাস্তি তস্য বক্ষসি। ৫৭॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ যা দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
লক্ষ্মীর্নারায়ণস্যৈব সর্ব্ব সম্পৎ স্বরূপিণী। ৫৮॥
সরস্বতী দ্বিধা ভূত্বা কৃষ্ণস্য মুখ নির্গতা।
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ কান্তা স্বয়ং নারায়ণস্য চ। ৫৯॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃ যা দেবী জ্ঞানসূঃ শক্তি সংযুতা।
সা দুর্গা শূলিনঃকান্তা তস্যা লজ্জা কুতো গতা। ৬০॥
প্রকৃতিঃ পঞ্চধা ভ্রাতর্গোলোকেচ বভূবহ।
ইমাঃ প্রধানাঃ কলয়া বভূবানেকধাপি সা। ৬১॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে যে পঞ্চবিধ প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে, সে আর কেহই নহে, কেবল দেবী রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী, তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি তাঁহার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, তাঁহার নাম রাধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান আছেন। ৫৬।৫৭॥

যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, তিনি ব্রহ্মার প্রিয়পত্নী, আর যিনি সকলের সম্পত্তিরূপিণী দেবী লক্ষ্মী, তিনি নারায়ণের প্রিয়পত্নী, আর সরস্বতী; যিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং দ্বিধা রূপে বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ একাংশে সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মার প্রিয়তম পত্নী অপরাংশে স্বয়ং নারায়ণের প্রিয়পত্নী; আর যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি জ্ঞান প্রসবিনী, যিনি ইন্দ্রিয়াদি শক্তির সহিত মিলিত তিনিই দুর্গা এবং তিনিই ভগবান্ শূলপাণির কান্তা, অতএব তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে?। ৫৮।৫৯।৬০॥

ভ্রাতঃ! গোলোকধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে ঐ পূর্ব্বোক্ত

বিপ্রেন্দ্র নিত্যং বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মাণ্ডাৎপর মুচ্যতে।
অবিনাশী স্থলং শশ্বন্‌লয়ে প্রাকৃতিকে ধ্রুবং। ৬২ ॥
তত্র নারায়ণো দেবঃ কৃষ্ণার্দ্ধাংশশ্চতুর্ভুজঃ।
বনমালী পীতবাসাঃ শক্ত্যা চ পদ্ময়া সহ। ৬৩ ॥
স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ গোলোকে দ্বিভুজঃ শ্যামসুন্দরঃ।
সস্মিতো মুরলীহস্তো রাধা বক্ষঃস্থল স্থিত। ৬৪ ॥
গো গোপ গোপীভিঃ শশ্বৎ সংযুক্তো গোপ রূপধৃক্।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃপরঃ। ৬৫ ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বতন্ত্রস্তু পরমানন্দ রূপধৃক্।
সুরাঃ কলোদ্ভবা যস্য ষোড়শাংশো মহাবিরাট্। ৬৬ ॥
যতো ভবন্তি বিশ্বানি স্থূল সূক্ষ্মাদিকানি চ।
পুনস্তত্র প্রলীয়ন্তে এবমেব মুহুর্ম্মুহুঃ। ৬৭ ॥

পঞ্চবিধ প্রকৃতি উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাঁরাই মূল প্রকৃতি, এই প্রকৃতি আবার নানাবিধ অংশে পরিণত হইয়াছে। ৬১ ॥

হে দ্বিজবর! পূর্ব্বে যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠধাম ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতিরিক্ত পদার্থ। যাবতীয় প্রকৃতি সম্বন্ধীয় স্থান, সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বৈকুণ্ঠধামের বিলয় নাই, সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, কেবল বৈকুণ্ঠধামই নিত্য। ৬২ ॥

কৃষ্ণের অর্দ্ধাংশ স্বরূপ চতুর্ভুজ বনমালাধারী পীতাম্বর দেব নারায়ণ পদ্মার সহিত তথায় পরম সুখে অবস্থান করেন, আর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর সহাস্যবদন মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোলোকে রাধার বক্ষঃস্থলে বিরাজ করেন। ৬৩। ৬৪ ॥

নিরন্তর গোধন, গোপ ও গোপীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, তিনি স্বয়ং গোপবেশে বিরাজ করেন, তাঁহার অপূর্ণতা নাই, তিনি শ্রীমান, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে অতীত পদার্থ। ৬৫ ॥

গোলোক মূর্দ্ধং বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎ কোটি যোজনং।
নাস্তি লোকস্তদূর্দ্ধে চ নাস্তি কৃষ্ণাৎপরঃ প্রভুঃ। ৬৮॥
ইদং শ্রুতং শম্ভুবক্ত্রাম্ময়াতে কথিতং দ্বিজ।
ক্ষণং তিষ্ঠাধুনা ভ্রাত রীশ্বরঃ সুরতোন্মুখঃ। ৬৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে পশুরাম সংবাদে জ্ঞান নিরূপণং নাম দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

তিনি স্বেচ্ছাময়, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি পরমানন্দরূপী, দেবগণ তাঁহার অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, মহাবিরাট্ তাঁহার ষোড়শাংশের একাংশ। ৬৬॥

তাঁহা হইতে কি বিশ্ব, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম সমস্ত সম্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে ফলতঃ অনন্তকাল পর্য্যায়ক্রমে এইরূপে প্রভু এবং সৃষ্টিও লয় হইয়া আসিতেছে। ৬৭॥

গোলোকধাম বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধ, তাহার ঊর্দ্ধে আর অন্য কোন লোক বিদ্যমান নাই এবং কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রভুও আর কেহ নাই। ৬৮॥

ভ্রাতঃ! আমি মহাদেবের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা তোমার নিকট কহিলাম, সংপ্রতি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, সর্ব্বেশ্বর এক্ষণে সুরত ব্যাপারে উন্মুখ হইয়াছেন। ৬৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে পরশুরাম সম্বাদে জ্ঞান নিরূপণং নাম দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গণেশ বচনং শ্রুত্বা সতদা রাগতঃ সুধীঃ।
পর্শু হস্ত পর্শুরামো নির্ভয়ো গন্তু মুদ্যতঃ॥
গণেশ্বর স্তদা দৃষ্ট্বা শীঘ্র মুত্থায় যত্নতঃ।
বারয়ামাস সংপ্রীত্যা চকার বিনয়ং পুনঃ। ২॥
রাম স্তং প্রেষযামাস হুংকৃত্বা তু পুনঃ পুনঃ।
বভূব চ তত স্তত্র বাগ্‌যুদ্ধং হস্ত কর্ষণং। ৩॥
পর্শুং নিক্ষেপণং কর্ত্তু মনশ্চক্রে ভৃগু স্তদা।
হাহা কৃত্বা কার্ত্তিকেয়ো রোধয়ামাস সংসর্দ। ৪॥
অব্যর্থ মস্ত্রং হে ভ্রাত গুরুপুত্রং কথং ক্ষিপ।
গুরুবদ্‌ গুরুপুত্রঞ্চ মা ভবান্‌ হস্ত মর্হতি। ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! কুঠারধারী নির্ভীকচিত্ত পণ্ডিতবর পরশুরাম গণেশ্বরের বচন শ্রবণে বিরক্ত হইয়া মহাদেব মন্দিরে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত হইলে গণপতি তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং প্রণয় বশতঃ অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরশুরাম কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না, বার-স্বার সমস্তই হুঙ্কারে উড়াইতে লাগিলেন, সুতরাং ক্রমশঃ উভয়ে বাগ্-বিতণ্ডা হইতে হইতে হস্তাকর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল। ১। ২। ৩।

অনন্তর পরশুরাম গণেশকে কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইলে, কার্ত্তিক সেইক্ষেত্রে "হা হা" করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, এবং কহিলেন, ভ্রাতঃ! গুরুপুত্রের প্রতি এ অব্যর্থ অস্ত্র কেন ক্ষেপণ করিতেছ? গুরুপুত্রও গুরুরন্যায় একান্ত অবধ্য, অতএব গুরুপুত্রকে প্রহার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ৪। ৫।

পর্শুং ক্ষিপন্তং কুপিতং রক্তপদ্মদলে ক্ষণং।
গণেশো রোধয়ামাস নিবর্ত্তস্বেত্যুবাচ তং। ৬॥
পুন র্গণেশং রামশ্চ প্রেরয়ামাস কোপ তঃ।
পপাত দূরতো বেগাচ্ছিন্নমানো গজাননঃ। ৭॥
গজাননঃ সমুত্থায় ধর্ম্মং কৃত্বা তু সাক্ষিণঃ।
পুনস্তং রোধয়ামাস জিতঃ ক্রোধঃ শিবাত্মজঃ। ৮॥
নিবর্ত্ত স্ব নিবর্ত্তস্বেত্যুচ্চার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
প্রবেশনে তে কা শক্তিরীশ্বরাজ্ঞাং বিনা প্রভো। ৯॥
মম ভ্রাতাত্বমতিথি র্বিদ্যা সম্বন্ধতো ধ্রুবং।
ঈশ্বর প্রিয় শিষ্যশ্চ সহামি তেন হেতুনা। ১০॥
নহ্যহং কার্ত্তবীর্য্যশ্চ ভূপাস্তে ক্ষুদ্র জন্তবঃ।
অতো বিপ্র ন জানাসি মাঞ্চ বিশ্বেশ্বরাত্মজঃ। ১১॥
ক্ষণং তিষ্ঠ নিবর্ত্তস্ব সমরে ব্রাহ্মণাতিথে।
ক্ষণান্তরে ত্বয়া সার্দ্ধং যাস্যামীশ্বর সন্নিধিং। ১২॥

তৎকালে গণপতিও কোকনদ দল সদৃশ আরক্তনেত্র কোপান্বিত কলেবর পরশু নিক্ষেপে সমুদ্যত পরশুরামকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! নিবর্ত্ত হও। কিন্তু পরশুরাম কোপবশতঃ তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করাতে গণপতি বেগে দূরে নিপতিত ও ছিন্নগাত্র হইলেন। ৬। ৭॥

তখন ক্রোধ বিজয়ী শিব নন্দন গজানন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া পুনরায় পরশুরামকে বারম্বার নিবারণ করিলেন এবং কহিলেন, প্রভো! তোমার সাধ্য কি যে, তুমি ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত গৃহমধ্যে প্রবেশ কর? । ৮। ৯॥

তুমি একজন অভ্যাগত ব্যক্তি তাহার আর সন্দেহ নাই; কেবল বিদ্যা সম্বন্ধ নিবন্ধন তুমি আমার ভ্রাতা। তুমি যদি ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য না হইতে, কখনই তোমার এতদূর অত্যাচার সহ্য করিতাম না? নতুবা আমি কার্ত্তবীর্য্য নহি বা ইতর জীব সদৃশ ক্ষুদ্র ভূপতিও নহি।

নারায়ণ উবাচ।

হেরম্ব বচনং শ্রুত্বা প্রজহাস পুনঃ পুনঃ।
পর্শুং ক্ষেপ্তুং মনশ্চক্রে প্রণম্য শঙ্করং হরিং।১৩॥
পর্শুং ক্ষিপন্তং কোপেন পর্শুরামং গজাননঃ।
দৃষ্টা মুমূর্ষুং দেবেশো ধর্ম্মং কৃত্বাতু সাক্ষিণং। ১৪॥
চকার হস্তং যোগেন সতদা কোটি যোজনং।
যোগীন্দ্র স্তত্র সন্তিষ্ঠন্‌ ভ্রাময়িত্বা পুনঃ পুনঃ। ১৫॥
শতধা বেষ্টয়িত্বাতু ভ্রাময়িত্বাতু তত্রবৈ।
ঊর্দ্ধ মুত্তোল্য বেগেন ক্ষুদ্রাহিং গরুড়ো যথা। ১৬॥
সপ্ত দ্বীপাংশ্চ শৈলাংশ্চ কাঞ্চনীং সপ্ত সাগরান্‌।
ক্ষণেন দর্শয়ামাস রামং যোগেন স্তম্ভিতং। ১৭॥

আমি বিশ্বেশ্বরের পুত্র। বিপ্রবর! তুমি আমাকে জানিতে পার নাই, যাহাই হউক, হে ব্রাহ্মণাতিথে! ক্ষান্ত হও, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, অনতি বিলম্বেই তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সর্ব্বেশ্বরের সমীপে গমন করিব। ১০। ১১। ১২॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! পরশুরাম হেরম্বের বচন শ্রবণে বারম্বার হাস্য করিয়া উদ্দেশে পাপ বিনাশন শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক কুঠারাস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ১৩॥

তখন দেবাগ্রগণ্য গজানন, ভার্গবকে রোষভরে পরশু নিঃক্ষেপে সমুদ্যত দেখিয়া অর্থাৎ অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিতে অগ্রসর দেখিয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিলেন, এবং যোগবলে স্বীয় শুণ্ড কোটি যোজন বিস্তীর্ণ করত বারম্বার ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। ১৪। ১৫॥

অনন্তর পরশুরামকে শতধা বেষ্টন করিয়া ভ্রামিত করিতে করিতে বিনতানন্দন যেমন অনায়াসে ক্ষুদ্র সর্পকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন, এবং ক্ষণকালের মধ্যে সেই

হস্ত পাদাদ্যনায়ং তু জড়ং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিতং।
পুনস্তং ভ্রাময়ামাস দর্পিতং দর্পনাশনঃ। ১৮ ॥
ভূর্লোকঞ্চ ভুবোলোকং স্বর্লোকঞ্চ সুরেশ্বরঃ।
জনলোকং তপোলোকং ধ্রুবলোকঞ্চ তৎপরং। ১৯ ॥
গৌরীলোকং শম্ভুলোকং দর্শয়ামাস নারদ।
দর্শয়িত্বা তু ব্রহ্মাণ্ডং স্ব পপৌ সপ্তসাগরান্। ২০ ॥
পুনরুদ্গীরণং চক্রে সনক্র সাগরোদকং।
তত্র সমর্পযামাস গভীরে সাগরোদকে। ২১ ॥
মুমূর্ষন্তং সন্তরন্তং পুনর্জগ্রাহ লীলয়া।
পুন স্তত্র ভ্রাময়িত্বা ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধ মুত্তমং। ২২ ॥
বৈকুণ্ঠংদর্শযামাস সলক্ষ্মীকং চতুর্ভুজং।
ক্ষণং তত্র ভ্রাময়িত্বা যোগীন্দ্রো যোগমায়য়া। ২৩ ॥

যোগবল স্তম্ভিত ভার্গবকে সপ্তদ্বীপ, অষ্টকুলাচল, স্বর্গপুরী, ও সপ্তসাগর প্রদর্শন করাইলেন। ১৬। ১৭ ॥

ভৃগুনন্দনের হস্ত পদাদি অবশ হইল, তিনি জড়প্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, দর্পনাশন গজানন পুনর্ব্বার তাঁহাকে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। ১৮ ॥

ক্রমশঃ ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ধ্রুব-লোক, গৌরীলোক ও শম্ভুলোক, প্রদর্শিত হইল, গজানন এই রূপে পরশুরামকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং সপ্ত সমুদ্র পান করিয়া ফেলিলেন, পরে নক্রাদি জলজন্তু সহিত পুনর্ব্বার সমস্ত উদ্গীরণ করিয়া সেই সুগভীর সাগরজলে পরশুরামকে নিক্ষেপ করিলেন। ১৯। ২০। ২১ ॥

অনন্তর তাঁহাকে মুমূর্ষু প্রায় সন্তরণ করিতে দেখিয়া পুনরায় অবলীলা-ক্রমে গ্রহণ ও ঘূর্ণিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগস্থিত অত্যুৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠ-ধামে উপনীত করিলেন। তথায় লক্ষ্মীর সহিত বিরাজমান চতুর্ভুজ

পুনঃ করঞ্চ যোগেন বর্দ্ধয়ামাস লীলয়া।
গোলোকং দর্শয়ামাস বিরজাখ্য নদীং তথা। ২৪॥
বৃন্দাবনং শত শৃঙ্গং শৈলেন্দ্রং রাসমণ্ডলং।
গোপ গোপীভির্বেষ্টিতং সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণং শ্যামসুন্দরং। ২৫॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সুস্মিতং সুমনোহরং।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং। ২৬॥
তেজসা কোটি সূর্য্যাভং রাধাবক্ষস্থল স্থিতং।
এবং কৃষ্ণং দর্শয়িত্বা প্রণময্য পুনঃ পুনঃ। ২৭॥
ক্ষণেন লম্বমানস্ত আকর্ষিত্বা পুনঃ পুনঃ।
দৃষ্টা কৃষ্ণ মিষ্টদেবং সর্ব্বপাপ প্রণাশনং।
ভ্রূণহত্যাদিকং পাপং ভৃগোর্দূরং চকারহ। ২৮॥
নভবেদ্যাতনানষ্টা বিনা ভোগেন পাপজা।

সাগরগণকে দর্শন করাইয়া যোগবলে কিয়ৎকাল তাঁহাকে পুনরায় ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। ২২। ২৩॥

পরিশেষে যোগ প্রভাবে স্বীয় কর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে গোলোকধাম এবং সরিদ্বরা বিরজা নাম্নী নদীকে দর্শন করাইলেন। ২৪॥

তৎপরে বৃন্দাবন, শতশৃঙ্গ শৈলরাজ, রাসমণ্ডল, এবং গোপ ও গোপীগণ পরিবেষ্টিত শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধর হাস্যানন সুমনোহর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাইলেন, তিনি বিবিধ রত্ন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া রত্নময় সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তাঁহার শরীরের প্রভা দর্শন করিলে বোধ হয় যেন একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, গণপতি এই রূপে রাধাবক্ষস্থল বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং বারম্বার তাঁহার চরণ কমলে প্রণাম করাইয়া ক্ষণকাল তাঁহাকে তথায় বিলম্বিত করিয়া রাখিলেন। পাপ বিনাশন ইষ্টদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভৃগুবংশোদ্ভব পরশুরামের ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতক বিদূরীত হইল। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮॥

স্বল্পাঞ্চ বুভুজে রামো যাতনাং কর্ম্মণা মুনে।২৯॥
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য পপাত বেগতো ভুবি।
বভূব দূরীভূতঞ্চ গণেশস্তম্ভনং ভৃগোঃ।৩০॥
সস্মার কবচং স্তোত্রং গুরুদত্তং সুদুর্লভং।
অভীষ্টদেবং শ্রীকৃষ্ণং গুরুং শম্ভুং জগদ্গুরুং।৩১॥
চিক্ষেপ পরশুমব্যর্থং শিবতুল্যঞ্চ তেজসা।
গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রভা শতগুণং মুনে। ৩২॥
পিতুরব্যর্থমস্ত্রঞ্চ দৃষ্ট্বা গণপতিঃ স্বয়ং।
জগ্রাহ বাম দন্তেন নাস্ত্রং ব্যর্থঞ্চকার হ।৩৩॥
নিপত্য পরশুর্বেগেন ছিত্ত্বা দন্তং সমূলকং।
জগাম রামহস্তঞ্চ মহাদেব বলেন চ।৩৪॥

স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন কখনই পাপ জনিত যন্ত্রণার পরিশেষ নাই; কিন্তু পরশুরামকে কোন যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্রেই তাঁহার মহাপাতক পর্য্যন্ত সমস্তই নিঃশেষ হইল। ২৯॥

ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, তিনি গজাননের কর ভ্রষ্ট হইয়া বেগে নিপতিত হইলেন, তখন আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ গণেশ স্তম্ভন রহিল না। ৩০॥

তখন তিনি গুরুদত্ত অর্থাৎ শিব প্রদত্ত দুর্লভ কবচ ও স্তোত্র এবং জগদ্গুরু গুরুদেব শম্ভু ও অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। ৩১॥

হে মুনিবর নারদ! যে কুঠারাস্ত্রের তেজস্বিতা মহাদেব অপেক্ষা ন্যূন নহে, যাহার প্রভা মধ্যাহ্ন কালীন মার্ত্তণ্ডের অপেক্ষাও শতগুণ সমুজ্জ্বল, পরশুরাম তখন সেই অমোঘ কুঠারাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন।৩২॥

তখন গণপতি পিতৃদত্ত সেই অব্যর্থ কুঠারাস্ত্র আগমন করিতেছে, দেখিয়া তাহার অবমাননা করিলেন না; প্রত্যুত ঊহা বামদন্তে গ্রহণ করিলেন।৩৩॥

হাহেতি শব্দং মুমুচুঃ দেবাশ্চক্রুর্নিনাদিতম্। ততঃ
বীরভদ্র কার্ত্তিকেয় ক্ষেত্রপালাশ্চ পার্ষদাঃ ॥ ৩৫ ॥
পপাত ভূমৌ দন্তশ্চ সরক্তঃ শব্দ মুচ্চরন্। যথা
গৌরিক যুক্তশ্চ মহা স্ফাটিক পর্ব্বতঃ ॥ ৩৬ ॥
শব্দেন মহতা বিপ্র চকম্পে পৃথিবী ভিয়া।
কৈলাসস্থা জনাঃ সর্ব্বে মূর্চ্ছামাপুঃ ক্ষণং ভিয়া। ৩৭ ॥
নিদ্রাঃ ভঙ্গ নিদ্রায়া নিদ্রেশস্য জগৎপ্রভোঃ।
আজগাম বহিঃ শম্ভুঃ পার্ব্বত্যা সহ সত্বরাৎ। ৩৮ ॥
পুরোদদর্শ হেরম্বং লোহিতাস্যং ক্ষতং নতং।
ভগ্নদন্তং জিত ক্রোধং সস্মিতং লজ্জিতং মুনে। ৩৯ ॥

পরশু বেগে গজাননের বামদন্তের উপর নিপতিত হইয়া দন্ত সমূলে উৎপাটিত করিল, এবং মহাদেব প্রসাদে পুনরায় পরশুরামের হস্তে সমুপস্থিত হইল। ৩৪ ॥

ঐ সময় দেবগণ আকাশে মহাভয়ে হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিলেন, বীরভদ্র, কার্ত্তিকেয় ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি মহাদেবের পারিষদগণও হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। ৩৫ ॥

এদিকে গজাননের রক্তাক্ত দন্ত এমন ভীষণ শব্দ সমুচ্চারিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল, যে, বোধ হইতে লাগিল যেন গৌরিকাক্ত প্রকাণ্ড স্ফটিক পর্ব্বত উৎপাটিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। ৩৬॥

সেই দন্ত পতনশব্দে সমস্ত পৃথিবী ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল, এমন কি কৈলাস নিবাসী জন সকল ক্ষণকাল ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। ৩৭ ॥

ঐ শব্দে নিদ্রারূপিণী দেবী ভগবতী ও নিদ্রেশ্বর জগৎ প্রভু শম্ভুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন তাঁহারা সসম্ভ্রমে বহির্দ্দেশে আগমন করিবামাত্র দেখিলেন সম্মুখে ক্রোধ বিজয়ী সহাস্যবদন ভগ্নদন্ত গজানন লজ্জিত ভাবে নম্র বদনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বদন কমল রক্তাক্ত হইয়া শোণিতে ভাসমান হইতেছে। ৩৮। ৩৯ ॥

পপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পুত্রং কথাং কিমিতি পুত্রক।
সচ তাং কথয়ামাস বার্ত্তাং পৌর্ব্বাং গৌরীং ভিয়া। ৪০॥
চুকোপ দুর্গা রুষ্টা রুরোদচ মুহুর্মুহুঃ॥
উবাচ শম্ভোঃ পুরতঃ পুত্রং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ৪১॥
সম্বোধ্য শম্ভুং শোকেন ভিয়া বিনয় পূর্ব্বকং।
উবাচ প্রণতা সাধ্বী প্রণতার্ত্তিহরং পতিং। ৪২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশদন্তভঙ্গো নাম ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

তখন পার্ব্বতী শশব্যস্ত হইয়া কুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস স্কন্দ! এ কি হইয়াছে? তখন কার্ত্তিক, সভয়ে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত মাতৃ গোচরে নিবেদন করিলেন। ৪০॥

শুনিবামাত্র দুর্গতিহারিণী দেবী দুর্গার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি দুঃখে বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন এবং হেরম্বকে বক্ষে লইয়া সভয়ে বিনয় বচনে শরণাগত পালক, স্বীয় ভর্ত্তা শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া শোক সন্তপ্তমনে কহিতে লাগিলেন। ৪১। ৪২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ দন্ত ভঙ্গো নাম ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

পার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বে জানন্তি জগতি দুর্গাং শঙ্কর কিঙ্করীং।
অপেক্ষা রহিতা দাসী তস্যাশ্চ জীবনং বৃথা। ১ ॥
ঈশ্বরস্য সমাঃ সর্ব্বাস্তৃণ পর্ব্বত জাতয়ঃ।
দাসী পুত্রস্য শিষ্যস্য কস্য দোষ ইতি প্রভো। ২ ॥
বিচারং কর্ত্তু মুচিতং ত্বঞ্চ ধর্ম্ম বিদাংবরঃ।
বীরভদ্রঃ কার্ত্তিকেয়ঃ পার্ষদাঃ সন্তি সাক্ষিণঃ। ৩ ॥
সাক্ষ্যে মিথ্যাং কোবদেদ্বা দ্বাবেষাং ভ্রাতরৌ সমৌ।
সাক্ষ্যে সমে শত্রু মিত্রে সত্যং ধর্ম্ম নিরূপণে। ৪ ॥
সাক্ষী সভায়াং যৎ সাক্ষ্যং জানন্নপ্যন্যথা বদেৎ।
কামতঃ ক্রোধতো বাপি লোভেন চ ভয়েন চ। ৫ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, জীবিতেশ্বর! দুর্গা যে আপনার দাসী তাহা জগতে কে না বিদিত আছে? কিন্তু যখন কিছুতেই আমি একটা কথার পাত্রী না হইলাম, তখন আমার জন্ম বৃথা। ১ ॥

যাহাই হউক প্রভো! ঈশ্বরের নিকট কি তৃণ, কি পর্ব্বত, সমস্তই সমান। কিন্তু বলুন দেখি, দাসীপুত্র না শিষ্য, কাহার দোষ? আপনি ত ধর্ম্ম বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, আপনার বিচার করা কর্ত্তব্য, বীরভদ্র, কার্ত্তিকেয় ও অন্যান্য পারিষদগণও ত সাক্ষী আছে, সাক্ষ্যস্থলে কে মিথ্যা কথা কহিবে? বিশেষতঃ ইহারা উভয়েই ইহাদিগের ভ্রাতৃতুল্য, আরও সাধুরা ধর্ম্ম নিরূপণ বিষয়ে কহিয়াছেন, যে, সাক্ষ্যস্থলে কি শত্রু কি মিত্র, উভয়েই সমান। ২। ৩। ৪।

কামতঃ সাক্ষ্য দাতারা সত্য জানিয়াও ইচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই হউক, বা ক্রোধ বশতই হউক, বা লোভ বশতই হউক কিম্বা ভয় নিমিত্তই হউক, যদি

স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ পিতৃভিঃ শত পুরুষৈঃ।
তৈশ্চ সার্দ্ধং বসেত্তত্র যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ৬ ॥
অহং বিবোধি তুং শক্তা নির্ণ্ণেতুং চ দ্বয়োরপি।
তথাপি তব সাক্ষাত্তু মমাজ্ঞা নিন্দিতা শ্রুতৌ। ৭ ॥
কিঙ্করাণাং প্রভা কুত্র নৃপে বসতি সংসদি।
উদিতে ভাস্করে পৃথ্ব্যাং খদ্যোতোহি যথা প্রভো। ৮ ॥
সুচিরং তপসা প্রাপ্তং ত্বদীয়ং চরণাম্বুজং।
পরিত্যাগ ভয়ে নৈব সন্ততং ভীতয়া ময়া। ৯ ॥
যৎকিঞ্চিৎ কোপ শোকাভ্যা মুক্তং মোহন তৎপরং।
ত্বং ক্ষমস্ব জগন্নাথ পুত্র স্নেহাচ্চ দারুণাৎ। ১০ ॥

সাক্ষাদান সভায় মিথ্যা কথা কহে, তাহা হইলে পূর্ব্বতন শত পুরুষদিগকে নিরয়গামী করিয়া তাহাদিগকে কুম্ভীপাক নরকে গমন করিতে হয় এবং যতকাল পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে তত কাল পর্য্যন্ত তাহারা তথায় অবস্থান করে। ৫। ৬ ॥

আমি এই উভয়ের দোষাদোষ বুঝিতে এবং নির্ণয় করিয়া মতাজ্ঞা প্রদান করিতে সক্ষম আছি; কিন্তু আপনি উপস্থিত থাকিতে আমার আজ্ঞা প্রদান করা, শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ৭ ॥

নরপতি সভামণ্ডপে সমাসীন থাকিতে সচিবের আজ্ঞা প্রদান একান্ত অশোভনীয়। ফলতঃ ভাস্কর সহস্রকর বিস্তার করিলে আর কি খদ্যোতকুলের ক্ষীণ প্রভা প্রকাশিত হয়? । ৮ ॥

প্রভো! বহুকাল তপস্যা করিয়া আপনার চরণপদ্ম লাভ করিয়াছি, কিন্তু পাছে, চরণোপান্তে স্থান লাভ দুর্ল্লভ হয়, এই ভয়েই সদা শঙ্কিত রহিয়াছি। ৯ ॥

জগবন্ধো! তবে কোপ প্রযুক্ত ও শোক বিমোহিত হইয়া যাহা কিছু অত প্রলাপ প্রকাশ করিলাম, বলবৎ অপত্য স্নেহই তাহার একমাত্র কারণ; অতএব তজ্জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ১০ ॥

ত্বয়া যদি পরিত্যক্তা তদা পুত্রেণ তেন কিং।
সাধ্ব্যাঃ সদ্বংশজায়াশ্চ শত পুত্রাধিকঃ পতিঃ। ১১ ॥
অসদ্বংশ প্রসূতায়া দুঃশীলা জ্ঞান বর্জ্জিতা।
স্বামিনং মন্যতেঽনাসৌ পিত্রোর্দ্দোষেণ কুৎসিতা। ১২ ॥
কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিনং জড়ং।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যন্তি সন্ততং। ১৩ ॥
হুতাশনো বা সূর্য্যো বা সর্ব্ব তেজস্বিনাং পরঃ।
পতিব্রতা তেজসশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ১৪ ॥
মহাদানানি পুণ্যানি ব্রতান্যনশনানি চ।
তপাংসি পতি সেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীং। ১৫ ॥

কারণ আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে শত পুত্রেই বা আমার প্রয়োজন কি? ফলতঃ সদ্বংশজাত পতিপরায়ণা কামিনীর পক্ষে পতিই শত পুত্রাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ১১ ॥

আর যাহারা অসদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্যভিচারিণী, ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত ও পিতৃ মাতৃ দোষে নিতান্ত ঘৃণিত হয়, তাহারাই পতির অবমাননা করিয়া থাকে। ১২।

নতুবা যে কামিনীগণের আভিজাত্য আছে, তাহারা স্বামী কুৎসিত হউক, পতিত হউক, মূঢ় হউক, দরিদ্র হউক, রোগী হউক বা জড়ই হউক, কখনই অবমাননা করেন না। প্রত্যুতঃ তাহারা পতিকে সতত বিষ্ণুতুল্য মোহন মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া থাকেন। ১৩ ॥

জগতে সূর্য্য ও হুতাশন, ইহাঁরা তেজস্বিগণের অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন বটে; কিন্তু তুলনা করিলে, পতিব্রতা তেজের ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারেন না। ১৪ ॥

মহাদানই বল, সৎকর্ম্ম জনিত পুণ্যই বল, ব্রতই বল, উপবাসই বল, আর তপস্যাই বল, কিছুই পাতিব্রত্যের ষোড়শাংশেরও প্রতিযোগিতা সাধন করিতে পারে না। ১৫।

পুত্রো বাপি পিতা বাপি বান্ধবোহথ সহোদরঃ।
যোষিতাং কুলজাতানাং ন কশ্চিৎ স্বামিনঃ সমঃ। ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্বামিনং দুর্গা দদর্শ পুরতো ভৃগুং।
শম্ভোঃ পদাব্জং সেবন্তং নির্ভয়ং তমুবাচ হ। ১৭ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

অয়ে রাম মহাভাগ ব্রহ্ম বংশোপি পণ্ডিতঃ।
পুত্রোসি জমদগ্নেশ্চ শিষ্যোস্ত যোগিনাং গুরোঃ। ১৮ ॥
মাতা তে রেণুকা সাধ্বী পদ্মাংশা সৎকুলোদ্ভবা।
মাতামহো বৈষ্ণবশ্চ মাতুলশ্চ ততোধিকঃ। ১৯ ॥
ত্বঞ্চ রেণুক ভূপস্য মনু বংশোদ্ভবস্য চ।
দৌহিত্রো মাতুলঃ সাধুঃ শূরো বিষ্ণু যশা নৃপঃ। ২০ ॥
কস্য দোষেণ দুর্দ্ধর্ষ ত্বং ন জানেহ শুদ্ধতঃ।
যেষাং দোষৈর্জ্জনো দুষ্ট স্তব তে শুদ্ধ মানসাঃ। ২১ ॥

পুত্রই হউন, পিতাই হউন, বান্ধবই হউন, আর সহোদরই হউন, সৎকুল জাত যোষার পক্ষে কেহই স্বামীর সমকক্ষ হইতে পারেন না। ১৬।

দুর্গা এইরূপে স্বীয় পতি ভূতপতিকে নানা প্রকার কথা কহিবার পর ভৃগু-কুলতিলক পরশুরামকে নির্ভীকচিত্তে শঙ্করের চরণপদ্ম সেবা করিতে দেখিয়া কহিলেন, অয়ে মহাভাগ পরশুরাম! তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতি সুপণ্ডিত, তুমি জমদগ্নিকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ এবং তুমিই এই যোগিগুরু শঙ্করের প্রিয় শিষ্য। ১৭। ১৮।

পতিপরায়ণা পদ্মাংশ সম্ভবা সৎকুল প্রসূতা দেবী রেণুকা তোমার জননী, তোমার মাতামহ পরম বৈষ্ণব; তোমার মাতুলও তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন, বরং তাঁহাতে গুণাধিক্যই বিদ্যমান আছে। ১৯।

তুমি মনুবংশোদ্ভব সুবিখ্যাত রেণুক নরপতির দৌহিত্র। তোমার মাতুল বিষ্ণুযশা নরপতিও অতি সাধু ও বীরপুরুষ। তবে তুমি যে কাহার

অমোঘং প্রাপ্য পরশুং গুরোঃ করুণানিধেঃ।
পরীক্ষাং ক্ষত্রিয়ে কৃত্বা বন্ধুবান্ধসুতে পুনঃ। ২২॥
গুরবে দক্ষিণাং দাতুমুচিতঞ্চ অভবৌ ভবৎ।
ভগ্নোদন্তশ্চ সুতস্য ছেদয় স চ মস্তকং। ২৩॥
গণেশ্বরং রণে জিত্বা স্থিতশ্চে দ্যাবয়োঃ পুরঃ।
মা ত্বং লজ্জা শিষো ভূত্বা পুজিতোভূর্জগত্রয়ে। ২৪॥
পশুর্নাঽমোঘবীর্য্যেণ শঙ্করস্য বরেণ চ।
হন্তুং শক্তঃ শৃগালশ্চ সিংহং শার্দ্দূলমাখুভুক্। ২৫॥
ত্বদ্বিধং লক্ষকোটিঞ্চ হন্তুং শক্তো গণেশ্বরঃ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো নহি হন্তি চ মক্ষিকাং। ২৬॥

দোষে এরূপ উদ্ধতস্বভাব হইলে, কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহাদিগের দোষে লোক দূষিত হয়, তোমার ত তাহা কিছুই দেখিতেছি না; বরং তোমার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ সকলেই ত অতি বিশুদ্ধান্তঃকরণ। ২০। ২১।

তবে কি তুমি করুণানিধি গুরুদেব শঙ্কর হইতে অব্যর্থ পরশু অস্ত্র লাভ করিয়া প্রথমতঃ নিখিল ক্ষত্রিয়কুলে এবং তৎপরে পুনরায় তৎপুত্রে তাহার পরীক্ষা করিলে? । ২২ ।

অথবা বিদ্যাপারদর্শী হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হয় বলিয়া শাস্ত্রে যে উপদেশ লাভ করিয়াছ তদনুরোধে গুরু দক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্তই গুরুপুত্রের দন্ত ভগ্ন করিলে? শুদ্ধ দন্তভগ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হইলে কেন, না হয় উহার মস্তকচ্ছেদন কর। ২৩।

তুমি যখন আমার গণেশকে সমরে পরাস্ত করিয়া আমাদিগের সম্মুখে অবস্থান করিয়াছ, তখন আর যেন তোমাকে শুভংযু হইয়া ত্রিজগতে সৎকৃত হইতে না হয়। ২৪।

তোমার কথা দূরে থাকুক্ এই অমোঘ বীর্য্য পরশু এবং শঙ্করের বর প্রভাবে শৃগালও সিংহকে এবং বিড়ালও শার্দ্দূলকে নিপাতিত করিতে পারে তাহার আর সংশয় মাত্র নাই। ২৫।

আমার গণেশ তোমার মত লক্ষ লক্ষ পরশুরামকে নিপাত করিতে

তেজসা কৃষ্ণ তুল্যোয়ং কৃষ্ণাংশশ্চ গণেশ্বরঃ।
দেবাশ্চান্যে কৃষ্ণকলাঃ পূজাস্য পুরত স্ততঃ। ২৭ ॥
ব্রত প্রভাবস্তঃ প্রাপ্তঃ শঙ্করস্য বরেণ চ।
শোকেনাতি কঠোরেণ নহি সম্পাদ্বিপদ্বিনা। ২৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী রোষাত্তং রামং হস্ত মুদ্যতা।
রামঃ সস্মার তং কৃষ্ণং প্রণম্য মনসা গুরুং। ২৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গা দদর্শ পুরতো দ্বিজং।
অতীব বামনং বালং সূর্য্য কোটি সমপ্রভং। ৩০ ॥
শুক্লদন্তং শুক্লবস্ত্রং শুক্ল যজ্ঞোপবীতিনং।
দণ্ডিনং ছত্রিণঞ্চৈব দধতং তিলকোজ্জ্বলং। ৩১ ॥
দধতং তুলসীমালাং সস্মিতং সুমনোহরং।
রত্ন কেয়ূর বলয়ং রত্নমালা বিভূষিতং। ৩২ ॥

সক্ষম; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় গণনায় সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া একটী মক্ষিকারও হিংসা করে না, (সেই জন্যই তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ)। ২৬ ॥

আমার গণেশ কৃষ্ণাংশাবতার; সুতরাং কৃষ্ণ তুল্য তেজস্বী। অন্যান্য দেবতারা কৃষ্ণের সামান্য অংশ মাত্র; সেই নিমিত্তই সকলের অগ্রে আমার গণপতির পূজা হইয়া থাকে। ২৭ ॥

তুমি বহুকাল অতি কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলে বলিয়া সেই ব্রত প্রভাবে এবং শঙ্করের অনুগ্রহে এরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। ফলতঃ কষ্ট সহ্য না করিলে কখন সুখ লাভ হয় না। ২৮ ॥

পার্ব্বতী এই রূপ কহিয়া যেমন পরশুরামকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভার্গব মানসে গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে স্মরণকরিলেন। ২৯ ॥

স্মরণ করিবামাত্র তিনি বামনরূপে দ্বিজবালক বেশে দুর্গার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে কোটি সূর্য্যের প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল। ৩০।

রত্ন নূপুর পাদঞ্চ সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলং।
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতং। ৩৩॥
স্থির মুদ্রাং দর্শয়ন্তং ভক্তং রাম করেণ চ।
দক্ষিণাভয় মুদ্রঞ্চ ভক্তেশং ভক্ত বৎসলং। ৩৪॥
বালিকা বালকগণৈর্নাগরৈঃ সস্মিতৈর্বৃতং।
কৈলাস বাসিভিঃ সর্ব্বৈ রাবৃদ্ধৈরীক্ষিতং মুদা। ৩৫॥
তং দৃষ্টা সংভ্রমাৎ শম্ভুঃ সভৃত্যঃ সহ পুত্রকঃ।
মূর্দ্ধ্না ভক্ত্যা প্রণনাম দুর্গা চ দণ্ডবদ্ভুবি। ৩৬॥
আশিষং প্রদদৌ বালঃ সর্ব্বেভ্যো বাঞ্ছিতপ্রদঃ।
তং দৃষ্টা বালকাঃ সর্ব্বে মহাশ্চর্য্যং যযুর্ভিয়া। ৩৭॥

তাঁহার দন্তপংক্তি শুক্লবর্ণ, পরিধান শুক্লাম্বর গলদেশে রৌপ্যশলাকা কৃতি যজ্ঞোপবীত, হস্তে ছত্র ও দণ্ড, নাসাগ্রে তিলক, গলদেশে তুলসী-মালা, অধরে হাস্য সংলগ্ন রহিয়াছে, শরীরকান্তি অতি মনোহর, বাহু-মূলে রত্নময় কেয়ূর, হস্তে রত্নবলয়, গলে রত্নমালা, চরণযুগলে রত্নময় নূপুর, মস্তকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্নময় মুকুট বিরাজমান থাকাতে শোভার সীমা নাই। কর্ণযুগলে রত্নকুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হইয়া গণ্ডস্থলে বিরাজমান হইতেছে। ৩১। ৩২। ৩৩।

সেই ভক্তবৎসল ভক্ত প্রভু বামনরূপী পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পরম ভক্ত পরশুরামকে বামহস্তে স্থিরমুদ্রা এবং দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৪।

নাগরিক বালক বালিকাগণ হাস্যবদনে তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং কৈলাসবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই পরমানন্দে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ৩৫।

তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র শঙ্কর, শঙ্করকিঙ্কর ও শঙ্কর পুত্রগণ ভক্তি পূর্ব্বক অবনত মস্তকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। পার্ব্বতীও তাঁহার চরণতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন। ৩৬।

দত্ত্বা তস্মৈ শিবো ভক্ত্যাচোপহারাণি ষোড়শ ।
পূজাঞ্চকার শ্রুত্যুক্তং পরিপূর্ণতমস্য চ । ৩৮ ॥
তুষ্টাব কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রেণ নত কন্ধরঃ ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গো ভগবন্তং সনাতনং । ৩৯ ॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ মুবাচ শঙ্করঃ স্বয়ং ।
অতীব তেজসা সর্ব্বং প্রচ্ছন্নী কৃত মেবচ । ৪০ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

আত্মারামেষু কুশল প্রশ্নোঽতীব বিড়ম্বনং ।
তে শশ্বৎ কুশলাধারাঃ কুশলাকুশল প্রদাঃ । ৪১ ॥
অদ্যমে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং ।
প্রাপ্ত স্ত্ব মতিথি র্ব্রহ্মান্ কৃষ্ণমেব ফলোদয়াৎ । ৪২ ॥

বালরূপী কৃষ্ণ সকলকেই "তোমাদের সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ হউক্ বলিয়া "আশীর্ব্বাদ করিলেন । তখন বালকগণ তদ্দর্শনে ভীত ও অতীব চমকিত হইয়া উঠিল । ৩৭ ।

ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেব ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে সেই পূর্ণতম বামন বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের যথাশ্রুতি পূজা করিতে লাগিলেন । ৩৮ ।

অনন্তর অবনত মস্তকে কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রে সেই সনাতন হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন । স্তব পাঠকালে তাঁহার শরীর অতিশয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । ৩৯ ।

শ্রীকৃষ্ণ রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইলেন । তাঁহার তেজঃপ্রভাবে সমস্ত অভিভূত হইয়া উঠিল । দেব শঙ্কর স্বয়ং বলিতে লাগিলেন, অভ্যাগত ব্যক্তিকে কুশল প্রশ্নকরা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু যাঁহারা আত্মারাম, যাঁহারা নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের একমাত্র আধার, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ দানের একমাত্র কর্ত্তা তাঁহাদিগকে কুশল প্রশ্ন করা বিড়ম্বনামাত্র । ৪০ । ৪১ ।

আজি আমার জন্ম সফল হইল, আজি আমার জীবন সার্থক হইল,

পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণ লোক বিস্তার হেতবে।
কলয়া পুণ্য ক্ষেত্রে চ ভারতে চ কৃপা নিধিঃ ॥ ৪৩ ॥
অতিথিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্ট স্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং ॥ ৪৪ ॥
স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্ব দানেষু যৎ ফলং।
সর্ব্ব ব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষয়া। ৪৫ ॥
সর্ব্বৈস্তপোভির্বিবিধৈ র্নিত্যৈ র্নৈমিত্তিকাদিভিঃ।
তদেবাতিথি সেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৪৬ ॥
সোতিথি র্যস্য ভগ্নাশো যাতি যস্মাচ্চ মন্দিরাৎ।
কোটি জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতং। ৪৭ ॥
স্ত্রী গোঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নোগুরুতল্পগঃ।
পিতৃ মাতৃ গুরূণাঞ্চ নিন্দকো নরঘাতকঃ। ৪৮ ॥

ব্রহ্মন্! আজি যখন তুমি অতিথি ভাবে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছ, তখন আজি আমার যে পুণ্য প্রকাশ তাহার আর সন্দেহ নাই। ৪২।

হে কৃষ্ণ! তুমি পরিপূর্ণতম, তবে যে এই পুণ্য ভূমি ভারতে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ সে কেবল তোমার অসাধারণ দয়াপ্রকাশ ও লোকবিস্তার কারণ। ৪৩।

যাহাহউক একমাত্র অতিথি পূজা করিলে, সমস্ত দেবতার পূজা করা হয়। এবং অতিথি পরিতুষ্ট হইলে হরি স্বয়ং পরিতুষ্ট হন। ৪৪।

পুষ্করাদি সর্ব্ব প্রকার তীর্থে স্নান, সর্ব্ব প্রকার দান, সর্ব্ব প্রকার ব্রতানুষ্ঠান, উপবাস, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিবিধ তপশ্চরণ, এবং নানাবিধ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া ও অতিথিসেবার ষোড়শাংশেরও একাংশ ফললাভ হয় না। ৪৫। ৪৬॥

অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার গৃহহইতে বহির্গত হয় তাহার যদি কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার কিছু মাত্রসন্দেহ নাই। ৪৭।

সন্ধ্যাহীনো যথাত্মঘাতী সত্যহীনো হরিনিন্দকঃ।
ব্রহ্মস্ব স্থাপ্যহারীচ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদায়কঃ। ৪৯ ॥
মিত্রদ্রোহি কৃতঘ্নশ্চ বৃষ বাহশ্চ সূপকৃৎ।
শবদাহী গ্রাম যাজী ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ। ৫০ ॥
শূদ্রশ্রাদ্ধান্ন ভোজীচ শূদ্রশ্রাদ্ধেষু ভোজকঃ।
কন্যা বিক্রয়কারী চ শ্রীহরের্নাম বিক্রয়ী। ৫১ ॥
লাক্ষা মাংস লোহ রস তিলানাং লবণস্য চ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণশ্চৈব তুরগানাং গবাং তথা। ৫২ ॥
একাদশী কৃষ্ণ সেবাহীনো বিপ্রশ্চ ভারতে।
এতে মহাপাতকিন ত্রিষুলোকেষু নিন্দিতাঃ। ৫৩ ॥
কালসূত্রেণ নরকে পতন্তি ব্রাহ্মণঃ শতং।
এতেভ্যোপ্যধিকঃ সোপি যন্যাতিথি পরাঙ্মুখঃ। ৫৪ ॥

যাহারা স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ও ব্রহ্মহত্যা করে, যাহারা উপকারীর অনিষ্ট সাধন, গুরুপত্নি অপহরণ, পিতামাতার ও গুরুর কুৎসাকীর্ত্তন, ও নরহত্যা সম্পাদন করে, যাহারা সন্ধ্যা বর্জ্জিত, আত্মঘাতী, সত্য বিমুখ ও হরি নিন্দক হয়; যাহারা ব্রহ্মস্ব অপহরণ, স্থাপ্য ধনের অপলাপ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, যাহারা মিত্রের অনিষ্ঠ সাধন, কৃতঘ্নতাচরণ বৃষভকে ভার বহনে নিয়োজন ও পাচক কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করে; ব্রাহ্মণ হইয়া যাহারা বিজাতীয় শবদাহী, গ্রামযাজী, বৃষলীপতি, শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী ও শূদ্র শ্রাদ্ধভোজী হয়; যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া কন্যা বিক্রয়, হরিনাম বিক্রয়, লাক্ষা, মাংস, লৌহ, তৈল, তিল ও লবণ অশ্ব ও গোধন বিক্রয় করে, এবং যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া একাদশী দিনে কৃষ্ণ সেবা বর্জ্জিত হয়, ইহারা সকলেই ত্রিলোকে মহাপাতকী বলিয়া গণ্য ও নিতান্ত নিন্দনীয় ও ব্রহ্মকল্পের শতবর্ষ পর্য্যন্ত নরকবাসী হইয়া থাকে। কিন্তু অতিথি যাহার গৃহ হইতে বিমুখ হইয়া প্রতি গমন করে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত পাতকী অপেক্ষা মহাপাপী। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।৫৩।৫৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ং।
মেঘ গম্ভীরয়া বাচা উবাচ জগৎপতিঃ। ৫৫ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্বেতদ্বীপাদাগতোহং শ্রুত্বা কোলাহলঞ্চ বঃ।
পরশুরামস্য রক্ষার্থং কৃষ্ণভক্তস্য সাংপ্রতং। ৫৬ ॥
নৈতেষাং কৃষ্ণভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
রক্ষামি তাং চক্র হস্ত গুরু মন্যুং বিনা শিব। ৫৭ ॥
নাহং পাতাগুরৌরুষ্টে অরমদ্ গুরু হেলনং।
তৎপরঃ পাতকী নাস্তি সেবা হীনো গুরোশ্চ যঃ। ৫৮ ॥
মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বেষাং জনকোভবেৎ।
অহো যস্য প্রসাদেন সর্ব্বান্ পশ্যতি মানবঃ। ৫৯ ॥
জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতানৃণাং।
ততো বিস্তীর্ণ করণাৎ কলয়া স প্রজাপতি। ৬০ ॥

তখন জগৎপতি নারায়ণ শঙ্করের বচন শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, শম্ভো! তোমাদিগের কোলাহল শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃষ্ণপরায়ণ পরশুরামের রক্ষার্থ সংপ্রতি আমি শ্বেতদ্বীপ হইতে আসিতেছি। ৫৫। ৫৬।

কৃষ্ণপরায়ণ মানবগণের কুত্রাপি কোন বিপদই ঘটে না। যদি গুরুদেবের ক্রোধোদয় না হয়, তাহা হইলে আমি চক্রাস্ত্র ধারণ করিয়া সেই কৃষ্ণ ভক্তদিগকে রক্ষা করিয়া থাকি। ৫৭ ॥

কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারি না। গুরুর অবমাননা নিতান্ত গুরুতর পদার্থ, যে ব্যক্তি গুরুদেবের সেবায় বিমুখ হয়, তাহার তুল্য পাতকী আর দ্বিতীয় নাই। ৫৮ ॥

যে জন্মদাতা গুরুর প্রসাদে মানবগণ মর্ত্ত্য ভূমি দর্শন করে, সেই জনক সর্ব্বাপেক্ষা সকলেরই পূজ্য ও মাননীয় হইয়া থাকেন, জন্মদান নিবন্ধন

পিতুঃ শতগুণৈর্ম্মাতা পোষণাদ্গর্ভধারণাৎ।
বন্দ্যা পূজ্যা চ মান্যা চ প্রসূ রূপা বসুন্ধরা। ৬১॥
মাতুঃ শতগুণৈর্ব্বন্দ্যঃ পূজ্যো মান্যোঽন্নদায়কঃ।
যদ্বিনানশ্বরো দেহো বিষ্ণুশ্চ কলয়ান্নদঃ। ৬২॥
অন্নদাতুঃ শত গুণোঽভীষ্টদেবঃ পরঃ স্মৃতঃ।
গুরু স্তস্মাচ্ছতগুণো বিদ্যা মন্ত্র প্রদায়কঃ। ৬৩॥
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নং জ্ঞান দীপেন চক্ষুষা।
যঃ সর্ব্বার্থং দর্শয়তি তৎপরঃ কোপি বান্ধবঃ। ৬৪॥
গুরু দত্তেন মন্ত্রেণ তপসেষ্ট সুখং লভেৎ।
সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব সিদ্ধিং তৎপরঃ কোপি বান্ধবঃ। ৬৫॥

তিনি জনক, রক্ষা নিবন্ধন পিতা, এবং বংশ বিস্তার নিবন্ধন প্রজাপতি পদ বাচ্য হইয়া থাকেন। ৫৯। ৬০॥

জননী, পিতা অপেক্ষা শতগুণে বন্দনীয়া পূজ্যা ও মাননীয়া, কারণ প্রসূতি গর্ভে ধারণ ও সর্ব্বতোভাবে পরিপোষণ করিয়া থাকেন, অতএব প্রসূতি বসুন্ধরা স্বরূপা। ৬১॥

আবার যিনি অন্নদান করেন, তিনি মাতা অপেক্ষা শতগুণে পূজ্য ও বন্দনীয়। কারণ অন্নদাতা না থাকিলে এই নশ্বর দেহের অস্তিত্বই থাকে না, অপিচ বিষ্ণুই পরম্পরা সম্বন্ধে অন্নদান করিয়া থাকেন। ৬২॥

অভীষ্টদেব অন্নদাতা অপেক্ষা শত গুণে পূজ্য, আবার বিদ্যাদাতা তদপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া দেন, ফলতঃ যাঁহা হইতে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়া সমস্ত পদার্থ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গুরু আর কে হইতে পারে? । ৬৩। ৬৪॥

গুরুদত্ত মন্ত্র ও তপস্যা দ্বারা অভিলষিত সুখলাভ, সর্ব্বজ্ঞতালাভ ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অতএব তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বান্ধব আর কে হইতে পারে? । ৬৫॥

সর্ব্বং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া।
তস্মাৎ পূজ্যোঽস্তি জগতি কোবা বন্ধু স্ততোঽধিকঃ। ৬৬ ॥
বিদ্যান্ধো বা ধনান্ধো বা যো মূঢ়োঽবজ্ঞেদ্গুরুং।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈঃ স লিপ্তো নাত্র সংশয়ঃ। ৬৭ ॥
দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নর বুদ্ধ্যাচরেদ্ গুরুং।
সোঽশুচি স্তীর্থস্নাতোঽপি নাধিকারী চ কর্ম্মসু। ৬৮ ॥
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং গুরুং পত্নীগুরুং পরং।
যো ন পুষ্ণাতি কাপট্যাৎ স মহাপাতকী শিব। ৬৯ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুর্ভাস্কর রূপকঃ। ৭০ ॥
গুরুশ্চন্দ্র স্তথেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ বরুণোঽনলঃ।
সর্ব্বরূপোহি ভগবান্ পরমাত্মা স্বয়ং গুরুঃ। ৭১ ॥

গুরুদত্ত বিদ্যাবলে পৃথিবীর এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমস্ত লোক পরাজিত হয়, অতএব বিদ্যাদাতা গুরু অপেক্ষা পূজ্য ও শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর জগতে কে বিদ্যমান আছে। ৬৬ ॥

যে বিদ্যামদ ও ধনমদ মত্ত মূঢ় ব্যক্তি গুরুর অবমাননা করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি বিবিধ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহার আর সংশয় নাই। ৬৭ ॥

যে ব্যক্তি গুরুদেবকে দরিদ্র, পতিত ও ক্ষুদ্র ব্যক্তি বোধে ব্যবহার করে, সে অতি পাবন তীর্থে স্নান করিয়াও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না এবং তাহার কোন কর্ম্মেই অধিকার থাকে না। ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও কপটতা পূর্ব্বক পিতাকে, মাতাকে, ভার্য্যাকে, গুরুদেবকে ও পত্নীর গুরুকে প্রতিপালন না করে, সে নিশ্চয়ই মহাপাতকী। মহাদেব! গুরু ব্রহ্মাস্বরূপ, গুরু বিষ্ণুস্বরূপ, গুরু দেবাদিদেব মহেশ্বরস্বরূপ স্বয়ং গুরুই পরব্রহ্ম, গুরু ভাস্করস্বরূপ, গুরু চন্দ্রস্বরূপ, গুরু ইন্দ্রস্বরূপ, গুরু বায়ুস্বরূপ, গুরু বরুণস্বরূপ এবং গুরু অনলস্বরূপ। ভগবান্ গুরু সর্ব্বস্বরূপী; এমনকি, তিনি পরমাত্মাস্বরূপ। ৬৯। ৭০। ৭১।

নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নহি কৃষ্ণাৎ পরঃ সুরঃ।
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন পুষ্পং তুলসী পরং। ১২ ॥
নাস্তি ক্ষমাবতী ভূমেঃ পুত্রান্নাস্ত্য পরঃ প্রিয়ঃ।
নচ দৈবাৎ পরাশক্তি র্ব্রতং নৈকাদশীং বিনা। ১৩ ॥
শালগ্রামাৎ পরো মন্ত্রো ন ক্ষেত্রং ভারতাৎপরং।
পরং পুণ্যস্থলানাঞ্চ পুণ্যং বৃন্দাবনং যথা। ১৪ ॥
মোক্ষদানাং যথা কাশী বৈষ্ণবানাং যথা শিবঃ।
ন পার্ব্বতী পরা সাধ্বী ন গণেশাৎ পরো বলী। ১৫ ॥
ন চ বিদ্যা সমো বন্ধু র্নাস্তি কশ্চিদ্‌গুরোঃ পরঃ।
বিদ্যা দাতুঃ পুত্রদারৌ তৎসমৌ নাত্র সংশয়ঃ। ১৬ ॥
গুরু স্ত্রিয়াঞ্চ পুত্রে চ বভূব রাম হেলনং।
পরং সম্মার্জ্জনাং কর্ত্তু মাগতোহং ভবালয়ং। ১৭ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেব মুক্তা শম্ভুশ্চ দুর্গাং সংবোধ্য নারদ।

যেমন বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র আর কিছুই নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা পরাৎপর দেবতা আর কেহই নাই। যেমন ভাগীরথী তুল্য তীর্থ, তুলসীর সমান পুষ্প, পৃথিবী তুল্য ক্ষমাবতী, পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর, দৈববল সদৃশ বল, একাদশীর সমান ব্রত, শালগ্রাম সদৃশ যন্ত্র, ভারতভূমির সমান ক্ষেত্র, বৃন্দাবন অপেক্ষা পুণ্য ধাম, কাশীর সমান মোক্ষধাম, শিবের সমান বৈষ্ণব, পার্ব্বতী অপেক্ষা সতী, গণেশের সদৃশ বলবান এবং বিদ্যার সমান বন্ধু আর কেহই নাই; তদ্রূপ গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পদার্থ আর কিছুই নাই। বিদ্যাদাতা গুরুর ন্যায় গুরুপত্নী এবং গুরুপুত্রও পূজ্য তাহার আর সংশয় নাই।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।

পরশুরাম সেই গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের অবমাননা করিয়াছে। অতএব তাহাকে দণ্ডপ্রদর্শন করিবার নিমিত্তই অদ্য আমি তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। ১৭।

উবাচ ভগবাংস্তত্র সত্যং সারং পরং বচঃ ॥ ৭৮ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মদীয়ং বচনং শুভং।
হিতং নীতং বেদসারং পরিণামসুখাবহং। ৭৯ ॥
যথা তে গজবক্ত্রশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ পার্ব্বতি।
তথা পরশুরামশ্চ ভার্গবো নাত্র সংশয়ঃ। ৮০ ॥
নাস্ত্যেষু স্নেহভেদশ্চ তব বা শঙ্করস্য চ।
বিচার্য্য সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞে কুরু মাতর্যথোচিতং। ৮১ ॥
পুত্রেণ সার্দ্ধং পুত্রস্য বিবাদো দৈবদোষতঃ।
দৈবং হন্তুং কোপি শক্তো দৈবঞ্চ বলবৎ পরং। ৮২ ॥
পুত্রাভিধানং বেদেষু পশ্য বৎসে বরাননে।
একদন্ত ইতি খ্যাতং সর্ব্বদেব নমস্কৃতং। ৮৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! ভগবান বিষ্ণু শম্ভুকে এই কথা বলিয়া তৎপরে দেবী দুর্গাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সত্যময় সার বাক্যে কহিলেন, দেবি পার্ব্বতি! আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, আমি যাহা বলিতেছি ইহা শুভজনক, হিতকর, মনোহর, বেদগর্ভ ও পরিণাম ফলপ্রদ। ৭৮। ৭৯ ॥

তোমার গজানন কার্ত্তিকেয় যেমন স্নেহপাত্র, ভার্গব পরশুরামও যে তদ্রূপ তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগের প্রতি কি তোমার, কি শঙ্করের কাহারও স্নেহের তারতম্য নাই। মাতঃ! তোমার ত কিছুই অবিদিত নাই। বিবেচনা করিয়া যাহা বিচার সঙ্গত হয়, তাহাই কর।৮০ ৮১॥

পুত্রে পুত্রে বিবাদ দৈব দোষেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব দৈবকে অতিক্রম করা, কাহার সাধ্য! দৈব সর্ব্বাপেক্ষা বলবান।৮২॥

বরাননে! বেদে তোমার পুত্রের যে রূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখ, তোমার পুত্র সর্ব্বদেব নমস্কৃত্য এবং একদন্ত বলিয়া বিখ্যাত। ৮৩ ॥

পুত্র নামাষ্টকং স্তোত্রং সামবেদোক্তমীশ্বরি।
শৃণুষ্বাবহিতং মাতঃ সর্ব্ব বিঘ্নহরং পরং। ৮৪॥

বিষ্ণুরুবাচ।

গণেশমেকদন্তঞ্চ হেরম্বং বিঘ্ন নায়কং।
লম্বোদরং শূর্পকর্ণং গজবক্ত্রং গুহাগ্রজং। ৮৫॥
নামাষ্টার্থঞ্চ পুত্রস্য শৃণু মাতর্হরপ্রিয়ে।
স্তোত্রাণাং সারভূতঞ্চ সর্ব্ববিঘ্ন হরং পরং। ৮৬॥
জ্ঞানার্থ বাচকো গশ্চ ণশ্চ নির্ব্বাণ বাচকঃ।
তয়োরীশং পরং ব্রহ্ম গণেশং প্রণমাম্যহং। ৮৭॥
একশব্দঃ প্রধানার্থো দন্তশ্চ বল বাচকঃ।
বলং প্রধানং সর্ব্বস্মাদেকদন্তং নমাম্যহং। ৮৮॥
দীনার্থ বাচকোহেশ্চ রম্বঃ পালক বাচকঃ।
পরিপালক দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহং। ৮৯॥

মাতঃ ঈশ্বরি! তোমার পুত্রের যে বিঘ্ন বিনাশন নামাষ্টক স্তোত্র সামবেদে কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহা কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।৮৪॥

ইহা বলিয়া বিষ্ণু কহিলেন, গণেশ, একদন্ত, হেরম্ব, বিঘ্ননায়ক, লম্বোদর, শূর্পকর্ণ, গজবক্ত্র ও গুহাগ্রজ এই আট গণেশের নাম। ৮৫॥

হর প্রিয়ে! এই নামাষ্টক স্তোত্র সমস্ত স্তোত্রের সার এবং ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বিঘ্নের বিনাশ হয়। এক্ষণে এই আট নামের অর্থ যুক্ত স্তোত্র কহিতেছি শ্রবণ কর। ৮৬॥

'গ' জ্ঞানার্থ বাচক—অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং 'ণ' নির্ব্বাণ বাচক—অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করে। অতএব সেই জ্ঞান ও নির্ব্বাণ মুক্তির ঈশ, পরব্রহ্ম স্বরূপ গণেশকে প্রণাম করি। ৮৭॥

'এক' শব্দ প্রধান বাচক এবং 'দন্ত' শব্দ বল বাচক, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বল একদন্তকে প্রণাম করি। ৮৮॥

'হে' পদ দীনার্থবাচক—এবং 'রম্ব' পদ পালক বাচক, অতএব

বিপত্তি বাচকো বিঘ্নো নায়কঃ খণ্ডনার্থকঃ।
বিপৎ খণ্ডন কারকং নমামি বিঘ্ন নায়কং। ৯০॥
বিষ্ণু দত্তৈশ্চনৈবেদ্যৈ র্যস্য লম্বোদরং পুরা।
পিত্রাদত্তৈশ্চ বিবিধৈর্বন্দে লম্বোদরঞ্চ তং। ৯১॥
শূর্পাকারৌ চ যৎকর্ণৌ বিঘ্নবারণ কারণৌ।
সম্পদৌ জ্ঞান রূপৌ চ শূর্পকর্ণং নমাম্যহং। ৯২॥
বিষ্ণু প্রসাদ পুষ্পঞ্চ যন্মূর্দ্ধ্নি মুনি দত্তকং।
তদ্গজেন্দ্র বক্ত্র যুক্তং গজবক্ত্রং নমাম্যহং। ৯৩॥
গুহস্যাগ্রে চ জাতোয় মাবির্ভূতো হরালয়ে।
বন্দে গুহাগ্রজং দেবং সর্ব্বদেবাগ্র পূজিতং। ৯৪॥
এতন্নামাষ্টকং দুর্গে নামভিঃ সংযুতং পরং।
পুত্রস্য পশ্য বেদে চ তদা কোপং যথা কুরু। ৯৫॥

যিনি দীনজনগণকে প্রতিপালন করেন, সেই হেরম্বকে প্রণাম করি।৮৯॥

'বিঘ্ন' পদ বিপদ বাচক এবং 'নায়ক' পদ খণ্ডন বাচক, অতএব যিনি সকলের বিপদ খণ্ডন করেন, সেই বিপদ ভঞ্জন বিঘ্ননায়ককে প্রণাম করি। ৯০॥

পূর্ব্বকালে বিষ্ণু দত্ত নৈবেদ্য এবং পিতৃদত্ত বিবিধ ভোগে যাঁহার উদর লম্বিত হইয়াছে, সেই লম্বোদরকে প্রণাম করি। ৯১॥

যাঁহার শূর্পাকার কর্ণদ্বয় হইতে বিঘ্ন নিবারণ হয় এবং যে কর্ণদ্বয় সম্পদ স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, সেই শূর্পকর্ণকে প্রণাম করি। ৯২॥

মুনিবর দুর্ব্বাসা যাঁহার মস্তকে বিষ্ণুর প্রসাদ লব্ধ পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গজেন্দ্রবদনযুক্ত গজবক্ত্রকে প্রণাম করি।৯৩॥

যিনি গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিকের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া হরালয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই সকলদেবের অগ্র পূজিত গুহাগ্রজগণদেবকে বন্দনা করি। ৯৪॥

দুর্গে! বেদে তোমার পুত্রের আট নামযুক্ত, নামাষ্টক স্তোত্র

এতন্নামাষ্টকং স্তোত্রং নানার্থ সংযুতং শুভং ।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং সসুখী সর্ব্বতোজয়ী । ৯৬ ॥
ততো বিঘ্না পলায়ন্তে বৈনতেয়াদ্যথোরগাঃ ।
গণেশ্বর প্রসাদেন মহা জ্ঞানী ভবেৎ ধ্রুবং । ৯৭ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্য্যার্থী বিপুলাং স্ত্রিয়ং ।
মহাজড়ঃ কবীন্দ্রশ্চ বিদ্যায়াশ্চ ভবেৎ ধ্রুবং । ৯৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ স্তোত্র কথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

নিরূপিত আছে, অতএব তৎসমুদায় অনুধাবন করিয়া যদি কোপ প্রকাশ করা উপযুক্ত হয় কর । ৯৫ ॥

বৎস নারদ ! এই বিবিধ অর্থযুক্ত অতি শুভ ফলপ্রদ অষ্টনাম স্তোত্র যে ব্যক্তি নিত্য ত্রিসন্ধ্যার সময় পাঠ করে, সে সর্ব্বতোভাবে সুখী হয় এবং সকল বিষয়েই জয় লাভ করে। এই স্তব পাঠ প্রভাবে বৈনতেয় দর্শনে সর্প সকল যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ বিঘ্ন সকল ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। গণেশ্বরের অনুগ্রহে মানবগণ অনায়াসে মহা জ্ঞানলাভ করিতে পারে, ইহার প্রভাবে পুত্রার্থী পুত্র এবং ভার্য্যার্থী সুশোভনা ভার্য্যা লাভে সমর্থ হয়। অধিক কি, অতি জড়বুদ্ধি ব্যক্তিও এই বিদ্যা প্রভাবে কবিগণনায় অগ্রগণ্য হইয়া উঠে তাহার আর সন্দেহ নাই । ৯৬ । ৯৭ । ৯৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে গণেশ স্তোত্র কথন নাম চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পার্ব্বতীং বোধয়িত্বাতু বিষ্ণুরাম মুবাচহ।
হিতং সারং নীতিসারং পরিণাম সুখাবহং। ১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

রাম ত্ব মধুনা সত্য মপরাধী শ্রুতের্ম্মতঃ।
কোপাৎ কৃত্বা দন্ত ভগ্নং গণেশস্য স্থিতোঽশিবে। ২ ॥
ময়োক্তেনৈব স্তোত্রেণ স্তুত্বা গণপতিং পরং।
কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রেণ স্তৌ হি দুর্গাং জগৎ প্রসূং। ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য পরা শক্তি বুদ্ধিরূপা জগৎ প্রভোঃ।
অস্যাঞ্চ তব রুষ্টায়াং হতবুদ্ধি র্ভবিষ্যতি। ৪ ॥
সর্ব্ব শক্তি স্বরূপেয় মনয়া শক্তিমজ্জগৎ।
অনয়া শক্তিমান্ কৃষ্ণো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু পার্ব্বতীকে এই রূপে প্রবোধ প্রদান করিয়া পরশুরামকে হিতপ্রদ, সারগর্ভ, নীতিপূর্ণ পরিণাম সুখকর বাক্যে কহিলেন, বৎস পরশুরাম! এক্ষণে তোমায় বলি, তুমিও যে রোষভরে গণেশের দন্ত ভগ্ন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অবস্থান করিয়াছ, ইহাতে কে না তোমায় যথার্থ অপরাধী স্বীকার করিবে। ১। ২ ॥

যাহাই হউক সংপ্রতি আমি যে স্তোত্রের উপদেশ দিতেছি সেই স্তোত্রে গণপতিকে স্তব করিয়া তৎপরে কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রে জগৎপ্রসবিত্রী দেবী দুর্গাকে একান্ত মনে স্তব কর। ৩।

ইনি জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরমা শক্তি ও বুদ্ধিস্বরূপিণী, ইনি যদি তোমার প্রতি রুষ্ট হন, তাহাহইলে একেবারে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে লোপ হইবে। ৪।

সৃষ্টিং কর্ত্তুং ন শক্তশ্চ ব্রহ্মা শক্ত্যা নয়া বিনা।
বয়মস্যাঃ প্রসূতাশ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ৬ ॥
সুরসঙ্ঘেঽসুরগ্রস্তে কালে ঘোরন্তরে দ্বিজ।
তেজস্সুঃ সর্ব্ব দেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী। ৭ ॥
কৃষ্ণাজ্ঞয়াঽসুরান্ হত্বা দত্বাতেভ্যঃ পদন্ততঃ।
দক্ষপত্ন্যাং জনিং লেভে দক্ষস্য তপসা পুরা। ৮ ॥
ভার্য্যা ভূত্বা শঙ্করস্য পুনঃ পত্যুশ্চ নিন্দয়া।
দেহং ত্যক্ত্বা শৈলপত্ন্যাং জনিং লেভে পুরা সতী। ৯ ॥
শঙ্কর স্তপসা লব্ধো যোগীন্দ্রাণাং গুরো গুরুঃ।
লব্ধো গণপতিঃ পুত্রঃ কৃষ্ণাংশঃ কৃষ্ণ সেবয়া। ১০ ॥
য মেবধ্যায়সে নিত্যং তং ন জানাসি বালক।

ইনি জগতের বুদ্ধিরূপা, এবং ইহাঁর প্রভাবেই জগৎ শক্তি সংযুত হইয়াথাকে। যে কৃষ্ণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত এবং প্রকৃতি হইতেও প্রধান, তিনিও ইহাঁদ্বারা শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ৫।

ইহাঁকে ভিন্ন ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ নহেন, কি ব্রহ্মা কি আমি, কি মহেশ্বর আমরা সকলেই ইহাঁহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। ৬।

ভার্গব! পূর্ব্বে যখন সুরসমাজ অসুরগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া ভয়ঙ্কর সময় সমুপস্থিত হয়, তখন এই দেবী সতী সমস্ত দেবগণের তেজো-রাশি হইতে সমুৎপন্ন হন। এবং ইনিই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে অসুরগণকে নিপাতিত করিয়া দেবগণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর ইনি দক্ষের তপোবলে দক্ষপত্নীর জঠরে জন্ম গ্রহণ করেন। সে জন্মেও ইনি মহাদেবের পত্নী হন; কিন্তু পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ-ত্যাগ করিয়া পুনরায় হিমালয়পত্নী মেনকাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭।৮।৯॥

সেই জন্মেও তপশ্চরণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু দেবাদিদেব শঙ্করকে পতিলাভ করেন, এবং তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় কৃষ্ণাংশ সম্ভূত এই গণপতিকে পুত্রলাভ করিয়াছেন। ১০।

সএব ভগবান্ কৃষ্ণশ্চাংশেন পার্ব্বতী সুতঃ। ১১ ॥
পুটাঞ্জলি র্নতো ভূত্বা স্তৌ হি দুর্গাং শিব প্রিয়াং।
শিবাং শিবপ্রদাং শৈবাং শিববীজাং শিবেশ্বরীং। ১২ ॥
শিবায়াঃ স্তোত্র রাজেন কৃতেন শূলিনা পুরা।
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে ব্রহ্মণাপ্রেরিতে ন চ। ১৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীপদং শীঘ্রং জগাম শ্রীনিকেতনং।
গতে হরৌ হরিং স্মৃত্বা রামস্তাং স্তোতু মুদ্যতঃ। ১৪ ॥
বিষ্ণু দত্তেন স্তোত্রেণ সর্ব্ব বিঘ্ন হরেণ চ।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং কারণে নচ নারদ। ১৫ ॥
পুটাঞ্জলি যুতো ভূত্বা স্নাত্বা গঙ্গোদকে শুভে।
গুরুং প্রণম্য ভক্তেশং ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী। ১৬ ॥

বৎস পরশুরাম! তুমি নিয়ত যাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাক, তাঁহাকেই পরিজ্ঞাত নহ; তিনিই ভগবান কৃষ্ণ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণই পার্ব্বতীনন্দনরূপে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১১।

বৎস! তুমি ভক্তিভাবে নত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই শিবপ্রিয়া দুর্গাকে স্তব কর। ইনি মঙ্গলময়ী, ইনি মঙ্গলদাত্রী, ইনি মঙ্গল হইতে উদ্ভূত, ইনি মঙ্গলাকর এবং ইনিই মঙ্গলেশ্বরী। ১২।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা যে শিবাস্তোত্র প্রেরণ করেন, শূলপাণি সেই স্তোত্র প্রভাবেই ভয়ঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। ১৩।

বৎস নারদ! ভগবান্ নারায়ণ ভার্গবকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অবিলম্বে সৌভাগ্য প্রদ লক্ষ্মীনিবাসে গমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর পরশুরাম শ্রীহরি স্মরণ করিয়া সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলনিদান নারায়ণ দত্ত স্তোত্রে শিবানীকে স্তব করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৪। ১৫।

প্রথমতঃ তিনি কলুষনাশন গঙ্গোদকে স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে ভক্তবৎসল গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র ও ধৌত

আচম্য নত্বা মূর্দ্ধ্না তাং ভক্তি-নম্রাত্মকন্ধরঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গশ্চানন্দাশ্রু সমন্বিতঃ। ১৭।

পরশুরাম উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য চ গোলোকে পরিপূর্ণতমস্য চ।
আবির্ভূতা বিগ্রহতঃ পুরা সৃষ্ট্যুন্মুখস্য চ। ১৮।
সূর্য্য কোটি প্রভাযুক্তা বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা।
বহ্নি শুদ্ধাং শুকাধানা সস্মিতা সুমনোহরা। ১৯ ॥
নব যৌবন সম্পন্না সিন্দূর বিন্দু শোভিতা।
ললিতা কবরী ভারং মালতী মাল্য মণ্ডিতং। ২০ ॥
অহো নির্ব্বচনীয়াং ত্বং চার্ব্বীং মূর্ত্তিঞ্চ বিভ্রতীং।
মোক্ষপ্রদা মুমুক্ষূণাং মহদ্বিষ্ণো র্ব্বিধিঃ স্বয়ং। ২১ ॥
সুমোহ ক্ষণমাত্রেণ দৃষ্ট্বা ত্বাং সর্ব্ব মোহিনীং।
বালে সংভূয় সহসা সস্মিতা ধাবিতা পুরা। ২২ ॥

উত্তরীয় পরিধান করিলেন। তৎপরে আচমন করিয়া অবনতমস্তকে দেবী দুর্গাকে প্রণাম করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু অবিরল বিগলিত হইতেলাগিল।১৬। ১৭।

তখন পরশুরাম বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! দুর্গে! পূর্ব্বে পরিপূর্ণতম গোলোক নাথশ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে সমুদ্যত হইলে তুমি প্রথমেই তাঁহার শরীর হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি বস্ত্রে ও অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কোটি সূর্য্যের প্রভাধারণ করিয়াছ। বিশেষতঃ অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হাস্যাননে কি মনোহর মূর্ত্তিই হইয়াছে! তোমারশরীরে নবযৌবন, এবং ভালে সিন্দূর বিন্দু নিয়তই পরিস্ফুট রহিয়াছে। আহা! মালতি মাল্যদামে মণ্ডিত হইয়া তোমার কবরীবন্ধন কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ১৮। ১৯। ২০।

আহা! তোমার মনোহারিণী মূর্ত্তি কি অনির্ব্বচনীয়। তুমি মুমুক্ষুদিগের মোক্ষদাত্রী এবং স্বয়ং মহাবিষ্ণুর বিধাত্রী। তোমায় দর্শন করিলে

সদ্ভিঃ খ্যাতা তেন রাধা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃষ্ণ স্ত্বাং সহসাহুয়ায় বীর্য্যাধানঞ্চকরাহ। ২৩॥
ততো ডিম্বং মহদ্যজ্জে ততো ভূতো মহাবিরাট্।
যস্যৈব লোম কূপেষু ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ। ২৪॥
তৎ শৃঙ্গার ক্রমেণৈব ত্বন্নিঃশ্বাসো বভূবহ।
স নিঃশ্বাসো মহাবায়ুঃ স বিরাড্ বিশ্ব ধারকঃ। ২৫॥
তব ঘর্ম্ম জলে নৈব পুপ্লাব বিশ্ব গোলোকং।
স বিরাড্ বিশ্ব নিলয়োর্জ্জল রাশির্ব্বভূবহ। ২৬॥
তত স্ত্বং পঞ্চধা ভূয় পঞ্চমূর্ত্তিশ্চ বিভ্রতী।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকাং রাধাং তাং বদন্তি পুরা বিদঃ। ২৭॥

ক্ষণমাত্রে সকলেই মুগ্ধ হয়। বালে! তুমি পুরা পূর্ব্বে সম্ভূত হইবামাত্র ধাবিতা হইয়াছিলে বলিয়া সাধু ব্যক্তিরা তোমাকে রাধা নাম প্রদান করিয়াছে। তুমি মূল প্রকৃতি, তুমি ঈশ্বরী। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে আহ্বান করিয়া সহসা বীর্য্যাধান করেন। সেই বীর্য্য হইতে যে ডিম্ব উৎপন্ন হয়, সেই ডিম্ব হইতেই মহাবিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই মহাবিরাটের প্রতি লোম কূপে ব্রহ্মাণ্ড সকল বিরাজ করিতেছে। ২১। ২২। ২৩। ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গার সময়ে তুমি যে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর, সেই নিশ্বাসই মহাবায়ুরূপে পরিণত হইয়াছে। এবং সেই বায়ুরূপী মহাবিরাট হইতে বিশ্ববিধৃত হইতেছে। সেই সময়ে তোমার শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম জল বিনির্গত হয়, সেই জলে, বিশ্বগোলক প্লাবিত হইয়া যায়। বিশ্বের আধারভূত সেই মহাবিরাটই জলরাশিরূপে পরিণত হইয়াছে। ২৫। ২৬।

তৎপরে তুমি পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। তন্মধ্যে যে মূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সেই মূর্ত্তিকে কৃষ্ণপ্রাণা রাধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২৭।

বেদাধিষ্ঠাত্রী যা মূর্ত্তি র্ব্বেদশাস্ত্র প্রসূরপি ।
তাং সাবিত্রীং শুদ্ধরূপাং প্রবদন্তি মণীষিণঃ । ২৮ ॥
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ শান্তরূপিণী ।
লক্ষ্মীং বদন্তি সন্ত স্তাং শুদ্ধাং সত্ত্ব স্বরূপিণীং । ২৯ ॥
রাগাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শুক্ল মূর্ত্তিঃ সতাং প্রসূঃ ।
সরস্বতীং তাং শাস্ত্রজ্ঞাং শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রবদন্ত্যহো । ৩০ ॥
বুদ্ধির্ব্বিদ্যা সর্ব্বশক্তি র্যা মূর্ত্তিরধি দেবতা ।
সর্ব্বমঙ্গলদাং সন্তো বদন্তি সর্ব্বমঙ্গলাং । ৩১ ॥
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যা সর্ব্বমঙ্গল রূপিণী ।
সর্ব্বমঙ্গল বীজস্য শিবস্য মন্দিরেঽধুনা । ৩২ ॥
শিবে শিবা স্বরূপা ত্বং লক্ষ্মী র্নারায়ণান্তিকে ।
সরস্বতী চ সাবিত্রীর্ব্বেদসূ র্ব্রহ্মণঃ প্রিয়া । ৩৩ ॥

তোমার যে মূর্ত্তি বেদের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ যাহা হইতে বেদশাস্ত্র প্রসূত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ সেই মূর্ত্তিকে অতি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । ২৮ ।

তোমার যে শান্তময়ী শান্তি স্বরূপিণী মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, পণ্ডিতগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী সেই মূর্ত্তিকে লক্ষ্মীনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ।২৯।

তোমার যে শ্বেতময়ী মূর্ত্তি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী, যাহা হইতে সাধু সকল সমুৎপন্ন হয়, শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ব্যক্তিরা সেই মূর্ত্তিকে সরস্বতী নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । ৩০ ।

তোমার যে মূর্ত্তি বুদ্ধিস্বরূপ, বিদ্যাস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিস্বরূপ, ও সর্ব্বদেব স্বরূপ, সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বমঙ্গল প্রদ সেই মূর্ত্তিকে সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । ৩১ ।

তোমার যে মূর্ত্তি সকলের মঙ্গলময়ী সকলের মঙ্গলস্বরূপিণী সকলের মঙ্গলাকর, এক্ষণে তুমি সেই সর্ব্বমঙ্গলারূপে ভূতপতি শিবের মন্দিরে বিরাজ করিতেছ । ৩২ ।

রাধা রাসেশ্বরস্যৈব পরিপূর্ণতমস্য চ।
পরমানন্দ রূপস্য পরমানন্দ রূপিণী। ৩৪ ॥
ত্বং কলাংশাংশকলয়া দেবানামপিযোষিতঃ। ৩৫ ॥
ত্বদ্বিদ্যাযোষিতঃ সর্ব্বা ত্বং সর্ব্ব বীজ রূপিণী।
ছায়া সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য রোহিণী সর্ব্ব মোহিনী। ৩৬ ॥
শচী শক্রস্য কামস্য কামিনী রতিরীশ্বরী।
বরুণানী জলেশস্য বায়োস্ত্রী প্রাণ বল্লভা। ৩৭ ॥
বহ্নেঃ প্রিয়ায়া স্বাহা চ কুবেরস্য চ সুন্দরী।
যমস্যচ সুশীলাচ নৈঋতস্য চ কৈটভী। ৩৮ ॥
ঈশানস্য শশিকলা শতরূপা মনোঃপ্রিয়া।
দেবহূতীকর্দ্দমস্য বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী। ৩৯ ॥
অদিতি দেবমাতাযা মুদ্রাগস্ত্য মুনেঃ প্রিয়া।
অহল্যা গৌতমস্যাপি সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা। ৪০ ॥
গঙ্গা চ তুলসী চাপি পৃথিব্যাং যা সরিদ্বরা।
এতাঃ সর্ব্বাশ্চ যা অন্যাঃ সর্ব্বা ত্বং কলয়াম্বিকে। ৪১ ॥

মাতঃ! তুমি শিবের নিকট শিবানীরূপে, নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীরূপে, ব্রহ্মার নিকট সরস্বতী ও বেদপ্রসবিনী সাবিত্রীরূপে এবং পরমানন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণতম রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধারূপে বিরাজ করিয়া থাক। ৩৩। ৩৪ ॥

দুর্গে! তোমার অংশেরও অ শ হইতে যে সকল রমণীরত্ন সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেবাঙ্গনা। সমস্ত যোষাই তোমার অংশ স্বরূপ। তুমি সকলের বীজ স্বরূপিণী। তুমি সূর্য্যের ছায়া, চন্দ্রের মনোহারিণী রোহিণী। ইন্দ্রের শচী, কন্দর্পের কামিনী রতি, জলেশ বরুণের বরুণানী, পবনের প্রাণবল্লভা পত্নী, অগ্নিরস্ত্রী স্বাহা, কুবেরের সুন্দরী, যমের সুশীলা, নৈঋতের কৈটভী, ঈশানের শশিকলা, মনুর শতরূপা, কর্দ্দমের দেবহূতী, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, কশ্যপের অদিতি, অগস্ত্যের মুদ্রা, গৌত-

গৃহ লক্ষ্মী র্গৃহে নৃণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজ সু।
তপস্বিনাং তপস্যা ত্বং গায়ত্রী ব্রাহ্মণস্য চ। ৪২ ॥
সতাং সত্ত্ব স্বরূপাত্ত্বমসতাং কলহাঙ্কুরা।
জ্যোতি রূপা নির্গুণস্য শক্তি স্ত্বং সগুণস্য চ। ৪৩ ॥
সূর্য্যে প্রভা স্বরূপা ত্বং দাহিকা চ হুতাশনে।
জলেশৈত্য স্বরূপাচ শোভা রূপা নিশাকরে। ৪৪ ॥
ত্বং ভূমৌ গন্ধ রূপা চ আকাশে শব্দ রূপিণী।
ক্ষুৎপিপাসাদয় স্ত্বঞ্চ জীবিনাং সর্ব্ব শক্তয়ঃ। ৪৫ ॥
সর্ব্ব বীজ স্বরূপা ত্বং সংসারে সার রূপিণী।
স্মৃতি র্ম্মেধা চ বুদ্ধির্ব্বাজ্ঞানশক্তি র্ব্বিপশ্চিতাং। ৪৬ ॥
কৃষ্ণেন বিদ্যা যা দত্তা সর্ব্বজ্ঞান প্রসূঃ শুভা।
শূলিনে কৃপয়া সাত্বং যতো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ। ৪৭ ॥

মের অহল্যা এবং সকলের আধারভূতা বসুন্ধরা, গঙ্গা, তুলসী, পৃথিবী স্থিত যাবতীয় নদী ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গনা তোমার অংশ কইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১ ॥

মাতঃ! তুমি মানবগণের গৃহ লক্ষ্মী, তুমি রাজগণের রাজলক্ষ্মী, তুমি তপস্বিগণের তপস্যা, তুমি ব্রহ্মার গায়ত্রী, তুমি সাধুজনের সত্ত্ব স্বরূপা, তুমি অসাধুগণের কলহের অঙ্কুর রূপা অর্থাৎ তমোগুণ স্বরূপা, তুমি নির্গুণের জ্যোতিঃ এবং তুমিই সগুণের শক্তি স্বরূপা। ৪২ ॥ ৪৩ ॥

মাতঃ! তুমি সূর্য্যের প্রভা, হুতাশনের দাহিকা, জলের শৈত্য, নিশাকরের শোভা, ভূমির গন্ধ, আকাশের শব্দ, এবং তুমিই জীবগণের ক্ষুধা পিপাসাদি এবং সর্ব্ব প্রকার শক্তি স্বরূপ। ৪৪। ৪৫ ॥

তুমি সকলের বীজ স্বরূপা, তুমি সংসারের সার স্বরূপিণী, তুমি পণ্ডিতগণের স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞান স্বরূপিণী। ৪৬ ॥

দুর্গে! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক শূলীকে যে সর্ব্বজ্ঞানাকর শুভকরী বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই বিদ্যা এবং সেই বিদ্যা

সৃষ্টি পালন সংহার শক্তয় স্ত্রিবিধাশ্চ যা।
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশানাং সা ত্বমেব নমোস্তুতে। ৪৮ ॥
মধুকৈটভ ভীত্যাচ ত্রস্তো ধাতা প্রকম্পিতঃ।
স্তুত্বা মুমোচ যাং দেবীং তাং মূর্দ্ধা প্রণমাম্যহং। ৪৯ ॥
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ত্রাতাসৌ বিষ্ণুরীশ্বরীং।
বভূব শক্তিমান্ স্তুত্বা ত্বাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং। ৫০ ॥
ত্রিপুরস্য মহা যুদ্ধে সরথে পতিতে শিবে।
যাং তুষ্টুবুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং। ৫১।
বিষ্ণুনা বৃষ রূপেণ স্বয়ং শম্ভুঃ সমুত্থিতঃ।
জঘান ত্রিপুরং স্তুত্বা তাং দুর্গা প্রণমাম্যহং। ৫২।
যদাজ্ঞয়া বাতিবাতঃ সূর্য্যস্তপতি সন্ততং।

প্রভাবেই ভূতভাবন শিব মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়াছেন। ৪৭।

তুমি ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, তুমি বিষ্ণুর পালনশক্তি এবং তুমিই মহেশ্বরের সংহারশক্তি। হে ত্রিবিধশক্তি রূপিণি! তোমাকে নমস্কার। ৪৮।

বিধাতা ভীষণ দৈত্য মধুকৈটভের ভয়ে ভীত কম্পান্বিতকলেবর হইলে তোমাকে স্তব করিয়া তাঁহার সেই ভয়মোচন হয়, অতএব হে দুর্গে! আমি অবনত মস্তকে তোমাকে প্রণিপাত করি। ৪৯।

মধুকৈটভের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সেই জগত্রাতা নারায়ণ তোমাকে স্তব করিয়াই তাহাদিগের বিনাশে সমর্থ হইয়াছিলেন, অতএব হে দুর্গে! আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। ৫০।

পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুর যুদ্ধসময়ে শঙ্কর রথ সহিত নিপতিত হইলে দেবগণ মহাভীত হইয়া তোমাকেই স্তব করিয়াছিলেন, অতএব হে দুর্গে! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫১।

তৎপরে বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণ করিলে মহাদেব তোমাকে স্তব করিয়া সেই বৃষে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরকে সংহার করেন, অতএব হে দুর্গে! তোমাকে প্রণাম করি। ৫২।

বর্ষতীন্দ্রোদহত্যগ্নিস্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং। ৫৩।
যদাজ্ঞয়া চ কালশ্চ শশ্বদ্ ভ্রমতি বেগতঃ।
মৃত্যুশ্চরতি জন্তোঘে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং। ৫৪।
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ পাতা পাতি যদাজ্ঞয়া।
সংহর্ত্তা সংহরেৎ কালে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং। ৫৫।
জ্যোতিঃ স্বরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো নির্গুণঃ স্বয়ং।
য়য়া বিনা নশক্তশ্চ সৃষ্টিং কর্ত্তুং নমামি তাং। ৫৬।
রক্ষ রক্ষ জগন্মাত রপরাধং ক্ষমস্ব মে।
শিশূনামপরাধেন তাংশ্চ মাতা ন কুপ্যতি। ৫৭।
ইত্যুক্ত্বা পর্শুরামশ্চ প্রণম্য তাং রুরোদহ।
তুষ্টা দুর্গা সম্ভ্রমেণ চাভয়ঞ্চ বরং দদৌ। ৫৮।

মাতঃ! তোমারই আজ্ঞাক্রমে পবনদেব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ, সূর্য্যদেব ইতস্ততঃ তাপ প্রদান, দেবেন্দ্র যথা সময়ে বারিবর্ষণ, এবং অনল দহন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। ৫৩।

মাতঃ! তোমারই অনুমতিক্রমে কাল নিরন্তর বেগে পরিভ্রমণ এবং মৃত্যু প্রাণিপুঞ্জের বিনাশ সাধন করিতেছেন; অতএব হে দুর্গে! আমি তোমায় প্রণাম করি। ৫৪।

জগৎস্রষ্টা যে জগৎ সৃজন, এবং জগৎপাতা যে জগৎপালন, এবং জগৎ সংহর্ত্তা যে যথাকালে জগৎসংহার করিতেছেন, সে কেবল তোমারই আজ্ঞাক্রমে হইতেছে, অতএব হে দুর্গে! আমি তোমায় প্রণাম করি। ৫৫।

তেজঃস্বরূপ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্গুণ, তিনিও তোমার সাহায্য ভিন্ন কখন কখনও বিশ্ববিধান করিতে সমর্থ নহেন। অতএব হে দুর্গে! আমি তোমার চরণে প্রণিপাত করি। ৫৬।

হে জগন্মাতঃ! আমার রক্ষাকর রক্ষাকর। আমার অপরাধ ক্ষমাকর। আপনি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, শিশুরা সহস্র অপরাধ করিলেও মাতা কখনও তাহাদিগের প্রতি কুপিত হন না। ৫৭।

অমরো ভব হে পুত্র বৎস সুস্থিরতাং ব্রজ।
সর্ব্ব প্রসাদাৎ সর্ব্বত্র জয়োহস্তু তব সন্ততং। ৫৯ ॥
সর্ব্বাত্মরাত্মা ভগবাং স্তুষ্টোহস্তু সন্ততং হরিঃ।
ভক্তির্ভবতু তে কৃষ্ণে শিবদে চ শিবে গুরৌ। ৬০ ॥
ইষ্টদেবে গুরৌ যস্য ভক্তি র্ভবতি শাশ্বতী।
তং হন্তুং নহি শক্তাশ্চ রুষ্টাশ্চ সর্ব্ব দেবতা। ৬১ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য চ ভক্ত স্ত্বং শিষ্যশ্চ শঙ্করস্য চ।
গুরুপত্নীং স্তৌসি যস্মাৎ কস্ত্বাং হন্তু মিহেশ্বরঃ। ৬২ ॥
অহো ন কৃষ্ণ ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
অন্য দেবেষু যে ভক্তা ন ভক্তা বা নিরঙ্কুশাঃ। ৬৩ ॥
চন্দ্রমা বলবাং স্তুষ্টো যেষাং ভাগ্যবতাং ভৃগো।
তেষাং তারাগণা রুষ্টাঃ কিং কুর্ব্বন্তি চ দুর্ব্বলাঃ। ৬৪ ॥

বৎস নারদ! পরশুরাম এইরূপে স্তব ও দুর্গাকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অমনি দুর্গা পরম পরিতুষ্ট ও শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন যে, "হে পুত্র! হে বৎস! তুমি অমর হও, তোমার উদ্বেগের প্রয়োজন নাই। মহাদেবের প্রসাদে তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী হও। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি নিরন্তর তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন। শ্রীকৃষ্ণে এবং শান্তিদাতা গুরুদেব সদাশিবে তোমার অচলা ভক্তি হউক।" । ৫৮। ৫৯। ৬০।

যাহার ইষ্টদেবের প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, সমস্ত দেবতারা রুষ্ট হইলে তাহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হন না। ফলতঃ তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, শঙ্করের প্রিয়শিষ্য এবং গুরুপত্নিকে স্তব করিতেছ, তখন এই জগতে তোমায় বিনাশ করে কাহার সাধ্য? । ৬১। ৬২।

আর কৃষ্ণভক্ত জনগণের কুত্রাপি কোন বিপদই থাকে না, যাহারা অন্যান্য দেবগণের একান্ত ভক্ত হয়, তাহারা ভক্ত বলিয়াই গণ্য নহে এবং তাহারা কখনই নিরাপদ হইতে পারে না। ৬৩।

যস্য তুষ্টঃ সভায়াঞ্চেশ্বরদেবো মহান্ সুখী।
তস্য কিং বা করিষ্যন্তি রুষ্টা ভৃত্যাশ্চ দুর্ব্বলাঃ। ৬৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা দত্ত্বা রামং শুভাশিষং।
জগামান্তঃ পুরং তূর্ণং হরি শব্দো বভূবহ। ৬৬ ॥
কাণ্ব শাখোক্ত স্তোত্রঞ্চ পূজা কালে চ যঃ পঠেৎ।
যাত্রা কালে চ প্রাতর্ব্বা বাঞ্ছিতার্থং লভেৎ ধ্রুবং। ৬৭ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কন্যার্থী কন্যকাং লভেৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং প্রজার্থী চাপ্নুয়াৎ প্রজাং।
ভ্রষ্ট রাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ধননষ্টো ধনং লভেৎ। ৬৮ ॥
যস্য রুষ্টো গুরুর্দ্দেবো রাজা বা বান্ধবোঽথবা।

যে সকল ভাগ্যবান জনগণের প্রতি বলবান্ চন্দ্রমা, পরিতুষ্ট থাকেন, দুর্ব্বল তারাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের কি অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে? নরদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সে ব্যক্তি, পরমসুখী তাহার আর সংশয় নাই। কারণ রাজা পরিতুষ্ট হইলে হীনবল ভৃত্যগণ রুষ্ট হইয়া কি করিতে পারে? । ৬৪ । ৬৫ ।

বৎস নারদ! পার্ব্বতী পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই-রূপে নানাবিধ বচন বিন্যাস ও তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন; এদিকেও তৎকালে তথায় উচ্চৈঃস্বরে হরি-ধ্বনি হইতে লাগিল। ৬৬।

যে ব্যক্তি পূজাকালে, যাত্রাকালে ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই কাণ্ব-শাখোক্ত স্তোত্র পাঠ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার বাঞ্ছিত ফললাভ হইয়া থাকে তাহার আর সংশয় নাই। ৬৭।

এই স্তোত্র প্রভাবে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র, কন্যার্থী ব্যক্তি কন্যা, বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা এবং প্রজার্থী ব্যক্তি প্রজালাভ করিয়া থাকেন। এমন কি রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও পুনরায় রাজ্যলাভ এবং ধনক্ষয় হইলেও পুনরায় ধনলাভ হইয়া থাকে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৮।

তস্য তুষ্টশ্চ বরদঃ স্তোত্ররাজঃ প্রসাদতঃ। ৬৯॥
দস্যুগ্রস্তোহি সর্পশ্চ শত্রু গ্রস্তো ভয়ানকঃ।
ব্যাধিগ্রস্তো ভবেন্মুক্তঃ স্তোত্র স্মরণ মাত্রতঃ। ৭০॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ কারাগারে চ বন্ধনে।
জলরাশৌ নিমগ্নশ্চ মুক্তো ভবতি স্তোত্রতঃ। ৭১॥
স্বামিভেদে পুত্রভেদে মিত্রভেদে চ দারুণে।
স্তোত্র স্মরণ মাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থং লভেৎ ধ্রুবং। ৭২॥
কৃত্বা হবিষ্যং বর্ষঞ্চ স্তোত্ররাজং শৃণোতি যা।
ভক্ত্যা দুর্গাঞ্চ সংপূজ্য মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে। ৭৩॥
লভতে সা দিব্য পুত্রং জ্ঞানিনং চির জীবিনং।
অসৌভাগ্যা চ সৌভাগ্যং ষণ্মাস শ্রবণাল্লভেৎ। ৭৪॥
নবমাসং কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ ভক্তিতঃ।
স্তোত্ররাজং যা শৃণোতি সা পুত্রং লভতে ধ্রুবং। ৭৫॥

গুরুদেবই হউন, রাজাই হউন, আর বান্ধবই হউন, যে কেহ কষ্ট হউন, এই স্তবরাজ প্রসাদে তাঁহাদিগের রোষ বিগত হয়, প্রত্যুতঃ তাঁহারা পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৯।

এই স্তোত্র স্মরণ করিবামাত্র দস্যুগ্রস্তের দস্যুভয়, সর্পগ্রস্তের সর্পভয় শত্রুগ্রস্তের ভীষণ শত্রুভয় এবং ব্যাধিগ্রস্তের ব্যাধিভয় বিদূরিত হয়। ৭০।

কি রাজদ্বার, কি শ্মশান ভূমি, কি কারাবন্ধন, কি সাগর নিমজ্জন, কোন প্রকার বিপদ পরাভব করিতে পারে না। নিদারুণ স্বামি বিচ্ছেদ, পুত্র বিচ্ছেদ ও বন্ধু বিচ্ছেদ বিগত হয়। এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ তাহার করমুষ্টিমধ্যে নৃত্য করিতে থাকে, তাহার আর সংশয় নাই। ৭১। ৭২।

এমন কি যদি কোন রমণী এক বর্ষকাল হবিষ্যান্ন ভোজন এবং ভক্তি পূর্ব্বক এই স্তবরাজ শ্রবণ করতঃ দুর্গা পূজা করেন; তাহাহইলে তিনি মহাবন্ধ্যা হইলেও তাঁহার ক্রোড় দেশ নবকুমারে আলোকি হয়। সেই পুত্রের সুদীর্ঘ জীবন জ্ঞানালোকে প্রতিভাত হইতে থাকে। ষণ্মাস

কন্যা মাতা পুত্ত্রহীনা পঞ্চমাসং শৃণোতি যা।
ঘটে সংপূজ্য দুর্গাঞ্চ সা পুত্ত্রং লভতে ধ্রুবং। ৭৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে দুর্গাস্তোত্রং নাম পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলে, সৌভাগ্যহীনা কামিনী সৌভাগ্য লাভ করে। ক কবন্ধ্যা বা মৃতবৎসা, রমণী ভক্তি পূর্ব্বক নয়মাস কাল শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই পুত্ত্রলাভ হয়। যদি কোন পুত্ত্রহীনা কন্যাবতী কামিনী ভক্তি পূর্ব্বক পঞ্চমাস কাল ঘটে দুর্গা পূজা করিয়া এই স্তবরাজ শ্রবণ করেন। তিনি নিশ্চয়ই পুত্ত্র প্রসবিনী হইয়া থাকেন। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে দুর্গা স্তোত্র কথন নাম পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

স্তুত্বা দুর্গাং পশুরামো হর্ষ বিহ্বল মানসঃ।
হরিণোক্তেন স্তোত্রেণ প্রতুষ্টাব গণেশ্বরং। ১ ॥
পূজাঞ্চকার ভক্ত্যাচ নৈবেদ্যৈ র্ব্বিবিধৈরপি।
ধূপ দীপৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ তুলসীং বিনা। ২ ॥
সংপূজ্য ভ্রাতরং ভক্ত্যা সরামঃ শঙ্করাজ্ঞয়া।
গুরুপত্নীং গুরুং নত্বা গমনং কর্ত্তু মুদ্যতঃ। ৩ ॥

নারদ উবাচ।

পূজাং ভগবতশ্চক্রে রামো গণপতে র্যদা।
নৈবেদ্যৈ র্ব্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ স্তুলসীঞ্চ বিনা কথং। ৪।
তুলসী সর্ব্ব পুষ্পানাং মান্যা ধন্যা মনোহরা।
কথং পূজাং সারভূতাং ন গৃহ্লাতি গণেশ্বরঃ। ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! এইরূপে দুর্গার স্তব করিবার পর পরশুরামের চিত্ত হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইল, অনন্তর তিনি শ্রীহরি নির্দ্দিষ্ট স্তোত্র পাঠ করিয়া গণপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তি পূর্ব্বক ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে গণপতিকে পূজা করিলেন কিন্তু তুলসীর সমন্ধ মাত্র রহিল না। ভার্গব শঙ্করের আজ্ঞানুসারে এইরূপে ভক্তিভাবে ভ্রাতা গণপতিকে পূজা করিয়া পরে গুরুপত্নী ও গুরুদেব শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক তথা হইতে গমনের উপক্রম করিলেন। ১। ২। ৩।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! ভৃগুকুলোদ্ভব পরশুরাম যখন পুষ্প নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপচারে গণপতিকে পূজা করেন, তখন তুলসী সম্পর্ক বর্জ্জিত করিলেন কেন? তুলসী সমস্ত পুষ্পমধ্যে ধন্য, মান্য ও মনোহর।

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যেহ মিতিহাসং পুরাতনং।
ব্রহ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং নিগূঢ়ঞ্চ মনোহরং। ৬॥
একদা তুলসী দেবী প্রোদ্ভিন্ন নবযৌবনা।
তীর্থং ভ্রমন্তী তপসা নারায়ণ পরায়ণা। ৭॥
দদর্শ গঙ্গাতীরে সা গণেশং যৌবনান্বিতং।
অতীব সুন্দরং শুদ্ধং সস্মিতং পীত বাসসং। ৮॥
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্ন ভূষণ ভূষিতং।
ধ্যায়ন্তং কৃষ্ণ পাদাব্জং জন্মমৃত্যুজরাপহং। ৯॥
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুং।
অরূপহার্য্যং নিষ্কামং সকামা তমুবাচহ। ১০॥

তুলস্যুবাচ।

অয়ে কিং ধ্যায়সে দেব শান্ত রূপ গজানন।
কথং লম্বোদরো দেহো গজবক্ত্রং কথং তব। ১১॥

কিন্তু গণপতিরই বা সেই পুষ্প প্রধান তুলসী রহিত পূজা গ্রহণ করিবার কারণ কি?। ৪ ৫।

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে নারদ! সেই পুরাকাল ব্রহ্মকল্পের অতি নিগূঢ় মনোহর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। একদা নবযৌবন সম্পন্না নারায়ণ পরায়ণা দেবী তুলসী তপশ্চরণ প্রসঙ্গে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, যুবাপুরুষ পীতাম্বরধারী গণপতি হাস্য বদনে ভাগীরথীতীরে উপবেশন করিয়া জন্ম জরা মৃত্যু রহিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। ৬। ৭। ৮। ৯।

সে নিষ্কাম মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহারও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ নাই; তথাপি দেবী তুলসী কামশরে নিপীড়িত হইয়া সেই জিতেন্দ্রিয় প্রধান যোগীন্দ্রগুরু গণপতিকে কহিলেন, অয়ে! শান্তমূর্ত্তে! দেব গজানন! কি ধ্যান করিতেছ? তুমি এরূপ লম্বোদর হইলে কেন? তোমার গজানন

একদন্তঃ কথং বক্তে বদা মৃষ্যচ কারণং।
ত্যজ ধ্যানং মহাভাগ সায়ংকাল উপস্থিতঃ। ১২॥
ইত্যুক্তা তুলসী দেবী প্রজহাস পুনঃ পুনঃ।
পরা চেতসি দগ্ধা সা কাম বাণৈঃ সুদারুণৈঃ। ১৩॥
গণেশস্য প্রধানাঙ্গে দত্ত্বা কিঞ্চিজ্জলং মুনে।
জঘান তর্জ্জন্যগ্রেণ নিস্পন্দং কৃষ্ণ মানসং। ১৪॥
বভূব ধ্যান ভঙ্গশ্চ তস্য নারদ চেতনং।
দুঃখঞ্চ ধ্যান ভেদেন সদ্বিচ্ছেদোহি শোকদঃ। ১৫॥
ধ্যানং ত্যক্তা হরিং স্মৃত্বা দদর্শ কামিনীং পুরঃ।
নব যৌবন সম্পন্নাং সস্মিতাং কাম পীড়িতাং। ১৬॥
লম্বোদরশ্চ তাং দৃষ্ট্বা পরং বিনয় পূর্ব্বকং।
উবাচ সস্মিতঃ শান্তঃ শান্তাং কামাতুরাং বশী। ১৭॥

হইবার কারণ কি? তোমার কুঞ্জর বদনের আর একটী দন্ত কোথায়? মহাভাগ! সংপ্রতি সায়ংকাল উপস্থিত, ধ্যান পরিত্যাগ কর। যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কারণ বল। ১০। ১১। ১২।

দেবী তুলসী এই কথা বলিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিদারুণ কন্দর্পশরে তাঁহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি সেই কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন অস্পন্দ কলেবর গণনায়কের উত্তমাঙ্গে কিঞ্চিৎ জলপ্রোক্ষণ করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা তাঁহার মস্তক বিঘট্টন করিতে লাগিলেন। ১৩। ১৪।

সুতরাং গণেশের ধ্যান ভঙ্গে তাঁহার মনস্তাপের পরিসীমা রহিল না। ফলতঃ সাধুসঙ্গ বিচ্ছেদ হইলে কাহার না চিত্ত দুয়মান হয়? ১৫।

ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে তিনি শ্রীহরি স্মরণ করতঃ নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে নবযৌবন সম্পন্না কামার্ত্তা এক কামিনী হাস্য বদনে অবস্থান করিতেছে। ১৬।

দর্শন মাত্র শান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় লম্বোদর হাস্য বদনে সবিনয়ে সেই

গণেশ্বর উবাচ।

কা ত্বং বৎসে কস্য কন্যে মাতর্ম্মাং ব্রূহি কিং শুভে।
পাপদোঽশুভদঃ শশ্বদ্ধ্যানভঙ্গস্তপস্বিনাং। ১৮॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং হন্তু বিঘ্নং কৃপানিধিঃ।
সন্ধ্যানভঙ্গজো দোষো নাশু ভবতু তে শুভে। ১৯॥
গণেশ বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স্মরাতুরা।
সস্মিতং স কটাক্ষঞ্চ দেবং মধুরয়া গিরা। ২০॥

তুলস্যুবাচ।

ধর্ম্মাত্মজস্য কন্যাহং মপ্রৌঢ়াচ তপস্বিনী।
তপস্যা মে স্বামিনোর্থং ত্বং স্বামী ভব মে প্রভো। ২১॥
তুলসী বচনং শ্রুত্বা গণেশঃ শ্রীহরিং স্মরন্।
তামুবাচ মহা প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞীং মধুরয়া গিরা। ২২॥

গণেশ উবাচ।

হে মাত র্নাস্তি মে বাঞ্ছা ঘোরে দার পরিগ্রহে।

কামাতুরা কামিনীকে কহিলেন, বৎস! তুমি কে? কাহার নন্দিনী? মাতঃ! তুমি কি কারণেই বা এস্থলে উপস্থিত হইয়াছ সত্বর ব্যক্ত কর। কারণ তপস্বীদিগের তপোযোগ ভঙ্গে নানা বিঘ্ন ও নানা অনিষ্টের উদয় হইয়া থাকে। কৃপানিধি কৃষ্ণ তোমার বিঘ্ন দূর ও কল্যাণ সাধন করুন, শুভে! আমার এই ধ্যানভঙ্গ জনিত কোন অপরাধ যেন তোমার শরীরকে স্পর্শ না করে। ১৭। ১৮। ১৯।

তখন স্মরাতুরা দেবী তুলসী গণেশের বচন শ্রবণে হাস্য বদনে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে করিতে মধুময় বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আমি ধর্ম্ম পুত্র নরনারায়ণ ঋষি কন্যা। আমি এই যৌবনাবস্থায় পতিকামনায় তপশ্চরণ করিতেছি, এক্ষণে প্রার্থনা আপনি আমার ভর্ত্তা হউন। ২০। ২১।

প্রজ্ঞাবান গণেশ্বর তুলসীর বচন শ্রবণে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া মধুর

দার গ্রহোহি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন। ২৩ ॥
হরি ভক্তের্ব্ব্যবায়শ্চ তপস্যা নাশ হেতুকঃ।
মোক্ষদ্বার কপাটঞ্চ ভব বন্ধন পাশকঃ। ২৪ ॥
গর্ভবাস করঃ শশ্বৎ তত্বজ্ঞান নিকৃন্তনঃ।
সংশয়ানাং সমারম্ভো দুস্ত্যাজ্যো বৃষভৈরপি। ২৫ ॥
গেহোহং করণানাঞ্চ সর্ব্ব মায়া করণ্ডকঃ।
সাহসানাং সমূহশ্চ দোষাণাঞ্চ বিশেষতঃ। ২৬ ॥
নিবর্ত্তস্ব মহাভাগে পশ্যান্যং কামুকং পতিং।
কামুকে নৈবকামুক্যা সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ। ২৭ ॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা কোপাতুং সা শশাপহ।
দারগ্রহ স্তে ভবিতা সা সাধ্বীতি গণেশ্বরং। ২৮ ॥

বাক্যে সেই প্রজ্ঞাবতীকে কহিলেন, হে মাতঃ! এই বিপদ সঙ্কুল দার-পরিগ্রহ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ফলতঃ দারপরিগ্রহ কেবল দুঃখের নিমিত্তই হইয়া থাকে, কোন কালেই ইহাতে কিছুমাত্র সুখোদয় নাই। প্রত্যুতঃ এই পরিণয়ব্যাপার হরিভক্তির অন্তরায়, তপস্যার নাশক, মোক্ষদ্বারের কপাট এবং সংসার বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ ইহাতে বারম্বার গর্ব্ভাবাস জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ মাত্র থাকে না, এমন কি মহা মহোপাধ্যায়গণও চিরকাল সংসার দোলায় দোলায়মান হইতে থাকেন। এই দারপরিগ্রহ মূর্ত্তিমান অহস্কারের আবাস গৃহ, মায়ামোহের একমাত্র আধার এবং যাবদীয় হঠকারিতা ও দোষের আকর স্বরূপ। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।

অতএব হে মহাভাগে! তুমি উপস্থিত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্যতম কামুকপতির অন্বেষণ কর। ফলতঃ কামুক ব্যক্তি না হইলে কামুকীর সহিত সমাগম সুখকর হয় না। ২৭।

দেবী তুলসী গণেশ্বরের বচন শ্রবণ করিয়া রোষভরে তাঁহাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, গণপতে! তুমি যখন আমায় অবজ্ঞা করিলে, তখন আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমায় দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। ২৮।

ইত্যাকর্ণ্য সুরশ্রেষ্ঠস্তাং শশাপ শিবাত্মজঃ।
দেবি ত্বমসুরগ্রস্তা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ২৯ ॥
তৎপশ্চান্মহতাং শাপাদ্বৃক্ষ ত্বং ভবিতেতি চ।
মহা তপস্বীত্যুক্তৈব বিররাম চ নারদ। ৩০ ॥
শাপং শ্রুত্বাতু তুলসী প্ররুরোদ পুনঃ পুনঃ।
তুষ্টাবচ সুরশ্রেষ্ঠং স প্রসন্ন উবাচ তাং। ৩১ ॥

গণেশ্বর উবাচ।

পুষ্পাণাং সারভূতা ত্বং ভবিষ্যসি মনোরমে।
কলাংশেন মহাভাগে স্বয়ং নারায়ণ প্রিয়া। ৩২ ॥
প্রিয়া ত্বং সর্ব্ব দেবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য বিশেষতঃ।
পূজা বিমুক্তিদা নৃণাং মম ত্যাজ্যাচ সর্ব্বদা। ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা তাং সুর শ্রেষ্ঠো জগাম তপসে পুনঃ।
হরেরারাধনং ব্যগ্রো বদরী সন্নিধিং যযৌ। ৩৪ ॥
জগাম তুলসীদেবী হৃদয়েন বিদূয়তা।

তুলসী এইরূপ কহিলে, দেবাগ্রগণ্য শিবনন্দন গণেশও তুলসীকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, "দেবি! তোমাকে অসুর হস্তে নিপতিত এবং তৎপরে কোন মহাজনের শাপে বৃক্ষে পরিণত হইতে হইবে, তাহার আর সংশয় নাই"। মহাতপা গণেশ এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ২৯। ৩০।

শাপ শ্রবণে দেবী তুলসী বারম্বার রোদন এবং গণপতিকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর গণনায়ক প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মনোরমে! তুমি পুষ্প মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এবং অংশে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণের প্রিয়তমা হইবে। তুমি সমস্ত দেবতার, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অতীব আদরিণী হইবে। মানবগণ তোমার অর্চ্চনায় মুক্তিলাভ করিবে; কিন্তু তুমি অদ্যাবধি অনন্তকাল আমার পরিত্যাজ্য হইলে। ৩১।৩২। ৩৩।

সুরশ্রেষ্ঠ গণেশ এই কথা বলিয়া শ্রীহরির আরাধনায় বিশেষ ব্যগ্র

নিরাহারা তপশ্চক্রে পুষ্করে লক্ষ বর্ষকং। ৩৫ ॥
পশ্চান্মুনীন্দ্র শাপেন গণেশস্যচ নারদ।
সা প্রিয়া শঙ্খচূড়স্য বভূব সুচিরং মুনে। ৩৬ ॥
ততঃ শঙ্কর শূলেন সংমমারা সুরেশ্বরঃ।
সা কলাংশেন বৃক্ষত্বং স্বয়ং নারায়ণ প্রিয়া। ৩৭ ॥
কথিতশ্চেতিহাসস্তে শ্রুতো ধর্ম্মমুখাৎ পুরা।
মোক্ষপ্রদশ্চ সারশ্চ পুরাণেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ৩৮ ॥
পশুরামো মহাভাগো জগাম তপসে বনং।
প্রণম্য শঙ্করং দুর্গাং সংপূজ্যচ গণেশ্বরং। ৩৯ ॥
পূজিতো বন্দিতঃ সর্ব্বৈঃ সুরেন্দ্র মুনি পুঙ্গবৈঃ।
পার্ব্বতী শিব সান্নিধ্যে তত্রতস্থৌ গণেশ্বরঃ। ৪০ ॥
ইদং গণপতেঃ খণ্ডং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।

হইয়া পুনর্ব্বার তপশ্চরণার্থ বদরী সন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে দেবী তুলসীও দুঃখিত চিত্তে পুষ্করে গমন করিয়া তথায় অনাহারে লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩৪। ৩৫।

মুনিবর নারদ! তৎপরে তুলসী, যোগীন্দ্র গণনায়কের শাপ প্রভাবে বহুকাল দিতিতনয় শঙ্খচূড়ের পত্নী হইয়া রহিলেন। অনন্তর সেই অসুরপতি শঙ্খচূড় দেবদেব শঙ্করের শূলে প্রাণত্যাগ করিলে দেবী তুলসীও বৃক্ষত্বলাভ করিয়া পরে নারায়ণের প্রিয়তমা হইলেন। ৩৬। ৩৭।

বৎস! আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মমুখে যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও মোক্ষপ্রদ, এবং ইহা পুরাণেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৮।

অনন্তর মহাভাগ পরশুরাম, শঙ্কর, দেবী দুর্গা ও গণেশ্বরকে অর্চ্চনা ও প্রণিপাত করিয়া তপশ্চরণার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। এদিকে গণপতিও দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইয়া ভব ভবানী সন্নিধানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯। ৪০

স রাজসূয় যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং। ৪১ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং শ্রীগণেশ প্রসাদতঃ।
ধীরং বীরঞ্চ ধনিনং গুণিনং চির জীবিনং। ৪২ ॥
যশস্বিনং পুত্রিণঞ্চ বিদ্বাংসং সুকবীশ্বরং।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং দাতারং সর্ব্ব সম্পদাং। ৪৩ ॥
সুপবিত্রং সদাচারং প্রশংস্যং বৈষ্ণবং লভেৎ।
অহিংসকং দয়ালুঞ্চ তত্ত্বজ্ঞান বিশারদং। ৪৪ ॥
ভক্ত্যা গণেশং সংপূজ্য বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
শ্রুত্বা গণপতেঃ খণ্ডং মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে। ৪৫ ॥
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা ব্রহ্মন্ পুত্রং লভেৎ ধ্রুবং।
যা দূষিতং দূষিতায়া সাচ শুদ্ধা লভেৎ সুতং। ৪৬ ॥
সংপূর্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং শ্রুত্বা যল্লভতে ফলং।
তৎফলং লভতে মর্ত্যঃ শ্রুত্বেদং খণ্ড মুত্তমং। ৪৭ ॥

বৎস নারদ! যিনি সমাহিতচিত্তে এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হন। এই গণপতি খণ্ড শ্রবণে অপুত্র ব্যক্তিও গণেশের প্রসাদবলে বীর, ধীর প্রকৃতি, ধনবান্, গুণবান্, দীর্ঘজীবী, যশস্বী পুত্রবান্, বিদ্বান্, সুকবি, জিতেন্দ্রিয় প্রধান, সম্পদ্ দাতা, অতি পবিত্র, সদাচার নিরত, সকলের প্রশংসনীয়, বিষ্ণুভক্ত, অহিংসক, দয়ালু ও তত্ত্বজ্ঞান বিশারদ পুত্রলাভ করিতে পারেন। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪॥

এমন কি মহাবন্ধ্যাও যদি ভক্তি পূর্ব্বক বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা গণেশ্বরকে পূজা করাইয়া এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করেন, তাহাহইলে অনায়াসে সুপুত্র প্রসবে সমর্থ হন। মৃতবৎসা ও কাকবন্ধ্যাও সুপুত্র লাভ করেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অধিক কি দূষিত রমণীরাও শুদ্ধি লাভ করিয়া অদূষিত উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিয়া থাকেন। ৪৫। ৪৬।

এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যে ফল লাভ হয়, এক

বাঞ্ছাঙ্ক্ত্বাতু মনসি শৃণোতি পরমাস্থিতঃ।
তস্মৈ দদাতি সর্ব্বেষ্টং সুরশ্রেষ্ঠো গণেশ্বরঃ। ৪৮ ॥
শ্রুত্বা গণপতেঃ খণ্ডং বিঘ্ননাশায় যত্নতঃ।
স্বর্ণ যজ্ঞোপবীতঞ্চ শ্বেত ছত্রাশ্ব মাল্যকং। ৪৯ ॥
প্রদীয়তে বাচকায় স্বস্তিকং তিল লড্ডুকং।
পরিপক্ক ফলান্যেব দেশকালোদ্ভবানি চ। ৫০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মাত্র অত্যুৎকৃষ্ট এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে তাহার কিছু মাত্র সংশয় নাই। ৪৭।

যিনি একাগ্রমনে ভক্তি সহকারে এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করেন, সুরশ্রেষ্ঠ গণেশ্বর তাঁহাকেই সর্ব্ব প্রকার অভিলাষ প্রদান করেন। ৪৮।

বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করিলে পাঠক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত, শ্বেতচ্ছত্র, অশ্ব, মালা, স্বস্তিক, তিল-লড্ডুক এবং দেশোচিত ও কালোচিত পরিপক্ক ফল সকল প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৪৯। ৫০।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ইতি গণপতিখণ্ডং সমাপ্তং